শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তন-পুরুষবর্য শ্রীরূপানুগবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের
ভূতপূর্ব আচার্যদেব
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ
কর্তৃক সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃবঃ

প্রকাশক ঃ-
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি
(সাধারণ সম্পাদক)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রাপ্তি স্থান ঃ-
শ্রীচৈতন্য মঠ,
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
ফোন ঃ-(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬, ২৪৫১৩৭

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট;
৭০ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৬
ফোন ঃ-(০৩৩) ২৪৬৬২২৬০

ভিক্ষা ঃ— ১০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ কম্পুটার বিভাগ
শ্রী ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ
কর্তৃক মুদ্রিত

বিবোধন

শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধাম-নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পবিত্র ও মধুর উপদেশ প্রদানপূর্বক জগজ্জীবগণকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার নামই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত* । সেইশিক্ষামৃতই নিখিল জীবের পরমামৃতধন। আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করি যে, পাঠকগণ বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই সর্বশাস্ত্রের সার। ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্ দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, সেই সমস্ত তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামৃতে পাওয়া যাইবে। বিদেশীয় ধর্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্মসমূহে যে কিছু সদ্বস্তু আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা না পাওয়া যাইবে, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে।

এই শিক্ষামৃতে যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সরল ও গম্ভীর। সরল,-যেহেতু মূর্খ, বোধশূন্য, নিরক্ষর মানবের পক্ষে যে ধর্ম সহজ, তাহা ইহাতেই আছে। গম্ভীর,-যেহেতু তর্কবিচার ও শাস্ত্রজ্ঞানে পারঙ্গত পণ্ডিতদিগের উপকার হয়, এরূপ পরমধর্ম ইহাতে শিক্ষিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার জীবের

---

* চারিশত চৈতন্যাব্দে সেই শিক্ষামৃতের প্রথম সংস্করণ হয়। সেই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ এইবার প্রকাশিত হইল। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত যে কিছু অভাব ছিল, তাহা চতুর্থ সংস্করণে পরিপূরিত হইয়াছে। সর্বত্র প্রমাণ সংগ্রহের দ্বারা পাঠকগণের সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে।

উপযোগী যে সর্বোৎকৃষ্ট জৈবধর্মরূপ পরম ধর্ম,তাহা শিক্ষামৃত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে পাওয়া যাইবে না। পণ্ডিতগণ নিরপেক্ষ হইতে পারিলেই এই ধর্মে অধিকারী হইতে পারেন। বর্ণাশ্রমাচারী মহোদয়গণ এবং বর্ণবাহ্য মানবগণ সকলেই এই উপদেশের অধিকারী। কুণ্ঠিতবুদ্ধি, মূর্খ কর্মচারিগণ ইহাতে আস্বাদন লাভ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভবার্ণব পার হইতে পারেন। আবার উদারবুদ্ধি তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ নিরপেক্ষ আলোচনাদ্বারা এই উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া অনায়াসে পরমপদ লাভ করেন। মতবাদী সম্প্রদায়-আবদ্ধ ব্যক্তিগণ এই উপদেশের বলে নিজ নিজ কুণ্ঠিত বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক উদার-স্বভাব লাভ করেন। এই জন্যই আমরা বলি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃতই জীবের পরমামৃতধন।

অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তিগণের এই উপদেশ গ্রহণে রুচি হয় না, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে, কালের গতিকে কোন সুকৃতি বলে কোন জন্মে তাঁহারাও এই উপদেশামৃতের অধিকারী হইবেন।

অনেকস্থলে বিধর্ম, ছলধর্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কর্মবিপাকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তিরহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্ট মতকে প্রকৃত প্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের দুঃখে আমরা নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক দুঃখ করিয়া থাকি। মহাপ্রভু দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে অবিচারিত বিধান হইতে উদ্ধার করুন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২০

শ্রীনবদ্বীপ-গোদ্রুমবাসী
অকিঞ্চন দীন বানপ্রস্থী
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

* * *

ভূমিকা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামক তদীয় গ্রন্থে যে অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তৎপানমত্ত জগদ্গুরু শিক্ষক- সম্প্রদায় কি প্রকার আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষার বস্তু, তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে জীবের জীবোন্মুক্ত-দশায় অবস্থিতি হয়।

যে সকল শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারেন নাই তাঁহারা আত্মস্বরূপ নির্ণয়ে-বঞ্চিত হইয়া দিবজ্ঞানলাভের পরিবর্তে জাগতিক ভোগে মুগ্ধ। ইহাদের প্রতি অহৈতুক-দয়াপরবশ হইয়া শ্রীশ্রীমৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শিক্ষিতব্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা-পূর্বক শ্রীচৈতন্যদেবের অনুপমশিক্ষামৃত দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত জনগণের ভজন-সৌকর্যার্থে আটটী বৃষ্টিস্রোতে প্রবাহিত করিয়াছেন।

অভিন্ন -ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষক, - পারমহংস্য অমলজ্ঞানের শিক্ষক, -কর্মফলবাদের অকর্মণ্যতার শিক্ষক, -নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে অনুপযোগিতার শিক্ষক। তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষায়- নিরূপাধিক জীবের কর্মাবরণ ও জ্ঞানাবরণে কোনই প্রসক্তি নাই, পরন্তু সুনির্মল শুদ্ধ জীবাত্মার সেবা-বৃত্তির উন্মেষের কথাই আছে। অনাত্ম- প্রতীতি হইতে জাত অভক্তির বিভিন্ন শ্রেণীসমূহ, -যাহা মনোধর্মী ও ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ জনগণ আদর করিতে অভ্যস্ত,তাহা শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় আদৃত হয় নাই,পরন্তু ঐসকল অভিধেয় পরিহারপূর্ব্বক নিত্য ভজনীয় বস্তুর নিত্য ভজনকারীর নিত্যবৃত্তি-লাভের শিক্ষাই জীবের প্রকৃত নিত্য মঙ্গলসাধিকা বলিয়া এই গ্রন্থে উত্তমরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ

পঞ্চবিধ আশ্রয়জাতীয়ের এক মাত্র রতির বিষয়। তাঁহার শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের ভজন ব্যতীত জীবের অপরা প্রবৃত্তির আদর নাই। শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশিষ্ট বস্তু নহেন। তিনি প্রাকৃত জড় বিশেষের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-গম্য ঐতিহ্যের বস্তুবিশেষ নহেন, অথবা আধ্যাত্মিক কল্পনারও বস্তু নহেন। কৃষ্ণবিমুখ সাংসারিকের যাবতীয় চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত নহে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন নিত্যশুদ্ধ জীবের চরম কল্যাণোৎপাদনে অসমর্থ। প্রয়োজন-পর্যায়ে ফলভোগ ও ফলত্যাগরূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, অষ্টাদশ সিদ্ধি প্রভৃতি জীবের বাঞ্ছনীয় ফলপ্রাপ্তি নহে। কৃষ্ণপ্রেমাই সুবিমল আত্মার একমাত্র প্রাপ্য। জাগতিক নীতি অথবা জাগতিক বিচারমূলে যাহা ঔদার্যের আদর্শ বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা অচিন্মাত্রবাদ বা চিন্মাত্রবাদেই পর্যবসিত, পরন্তু চিদ্বিলাসের কোন সন্ধান দিতে সমর্থ নহে। যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় চেষ্টা-দ্বারা সেবা-বিচ্যুত হইয়া পুরুষোত্তমের সম্বন্ধে ইতর বিচার করিতে গিয়া ভোগী বা ত্যাগী হন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইবেন। জীবের আত্মস্বরূপলাভের পূর্ব পর্যন্ত যে বিচারধারা দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যশিক্ষার অনুগমন সম্ভবপর নহে। তজ্জন্য সকল চেষ্টা পরিহার করিয়া সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যচরণে রতিবিশিষ্ট হইলেই ব্রহ্মলোক, বিরজা, মহেশধাম ও দেবীধামস্থ চতুর্দশ ভুবন স্ব-স্ব-বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় সর্বতোভাবে শিক্ষিত জনগণের হার্দ রহস্যই সেই শিক্ষা-লাভের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত।

কর্মনিষ্ঠ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত জনগণের মনোধর্ম অনেক সময়ই শ্রীচৈতন্যশিক্ষার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত-পানে যাঁহাদের অভিলাষ, তাঁহারা এই অমৃত লাভ করিয়া নিজাভীষ্ট বরণ করুন।

* * *

প্রথম বৃষ্টি-সামান্যতঃ পরমার্থ-ধর্মনির্ণয়

১ম ধারা-উপক্রম ১-২১

২য়ধারা-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী ২২-৩০

৩য় ধারা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস ৩১-৪২

৪র্থধারা-জীব-বদ্ধজীব ও মুক্তজীব ৪৩-৫০

৫ম ধারা-অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ৫১-৫৬

৬ষ্ঠধারা-সাধননির্ণয় ৫৭-৬৮

৭ম ধারা-প্রয়োজনতত্ত্ব ৬৯-৭৯

দ্বিতীয় বৃষ্টি-গৌণ-বিধি বা ধর্মাচার

১মধারা-গৌণবিধির বিভাগ ৮১-৮৬

২য় ধারা-পুণ্যকর্ম ৮৭-১০২

৩য় ধারা-কর্মাধিকার ও বর্ণবিচার ১০৩-১১১

৪র্থ ধারা-আশ্রমবিচার ১১২-১১৫

৫ম ধারা-আহ্নিক ১১৬-১২৮

তৃতীয় বৃষ্টি-মুখ্যবিধি বা বৈধী ভক্তি

১ম ধারা -বৈধী ভক্তির লক্ষণ ১২৯-১৩৯

২য়ধারা-ভক্তি-অনুশীলনবিধি ১৪০-১৫৩

৩য়ধারা-অনর্থবিচার ১৫৪-১৭১

৪র্থধারা-গৌণ ও মুখ্যবিধির পরস্পর সম্বন্ধবিচার ১৭২-১৮০

চতুর্থ বৃষ্টি-রাগানুগা ভক্তির বিচার ১৮১-১৮৬

পঞ্চম বৃষ্টি-ভাবভক্তিবিচার

১ম ধারা-ভাবভক্তি ১৮৭-১৯৩

২য় ধারা-ভাবুক-লক্ষণ ১৯৪-২০১

৩য় ধারা-জ্ঞানবিচার ২০২-২৫৭

৪র্থ ধারা-রতিবিচার ২৫৮-২৬৬

ষষ্ঠ বৃষ্টি- প্রেমভক্তিবিচার

১ম ধারা-প্রেমভক্তিবিচারভেদ ২৬৭-২৭০

২য় ধারা-প্রেমোদয়ক্রমবিচার ২৭১-২৭৬

৩য় ধারা-প্রেমাধিকারভেদে নাম ভজন বিচার ২৭৭-২৮৯

৪র্থ ধারা-নামভজনপ্রণালী ২৯০-৩০১

৫ম ধারা-প্রেমারুরুক্ষু পুরুষদিগের গতি ৩০২-৩১৫

৬ষ্ঠ ধারা-অষ্টকাল-লীলাপরিচয় ৩১৬-৩২৯

সপ্তম বৃষ্টি-রসবিচার

১ম ধারা-সাধারণ রসবিচার ৩৩১-৩৪৭

২য় ধারা-উপাসনামাত্রেরই রসতত্ত্ববিচার ৩৪৮-৩৫২

৩য় ধারা-শান্তরসবিচার ৩৫৩-৩৫৬

৪র্থ ধারা-প্রীতিভক্তিরসবিচার ৩৫৭-৩৬৩

৫ম ধারা-প্রেমভক্তিরস,সখ্যরস ৩৬৪-৩৭০

৬ষ্ঠ ধারা-বৎসল ভক্তিরস ৩৭১-৩৭৪

৭ম ধারা-মধুর ভক্তিরস ৩৭৫-৪০০

অষ্টম বৃষ্টি-উপসংহার ৪০১-৪২০

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্লোক-সূচী

অ

অকথনো গূঢ়গর্বো ২/৫৩, অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং ৮৭, অকামঃ সর্বকামো ১৩০, অকুটিলমূঢ়ানাং ১৯১, অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ ৩২৮, অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়াঃ ১৯০,অঙ্গসম্বাহনং ২/৪০, অঙ্গানি যস্য ২, অচিন্ত্যাঃ খলু ২/১১, অচিন্ত্যা খলু ৫৭, অচিরাদেব সর্বার্থ ৭৯, অচৌরাণা-১১২, অতঃ পুংভিঃ ১৩৩,অতঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ ৩১৪, অতঃ সর্ববয়স্যেযু ২/৩৫, অতএব ক্বচিত্তেষু ২৬৬, অতএব দূরত ১৭২, অতত্ত্বতোহন্যাথাবুদ্ধিঃ ৫৮, অতন্দ্রিতোহনুরোধেন ৩০৯, অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং ২/৬২, অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত ১৯৮, অতুল্যমধুরপ্রেম ৪৩, অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈঃ ১০৫, অতো হরে ২৯৬, অতো ভাগবতী ২২৪, অতো ময়ি রতিং ২৭৩, অত্যদ্ভুতং ৩০৫, অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ ১৩৭, অত্র কিঞ্চিৎকৃশং ২/৪৪, অত্র ত্যজ্যতয়ৈঃ ২৫৮, অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী ২/২৬, অত্রানুভাবাঃ কথিতাঃ ২/১৫, অত্রাপস্মারসহিতাঃ ২/৪৪, অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ ২/৫৫, অত্রোপলক্ষণতয়া ১৮৬, অথ খিন্নঃ ২৬৪, অথ দেশান্ ১৪৭, অথ পঞ্চগুণাঃ ৪৩, অথবা সর্বেযাং ২৯৬, অথ যদিদমস্মিন্ ২/৪৯, অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা ২/১৫, অথাসক্তিস্ততো ২৭৫, অথৈতস্য সহায়াঃ ২/৫৯, অথোচ্যন্তে ২/১৭, অথোচ্যন্তে গুণাঃ ৪৩, অথো মহাভাগ ৩৭, অথো মহাভাগ ২২৪, অদান্তগোভিঃ ৬৮, অদ্যাপি বাচস্পতয়ঃ ২১৪, অত উর্ধতয়া ৩১৮ অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ১৩, অধিক স্মন্যভাবেন ২/৪৩, অধিরূঢ়ে মহাভাবে ২/১৭,অনন্যমমতা ২৭১, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো ২৬৮, অনন্যেনৈব যোগেন১৪৪, অনর্থায় ভবেয়ুঃ ৯০, অনর্থোপশমং ১৫, অনর্থোপশমং ৩৮, অনর্থোপশমং ২৮৭, অনাচান্তধিয়াং ২/৭, অনাদিরাদিঃ ২৯৬, অনিচ্ছয়াপি ২৯৬. অনিত্যমসুখং

১৩৭, অনিত্যমসুখং ২৭৬, অনিমিত্তা ভাগবতী ১৩৮, অনিমিত্তা ভাগবতী ২৪৮, অনিরুদ্ধাদি-নপ্তৃনাং ২/৪৫, অনুকূলদক্ষিণ ২/৫৮, অনুগ্রহময়ী ২/১২, অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তিঃ ২/৩১, অনুগ্রহান্নহাবিষ্ণোঃ ২৩০, অনুগ্রহায় ভক্তানাং ২/৫৭, অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাৎ ২/২৮, অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং ২/৪৪, অনুভাবাস্তু ২/১৪, অনুভূয় ক্ষণং ৩২৮, অনুরাধা তু ২/৬২, অনেক-জন্ম সংসিদ্ধ ২৭৫, অন্তবত্তু ফলং ২৫৩, অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ ২৫২, অন্তর্বৃত্তি-বিশেষস্য ২/২৫, অন্তর্বহির্যদি ২/৯৫, অন্তর্বহিশ্চ ২৩০, অন্তর্বাণীভি-রপ্যস্য ২৭৩, অন্যত্র দ্বিভুজঃ ২/২৮, অন্যদেব অন্যশাস্ত্র ১০, অন্নাদ্য-কামঃ ১২৯, অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ১৮, অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ১৩৮, অন্যেবদন্তি ২৫৫, অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ২/৭৪, অন্বীক্ষেতাত্মনো ১৯৮, অন্বেষয়ন্নুপালব্ধৌ ৩২৬, অপরস্পরসম্ভূ তং ৩, অপরেয়মিতঃ ৫০, অপশ্যৎ পুরুষং ১৪, অপশ্যৎ পুরুষং ৩৮, অপশ্যৎ পুরুষং ২৮৭, অপি চেৎ সুদুরাচারো ২৭৬, অপি তত্র গতঃ ৩২৭, অপ্যাত্মন্নৈনাভিমতাৎ ৫২. অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ২৬৬, অপ্রতীতৌ হরিরতেঃ ২/৪৫, অপ্রাণস্যেব ২৫৯, অপ্রারব্ধং ভবেৎ ১৮৯, অবজানন্তুমী ২২৭, অবতারান্তরবৎ ২৯৫, অবতারাবলীবীজং ৪৩, অবতারাবলীবীজং ২/২৮, অবলম্ব্য করং ৩২৪, অবরঃশ্রদ্ধয়োপেত ১০১, অবস্থান্তরমাপ্তো ২/১৭, অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ ২/২৮, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ ৪৩ অবিচ্যুতোহর্থঃ ৩০৬, অবিদূর ইতঃ ৩২০, অবিপক্ককষায়াণাং ৫১, অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধং ২/৬, অবিরুদ্ধান্ ২/৬, অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ২/৬, অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ- ২/৯৫, অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন ১৭২, অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং ২৪৮, অব্যয়স্যাপ্রেময়স্য ৭২, অব্যাকৃতং ২৭৬, অব্রতাতপ্ততপসঃ ১৩৫, অব্রতানামমন্ত্রাণাং ২/৯৪, অভিজ্ঞেন সুবোধোহয়ং ২৬৫, অভিতো মঞ্জুকুঞ্জেষু ৩২৬, অভিযুক্ততরৈরন্যৈ- ২৪৭, অভিযন্ধি-বিনির্মুক্তা ২৭৩, অভ্যঙ্গৈর্মর্দনং ৩২৪, অভ্যর্থিতস্তদা ১২১, অমানিনা মানদেন ৭৭, অমানিনা মানদেন ৩০৮, অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রি ২৩৯, অয়ং নেতা ৪২, অয়ি নন্দতনুজ ২৯০, অরে চেতঃ ৩১০, অর্চনং বন্দনং ৬২, অর্চায়াং স্থণ্ডিলে ১২, অর্চায়ামেব ৩০৩, অর্জুনো ভীমসেনশ্চ ২/৩৫, অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ২৩৩, অর্থশাস্ত্রেণ কিং তাত ২০৬, অর্থানর্থেক্ষয়া ৯০, অর্থেন্দ্রিয়ারাম-৭৮, অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং ২৪০, অর্থে হ্যবিদ্যমানেহপি ৫১, অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ৩০, অলব্ধ্বান বিষীদেত ১৯৮, অলৌকিকী ত্বিয়ং

২/১৮, অশৌচমনৃতং ৮৪, অশ্রদ্ধধানে বিমুখে ১৬৬, অশ্রমাভীষ্টনির্ব্বাহী ২৬৭, অশ্ব ইব ২/৪৮, অষ্টকালোচিতাং ৩১৮, অষ্টাঙ্গপাতৈঃ ৩২৯, অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ ৯০, অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ ৩১০, অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে ৩, অসমানোর্ধ্বরূপ ৪৪, অসাক্ষাৎ স্বস্বযূথেশ ২/৩৯, অসেবয়ায়ং ২৬১, অস্তি যজ্ঞপতির্নাম ২৩৯, অস্ত্যেব মে ২৮৯, অস্মিন্মন্বন্তরে ২৭২, অস্মেন্নালম্বনাঃ ২/৫১, অস্মিল্লোঁকে ৮৬, অস্যৈব সিদ্ধ ৩১৫, অস্যাং কটাক্ষ ২/১২, অহং ত্বাং ১৪৫, অহং ত্বাং ২৮১, অহং মমেতি ১৬৬, অহঙ্কার বলং ১৪৬, অহঙ্কার ইতীয়ং ৫০, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা ৫৯, অহমাত্মাত্মনাং ২৩৭, অহমেবাসমেবাগ্রে ২১৭, অহিংসা সত্য- ১০৫, অহৈতুক্যপ্রতিহতা ১৩২, অহৈতুক্যব্যবহিতা ১৩৯, অহৈতুক্যব্যবহিতা ২৪৯।

আ

আকৃষ্টিঃ কৃষ্ণচেতসাং ৩০২, আক্রমান্মুখ্যয়া ২/১৫, আগচ্ছতি পিতুঃ ৩২৪, আগচ্ছতি ব্রজং ৩২৯, আজ্ঞাসেবা ৩১৫, আত্মক্রীড় আত্মরত ১৯৮, আত্মরতিঃ২৮৫, আত্মজং যোগবীর্যেণ ৯০, আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং ১৭৭, আত্মনঃ কথ্যতে ২/১১, আত্মনস্তু কামায় ২৮৫, আত্মনিক্ষেপ ২৮২, আত্মানং চিন্তয়েৎ ৩১৯, আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ ১১০, আত্মানমনন্যঞ্চ ৪৭, আত্মক্রীড় আত্মানমাত্মনা ৩৪, আত্মা বা অরে ২৮৫, আত্মারামগণাকর্ষী ৪৩, আত্মারামাস্ত ২/২৪, আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ ২/২৮, আত্মৌপম্যেন ১৯, আত্যন্তিকরহস্যেষু ২/৩৬, আদরঃ পরিচর্যায়াং ১৪১, আদৌ কৃতযুগে ১০৮, আদৌ শ্রদ্ধা ২৭৫, আদ্যং মধ্যং তথা ২/৪৪, আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং ২/৫৫, আধিপত্যকামঃ ১৩০, আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্ ২৩৪, আনন্দং পরমাত্মানং ৫০, আনন্দচিন্ময়রস- ২/৬১, আনন্দচিন্ময়সদু-২, আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ ২/৩১, আনন্দসাগরে ৩২৮, আনন্দাম্বুধিবর্ধনং ২৯৩, আনন্দৈকসুখস্বামী ২৯৬, আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ২৮২, আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ১৮, আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ১৩৮, আন্বীক্ষিক্যা ৯০, আবর্ততে প্রবৃত্তেন ১১৭, আবির্ভাব মনোবৃত্তৌ ১৯০, অভ্যাসতাঞ্চ

শনকৈঃ ২৬৬, আভাসতামসৌ ২৬৬, আময়ো যশ্চ ১৭৪, আয়ুষ্কামোহশ্বিনৌ ১৬০, আয়ুষ্মান্ মে ৩২৪, আর্জবেনার্যসঙ্গেন ২৩৪, আর্যানামতিশুদ্ধানাং ২/৭, আরব্ধকর্মনির্বাণো ৫১, আরাধনানাং সর্বেষাং ২৬২, আরাধিতো যদি ২/৯৫, আরাধ্যত্বাত্মিকা ২/১১, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ ৫১, আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষং ২৭২, আলম্বনোহস্মিন্ ২/২৮, আশংসয়া রসবিধেঃ২/৫৭, আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা ১৯৬, আশাবন্ধো ভগবতঃ২০১, আশীর্বাদো নিদেশঃ২/৪৪, আশ্রমাপসদা ১১০, আশ্রিতাদেঃ পুরা ২/৩৩, আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ২৫০, আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে ১৯৬, আসাং প্রেমবিশেষোহয়ং ১৮৬, আসামহো চরণরেণু ২/৫৭, আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা ১০৫, আহারার্থং সমীহেত ১৯৮, আহুক প্রভৃতীনাং ২/৪৫, আহুর্ধ্রুবধিয়ো ২১৪,

ই

ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ ২/৩০, ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ ১৫৫, ইতরেষাং মদাদীনাং ২/৩৩, ইতি কাত্যায়নী ৩২৪, ইতি পুংসার্পিতা ৬২, ইতি বেদ স বৈ ৭২, ইতি বেদ ২১৫, ইতি মাং ২৪১, ইতি রাম ২০৭, ইতি স চিন্ত্য ২/৫৬, ইতি সেবা ৩১৬, ইত্থং তৌ ৩২৫, ইত্থং ভুক্ত্বা ৩২৫, ইত্থং মনোরথং ১৯২, ইত্থং শরৎ ২৮০, ইত্যসাধারণং ৪৪, ইত্যাত্মানং ৩২০, ইত্যাদয়ঃ সখায়ঃ২/৩৬, ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ১৯৬, ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ ২/৩১, ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃ২/২৫, ইত্যাহবয়স্তি তাং ৩২৪, ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য ৩২১, ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং ১৮৬, ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং ২/৫৭, ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈঃ২/২০, ইদং লালনভব্যাশীঃ ২/১২, ইদং হি বিশ্বং ২২৪, ইদং হি বিশ্বস্য ৩০৬, ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কাম-১২৯, ইন্দ্রারিব্যাকুলং ৩৫, ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু ২৪৪, ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈঃ ২৩৯, ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু ১৮৬, ইষ্টং দত্তং ১৪১, ইষ্টং দত্তং ১৪০, ইষ্টং দত্তং ১০২, ইষ্টাপূর্তেন মামেবং ৯১, ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে ২৩৯।

ঈর্ষালবেন চাস্পৃষ্টা ২/৩২, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ২৯৬, ঈশ্বরঃ পরমারাধ্য

২/২৮, ঈশ্বরে তদধীনেষু ১৫৩, ঈশ্বরে তদধীনেষু ৩০৩, ঈষৎ প্রথমম্ ১৮০, ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা ৮১।

উক্তঃপতি ২/৫৫, উজ্জ্বলোঽয়ং বিশেষেণ ২/৩৬, উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং ২০১, উৎপথপ্রতিপন্নস্য ১৭২, উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী ২০৫, উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি ৩২৩, উদাত্তাদ্যৈশ্চতুর্ভেদৈঃ ২/৫৯, উদ্দীপনা বয়োরূপ ২/৩৮, উদ্দীপনাস্তে ২/১৩, উদ্ধবো দারুকো ২/৩০, উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা ২/৩৩, উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি ২/১৭, উন্মাদমোহাবিত্যাদ্যা ২/৪৫, উপদর্মস্ত্ব পাষণ্ডো ১৩, উপবিশ্যাসনে ৩২৬, উপবিস্যাসনে ৩/২৮, উপবিষ্টৌ ততো ৩২৩, উপালম্ভাদয়শ্চাত্র ২/৪৪, উপাসতে তপোনিষ্ঠা ১০৮, উভয়ত্র পরে ২/৩৩, উরুক্রমস্যাখিল ৩৭, উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে ২২৪।

ঊ

ঊর্মিবদ্বর্ধয়ন্ত্যেনং ২/১৭।

ঋ

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভি ২৯৫, ঋতেঽর্থ যৎ ৩৯।

এ

একশ্চরেন্মহীমেতাং ১৯৮, একস্তয়োঃ খাদতি ১, একস্যৈক মামংসস্য ১৬, একাদশ প্রসিদ্ধানি ৩১৫, একান্তকুসুমৈঃ ৩৩২, একান্তিনো যস্য ৩০৫, একোঽপি বেদবিৎ ২/৯৪, একো বিবিক্ত ১১৪, এত আত্মহনো ১৬১, এতৎ সংসূচিতং ১৭৪, এতৎ সর্বং ৯০, এতদ্‌যোগাৎ ২৯৬, এতদক্ষরং গার্গি ২৮৫, এতন্নির্বিদ্যমানা- ৭৫, এতন্নির্বিদ্যমানা- ২৮৯, এতাঃ সাধারণা ২/৪০, এতাদৃশী তব ২৯৩, এতান্ বেগান্ ৩০৮, এতাবজ্জন্মসাফল্যং ৭৮, এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং ২/৭৪, এতাবানেব যজতাং ১৩০, এতাবানেব লোকে ২৮৯, এতে চাংশকলাঃ ৩৫, এতে চান্যে ২২৭, এতেষাং প্রবরঃ২/৩১, এতে পঞ্চদশানর্থা

১১৮, এতেষু তস্য ২/৩১, এতৈরূপদ্রুতো নিত্যং ২১৪, এতৈরূপায়ৈর্যততে ২৮৮, এবং কীর্তন ৩০৪, এবং কৃষ্ণমতেঃ ৫১, এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু ১৪৯, এবং কুটুম্বভরণে ২/৩, এবং কেষুচিৎ২/৪৫, এবং গুণস্য ২/৪৩, এবং গুণাঃ৪৪, এবং গুরূপাসনয়া ৫৯, এবং তৈস্তদ্ ৩২৯, এবং তৌ ৩২৮, এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ ২৪২, এবং ধর্ম্মৈঃ ১৪১, এবং নামান্বিতো ৩০৪, এবং নৃণাং ২/৯২, এবং নৃণাং ১৭৪, এবং পদ্মোপরি ৩১৮, এবং প্রকৃতি ৯, এবং প্রবৃত্তস্য২৭৯, এবং বিবিধয়া ২/৩৭, এবং বুদ্ধিগুণান্ ৫০, এবং ব্রতঃ ২৭২, এবং ব্যবায়ঃ১২০, এবমেকান্তিনাং ২৮৩, এষা বৎসলনামাত্র ২/৪৩, এষ ভক্তিরসানন্দ ২/২৬, এষাং পার্ষদবৎ ২/৩১, এষাঙ্গকম্পতা ২/৭, এষ কৃষ্ণরতিঃ ২/৫, এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ ২/৩৪, এষা রসত্রয়ী ২/৪৫, এষা রসেহত্র ২/৩৩, এষা সখ্যরতিঃ ২/৪১, এম্বসাধারণা ২/২৫।

ঐ

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ২২০, ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ ১৬৯।

ও

ওঁ আস্য জানন্তো ২৯২, ওঁকারো এবেদং ২৯৫, ওঁকারো বিদিতো ওঁ তৎ সৎ ৫৩, ওঁ তমু স্তোতারঃ ২৯২, ওঁপদং দেবস্য ২৯২, ওঁ পদং দেবস্য ২৯২, ওঁ মিত্যেতদ্-ব্রহ্মণো ২৯৫।

ঔ

ঔগ্র্যামর্ষাসূয়া ২/১৭।

ক

কঙ্কনাঙ্গদকেয়ূর ৩২৪, কথং তস্য ১৫৫, কথং সাধুপ্রেমা ৩১১, কথাগানং নাট্যং ৪, কথামাহূয়তে ৩২৪, কদা শৈলদ্রোণ্যাং ২/২৫, কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন ২/৩৬, কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ ২/৫৫, কবির্মনীষী ২৮৪, করুণাদ্যা রসা ২/২০, করোত্যকর্তেব ২১৮, কর্ণাকর্ণিকথাদ্যাঃ২/৩৯, কর্মণাং জাত্যা ৬৩, কর্মণাং

জাত্যশুদ্ধানাম্ ৬৩, কর্মণো জন্ম মহতঃ ৫২, কর্মণো হ্যপি ৮৬, কর্মণ্যকর্ম ৮৭, কর্মভির্গৃহমেধী ৯৮, কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ২২০, কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি ১৩১, কর্মিভ্যশ্চাধিকো ২৭৬, কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে ৩২৩, কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে ৩৩১, কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি ৩৩১, কামঃ ক্রোধং ৭২, কামঃ ক্রোধশ্চ ৮৪, কামকামো যজেৎ১৩০, কামপ্রায়া রতিঃ ১৮৬, কামস্য নেন্দ্রিয়, ৭৪, কামাত্মা কৃপণো ১৬২, কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা ১৮৬, কামা হৃদয্যা ৭৪, কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ ২৫৩, কার্যতে হ্যবশঃ ৮৭, কার্যা তথাপি ১৯৫, কালঃপ্রাদুরভূৎ৫১, কাল এব স্বভাবস্তু ২৬৪, কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ ৫২, কালেন নষ্টা ৮, কিং জন্মভিঃ২২০, কিং দেবাঃ ৮, কিং পুনঃ ৩০২, কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ ১৩৭, কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ ২৭৬, কিংবা যোগেন ২২০, কিঙ্কিণিস্তোককৃষ্ণ- ২/৩৬, কিঞ্চিণ্যাদি চ ২/৪৪, কিঞ্চিদেব ততো ৩২৭, কিঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা ২/৭, কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি ১৮০, কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্যভুজ ২৫৯, কিন্তু বালচমৎকারকারী ২৬৫, কিন্তু ভাগ্যং বিনা ২৬৬, কিন্ত্বাদরাদনুদিনম্ ২৯৮, কিমিচ্ছন্ কস্য ১১০, কিম্বা শ্রেয়োভিঃ ২২০, কিয়দ্দূরং ততো ৩২৮, কুঞ্জাদেগাষ্ঠং ৩২২, কুটিলানাস্তু ২৯১, কুটুম্বেষু ৯৮, কুতঃপুনঃ ২৮৬, কুরু ত্বং ৩১০, কুর্বতাং পরম ২৮৩, কুর্বাণা যত্র ২/৯২, কুর্বাণাযত্র ১৭৪, কুর্যাৎ সর্বাণি ৮৭, কুর্যাৎ সর্বাত্মনা ১৪৭, কৃতকৃত্যাঃ প্রজা ১০৮, কৃতজ্ঞঃ কো ২৯১, কৃত্বা কৃষ্ণে ৩২৩, কৃত্বা তাবন্তং ২/৫৩, কৃত্বা হরিং ১৯০, কৃপয়া তব ২৯০, কৃপয়া ভুতজং ৯০, কৃষির্ভূবাচকঃ ২৯৬, কৃষ্ণং গোপৈঃ ৩৩১, কৃষ্ণং চৈব ৩২৯, কৃষ্ণং তস্য ২/৪৩, কৃষ্ণং বুদ্ধং ৩২৩, কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং ৩২৫, কৃষ্ণং স্মরন্ ১৮৪, ৩১৪, কৃষ্ণঃ কান্তাম-৩২৮, কৃষ্ণমেনমবেহি ৩৬, কৃষ্ণ-শব্দ ২৯৬, কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ ২/১৪, কৃষ্ণস্যাভিমুখং ৩২৯, কৃষ্ণাদ-প্যধিকং ৩১৯, কৃষ্ণাদিকর্মকাস্বাদ ১৯১, কৃষ্ণেতি যস্য ১৫১, কৃষ্ণেতি যস্য ৩০৩, কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ ২/৪১, কৃষ্ণোঽপি তাং ৩২৯, কৃষ্ণোঽপি তাসাং ৩২৭, কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধ্বা ৩২৪, কৃষ্ণোঽপি বিবিধং ৩৩১, কেচিৎ প্রগল্‌ভাঃ ২/৩৭, কেচিদ্‌যজ্ঞং ২৫৫, কেচিদার্জবেসারেণ ২/৩৬, কেচিদেষু স্থিরা ২/৩৬, কেবলানুভবানন্দ ২৫০, কেবলেন হি ভাবেন ৭০, কেবলেনৈব ১৮৭, কেশাগ্র শতভগস্য ৪৬, কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ ২৬৭, কৈবল্যসন্মতপথঃ ২১৭, কো বেত্তি ভূমন্ ৩৯, কো যজ্ঞপুরুষো ২২৭,

কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোঃ ৩২৮, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ২৭৬, কৌমার আচরেৎ ৫, কৌরবেষু তথা ২/৩১, ক্রমেণ ক্ষয়ম্ ১৬৭, ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি ২৬৬, ক্রিয়াযোগেন ২৩৪, ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা ৬২, ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র ৩২৬, ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প ২২৫, ক্রীণাচার্যৌ ৩৩১, ক্লেশঘ্নী শুভদা ১৮৯, ক্লেশাস্ত্র পাপং ১৮৯, ক্বচিৎ পুমান্ ৩১৩, ক্বচিদুৎপুলকঃ ১৯৪, ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ৭১, ক্বচিদ্রুদন্ত্য-চ্যুতচিন্তয়া ১৯৪, ক্বচিদ্বেণুং ৩২৬, ক্ব বা কথং ৩৯, ক্ষণাদদর্শনাৎ ২/৩৫, ক্ষণাদেব ততো ৩২৭, ক্ষণমীশ্বরভাবোহয়ং ২৬৬, ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা ৩১০, ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ১৯৬, ক্ষিপ্রং ভবতি ২৭৬, ক্ষীণপুণ্যঃ পততি ১৩০, ক্ষীরং যথা ৪৬, ক্ষুদ্রকৌতূরলময়ী ২৬৫, ক্ষেমে বিবিক্ত২/৫, ক্ষোভহেতাবপি ১৯৬।

খ

খলু বিষয়সংশয়- ২/৭৬।

গ

গঙ্গাম্ভসাং ন ৩১০, গচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ৩২৩, গন্ধর্বাপ্সরসো ১৩৫, গবালয়ং পুনঃ ৩৩০, গবালয়ে তথা ৩২৯, গমনাগমনে ৩১৯, গম্ভীরো বিনয়ী ২/৫৩, গর্ভ-জন্ম-জরা ২৮২, গলে বদ্ধা ৩১০, গাঃ পালয়ন্ ২০৩, গাঢ়ালিঙ্গনজানন্দং ৩২৩, গাঢ়াসঙ্গাৎ ২৬৬, গানৈর্ণর্ম-৩৩১, গায়ত্রী ভাষ্যরূপোহসৌ ৩০, গীতানি নামানি ১৯৪, গুণদোষবিধানেন ৬৩, গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈঃ ১৯৩ , গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ ২/৩২, গুরবো যে হরেঃ ২/১২, গুরুর্ন স স্যাৎ ৭৮, ২/৯৬, গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ ৯৩, গুরোরপ্য-বলিপ্তস্য ১৭২, গুরোরবজ্ঞা ১৬৬, গৃণন্তি গুণনামানি ১৭৪, ২/৯২, গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ১১০, গৃহার্থী সদৃশীং ৯৭, গৃহেষু জায়াত্ম-৬৯, গোকুলানন্দনো ২৯৬, গোচারণবয়স্যৈশ্চ ৩১৯, গোধূলিপটলব্যাপ্তং ৩২৯, গোপবেশধরঃ ৩২৫, গোপবৃদ্ধানানমস্কারৈঃ ৩২৯, গোপালোত্তর-তাপন্যাং ২/৬২, গোপ্যঃকামাৎ ৭, গোলোক এব ২/৬১, গোলোক-নাম্নি ৩৩, গোষ্ঠং যাতি ৩২২, গোষ্ঠে কৌমার ২/৩৯, গৌরাঙ্গা বাতবসনাঃ২/২৪, গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ ৩১।

ঘ

ঘ্রাণস্য শিখরে ২/৪৪, ঘ্রাণোহন্যতঃ ১৫৪।

চ

চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন ৫১, চতুর্ধামী অধিকৃত ২/৩০, চতুর্বিধাঃ সখায়ঃ ২/৫৯, চত্বারো যাজ্ঞিরে ৬০, চন্দ্রধ্বজো হৈহয়ো ২/৩০, চন্দ্রাকার-স্ফুরদ্ভালঃ ৩২৪, চন্দ্রাবল্যেব সোমাভা ২/৬১, চাক্ষুষেহস্মিন্ ৩১৪, চামর-ব্যজনাদীনাং ৩১৬, চামরব্যজনাদ্যৈশ্চ ৩১৪, চারুচিত্রপরীহাসো ২/৩৯, চিত্তং সত্ত্বীভবৎ ২/১৫, চিনানন্দং জ্যোতিঃ ৪, চিন্তনীয়ং যথাযোগ্যং ৩১৫, চিন্তাবিষাদ-নির্বেদ ২/৪৫, চুম্বনাদি ময়া ৩২৮, চুম্বাশ্লেষৌ তথা ২/৪৪, চেতনাং হরতে ২৩৯, চেতরেতৈরনাবিদ্ধং ২৮০, চেতোদর্পণ-মার্জনং ২৯৩।

ছ

ছন্নপঙ্কে স্থলধিয়া ১৫৫।

জ

জগদ্ধিতায় যো ৩৬, জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং ১৩২, জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ১৩৭, জনে চেজ্জাতভাবেহপি ১৯৫, জনৈরারাধিতো ৩৩১, জন্তুর্বৈভব ২/৩, জন্মকর্মগুণানাঞ্চ ১৪০, জরদাভীরিকাদীনাং ২/৪৫, জরন্মীমাংসকাৎ ২/২০, জরয়ত্যাশু যা ১৩৮, জলমৈকৈর্মিথঃ ৩২৭, জহৌ যুবৈব ১৯৭, জাতশ্রদ্ধো ৭৩, জাতস্ময়েনান্ধধিয়াঃ ৩৮, জাতানুরাগো ২৭২, জাতিরত্র মহাসর্প ২/৯৪, জানাতি তত্ত্বং ৩৯, জিজ্ঞাসা সাধনাবধিঃ ২/৬, জিতেন্দ্রিয়স্য ৩০৬, জিতোহস্মি ৩২৮, জিহ্বৈকতোহচ্যুত ১৫৪, জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপঃ ৪৬, জীবভূতাং মহাবাহো ৫০, জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা ৭৪, জীবাঃ শ্রেষ্ঠা ২৩২, জীবেষ্বেতে ৪৩, জুগুপ্সা চেত্যসৌ ২/৯, জুষমাণশ্চ তান্ ৭৪, জ্ঞানং কর্ম ৮০, জ্ঞানং বা শুভকর্ম ২০১, জ্ঞানং বিশুদ্ধং ২১৬, জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি ৮৬, জ্ঞানং মে পরমং ২১৭, জ্ঞানং যত্তদধীনং ২/৯২, ১৭৪, জ্ঞানং যথা ন ৭৬, জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত ২১৭, জ্ঞানতঃ সুলভা ২৮৩, জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো ১৯৮, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব

২২০, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োঃ ১৮০, জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতঃ ১৯৮, জ্ঞানীভক্তেন সংসর্গো ২/২৫।

ত

ত এতে শ্রেয়সঃ ১৪৭, ত এবাত্মবিনাশায় ১৭৪, ২/৯২, তং সুখারাধ্য ২৯১, তং হাসয়ন্তি ২/৩৬, তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং ২৮২, তচ্ছ্র দ্দধানা মুনয়ো ২৭৬, তজ্জন্ম তানি ২১৯, তজ্জোষণাৎ ৬৮, ২৭৮, তং তং নিয়মমাস্থায় ২৫৩,তৎকর্ম হরিতোষং ২১৫, তৎ কারুণ্যশ্লথীভূত- ২/২৬,তত্ত্বং বিমৃশ্যতে ১৯৮, তত্ত্বাদি শ্রবণং ৩০৪, তত্তৎকথারতঃ ১৮৪, তত্তৎ-কথা ৩১৪, তত্তৎকালোচিতৈঃ ৩২৬, তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ ১৮৬, তত্তদ্বপুঃপ্রণয়সে ২৫০, তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে ১৮৪, তত্তৎসাধনতো ২/৭, তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ ৫০, তৎপাদমূলশরণং ২১৫, তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈঃ ২/২০, তৎপ্রয়াসো ১৭৭, তৎ ফলং হ্যুত্তমঃশ্লোকং ২৬০, তৎসম্বন্ধলবে ২/৩৪, তৎসারভাবরূপেয়ম্ ২/৬২, তৎসেবনসুখাহলাদ-৩১৯, তৎস্থান-মাশ্রিত ২৮২,ততশ্চ সারিকাসঙ্গৈঃ ৩২৩, ততঃ সখী ৩২৪, ততঃ সচিত্তাঃ ২৩২, ততঃ সারিশুকানাং ৩২৮, ততস্তা জ্ঞাপিতং ৩২৮, ততস্তেষু ৩০৪, ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ ২৭৫, ততোঽনৃতং ১২২, ততো দুঃসঙ্গম্ ১৫০, ততো নন্দাদয়ঃ ৩২৯, ততো বর্ণাশ্চ ২৩২, ততো বিপর্যয়ঃ ২২৮, ততো ভজেত ৭৪, ততো ভৃগ্বাদয়ঃ ৯,ততো মধ- মদোন্মত্তৌ ৩২৬, ততো মাং ১৪৫, ততো যতেত ৫, ততো হরৌ ১৯, তত্র কেষুচিদাপ্যস্যাঃ ২/৪৫, তত্র কৃষ্ণসম্বন্ধঃ ২/১৫, তত্র জ্ঞেয়া ২/১৩, তত্র তত্র ৩১৬, তত্র পারিষদাদেঃ ২/৩৪, তত্র পিত্রা ৩৩০, তত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ ২৬১, তত্রাপি বল্লবাধীশ ২/১০, তত্রাপি সর্বথা ৩১২, ২/৬২, তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্য ২৩২, তত্রান্বহং কৃষ্ণ-২৭৯, তত্রা-যোগে মদং ২৪০, তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র ২/১১, তত্রৈব সরসস্তীরে ৩২৭, তত্র প্রাথমিকো ২৯৯, তত্র ভক্তো ২৯৯, তত্র লব্ধেন ১০৫, তথা গোষ্ঠে ৩১১, তথা তথা ৩৪,৩০৫, তথা তে ৩১৯, তথা তদ্বিষয়াং ২২৫, তথাপি তে দেব ৩৯, তথাপি নীতিভিঃ ২০৬, তথাপি বর্ততে ৩০৪, তথাপি মম ১৩, তথাপি সঙ্গঃ ৩০০, তথা বাসস্তথা ১৯৮, তথাভিসারিতা ৩৩১, তথা যে ভিদ্যতে ২৩৫, তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানম্ ৫৭, তথৈব সর্বদা ৩১৫, তথৈবং

তাড়িতঃ ৩২৮, তদহং ভক্ত্যুপহৃতং ১৪০, তদঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু ২/৩২, তদন্তা যদি ৬১, তদশ্মসারং হৃদয়ং ২৭০, তদাজ্ঞাপালকো ৩১৬, তদা তু ৩০৪, তদাদিতো মম ৩২১, তদামৃতত্বং ৩০৫, তদা রজস্তমো ভাবাঃ ২৮০, তদা স্তম্ভাদয়ো ২/১৫, তদীয় প্রেমসর্বস্বং ২/৫৫, তদেকজীবিতাঃ২/৩৫, তদেতৎ প্রেয়ঃ ২৮৫, তদেব হ্যাময়ং ১৭৪, তদৈব কল্পিতৈঃ ৩২৮, তদগন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্ঠা ২/৪৪, তদেগহে বিহিতানি ৩২৩, তদ্ধি পস্যন্তি ২৫৬, তদ্ধি স্বয়ং ২২৪, তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলং ৩৬, তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবম্ ৪০, ২১৮, তদ্বিজ্ঞানার্থং ২৯০, তদ্বিদ্যাদাত্মনো ৩৯, তদ্ভক্তহৃন্নভঃ স্থস্য ২৬৭, তদ্ভক্তেষু চ ৭৮, তদ্ভাবলিপ্‌সুনা ১৮৪, ৩১৪, তদ্ভাবাকাঙ্খিণো ১৮৭, তদ্‌যথা প্রিয়য়া ৩১৩, তদ্রসামৃততৃপ্তস্য ৩১, তদ্রোধং কবয়ঃ ২৩৯, তনোত্যেষা প্রগাঢ়ার্তি- ২/১৮, তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ ২/৩২, তন্মতিঃ প্রার্থনাৎ ৩৩০, তন্মায়য়াতো বুধ ৪৮, তন্মূলমব্যক্তম্ ২৮৯, তপস্বিনো গ্রামসেবা ১১০, তপস্বিভ্যোহধিকো ২৭৬, তব মধুরস্বরকণ্ঠি ২০২, তবাস্মীতি বদন্ ২৮২, তমঃ প্রধানঃ ৫২, তমেব ধীরো বিজ্ঞায় ২৮৫, তমেব ভান্তমনুভাতি ২৮৬, তমেব যূয়ং ২৩৯, তমোঽহঙ্কারেণৈব ২৯৫, তয়া হি সহিতঃ ৮২, তয়োর-প্যুভয়োঃ ৩১২, ২/৬২, তয়োরৈক্যং ২৯৬, তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ ২৩৭, ২৯১, তস্য বা এতস্য ২৮৪, তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা ১০১, তস্য ব্রতং তপো ৩৪, তস্যাং তস্যাং ২/৩, তস্যানুভাবাঃ ২/৩৪, তস্যাপি ভগবান্ ২২২, তস্যার-বিন্দনয়নস্য ২৫২, তস্যৈব হেতোঃ ২৩৭, ২৯১, তস্মা ইদং ২৫৩, তস্মাচ্ছীলং ২/৯৪, তস্মাৎ কর্মসু ২১৪, তস্মাত্ত্বমুদ্ধবো ১৩৬, তস্মাৎ নামনামিনো ২৯৫, তস্মৎ পরতরং ২৬২, তস্মাৎপাত্রং ১৪৯, তস্মাৎ সর্বেষু ১৬৩, তস্মাদনর্থান্ ২০৫, তস্মান্নামনামিনোঃ ৩০৩, তস্মাদযত্নেন ২৬০, তস্মাদনর্থম ১১৮, তস্মাদর্থাশ্চ ১৮, তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য ৬৭, তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ ৩৪, তস্মান্ময্যর্পিতা ২৩৩, তস্মান্মাং কর্মভি-২২৭, তস্মিন্নেবাপরাধেন ১৬৭, ২৬৬, তস্মৈ স্বলোকং ২৩১, তাঃ শ্রদ্ধয়া ২৮০, তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বান্ ১০১, তানাতিষ্ঠতি ১০১, তাবৎ কর্মাণি ২৭, ২৭৮, তাবৎ প্রমোদতে ১৩০, তাবদ্রাগাদয়ঃ ৭৮, তাবন্মোহাঙ্ঘ্রি- নিগড়ো ৭৮, তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ ৩৩১, তাবুভৌ নরকং ১৭২, তাভিঃ কেলিকলৌ ২/৩৯, তাভির্বদ্ধো ভবাম্ভোধৌ ২০৬, তামসং দূত-সদনং ৭৬,

তামেব মূর্তিং ৩৭২, তাম্বূলচর্বিতং ৩২৭, তাম্বূলাদ্যর্পণং ২/৩৯, তাম্বূলাল্যাপি ৩২৭, তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈঃ ৩৩১, তাম্বূলৈর্ব্যজনৈঃ ৩২৭, তারা বিচিত্রা ২/৬১, তাশ্চ ক্ষ্বেলাং ৩২৭, তাশ্চ দুগ্ধং ৩৩০, তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ ৩১২, ২/৬৫, তিষ্ঠেৎ বনং ৯৮, তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ১৩০, তুষ্টে চ তত্র ৬, তূর্ণং যতেত ৫, তৃণাদপি সুনীচেন ৭৭, ৩৩৮, তেঽপি মামেব ১৬৮, ২৬৮, তে তে প্রভাবনিচয়া ৩৩, তে নাধীতশ্রুতিগণা ১৩৫, তে পুরব্রজসম্বন্ধাৎ ২/৩৫, তে বহির্বিক্রিয়া- ২/১৪, তে তং ভুক্ত্বা ২৪২, তে তু তস্যাত্র ২/৪৩, তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ২/১৩, তে দ্বন্দ্বমোহ-নির্মুক্তা ২৪৮, তে দ্বিধালম্বনা ২/১৩, তে পঞ্চষাব্দবালাভাঃ ২/২৪, তে পুণ্যমাসাদ্য ২৪২, তে বৈ বিদন্তি ১৮১, ৩০১,তে শরণ্যা ২/৩০, তে শীতাঃ ক্ষেপণাঃ ২/১৪, তে সর্বে স্ত্রীত্বম্ ১৮৭, তে স্তম্ভস্বেদ- ২/১৫, তেজো বলং ১০৪, তেন তে দেবতা ২৬৪, তেন প্রোক্তা ৯, তেন সংসারপদবীম্ ৫৯, তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ ৯, তেভ্যো গন্ধবিদঃ ২৩২, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং ২৬৮, তেষাং বহুপদাঃ ২৩২, তেষাং ভাবাপ্তয়ে ২৮৪, তেষামহং সমুদ্ধর্তা ১৪৫, তেষামসৌ ৫৬, তেষু সত্যং ২৯৫, তেষনির্বিঘ্ন- চিত্তানাং ১৭৩, তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু ১২৪, ২/৫, তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে ৯, তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ ২, ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যাম্ ১৯৭,ত্যক্ত্বা স্বধর্মং ২৮৯, ত্রেজগন্মানসাকর্ষী ৪৪, ত্রিবিধা ভবতি ৮৬, ত্রিমুহূর্তমিতো ৩১৯, ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ১৪৯, ত্রেতাযুগে মহাভাগ ১০৮, ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা ১২০, ১৬১, ত্রৈবিদ্যা মাং ২৪২, ত্রৈলোক্যমোহনং ৩১৫, ত্বং ভক্তিযোগ-২৫০, ত্বং নিত্যমুক্ত-৪৮, ত্বত্তো বেদিতুং ৩২১, ত্বয়াপ্যেতৎ ৩৩২, ত্বয়া যৎ পচ্যতে ৩২৪।

দ

দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ ৩২২,দৃষ্ট্বা তেষাং ১৪৯, দৃষ্ট্বা রামং ৯৮৭, দেবকী তৎ-সপত্ন্যঃ ২/৪৪, দেবদত্তামিমাং ২৩০, দেবমায়াবিমূঢ়াং ১১০, দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃণাং ৬৬, দেবান্ দেবযজো ২৫৩, দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্ ১৩৮, ২৪৭, দেবীং মায়াং ১২৯, দেবো মনুষ্য-৩১৩, দেশকালজ্ঞতা ২/৫৯, দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ ৪২, দেহমাভজতে ১৩১, দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং ১৯৮, দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি ২,

দেহে ভবন্তি ২২৭, দেহেন সিদ্ধো ২৯৯, দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ ২/৩৩, দৈবং ন তৎ ৭৮, ২/৯৬, দৈবাৎ মদ্ভক্তসঙ্গেন ২৬৭ দৈবাধীনে শরীরে ২/৩ দোলং চৈব ৩২৫, দোলারণ্যাম্বুবংশী ৩২৬, দৌত্যং ব্রজকিশোরীষু ২/৩৯, দ্যূতং পানং ১২১, দ্রষ্টুং কান্ত-মুখাম্ভোজং ৩২৭, দ্রুমা ভূমিঃ ৪, দ্বয়োরন্যোন্যভাবস্য ২/৪২, দ্বয়োরপ্যেকজাতীয় ২/৪২, দ্বাদশাত্মা ২/৫৯, দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা ২১৩ দক্ষিণঃ সত্যবচনো ২/২৮, দক্ষিণো বিনয়ী ৪২, দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি ১৫৮, দন্তাক্রান্তাশচরন্ত্যেতে ১৫৫, দয়াং মৈত্রীং ১৪০, দর্শনস্পর্শনৈর্বাচা ৩২৯, দর্শয়ামাস লোকং ২/৫৬, দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ ১২৭, দাতেত্যাদিগুণং ২/৪৩, দানং স্বধর্মো ৯০, দান-ব্রততপো ৫৯, দারান্ গৃহান্ ১৪০, দাসাঃ সখায়ঃ ৩১৯, দাসাভিমানি ২/২৮, দিব্যে পুরে ২৮৪,দিষ্ট্যাং কৃষ্ণ প্রবৃত্ত্যৈ ৩২৫, দীক্ষাস্তি চেৎ ৩০৩, দীপার্চিরেব হি ৪৭, দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি ২১২, দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তি ২০৭, দঃখোদর্কাস্তমো ২৫৫, দুর্জাত্যারম্ভকং ১৮৯, দুর্লভং মানুষং ৫, দুত্যা বৃন্দো ৩৩১, দৃশ্যতেহসন্নপি ২/৩, দৃশ্যন্তে যত্র ২/৯৪, দৃষ্টিপূতং ন্যষেৎ ১৯৮, দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ ৩১০, দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো ৩২৭, দ্বিফাল বদ্ধচিকুরৈঃ ৩২৪, দ্বিবিধঃ খলু ১৯২, দ্বিভুজত্বাদিভাগত্র ২/৩৫, দ্বিশঃ ষড়্ভিঃ ১৯০।

ধ

ধন ধদ্যাদিভিঃ ৩৩১, ধনেনাপীড়য়ম্ ৯৭, ধন্যস্যায়ং নবঃ ২৭৩, ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ১৪, ধর্মবাধো বিধর্মঃ ১৩, ধর্মব্রতত্যাগ ১৬৬, ধর্মমেকে যশ-শ্চান্যে ২২৫, ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য ৭৪,ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন ৬, ধর্মার্থ উত্তমঃ শ্লোকং ১৩০, ধর্মার্থকাম ইতি ৬, ধিক্‌কুলং ৭৫, ধিক্‌জন্ম ন ৭৫, ধার্য-মাণং মনো ৩০৯,ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা ২/১৫, ধূর্যো ধীরশ্চ ২/৩১, ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা ২/৬২, ধৌতবস্ত্রধরঃ ৩২৪, ধ্যানযোগপরো ১৪৬, ধ্যায়তো বিষয়ানস্য ৫১।

ন

ন করোতি হরের্নূ নং ২১৩, ন কর্হিচিৎ ৮, ন কিঞ্চিৎ সাধবো ২১২, ন কৃষ্ণে রস ২/৫৫, ন গৃহং ৮২, ন গৃহৈরনুবধ্যেত ৯৮, ন চাতিস্বপ্নশীলস্য ৮১, ন

চান্তর্ন বহির্যস্য ২৪৮, ন চাস্য কশ্চিৎ ১৬, ন চোপাধিতারতম্য ২০৯, ন জাতু কামঃ ৮৭, ন জানামি মহাভাগ ২০৭, ন জ্ঞানং ন ৬৭, ন তত্র সূর্যো ২৮৬, ন তথা বিন্দতে ১৭৭, ন তদ্ভক্তেষু ৩০৩, ন তীর্থ-পাদসেবায়ৈ ২১, ন তেহভবস্যেশ ২৪৯, ন দানং ন ১৮, ৫৯, ন নাম-সদৃশং ২৯২, ন নির্বিণ্ণো ২৭, ১৭৩, ন পতিং কাময়েৎ ২৭২, ন পশ্যামি ২৩৩, ন প্রকাশ্যং ৩২২, ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিঃ ২০১, ন বা অরে ২৮৫, নবাত্র সাত্ত্বিকাঃ ২/৪৪, ন বাধ্যতে নবৌ ২৮২, ন বিক্রিয়েতাথ ২৭০, ন বৈ শূদ্রো ২/৯৪, ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত ১৫৪, ন ভজন্তি ৬০, ন যত্র বৈকুণ্ঠ ৭৬, ন যত্র মায়া ২৩১,৩১৮, ন যত্র যজ্ঞেশমখা ৭৬, ন যাবদিয়মদ্ভুতা ২/২৫, ন শৌচং নাপি ৩, ন শিষ্যাননুবধ্নীতে ১৫৪, ন সাধয়তি ২০৬, ন স্বাধ্যায়স্তপঃ ২৭৬, ন হি কশ্চিৎ ৮৭, ন হ্যচ্যুতং ১৭৭, ন হ্যন্যো জুষতা ৭৭, ন হ্যন্তোহনন্তপারস্য ১৭৫, নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো ১৯৪, নন্দোপনন্দ-ভদ্রাদ্যাঃ ২/৩১, নমো নমস্তভ্যম্ ২২৪, নরকানবশো জন্তুঃ ১৬২, নর্ম- প্রযোগে নৈপুণ্যং ২/৫৯, নাতঃপরতরো ২৩৯, নাত্যন্তশুদ্ধিং ২৪৫, নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি ২০২, নাত্যশ্নতস্তু ৮১, নাত্র শাস্ত্রং ১৮৪, নাধর্মজং ৯৩, নানাশাস্ত্রবিদো ২৬৪, নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং ৩১৯, নানুবিন্দন্তি ২২৭, নানোপকরণৈঃ ৩১৪, নান্তর্বহির্যদি ২/৯৫, নামরূপবয়ো ২১৫, নামরূপাদি ৩১৬, নামস্মৃতি ৩১৬, নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ ১৬৫, নামচিন্তামণিঃ ২৮৩, নামানি চিদ্দধিরে ২৯২, নামানি রূপাণি ১৬, নামৈব কারণং ২৯২, নামৈব পরমা প্রীতি ২৯২, নামৈব পরমা ভক্তি ২৯২, নামৈব পরমারাধ্যো ২৯২, নাম্নামকারি বহুধা ২৯৩, নাম্নো বলাদ্ ১৬৬, নাম্নো হি ১৬৫, নায়কঃ সঃ ২/৫৯, নায়মাত্মা প্রবচনেন ২৮৮, নারাধিতো যদি ২/৯৫, নারায়ণকলাঃ শান্তাঃ ১৫৫, ১৬২, নারীগণমনোহারী ৪২, নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য ৭৪, নালং দ্বিজত্বং ১৮,৫৯, নাসাগ্রন্যস্তনেত্র ২/২৬, নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত ১৫৪, নাস্ত্যর্থঃ ২/১৬, নাহং জানামি ৩২০, নাহং প্রকাশঃ ২৪৮, নিঃস্বসন্নভবত্তুষ্ণীং ২৬৪, নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাঃ ২/১৫, নিগমকল্পতরোঃ ২/৭৫, নিত্যং হরৌ ৭২, নিগূঢ়মন্ত্রণেত্যাদ্যাঃ২/৫৯, নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরা ২/৩৬, নিত্য- সিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাঃ ২/৩১, নিত্যো নিত্যানাং ২৮৪, নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতঃ ৩২৩, নিবাসো ব্রজমধ্যে ৩১৬, নির্বেদোহথ বিষাদো ২/১৭, নিমেষার্ধখ্যো ৪, নিযুদ্ধকন্দুক

২/৩৯, নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ১৭৩, নির্বুঢ়াশচালিদোহং ৩৩০, নিশান্তঃ প্রাতঃ ৩১৮, নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ ২/৫৩, নিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈঃ ৩২৬, নিষেকগর্ব্ভজন্মাদি ১৭৩, নিষেবিতহনিমিত্তেন ২৩৪, নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্ত ২/১৬, নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো ৮১, নীতশ্চিত্তে সতাং ২/৩৪, নীতা চেতসি ২/২৮, নীত্বা গৃহান্ ৩২৯, নীতিভিঃ সম্পদস্তাভিঃ ২০৬, নৃণাং যেন ২১৯, নৃণাং হি ৭২, নৃত্যং বিলুণ্ঠিতং ২/১৪, নৃত্যতো গায়তঃ ৫০, নৃত্যন্তি গায়ন্তি ৭১, ১৯৪, নেত্রান্তসূচিতেনৈব ৩২৯, নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে ২/৫৬, নেহ যৎ কর্ম ২১, নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি ২১১, নৈতৎ সমাচরেৎ ২/৭৪, নৈতান্ বিহায় ১২৫, নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ ১৯০, নৈব কিঞ্চিৎ ২৪৪, নৈব স্ত্রী ৩১৩, নৈবাঙ্গীকুর্বতে ২৫৯, নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ২১১, নৈরপেক্ষ্যং নির্মমতা ২/২৫, নৈষা তর্কেণ ৫৭, নৈষ্কর্মমপ্যচ্যুত- ২৮৬, নৈষ্কর্ম্যং লভতে ১৭০, নোৎপাদয়েদ্যদি ১৪, নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো ১৯৮, নো দীক্ষাং ৩০২, নো মনঃ কুর্বতঃ ৩২৩।

প

পক্তুমাহূয়তে ৩২৪, পক্কান্নানি গৃহীত্বা ৩৩০, পনীকৃত্য মিথো ৩২৮, পতিশ্চোপপতিশ্চ ২/৫৩, পত্রং পুষ্পং ১৪০, পত্রঙ্কুরবিলেখাদি ২/৩৯, পথ্যং পূত ৭৬, পদং যথাহং ২৭৬, পদাঙ্কক্ষেত্রতুলসী ২/১৩, পদ্যোহর্দ্যোরহর্দ্যোঃ ৩২২, পবিত্রমৈত্রীবৈচিত্রী- ২/৩৭, পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ ১৫৫, পরমাত্মতয়া ২/১১, পরমানন্দতাদাত্ম্যাৎ ২/২০, পরস্পরানুকথনং ৭০, পরং ভাবমজানন্তো ২৪৮, পরাজিতোহপি ৩২৮, পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব ২৮৫, পরিচর্যাঞ্চোভয়ত্র ১৪৯, পরিনিষ্ঠা চ ১৪১, পরিপূর্ণতয়া ৩৪, পরীক্ষ্য লোকান্ ২৯০, পরোহপি মনুতে ১৫, ৩৮, ২৮৭, পর্জন্যো ধনদঃ ২২৭, পর্যঙ্কাসনদোলাসু ২/৩৯, পশূন্ দ্রুহ্যন্তি ১৬১, পশূনবিধিনালভ্য ১৬২, পশ্যন্ শৃন্বন্ ২৪৪, পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ২৭৬, পশ্যন্তোহপি ২১৪, পাত্রং তত্র ১৪৭, পদাজতুলসীগন্ধঃ ২/২৫, পাবশৃঙ্গদলাদীনাং ২/৪৪, পারকীয়াভি-মানিন্যঃ ৩১৯, পারম্পর্যেণ কেযাঞ্চিৎ ৯, পাল্যদাসী চ ৩১৬, পিতরং মাতরং ৩২৫, পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ ১৬২, পিতৃভ্যামর্থিতো

৩২৯,পিত্তোপ-তপ্ত-২১৮, পিত্রা সার্দ্ধং ২৩০, পিবত ভাগবতং ২/৭৫, পীঠমর্দস্য বীরাদৌ ২/৫৯, পুণ্ডরীকবিটঙ্কাখ্য ২/৩৬, পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং ২/২৫, পুণ্যা বত ২০৩, পুত্রাদারাপ্তবন্ধুনাং ৯৮, পুনঃ পুনঃ ২৯৯, পুনঃ প্রবেশ ২৯৭, পুনশ্চ বিধিনা ১৭২, পুনশ্চ যাচমানায় ১২২, পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈঃ ৩২৩, পুরস্তৌর্যত্রিকং ২/৪০, পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাঃ২/৩১, পুরা মহর্যয়ঃ ১৮৭, পুরাণে শ্রূয়তে ১৮৭, পুরুষার্থাস্তু ১৮৯, পুরুযস্যাঞ্জসাভ্যেতি ২৩৫, পূজয়েদ্বাত্মনঃ ৩০২, পূজাং তৈঃ ১২, পূর্ণঃ শুদ্ধো ২৮৩, পূর্তেন তপসা ২৩৮, পূর্বং দুর্বাসসা ৩২৪,পূর্বপরং বহিঃ ২৪৮, পূর্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈঃ ৩২৫, পূর্বোক্তধীরোদাত্তাদি ২/৫৩, পৃথগেকেন বপুষা ৩২৬, পৌগণ্ডমধ্য ২/৩৯, প্রকটং পতিতং ১৫৫, প্রকামং কামাদি ৩১০, প্রকৃতিভ্যঃ পরং ৫৭, ২/১১, প্রকৃতেরেবমাত্মানং ৫০, প্রচ্ছন্নকামতা হ্যত্র ২/৫৫, প্রচ্ছন্নৈনৈব ৩১৯, প্রজাপতিপতিঃ ২১৩, প্রতাপী কীর্তিমান্ ৪২, প্রতাপী-ধার্মিকঃ ২/২৮, প্রতিবিম্বস্তথা ২৬৫, প্রতিষ্ঠাকামঃ ১৩০, প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা ৩১১, প্রতীয়মানা অপি ২/২০, প্রত্যেকং চত্বারো ২৫৮, প্রত্যক্ প্রশান্তং ২১৬, প্রথমং নাম্নঃ ৩০৪, প্রপঞ্চ্য সৎক্রিয়াং ১৫৫, প্রপদ্যমানস্য যথা ৬৫, প্রপন্নপালায় ২২৪, প্রবর্ততে যত্র ২৩১, ৩১৮, প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ ৩২৬, প্রবিশ্য সেবাং ৩২৩, প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি ৫১, ২১৮, প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ ১১৭, প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ৩, ১৩৬, প্রভাবানাস্পদতয়া ২/৪৩, প্রযত্নদযতমানস্তু ২৭৫, প্রযুজ্যমানে ময়ি ৫৭, প্রলপন্ বিসৃজন্ ২৪৪, প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং ২/১৫, প্রসাদ আস্তরো ১৯২,প্রসাদা বাচিকালোক ১৯২, প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারা ৩৩০, প্রস্থাপ্যতে ময়া ৩৩১, প্রাগেব ফলমূলানি ৩২৭, প্রাণবৃত্ত্যা ৭৬, প্রাণস্তু বিক্রিয়াং ২/১৫, প্রণাত্যয়েঽপি ৩১৫, প্রণৈরর্থৈর্ধিয়া ৭৮, প্রাণোপহারাচ্চ ২৭, ১৫৮, প্রাণো হ্যেষ ২৮৫, প্রাত সায়ঞ্চ ৩২২, প্রাতশ্চ বোধিতো ৩২৩, প্রাতরাদ্যষ্ট সময়ে ৩১৪, প্রার্থিতামপি ৩১৯, প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং ৫৩, প্রাধান্যাৎ সনকাদীনাং ২/২৪, প্রাপ্তনিদ্র ইব ৩২৭, প্রাপ্তা নিত্যং ৩১৬, প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং ২/৪১, প্রায়ঃ পুরঃসরত্বাদ্যাঃ ২/৩৯, প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ২৬৭, প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং ২/১১, প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং ৯৩, প্রায়ঃ সমানয়োঃ ২/৪১, প্রায়স্তাবস্তি ২৬২, প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ ১২৫,প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ ৫৯, প্রিয়নর্মবয়স্যা ২/৩৬, প্রিয়নর্মবয়স্যেষু ২/৩৬,প্রিয়বাক্ সরলো ২/৪৩, প্রিয়য়া চ তথা ৩২৭, প্রিয়শ্রবস্যাঙ্গ ২৮০, প্রিয়সখ্যশ্চ ৩১২, ২/৬৫, প্রীণনায় মুকুন্দস্য ১৮, ৫৯, প্রীতি চ বৎসলে ২/৪২,

প্রীত্যানুদিবসং, ৩১৯, প্রীয়তেহমলায়া ১৮, ৫৯, প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ ৮৬, প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি ২/৪৫, প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা ১৫৩, ৩০৩, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি ৩, প্রেম্না সংসেব্যমানৌ ৩৩১, প্রেমা স্নেহস্তথা ২/৪১, প্রেমৈব গোপরামাণাং ১৮৬, প্রেয়সস্তু তিরোভাবো ২/৪৫, প্রেয়ান্ কামপি ২/৪২, প্রেয়ানেব ভবেৎ ২/৪২, প্রেষ্ঠালীভির্বিলসন্তৌ ৩১৩, প্রোক্তানুভাবতামীযাং ২/১৫, প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ৭৪, প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা ২/৪১।

ফ

ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ ২/২০।

ব

বংশীবটস্তু ৩১৬, বকবৃত্তিঃ স্বয়ং ১৫৫, বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ ৩২৫, বঞ্চয়িত্বা তু তান্ ৩২৫, বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যর্ণে ২/৪৪, বৎসৈর্বৎসতরীভিঃ ২/৪১, বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ ২৩, ৩৫, বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ ২/২৯, বদান্যো ধার্মিকঃ ৪২, বনং প্রবিশ্য ৩২৫, বনঞ্চ সাত্ত্বিকো ৭৬, বন্যরত্নাদ্যলঙ্কারৈঃ ২/৪০, বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষোপো ১৯৮, বন্ধমোক্ষকরী ১৬, বন্ধোহস্যা বিদ্যয়া ১৬, বসন্তবায়ুজুষ্টেষু ৩২৬, বসন্তবায়ুনা ৩২৬, বয়ঃ কৌমার ২/৩৯, বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ ২/৩৬, বয়ো নানাবিধং ৩১৫, বয়োমধ্যং জরা ১৭৩, বরীয়ান্ বলবান্ ২/৩, বর্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি ২/৫৭, বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো ২/৫, বলিঞ্চ মহ্যং ২২৭, বশে কুর্বন্তি ৭২, বসূকামো বসূন্ ১২৯, বস্তুতঃ স্বয়ম ১৯১, বহবো মৎপদং ১৩৫, বহিরন্তশ্চ ২/১৫, বহূনামপি সদ্ভাবে ২/৪৫, বহূনি চ পুনঃ ৩৩০, বহ্ব্যস্তেষাং ৯, বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ১৫৪, বাগ্ ভিঃ স্তুবন্তোঃ ১৯৭, বাগঙ্গ সত্ত্বসূচ্যা ২/১৭, বাচং যচ্ছ ৩৪, বাচা কান্তেরণা ৩৩১, বাচো বেগং ৩০৮, বাঞ্ছাস্ত্যপি ময়া ২১২, বাণী গুণানুকথনে ১৯৩, বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাঃ ২/৩৬, বাতায়নৈগৃহীবাস্তঃ ২০৫, বাদবাদাংস্ত্যজেৎ ১৫৪, বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো ৪২, বামাবক্রিমচক্রেণ ২/৩৭, বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ ৩২৬, বালাগ্রশতভাগস্য ৪৭, ৩১৩, বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে ২/৭, বালিশা বতয়ূয়ং ২২৬, বাসঃস্রক্চন্দনৈঃ

৩২৭, বাসুদেবে ভগবতি ১৩২, ১৯৩, বিকর্ম চচ্চ ৬৬, বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভিঃ ২/৫৩, বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ ৪৪, ৩৩৩, বিঘ্নস্থগিতমাত্রোহ্যং ২৭০, বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ ২/৩৬, বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ ২/১৫, বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং ২৯৬, বিতথোহভিনিবেশোহয়ং ২২৮, বিতর্কাবেগহ্রীজাড্য ২/৩৩, বিদগ্ধশ্চতুরো ৪২, বিদগ্ধো নবতারুণ্য ২/৫৩, বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ২/৩৫, বিদন্তস্তে সন্তঃ ৪, বিদিতোহসি ভবান্ ২৫০, বিদূষকঃ পীঠমর্দং ২/৫৯, বিদ্যাকামস্তু ১৩০, বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধ ২৪৫, বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু ১৩৫, বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা ১০৮, বিদ্যাবিদ্যে মম ১৬, বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ১৭৬, বিদ্যাশক্তি প্রধানত্বং ২/২৫, বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ ১৩, বিনয়াদিগুণোপেতঃ ২/৫৩, বিনশ্যত্যাচরন্ ২/৭৪, বিনা রাধাপ্রসাদেন ৩১৪, বিনোদনর্মবিক্রান্তি ২/৩৮, বিপর্যস্তু দোষঃ ১২৭, বিপশ্চিন্নশ্বরং ৯৮, বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ ২/৩৫, বিপ্র-ক্ষত্রিয় ১০৮, বিপ্রবেযং সমাস্থায় ৩২৮, বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাৎ ১৭৮, বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ১১২, বিবিক্তচিরবসনং ১৪০, বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ ৭৮, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ১৪৬, বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ ৪২, ২/৩৫, বিবৃশ্চ্য জীবাশয়ম্ ৫৯, বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং ২/৪৩, বিভাবৈরনুভাবৈঃ ২/৫, বিভাবোৎকর্ষজো ২/৮, বিভূয়াচ্চেন্মুনির্বাসং ১৯৭, বিমুক্তকর্মার্গল ১৭৮, বিমুক্তসম্ভ্রমা যা ২/৪১, বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা ২৬৫, বিমুচ্য নির্মমঃ ১৪৬, বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু ১৫৪, বিয়োগে ত্বদ্ভুতানন্দ ২/১৮, বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং ১৯৭, বিরাগাদ্যাশ্চ ২/৩৩, বিরিঞ্চতাম্মেতি ২৭৬, বিরুদ্ধৈর্দুঃশকগ্লানি ২/৬, বিলুম্পন্ বিসৃজন্ ২২৫, বিশাখা ললিতা ২/৬১,বিশালবৃষভৌজস্বি ২৩৬, বিশেষেণাভি-মুখ্যেন ২/১৭, বিশ্বং পুরুষরূপেণ ৩৬, বিশ্বান্দেবান্ ১২৯, বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানঃ ২/৩৫, বিশ্রম্ভো গাঢ় বিশ্বাস ২/৪১, বিশ্রম্য সেবকৈঃ ৩২৫, বিষণ্ণমানসো ৩২৮, বিষয়াদিক্ষয়িষ্ণুত্বং ২/২৫, বিষাদোৎসুকতা ২/২৬, বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো ২২৭, বিসৃজ্য সর্বকর্মাণি ৩২৯, বিস্তার্য বাগুরাং ১৫৫, বিস্মাপনং স্বস্য ২২২, বিহায় বিষয়ান্মুখ্যং ২/১১, বিহারৈর্বিবিধৈঃ ৩২৫, ৩২৮, ৩৩১, বিহিতেষ্বেব ২৮৩, বুদ্ধ্যা বা কিং ২২০, ব্যুদস্য রসনাং ৩২৭, বৃত্তিঃ সঙ্কর ১১২, বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া ১১২,২/৯৩, বৃথা জাতিঃ ২/৯৪, বৃদ্ধিং প্রেমা ততং ২/৩৪, বৃদ্ধিং যাথাত্ত্বং

২/১৫, বৃন্দাদেবীমিতো ৩২০, বৃন্দাবনান্তর্গতঃ ২/৪১, বৃন্দাশ্রমং জগামাথ ৩২১, বৃষপর্বা বলিঃ ১৩৫, বেদ দুঃখাত্মকান্ ৭৩, বেদ প্রণব ১০৮, বেদবাদরতো ন স্যান্ন ১৯৮, বেদোক্তমেব ১৭০, বেশো নীলপটাদ্যৈঃ ৩১৫, বৈড়ালব্রতিকো ১৫৫, বৈদগ্ধিসারসর্বস্ব -২৯৭, বৈধভক্ত্যধিকারী ১৮৪, বৈধী রাগানুগামার্গ ১৯২, বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ২/১৫, বৈরাজ্যাৎ পুরুষা ১০৮, বৈশিষ্ট্যং পাত্র ২/৭, বৈস্যস্তু বার্তাবৃত্তি ১১২, বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং ৩০২, বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ ১৭২, বোধঃস্বপ্নঃক্রমো ২/৩৩, বোধিতৌ বিবিধৈঃ ৩২৩, ব্যক্তংমসৃণ ২৬৫, ব্যতীত্য ভবানাবর্ত্ম ২/২০, ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ ২৮৪, ব্যপেতসংক্লেশবিমোহ ২৩১, ব্যবস্থিতিস্তেষু ১২০, ১৬১, ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ ৭১, ১৩৫, ব্যাধঃকুব্জা ১৩৫, ব্রজন্তি তৎ ৩০০, ব্রজবাসিজনৈঃ ৩২৫, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ২৩, ৩৫, ব্রজানুগেষু সর্বেষু ২/৩১, ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ১৮৭। ব্রজেশব্রজবাসিন্য ২/৫৫, ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ ২/৪৪, ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য ২/৯৩, ব্রহ্মচর্যমহিংসাং ১৪০, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি ২৪৩, ব্রহ্মণোহপি ভয়ং ১৩১, ব্রহ্মবর্চসকামস্তু ১২৯, ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ ২০৯, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ১৪৬, ব্রহ্মশঙ্করশক্রাদ্যাঃ ২/৩০, ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈক ২/২৮, ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ ১৯০, ব্রাহ্মং মুহূর্তং ৩২০, ব্রাহ্মণঃ কো ২/৯৪, ব্রাহ্মণেস্বপি বেদজ্ঞা ২৩২, ব্রূহি মে বিমলং ২০৭।

ভক্তাঃশ্রবনেত্রজলাঃ ১৯৭, ভক্তানাং ভেদতঃ ১৯৪, ভক্তিং পরাং ৪৪, ২১১, ৩৩৩, ভক্তিঃ পরেষানুভবো ৬৫, ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ২৭২,ভক্তিযোগেন মনসি ১৪, ৩৮, ২৮৭, ভক্তিযোগো ২৮৯, ভক্তিরিত্যুচ্যতে ২৭১, ভক্তিরুৎপদ্যতে ১৫ , ৩৮, ভক্তির্বশীকরোতে ১৯০, ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতয়া ৭৭, ভক্ত্যা মামভিজানাতে ১৪৫, ভক্ত্যা সংজাতয়া ৭০, ভগবত্যচলো ভাবো ১৩০,ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ২৫৯, ভগবন্নামাত্মকা ৩০১,ভজতানীহয়া ১৮, ভজতে তাদৃশী ২/৫৭, ভজে শ্বেতদ্বীপং ৪, ভবামি চিরাৎ ১৪৫, ভবো নিরোধঃ ২৪৯,ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ৪৮, ভয়ং প্রমত্তস্য ৩০৬, ভয়ানকঃ সবীভৎসঃ

২/৯, ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং ২২৭, ভাগো জীবঃ ৪৭, ৩১৩, ভাব এবাত্ত ২৭২, ভাবঃ স এব ২৭১,ভাবমাসুরমুন্মুচ্য ১৬৩, ভাবনায়াঃ পদে ২/২০, ভাবাভাসোহপি ১৬৭, ২৬৬, ভাবেন কেনচিৎ ২৮৩, ভাবৈশ্চিত্তং ২/১৪, ভাবোহপ্যভাবম্ ২৬৬, ভাবোত্থোহতিপ্রসাদোত্থঃ ২৭২, ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈঃ ২/২০, ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈঃ ৩২২, ভারতাদ্যুক্তিরেযা ২/১০, ভিদ্যতে সম্ভ্রম- ২/২৮, ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ৭৪, ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেঃ ২/৩১, ভুঙ্‌ক্তেহথ ৩২৫, ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে ১৫৮, ভুনক্তি বিবিধা ৩৩০, ভূষণৈর্বিবিধৈঃ ৩২৩, ভূতপ্রিয়হিতেহা ১০৫, ভূতানি যান্তি ১৬৮, ২৬৮, ভূতেষু মদ্ভাবনয়া ২৩৪, ভূমিরাপোহনলো ৫০, ভূষাগৃহং ৩২৩,ভৃগু র্বশিষ্ঠ ইত্যেতে ২১৪, ভেদো বৈরম- ১১৮, ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশ ২৬৭, ভৌতিকাশ্চ কথং ৭৮, ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাৎ ২৪০, ভ্রশ্যত্যনুস্মৃতিশ্চিত্তং ২৩৯।

ম

মঞ্জর্যো বহুশো ৩১৬, মৎকথাশ্রবণাদৌ ২৭, ২৭৮, মৎসেবয়া ভগবতঃ ২৬২,মতির্ন কৃষ্ণে ৬৮, সদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ১৩৯, ২৪৮, মদ্ভক্তপুজাভ্যধিকা ১৪১, মদর্থেহর্থপরিত্যাগো ১৪১, মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা ১৪১,মদাজ্ঞাকারিভিঃ ৩২৩, মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ ২৩৫, মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ ২৩৪, মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ১০৪, মদ্ভক্তিযুক্তয়া ৩৪, মদ্ভক্তিযোগেন ৩০০, মধুরকোমলকান্ত-২/৭৪, মধুরশ্চেত্যমী ২/৮, মধুরাপরপর্যায়া ২/১২, মধ্যাহ্নেহন্যোন্য ৩২৬, মধ্যাহ্নে চাথ ৩২২, মধ্যাহ্নযামিনী ৩১৯, মধ্যে বৃন্দাবনে ৩২৩, মনঃ কর্মময়ং ৪৯, মনসা মানসী ৩১৪, মনুষ্যাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ ৯, মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং ১৮৯, মনোগতিরবিচ্ছিন্না ১৩৯, ২৪৮, ২৭৩, মনোবাক্কায়দণ্ডঞ্চ ১৪০, মনোময়ী মণিময়ী ১২, ১৪৯, মন্মনা ভব ১৪৫, মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ ২৫৫, মন্যমানৈ রিমং ৭৭, মন্যে তদর্পিতমনো ১৭৮, মন্যে তদেতৎ ৬, মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ২১৪, মমতান্যমমত্বেন ২৭২, ময়াদৌ ব্রহ্মণে ৮, ময়ি নির্বদ্ধ ৭২, ময়ি সংজায়তে ১৪১, ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ ১৪১, ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো ৮৭, ময্যর্পিতাত্মনঃ ২৩৩, ময়ৈব বিহিতং ৫৪, মরন্দকুসুমাপীড় ২/৩৬,

মরীচিরত্র্যহিগরসৌ ২১৪, মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং ৯০, মর্ত্যো যদা ৩০৫, মল্লক্ষণমিমং ৫০, মহতস্তু বিককুর্বণাৎ ৫২, মহতাং বহুমানেন ২৩৪, মহাভাবস্বরূপেয়ং ৩১২, ২/৬২, মহাশক্তিবিলাসাত্মা ২/১০, মহিমজ্ঞানযুক্ত ২৭৩, মাং হি পার্থ ১৭০, ২৭৬, মাঞ্চ গোপয় ৫৪, মাৎমর্যবানহঙ্কারী২/৫৩, মাতরি প্রস্থিতায়াং ৩৩১, মাত্রানুমোদিতো ৩২৩, মাত্রা স্বস্রা ২/৫, মাদ্রেয় নারিদাদীনাং ২/৪৫, মাধুর্যাদ্ভুতকৈশোরং ৩১৫, মামেকমেব ১৩৬, ২৮১, মামেবৈষ্যসি ১৪৫, মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্ ৫৪, মার্থদৃষ্টিং কৃথা ২১৪, মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তঃ ২৭৩, মিথঃ পাণী সমালম্ব্য ৩২৬, মিথোরতির্মিথঃ ৭০, মিথো হরেঃ ২/১২, মিলিত্বা তাবুভৌ ৩৩১, মিষ্টং স্যাদমৃত- ৩২৪, মীমাংসকা বিশেষেণ ২/২০, মুকুন্দসেবয়া ২৪৫, ২/৯২, মুক্তসঙ্গস্ততো ২৩৩, মুক্তাহারস্ফুরৎ ৩২৪, মক্তির্হিত্বান্যথারূপং ২৯৪, মুক্তিঃ স্বয়ং ৭৭, মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ৬০, মুখ্যস্তু পঞ্চধা ২/৮, মুখ্যা গৌণী ২/৬, মুখ্যাপি দ্বিবিধা ২/৬, মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেৎ ২৬৫, মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ১৫৫, ১৬২, মুরলীশৃঙ্গয়োঃ ২/৩২, মূর্ছয়িত্বা হরিকথাং ২৩০, মুহুরাকারিতা ৩২৪, মূলতো ভজনাসক্তাঃ ২/৩০, মঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি ২৪৮, মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু ২৩৪, মোহো মৃতিরালস্যং ২/১৭, মৌনমিত্যাদয়ঃ ২/২৬, ম্রিয়তে রুদতাং ২/৩।

য

য এতদক্ষরং ২/৯৩, য এষাং ৬০, যং ন যোগেন ৭১, ১৩৫, যং শ্যামসুন্দরং ৩, যঃ কশ্চিৎ ২/৯৩, যঃ শম্ভুতামপি ৪৬, যক্ষেন্দ্রভট্টভট্টাঙ্গ ২/৩৬, যজন্তে সাত্ত্বিকা ৮৬, যজ্ঞং যজ্ঞেৎ ১৩০, যৎকর্মভিঃ ১৮০, যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহ-৩০৩, যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ২৫২, যৎস্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ২২৪, যত্নাদানীয় ৩৩১, যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ ২৪৭, যত্র ক্ব ২৮৯, যত্রানুরক্তাঃ ৩০০, যত্রৈতন্ন ভবেৎ ২/৯৪, যত্রৈতল্লক্ষ্যতে ২/৯৪, যথা ক্রীড়তি ৩১৭, যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা ২৮৪, যথা জলে ২/৩, যথা তরোর্মূল ২৭, ১৫৮, যথাত্মমায়াযোগেন ২২৫, যথা তাং ৩১১, যথা দুষ্টত্বং ৩১১, যথা প্রকৃতি ৯, যথা বার্তাদয়ো ৯০, যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ২৩৫, যথা মনোরথধিয়ো ৫১, ২২৮, যথা মহান্তি ৫৭,২১৮, যথা মহ্যং

৩১১, যথাম্ভসাপ্রচলতা ৫১, যথা যথাত্মা ৩৪, ৩০৫, যথা যূথেশ্বরী ৩১৫, যথাযোগ্যং ৩২৫, যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা ২/৭, যথা রাধা প্রিয়া ২/৬২, যথা শ্রীগান্ধর্বা ৩১১, যথা সুজাতয়া ৭০, যথোত্তরমসৌ ২/১৩, যথোদিতশ্চ ৩১৬, যথোল্মূকাদ্বি-স্ফুলিঙ্গাৎ ৫২, যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো ১২০, যদ্‌যচ্ছরীরং ৩১৩, যদ্‌যদি অন্যত্র ২/৯৩, যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় ২৫০, যদত্র ক্রিয়তে ১৭৪, ২/৯২, যদধ্যন্যস্য প্রেয়ঃ ২৩৯, যদন্যত্রাপি ৮৪, ২/৯৩, যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং ২৬৬, যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থম্ ১৮৬, যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া ৩০৪,যদা প্রকটলীলায়ং ৩১৯, যদা বিনিয়তং ৮১, যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ৬৯, ২১৪, যদা যাদৃশি ২/৭, যদি তে বৃত্ততো ২/৯৪, যদি বা দুর্মতিঃ ২০৬, যদি হরিস্মরণে ২/৭৪, যদিশ্বরে ভগবতি ১৭৪, যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু ১৮০, যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ ২৭, ১৭৩,যদৃচ্ছয়োপপন্নান্ ১৯৮, যদৃচ্ছয়োপপন্নেন ৯৭, যদৈশ্যজ্ঞানশূন্যত্বাৎ ১৮৮, যদ্বদ্ধ্যবস্থিতি ৪৮, যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল ১৮১, ৩০১, যদ্যধর্মরতঃ ১৬২, যন্নামধ্যেয়ং ১৭৮, যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং ২২২, যবীয়সীস্তু ৯৭, যমাদিভির্যোগপথৈঃ ২৪৫, ২/৯২, যমেবৈষ বৃণুতে ২৮৮, যথা সম্মোহিতো ১৫, ৩৮, ২৮৭, যশোদাদেস্তু ২/৪৪, যশ্চিত্তবিজয়ে ১১৪, যস্তু আশীষ- ৫৯, যস্তাদৃগেব হি ৪৭, যস্ত্বয়াভিহিতঃ ৮৩, যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ ১৯৮, যস্থিচ্ছয়া কৃতঃ ১৩, যস্মিন বিরুদ্ধগতয়ো ৪০, ২১৮, যস্য প্রভাপ্রভবতো ৩৬, যস্য যৎসঙ্গতিঃ ১৫২, যস্য যল্লক্ষণং ৮৪, ২/৯৩, যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি ৯০, যস্যাং বৈ ১৫, ৩৮, যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ২৫২, যস্যাস্তি ভক্তিঃ ৭৮, যস্যাঃ সর্বোত্তমে ৩১২, যর্হ্যেব যদেকং ২০৯, যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ২৬৫, যা দুস্ত্যজং ২/৫৭, যা নির্বৃতিঃ ২৮৪, যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধ ১৮৭, যা ভাবমনুগৃহ্নাতি ২/৬, যা সাধ্যা ৩২২, যান্তি দেবব্রতাঃ ১৬৮, ২৬৮, যান্যঙ্গানি ১৮৪, যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি ২৬২, যাবল্লিঙ্গান্বিতো ২২৮, যাবানহং যথাভাবো ৫৭,২১৭, যাভির্ভূতানি ৯, যাহি সর্বাত্মভাবেন ১৩৬, ২৮১, যুক্তস্বপ্নাববোধস্য ৮১,যুক্তাযুক্তাদিকথনং ২/৩৯, যুক্তাহারবিহারস্য ৮১, যুক্তিস্তুকেবলা ২৪৬, যুগমাত্রেক্ষিত ২/২৬, যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ ২/৩৯, যুতশ্চতুর্বিধেষু ২/২৯, যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং ২/৪৫, যুথাধিপত্যেহপি ২/৬২, যথৈশ্বর্যাঃ ৩২৬, যে কৈবল্যম্ ১২০, ১৬১, যে তু সর্বাণি ১৪৪, যে ত্বনেবংবিদো ১৬১, যে বা

ময়ীশে ৬৯, যে বৃত্তিদং ২২৬, যে ভজন্তি তু ২৭৬, যে মুমুক্ষাং ২/৩০, যে স্যুস্তুল্যা ২/১২, যেহঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি ২০২, যেহন্যে মূঢ়ধিয়ো ৭০, যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ ৫১, যেহন্যোন্যতা ভাগবতাঃ ২১১, যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা ১৬৮, ২৬৮, যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং ২১২, যেষাং ত্বন্তগতং ২৪৮, যেষামহং প্রিয়ঃ ৮, যো দুস্ত্যজান্ ১৯৭, যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতম্ ১৭২, যো বৈ বাঙমনসী ৩৪, যোহনধীত্য দ্বিজো ২/৯৪, যোহবিদ্যয়া যুক্ ৪৭, যোহমায়য়া ১৬, যোগান্তরায়ান্মৌনেন ৯০, যোগস্ত্রয়ো ময়া ৮০, যোগিনং নৃপ ২৮৯, যোগে এয়ঃ স্যুঃ ২/৩৩, যোগে মৃতিং ২/৪০, যোগে রসবিশেষত্বং ২/১৮, যোগেন দানধর্ম্মেণ ১৮০, যোগেন ময্যর্পিতয়া ২৬১, যোগিনাং নৃপ ৭৫, যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ২৭৬।

র

রক্তকঃ পত্রকঃ ২/৩১, রোহিণী তাশ্চ ২/৪৩, রক্ষকামঃ পুণ্যজনান্ ১৩০, রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ২৮২, রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন ৯০, রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ ১৩৫, ১৬২, রতিঃ সৈবাত্র ২/৪৪, রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ ২৬২, রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ২/১৩, রতেশ্ছায়া ভবেৎ ২৬৫, রত্যাক্রমণতঃ ২/১৫, রত্যাখ্য ইত্যয়ং ২/১০, রত্যাভাসভবাস্তে ২/১৫, রমন্তে যোগিনঃ ২৯৭, রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ ২/৩৬, রময়িত্বা চ তাঃ ৩২৭, ররাম ভগবান্ ২/৫৩, রসং হ্যেবায়ং ২৮০, রমদঃ শারদাদ্যাশ্চ ২/৩১, রসস্য স্বপ্রকাশত্বং ২/২০, রসালঃ সুবিলাসঃ ২/৩১, রসে প্রেয়সি ২/৪০, রসো বৈ সঃ ২৮০, ২/২, রহস্যমপি বক্ষ্যামি ৩২২, রাশব্দোচ্চারণাদ্দেবি ২৯৭, রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা ১৮৪, রাগানুগাশ্রিতানান্ত ২৭৩, রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ২/৫৫, রাজদেবাবতারাদি ২/৩৮, রাজমার্গে ব্রজদ্বারি ৩২৯, রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং ৭৬, রাজ্যকামো মনূন্ ১৩০, রাজ্ঞো বৃত্তিঃ ১১২, রাত্র্যন্তে ত্রাস্তবৃন্দেরিতঃ ৩২২, রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং ২৩৮, রাধাং সালীগণাং ৩৩১, রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ৩২৩, রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং ৩৩১, রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ৩২৩, রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ ৩২২, রাধাকৃষ্ণৌ সুতৃপ্তৌ ৩২৬, রাধাধ্বালোক্য ৩২৫, রাধাপি বোধিতো ৩২৩, রাধাকানুচরীং ৩১৯, রাধিকাপি হরৌ ৩২৭, রাধেত্যেকপরিশিষ্টে ২/৬২, রাম রামেতি ২৯, রিংরসাং সুষ্ঠু ১৮৭, রিরংসু

বিশতঃ৩২৬, রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ ১৯০, রুচিরস্তেজসা ৪৩, রুদ্রতার্ক্কোদ্ধবাদীনাং ২/৪৫, রূপং যূথেশ্বরী ৩১৫, রূপং স্ফটিকবৎ ২/৭, রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু ২/৩৫, রূপভেদবিদস্তত্র ২৩২, রূপযৌবনসম্পন্নাং ৩১৯, রূপাভিকামো ১৩০, রোদনবিন্দুরমন্দ ২০২, রোমাঞ্চস্বেদকম্পাদ্যাঃ ২/২৬।

ল

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য ১৩৯,২৪৮, লগুড়ালগুড়ি ২৩৯, লঘুত্বমত্র যৎ ২/৫৫, লব্ধ্বান হৃষ্যেৎ ১৯৮, লব্ধ্বাসুদুর্লভমিদং ৫, লভতে ময়ি ৯১, লভেৎ কৃপা ৩০৪, লালকত্ত্বাদিনা ২/৪৩, লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ২/১৪, লিপ্যতে ন স পাপেন ২৪৩, লীনা ইব লজ্জয়া ৩২৭, লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং ৪৪, লীলামজানতা ৩২০,লুব্ধৈর্বাৎসল্য ১৮৭, লোকস্যাজানতো ১৫,৩৮, ২৮৭, লোকানাং লোকপালানাং ১৩১, লোকাল্লোকং ৪৯, লোকে ব্যবায়ামিষ ১২০, ১৬১।

শ

শঙ্কাত্রাসাবেগা ২/১৭,শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে ২১৪, শমপ্রকৃতিকঃ ২/৫৩, শমোদমো ভসশ্চোতি ১২৪, ২/৫ শমো দমস্তপঃ ১০৪, শরণ্যাঃ কালিয় ২/৩০, শরীরং পুরুষং ৫, শারীরা মানসা ৭৮, শাস্ত্রশ্রমেণ কিং তেন ২০৬, শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ ১৬৬, শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ্যং ২/৪৪, শিশ্নোঽন্যতঃ ১৫৪, শীতাঃ স্যুঃ ২/১৪, শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিঃ ২৫৯, শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ১৯০, ২/৬, শুদ্ধা প্রীতিস্তথা ২/৭,শুনি চৈব ১৭৬, শুভানি প্রীণনং ১৮৯, শুশ্রূষণং দ্বিজ গবাং ১০৫, শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞম্ ১৫১;৩০৩, শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য ২৭৯, শুষ্কবাদবিবাদে ১৯৮, শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা ১১২, শূদ্রে তু যৎ ২৯৪, শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্ব ৩১৪, শৃণ্বতাং গৃণতাং ৭০, শৃণ্বতাং স্বকথাঃ ৭৭,২৭৯, শৃন্বন্ শুভদ্রাণি ১৯৪, শৈলী দারুময়ী ১২, ১৪৯, শোকামর্ষাদিভিঃ ১৫৫, শৌচং তপস্তিতিক্ষাং ১৪০, শৌনকপ্রমুখাঃ ২/৩০, শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ ২৫৯, শ্বশ্রানুমোদিতা ৩২৪; শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ ২/৪৩, শ্যামাচ্ছবলং ২/৪৮, শ্রদ্ধাং ভাগবতে ১০, ১৪০, শ্রদ্ধাবান্ ভজতে ২৭৬, শ্রদ্ধামৃতকথায়াং ১৪১, শ্রবণং

কীর্তনং ৬২, ১৪০, শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি ১৮৪, শ্রান্তৌ কৃচিৎ ৩২৬, শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ ৪, শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন ৩৮, শ্রীকৃষ্ণগাথাং ২৭২, শ্রীগুরোশ্চরণে ৩০৪, শ্রীদামা চ সুদামা ২/৩৬, শ্রীনাথে জানকীনাথে ১৩, শ্রীমদাদাভিজাত্যা ৭৭, শ্রীমূর্তের্মাধুরীং ১৮৭, শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং ৩২৯, শ্রীরাধাং রময়ন্ ২৯৭, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ৩১৬, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোঃ ৩২২, শ্রীরাধালোকতৃপ্তং ৩২৯, শ্রীরাধাশ্চিত্তমাকৃষ্য ২৯৭, শ্রীরূপমঞ্জরী ৩১৫, শ্রূতির্মহোপনিষদাং ২/২৫, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ১৬৯, শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে ১৬৬, শ্রুতেন তপস্যা ২২০, শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা ২৯৩, শ্রেয়ঃস্মৃতিং ৫৬, শ্রেয়সামপি সর্বেষাম্ ২২০, শ্রেয়সামিহ সর্বেষাং ২০৭, শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ ২০৭, শ্রেয়ান্ স্বধর্মো ১৭৫, শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং ২৫৫, শ্রেয়োভিবিবিধৈঃ ৫৯, শ্রেষ্ঠঃ পুরবয়স্যেষু ২/৩৫, শ্লাঘয়ংশ্চ ৩৩০, শ্লোকপাদস্য ৩০২।

ষ

ষড়্‌বর্গসংমৈকান্তাঃ ৬১।

স

স এব ভক্তিযোগাখ্য ২১২, স এব মদ্ভক্তিযুতো ১২৮, স এব যর্হি ৫৯, স খল্বিদং ভগবান্ ২১৮, স জহাতি মতিং ৬৯,২১৪, সপর্যগাচ্ছুক্রম্ ২৮৪, স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ২/৪৯, স বুদ্ধিমান্ ৮৭, স বেদ ধাতুঃ ১৬, স বৈ পুংসাং ১৩২, স বৈ পুণ্যতমো ১৪৭, স বৈ প্রিয়তমাশ্চাত্মা ৭২, ২১৫, স ভাবঃ ১৯২, স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ ৪, সংকীর্তমানং ২৮০, সংকুচন্ত্যা স্বয়ং ২/৮, সংকেতকং বনং ৩৩১, সঙ্কেতকং ব্রজেৎ ৩২৫, সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি ১৭৫, স স্কারাংশ্চ ৩৩২, সঙ্কারোদ্বোধকাঃ ২/৩৪, সখীনাং সঙ্গিনীরূপাং ৩১৬, [illegible]গুপ্তা ৩৩০, সন্ধীসঙঘবৃতা ৩২০, সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ ৩১২, ২/৬৫, সখ্যসংপ্রীতহৃদয়ৈঃ ২/৪২, সখ্যস্তত্র তয়া ৩৩০, সখ্যানীতেশশেষ ৩৩০, সখ্যোঽপি মধুভিঃ ৩২৬, সখ্যোঽপ্যেবং ৩২৬, সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং ২/৯৪, সঙ্কর্ষণস্য সখ্যং ২/৪৫, সঙ্গং ন কুর্যাৎ ১২৪, ২/৫, সঙ্গম্য স্বসখীন্ ৩২৯,

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ ৪৩, সজীবন্নেব ২/৯৪, সঞ্চারয়ন্তি ভ[illegible]ন্য ২/২৭, সঞ্চারিণোহত্র ২/২৬, সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ ১৫৪, সৎসঙ্গেন হি ১[illegible]৫, সৎসেবয়া প্রতিলব্ধা ২/৫, সত্ত্ব এবৈকমনসো ১৩৮, ২৪৭, সত্ত্বং বিশুদ্ধং ২, ৫২, সত্ত্বং রজস্তম ১৬২, সত্ত্বস্য শুদ্ধিং ২/৯৫, সত্ত্বাদস্মাৎ ২/১৫, সত্ত্বাভাসং বিনা ২/১৬, সত্ত্বে চ তস্মিন্ ২৫৩, সদ্‌গুণাঃ সুখম্ ১৮৯, সদ্ধর্মস্যাববোধায় ৭৯, সদা ত্বং ৩১০, সদা ত্বং সেবস্ব ৩১১, সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তং ৪৩, সতত্ত্বতোহন্যথা বুদ্ধিঃ ৫৮, সতাং নিন্দা ১৬৬, সতাং প্রসঙ্গাৎ ৬৮ ২৭৮, সতীষু পাককর্ত্রীষু ৩২৪, সত্যং জ্ঞানং ২/৯৪, সতাং জ্ঞানমনন্তং ২/৬৬, সত্যং শৌচং ১২৪, ২/৫, সত্যপূতং বদেদ্বাচং ১৯৮, সন্ত এবাস্য ১৫০, সমঃ সর্বেষু ১৪৬, সমন্তান্মাধব ৩১২, সমস্তগুণবর্জিতে ২/২৫, সমাধিরিতি ৩০৪, সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় ২০২, সমুদ্র ইব ৪৩, সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ ২/২৮, সংমাহহং ২৭৬, সম্বন্ধরূপা ১৮৬, সম্বন্ধ্বয়ঃ ৭, সম্ভোগেচ্ছাময়ী ১৮৬, সম্ভ্রমঃ প্রভূতা ২/৩৩, সম্ভ্রমাদিচ্যুতা ২/৪৪, সম্যগুদিতে রূপে ৩০৪, সম্যঙ্‌মসৃণিত ২১৭, সর্বং তাভিঃ ৩৩০, সবং মদ্ভক্তিযোগেন ১৮০, সর্বগোপীষুসৈবৈকা ২/৬২, সর্বতঃ স্বনিয়োগানাম্ ২/৩২, সর্বতো মনসঃ ১৪০, সর্বত্র লভ্যতে ১৭৭, সর্বত্রাত্মেশ্বরান্ ১৪০, সর্বথৈব দুরূহ- ২/২০, সর্বদা পরিচর্যাসু ২৩১, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ১৪৫, ২৮১, সর্ববেদান্তসারং হি ৩১, সর্ববেদেতিহাসানাং ৩১, সর্বব্যাপিনম্ ২৯৫, সর্বভূতস্থমাত্মানং ৮১, সর্বভূতেষু মদ্ভাবো ২৪১, সর্বাত্মস্নপনং ২৯৩, সর্বাত্মনা যঃ ৬৬, সর্বাদ্ভু ত চমৎকার ৪৩, সর্বাপরাধকৃৎ ১৬৫, সর্বাসাং সন্নিধিং ৩২৭, সর্বে নিত্যা ৩১৯, সর্বে বিধিনিষেধাঃ ৬৩, সর্বে মনো ৯০, সর্বে সর্বস্বাপত্যানি ২/৯৪, সর্বেষামপি বস্তুনাং ২২২, সর্বেষামপি ভূতানাং ২২০, সর্বেষু সখিষু ২/৩৬, সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা ১৯৮, সহস্রনামভিস্তুল্যং ২৯৭, সহস্রশঃ সমেতানাং ২/৯৪, সা কামরূপা ১৮৬, সা তু সূর্যগৃহং ৩২৮, সা ব্রহ্মণি ২৮৪, সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাৎ ২৬৫, সা সখীপ্রকরা ৩২৪, সা সম্বন্ধানুগা ১৮৭, সা স্যাৎ ৩২২, সাত্ত্বিকানাং ২/১৬, সাত্ত্বিকা রাজসী ৮৬, সাধকানাস্তু বৈবিধ্যং ২/৭, সাধকানাময়ং ২৭৫, সাধকো দ্বিধা ২৯৯, সাধনাভিনিবেশস্তু ১৯২, সাধনেক্ষাং বিনা ২৭০, সাধনেন বিনা ১৯২, সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈঃ ১৯০, সাধু নিদ্রাং ৩২৭, সাধুরেব স মন্তব্য ২৭৬, সাধ্য-সাধনয়োঃ ৩০৪, সান্দী-

পনিমুখাঃ ২/৪৪, সান্দ্রানন্দাচমৎকার ২/১০, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ১৮৯, সাপি কৃষ্ণং ৩২৫, সাপি ভুক্তা ৩৩০, সাম্যাদ্বিশ্রব্ধরূপৈষাং ২/১২, সামান্যাসৌ তথা ২/৭, সায়ং প্রদোষ ৩১৮, সায়ং রাধাঃ ৩৩০, সায়ুধাস্তস্য ২/৩৬, সার্ধযামদ্বয়ং ৩৩২, সালোক্যসার্ষ্টি ২১২, সালোক্যাদিদ্বিধা ২৫৮, সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ২৫৮, সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্য ৩৩১, সিদ্ধতায়াস্তথা ২/২৬, সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা ১৬১, সুকুমারস্বভাবেয়ং ১৮০, সুখং তরতি ২০৭, সুখং বৈষয়িকং ১৮৯, সুখমৈন্দ্রিয়কং ১৭৭, সুখাশয়া বহিঃ ২০৫, সুখী ভক্তসুহৃৎ ৪২, সুধী বরীয়ান্ ২/৩৫, সুখৈশ্বর্যোত্তরা ২৫৮, সুগ্রীবো হনুমান ১৩৫, সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ ২/৩১, সুদামভূসুরাদ্যাশ্চ ২/৩৫, সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা ৩১০, সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ ১, সুপ্তাবতিষ্ঠ ৩৩২, সুপ্তির্বোধ ইতি ২/১৭, সুবলার্জুনগন্ধর্বাঃ ২/৩৬, সুবেশঃ সর্বসল্লক্ষ্ম ২/৩৫, সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র ২/৩৬, সুযোগ্যদেশিকাৎ ৩০৪, সুরাজেব বিরাজেত ২/৬, সুষুপ্সু বিশতঃ ৩৩২, সুষ্ঠু কান্তস্বরূপা ২/৬২, সুস্নাতং কৃতভোজনং ৩২৩, সুস্নাতাং রম্যবেশাং ৩২৯, সূক্ষ্মাণামপ্যহং ৪৭, সূর্যং প্রপূজয়েত্তত্র ৩২৮, সূর্যাদি পূজাব্যাজেন ৩২৫, সৃজামি তন্নিক্তঃ ৩৬, সৃষ্টা পুরাণি ২, সেবাসাধকরূপেণ ২৮৪,৩১৪, সেব্যমানো হসন্ ৩২৭, সেব্য-সেবকসম্বন্ধ ৩১৫, সেয়ং সাধন ২৮৩, সোঽভিবর্ব্রেহচলাং ৭৮, সৌম্যাঃ সুনৃতয়া ২/৩৭, স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা ২/৩৩, স্তেয়ং হিংসা ১১৮, স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা ২৮৬, স্ত্রিয়ো বৈশ্যা ১৩৭, স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং ২/৫, স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ ২/৩৪, স্থায়িভাবোঽত্র ২/৬, স্থায়িবৎসলতা ২/৪৫, স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিঃ ১৬২, স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুঃ ২, স্থিরো দান্তঃ ৪২, স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্য ১০৪, স্নাত্বা পীত্বা ৩২৯, স্নানবেদিং ততো ৩২৩, স্নিগ্ধা দিগ্ধা ২/১৫, স্নিগ্ধাস্তু সাত্ত্বিকা ২/১৫, স্নেহঃ স রাগো ২/৩৪, স্নেহভক্তিরিতি ২৭৩, স্ফুটং চমৎকারিতয়া ২/৪৫, স্বয়ং লোকং ২১৪, স্বকুলোর্ধ্বেস্ততো ১৫২, স্বধর্মনিষ্ঠঃ ২৭৬, স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য ১৩৩, স্বপরার্থৈব ২/৭, স্বপাদমূলং ভজতং ৩৬, স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ ৫১, স্ববশাখিলাসিদ্ধিঃ ৪৩, স্বভাবনিযতং কর্ম ১৭৫, স্ববাববিহিতো ১৩, স্বমনোবৃত্তিরূপেণ ৩১৬, স্বয়ং প্রকাশমানাপি ১৯০, স্বরূপপ্রেমাবাৎসল্যৈ ২৯৬, স্বরূপমত্র ৩০২, স্বরূপসিদ্ধিমাপন্নং ৩০৪, স্বর্গাপবর্গং ১৮০, স্বল্পাপি রুচিরেব ২৪৬, স্ব-স্ব-দেহানুরূপেণ ৩১৫, স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ২/১১, স্বাগমৈঃ কল্পিতৈঃ

৫৪, স্বাদ্বী ক্রমাভ্তবর্তি ২৯৮, স্বাদ্যত্বং হৃদি ২/৫, স্বার্থৈকসাধকা হ্যাঢ্যা ১৫৫, স্বেষ্টরাধাদিভাবস্য ২/৬২, স্বে স্বেহধিকারে ৬৩, ১২৭, স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ ৭০, স্মর্তব্যঃ সততং ৬৩, স্মিতাঙ্গসৌরভে ২/১৩, স্মৃতিধ্যানধারণা ৩০৪, স্মৃতিরথ বিতর্ক ২/১৭, স্মৃত্যাং শিরস্তব ১৯৩, স্যাৎ কৃষ্ণনাম ২৮৯, স্যাদিচ্ছেষাং ২৮৩, স্যান্মহৎ-সেবয়া বিপ্রাঃ ২৯৭।

হ

হন্যন্তে পশবো ৭৭, হন্তাস্মিন্ জন্মনি ৫১, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ৮৭, হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ ২৯৬, হরত্যবিদ্যাং ২৯৬, হরন্তি দস্যবো ১৫৫, হরা সা কথ্যতে ২৯৬, হরাবভক্তস্য কুতা ৭৮, হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য ১৯২, হরিং সংপ্রাপ্য ১৮৭, হরিণা চাশ্বদেয়েতি ১৯০, হরিপ্রিয়া-ক্রিয়া ২৬৬, হরিপ্রিয়জনস্যৈব ১৬৭, ২৬৬, হরিপ্রীত্যা চ তাং ১৯২, হরিরেব সদারাধ্যো ১৫৫, হরিরেবৈক ১৪৭, হরির্দেহভৃতামাত্মা ২১৫, হরির্দৈবং শিবো দৈবং ২৬৪, হরির্হরতি ২৯৬, হরিশ্চ তদ্বয়স্যা ২/৩৪, হরিশ্চ তস্য ২/২৮, হরিস্তু প্রথমং ৩২৭, হরেরপ্যপরাধান্ ১৬৫, হরের্দ্ধে-য্যপি ২/২৬, হরের্দৈনন্দিনীং ৩২০, হরের্নাম হরের্নাম ২৮, হর্ষো গর্বো ধৃতিঃ ২/৩৩, হসত্যথো রোদিতি ২৭৩, হসিতৈর্বহুধা ৩২৬, হস্তাহস্তি প্রসঙ্গাদ্যাঃ ২/৩৯, হারাদিগ্রহণে ৩২৮, হাসয়ন্ বিবিধৈঃ ৩২৫, হাসোদ্ভূতাস্তথা ২/৯, হাসো বিস্ময় ২/৯, হিংস্রং দ্রব্যময়ং ১১৭, হিতোপদেশদানাদ্যাঃ ২/৪৪, হিত্বা স্বভাবজং ১১২, ২৯৩, হিরণ্ময়ে পরে ২৮৬, হীনার্থাধিকসাধকে ২০২, হুঙ্কারো জৃম্ভণং ২/১৪, হৃদয়ে সম্ভবত্যেযাং ২৬৫, হৃদি ধ্যায়ং ২/২৫, হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে ২/২০, হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি ৭৭,২৭৯, হে কৃষ্ণ ২৯৯, হে গোপীবল্লভ ২০২, হে হরে, ২৯৯, হ্রাসশঙ্কাচ্যুতা ২/৩৪, হলাদতাপকরী ২২৫, হলাদিনী যা ৩১২, ২/৬২, হলাদিনী সন্ধিনী ২২৫।

—꞉꞉꞉—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

প্রথম-বৃষ্টি

প্রথম ধারা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

নমস্কার— ভ্রম-জনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তসকল যে কৃষ্ণ ভক্তিতেপর্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত-নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

বস্তুনির্দেশ। ঈশ্বর, চিৎ ও জড় --- জগতে তিনটি পদার্থ লক্ষিত হয়। পদার্থ তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড় (১)। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তিনাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন। ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুয্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের

---

(১) সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ।।

ভা ১১/১১/৬

নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন (১)। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা (২)। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্বানাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতে কার্য চলিতেছে।

ঈশ্বরের আকার জড় নহে --- জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে তাঁহার নিরাকার বলিয়া উক্তি হইয়াছে।

ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ --- সকল পদার্থেরই একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটী স্বরূপ আছে (৩)। জড়বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতনপদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার

---

(১) সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরিসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্ ।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপদেবঃ

(ভাঃ ১১/৯/২৮

(২) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎস্বপ্নজাগরযুপ্তিযু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদেবহি পরং নরেন্দ্র ।।

ভাঃ ১১/৩/৩৫

(৩) অঙ্গানিয স্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।

ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩২

চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটীই তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে (১) দেখিতে পাই। জড়চক্ষে দেখিতে পাই না।

নাস্তিক স্বভাব — কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্যের আলোক উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বরবিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে (২)। স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?

চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ ভক্তিলভ্য — বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নহে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি স্থান সকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড়শরীরের পদচালনা করিয়া

---

(১) প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৮)

(২) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ।।

(গীতা ১৬/৭-৮)

যাইতে হয়; কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপস্থানীয় প্রদেশ নহে। সমস্ত জড়জগতের অতীত একটী অবস্থান বিশেষ (১)।

জড় জগৎ ও দুঃখ ---- তাহা চিন্ময়, নিত্য ও নির্দোষ। তাহা চোক্ষের দ্বারা দেখা যায় না বা, মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্যধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিব। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয়। গৃহনির্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা লাভ হইয়া থাকে। সঙ্ক্ষেপতঃ, সংসারে 'অমিশ্র সুখ' বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্তমান আর অনিত্য সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না। অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্তব্য।

---

(১) শ্রিয়ঃ কান্তাঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী ।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃস্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ ।
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ।। (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৫৬)

প্রথম বয়সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরভজন অত্যাবশ্যক— যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ (১)। আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব,—এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্লভ। যেদিন হইতে কর্তব্যজ্ঞান হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানবজীবন অত্যন্ত দুর্লভ ও অস্থির (২)। কোন্ দিন মৃত্যু হইবে, তাহা বলা যায় না। বালককালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া ছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

ভজনপ্রয়াসের চারিটী কারণ—পরমেশ্বরের তুষ্টি (৩) সাধন করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন, তাহার চারিটী কারণ দেখা যায়;

---

(১) কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ।।
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভয়মাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ।। (ভাঃ ৭/৬/১,৫)

(২) লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।
(ভাঃ ১১/৯/২৯)

(৩) তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং জুষাং চরণযোরুপগায়তাং নঃ ।।
(ভাঃ ৭/৬/২৫)

ধর্মার্থকাম ইতি যোহভিহিত স্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তাঃ।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমন্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বদুহৃদঃ পরমন্য পুংসঃ ।। ভাঃ ৭/৬/২৬

ভয় আশা কর্তব্যবুদ্ধি ও রাগ। নরকভয়, অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া পরমেশ্বরকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ভয় দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন। যাঁহারা সংসারে উন্নতি লাভের নিমিত্ত বিষয়সুখ প্রার্থনাপূর্বক হরিভজন করেন, তাঁহারা আশাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরসাধন করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরসাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে, প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভজনে অনুরক্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্তব্য-বুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বরসাধনে প্রীতিলাভ করেন, তাঁহারা রাগদ্বারা তৎকার্যে প্রবৃত্ত হন। কোন একটী বিষয় দেখিবামাত্র চিত্ত তাহার প্রতি যে প্রবৃত্তিক্রমে বিচারের পূর্বেই ধাবিত হয়, তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবামাত্র সেই প্রবৃত্তি যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর-ভজন করিয়া থাকেন।

রাগভজনই শুদ্ধ, তাহার স্বরূপ ও পরিচয় — ভয়, আশা ও কর্তব্যবুদ্ধিদ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয় (১)। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। দেশলাই ঘষিলে অথবা চক্‌মকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা ও কর্তব্যবুদ্ধি-ক্রমে ভজন করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ

---

(১) গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ।।
(ভাঃ ৭/১/৩০)

প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় হরিভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধজনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক সুখজনক বর গ্রহণ করিলেন না।

কর্তব্যাকর্তব্যমূলে বৈধভজন----ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্তব্য-বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্যন্ত কর্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করে না। কর্তব্যবুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ,—এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর-সাধন করিবার যে-সকল পদ্ধতি বিচার দ্বারা সংস্থাপিত করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি (১)। কর্তব্যবুদ্ধির শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে।

চেতনবৃত্তির ক্রমবিকাশক্রমে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ভজন----দেশবিদেশ ও দ্বীপদ্বীপান্তর-নিবাসী মানববৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির একটী সাধারণ ধর্ম। অসভ্য বন্যজাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবন দ্বারা কালাতিপাত করে, তথাপি সূর্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল, বড় বড়

---

(১) এই ত সাধন ভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা-ভক্তি আর।।
(চৈঃ চরিতামৃত মধ্য ২২/১০৫)

রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়।।
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।।
(চৈঃ চরিতামৃত মধ্য ২২/১০৬,১৫৭)

ন কর্হিচিৎ মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।।
(ভাঃ ৩/২৫/৩৮)

নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরুসকলকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে। ইহার কারণ কি? জীব-নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয় নাই, সে পর্যন্ত তাহাতে চেতন ধর্মের পরিচয়স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশিত হইবে (২)। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন পূর্বক হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন।

নাস্তিকতা ও তাহার ত্রিবিধপ্রকার----ঐ সকল কদর্যবিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্ত বল চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ,--- ইহাই বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য অবস্থা ও সুন্দর ঈশ্বর-বিশ্বাসোপয়োগী অবস্থার মধ্যে মানব জীবনের তিনটী অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ ও নির্বাণবাদরূপ পীড়াসকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধকরূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্যবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল

---

(২) কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
মযাদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মে যস্যাং মদাত্মকঃ।।
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পুর্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন সপ্তব্রহ্মমর্ষয়ঃ।।
তেভ্যাঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।।
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃকিংপুরুষাদয়।
বহ্বাস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভূবঃ।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রাবাচঃ স্রবন্তি হি।।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতোয়োঽপরে।।

(ভাঃ ১১/১৪/৩-৮)

লোকেই যে উক্ত রোগদ্বারা আক্রান্ত হইবে, এরূপ নহে। যাহারা ঐ সকল রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা সেই সেই অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া উচ্চজীবনের অধিকার লাভ করে না। অসভ্য বন্যজাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্যবলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মকে অবলম্বন পূর্বক ঈশভক্তিসাধনোপযোগী ভক্তজীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানবজাতির নৈসর্গিক উন্নতিক্রম। প্রতিবন্ধকরূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।

মানবগণের পরস্পরের দেহ ও মনের বিভিন্নতা—মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। মানবের মুখ্যপ্রকৃতি সর্বত্রই এক। গৌণপ্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্। মানবের মুখ্যপ্রকৃতি এক হইলেও জগতে এরূপ দুইটী মানব পাওয়া যাইবে না যে, সমস্ত গৌণপ্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দুইটী ভ্রাতা আকৃতি-প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্বপ্রকারে এক হয় না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবসকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্বত, বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্যদ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদোপযোগী দ্রব্যসকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশজাত মানবগণের আকৃতি, বর্ণ ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহারও নিসর্গবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশবিশেষে পৃথক্ হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বরভাবও মুখ্যাংশে এক হইলেও গৌণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশবিদেশে যেকালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদ, ক্রমে ঈশ্বরভজনপ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণভেদসমূহদ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্যভজনবিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ

আজ্ঞা এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজনপ্রণালীর নিন্দা করিবে না (১)।

বিভিন্ন ধর্মের পঞ্চবিধ ভেদ---উপরি-উক্ত কারণবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণের প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় যথা ঃ-

১। আচার্যভেদ।

২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাবভেদ।

৩। উপাসনার প্রণালীভেদ।

৪। উপাস্যতত্ত্বের সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ।

৫। ভাষাভেদানুসারে নাম ওবাক্যাদিভেদ।

১। আচার্য ভেদ---আচার্যভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহম্মদাদি প্রচারকগণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্মাত্মাগণ এবং দেশ বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্যসকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু নিজ দেশের আচার্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্বদেশের আচার্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নহে। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

২,৩ চিন্তা ও অনুভূতি ভেদে বিভিন্ন ভজন প্রণালী---উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাব-ভেদক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া

---

(১) অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/১১৬)

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।

(ভাঃ ১১/৩/২৬)

ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্তকচ্ছ হইয়া স্বীয় ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়মান ও পতিত হইয়া দিবারাত্রমধ্যে পঞ্চবার উপাসনা হয়, কোথাও বা হাঁটু গাড়িয়া করজোড়পূর্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশোগানপূর্বক ভজনমন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজনকালে বিশেষ, বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

৪। **ক্রিয়া ও ভাবভেদে অর্চনভেদ**—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উপাসনা দেখিলে উপাসনাপ্রণালীর ভেদ লক্ষিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে উপাস্যতত্ত্বসম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তিপরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্মবোধে অর্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বরভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন; প্রতি মূর্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্তি (১)।

৫। **ভাষাভেদে ঈশ্বরের বিভিন্ন সংজ্ঞা**—ভাষাভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্মেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজনকালীন বাক্যসকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অন্যান্য গৌণ ভজন প্রণালীতে অনিন্দা ও অনুসুয়া—এই পঞ্চপ্রকার ভেদক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসমূহ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হইবে, ইহা

---

(১) অর্চায়াং স্থণ্ডিলেহগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজেঃ।

* * * * *

পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সংকল্পঃ কর্মপাবনীম্ ।।
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ।। (ভাঃ ১১/২৭/৯,১১,১২)

নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্য বশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে, ইহা নিতান্ত অন্যায় ও ক্ষতিজনক। অপরের ভজনসময়ে তাহার ভজনমন্দিরে উপস্থিত হইলে এইভাবে থাকা উচিত যে, আমার উপাস্য পরমতত্ত্বের কোন ভিন্নপ্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক্ অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু এতদ্দৃষ্টে আমার নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নহেন। এস্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং আমি এই ভিন্নলিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার উপাদেয়-স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন্ (১)।

নিন্দা বা অসুয়া পরিত্যাজ্য—যাঁহারা এরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। তাঁহারা নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

অসদ্ধর্মপ্রণালী নিরাসন আবশ্যক—ইহার মধ্যে কেবল একটী বিষয় বিবেচনীয়। ভজনপ্রণালী-ভেদের নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবে না (২); বরং তাহার

---

(১) শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ।।
(শ্রী হনুমাদ্ধ্যাক্যম্ ।

(২) বিধর্মঃ পরমধর্মশ্চ আভাস উপমা চ্ছলঃ।
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবত্ত্যজেৎ ।।
ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্যাৎ পরধর্মোঽন্যচোদিতঃ ।
উপধর্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ।।
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্ ।
স্বভাববিহিতো ধর্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ।।
(ভাঃ ৭/১৫/১২-১৪)

সদুপায়ে উচ্ছিত্তির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বৌদ্ধ, জৈন ও নির্বিশেষবাদীদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনায়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভুভক্তের সর্বত্র আদর্শস্বরূপ হওয়াই উচিত।

অপধর্মের বিবিধ প্রকার---- যে-ধর্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্বিশেষবাদরূপ অনর্থসকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্মকে ধর্মজ্ঞান করিবেন না। সে ধর্মকে বিধর্ম, ছল-ধর্ম, ধর্মাভাস বা অধর্ম বলিয়া জানিবেন তাহাদের উপাসকগণের অবস্থা শোচনীয় জানিবেন। জীবকে যতদূর পারেন, ঐ সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

ঈশ্বরপ্রীতিই নিত্যধর্ম—বিমলপ্রেমই (১) জীবের নিত্যধর্ম। প্রাগুক্ত পঞ্চপ্রকার ভেদ লক্ষিত হইলেও বিমলপ্রেম যে ধর্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্মই--ধর্ম। বাহ্যভেদ লইয়া বিতর্ক করা অনুচিত। ধর্মের উদ্দেশ্য যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই সল্লক্ষণযুক্ত। নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ অর্থাৎ গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কৃষ্ণপ্রেম ও তাহার ধর্ম----কৃষ্ণপ্রেমই (২) বিমলপ্রেম। প্রেমের ধর্মই এই যে, উহা কোন একটী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কোন একটী

---

(১) ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।।
(ভাঃ ১/২/৮)

(২) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে ।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকন্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ।। (ভাঃ ১/৭/৪-৭)

তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। জীবহৃদয়ই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমলপ্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। এই সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলোচনা করিবেন, ততই ইহার প্রতীতি জন্মিবে।

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ করে, তাহাই জীবের প্রাপ্য।

ভাগবতেই নিত্য সত্য ধর্ম কথিত ----সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বদ্বর শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ তত্ত্ব। শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ব্যাসদেব যখন ভক্তিরূপ সহজ সমাধি-অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী অর্থাৎ উপাধিরহিতা ভক্তি (প্রেম) উদিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চরিতামৃত বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকারভেদে জীবের দুইপ্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুইপ্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রাপঞ্চিক চক্ষুদ্বারা পরিদৃশ্য হয়, তাহাও বিদ্বজনের পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি ও জড়বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবিদ্বৎপ্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি বুঝিতে হইলে ষট্‌সন্দর্ভ, ভাগবতামৃত বা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ভালরূপে পাঠ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এস্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য। সংক্ষেপে অর্থ এই যে, বিদ্যাশক্তির আশ্রয়ে যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই বিদ্বৎপ্রতীতি অবিদ্যা-আশ্রয়ে যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই অবিদ্বৎপ্রতীতি।

বিদ্বৎপ্রতীতিই আবশ্যক ---শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের যে অবিদ্বৎপ্রতীতি, তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে কোন বিবাদ

নাই (১)। যাঁহাদের পরমার্থলাভের বাসনা আছে, তাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি সত্বর লাভ করুন্। বৃথা অবিদ্বৎপ্রতীতি লইয়া বিবাদ করিয়া যথার্থ স্বার্থহানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি (২) ?

বিদ্বৎপ্রতীতিতে বিদ্বিলাস ও অবিদ্বৎপ্রতীতির ফল নির্বিশেষ উপলব্ধি— বিদ্বৎপ্রীতির কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রমপূর্বক চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি সম্ভব। তাঁহারা চিচ্চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণদ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, চিদ্রসদ্বারা কৃষ্ণকে সর্বতোভাবে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি জড়চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু সম্ভবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকটসময়ে যে সমস্ত ভগবল্লীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎপ্রতীতি ব্যতীত বস্তুসাক্ষাৎকাররূপ ফলপ্রদান করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ অবিদ্বৎপ্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে অনিত্যতত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জানেন। কৃষ্ণশরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎ-প্রতীতিদ্বারাই নির্বিশেষ অবস্থাকে 'সত্য' ও সবিশেষ অবস্থাকে 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া বোধ হয়।

---

(১) নচাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ উতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্যামিবাজ্ঞঃ ।।
স বেদধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্ ।।

(ভাঃ ১/৩৩/৩৭-৩৮)

(২) বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ।।
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যা বিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ।। (ভাঃ ১১/১১/৩-৪)

সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বে বিশেষ থাকায়, তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

যুক্তির অসামর্থ্য—পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু, তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য নহে। অপরিমেয় পদার্থে সমীম নরযুক্তি কি কার্য করিতে পারে? অতএব জীবের যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারা পরমতত্ত্ব জ্ঞাত ও আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে 'বিমলপ্রেম' বলি, তাহাই প্রাথমিক অবস্থায় 'ভক্তি' নাম লাভ করে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত বিদ্বৎপ্রতীতির উদয় হয় না, যেহেতু কৃষ্ণকৃপায় বিদ্যাশক্তি জীবের সহায় হন।

একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়—পরমতত্ত্বের যতপ্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাব অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ-ভাবটীই বিমলপ্রেমের একমাত্রঅধিক উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে আল্লার ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না। অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্যতত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয়ধর্মে যে 'গডের' ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগততত্ত্ব। ব্রহ্মের ত কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্যবস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমলপ্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়- (১) স্বরূপ চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য বিরাজমান আছেন।

কৃষ্ণধামের পরিচয়—কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই (২)। সমস্তই মাধুর্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ।

---

(১) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্বলহরী ১১/৯)

(২) তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ ।
ভজতানীহয়াত্মানমহীহং হরিরীশ্বরম্ ।।
(ভাঃ ৭/৭/৪৮)

ফল, ফুল, কিশলয়ই---তথাকার সম্পত্তি। গোধনসমূহই---প্রজা। রাখালগণ-সখা। গোপীগণ—সঙ্গিনী। নবনীত দধি-দুগ্ধই—খাদ্যদ্রব্য। সমস্ত কানন ওউপবন কৃষ্ণপ্রেমময়। যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা। সমস্ত প্রকৃতিই—কৃষ্ণপরিচরিকা। যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণকরেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।

ঐশ্বর্যশিথিল মাধুর্যময় কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়—এইরূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম করিতে পারে? পরমতত্ত্ব পরমলীলাময়, স্বেচ্ছাময় ও জীবের বিমলপ্রেমলিপ্সু। স্বভাবতঃ যে ঈশ্বর, সে কি মানবগণের ন্যায় পূজার জন্য লালসা করে, না পূজাদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়? নিজের ঐশ্বর্যসমুদয় মাধুর্যদ্বারা গোপন করিয়া পরমচমৎকারলীলারসের আধারস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা স্বীকারপূর্বক স্বয়ং আনন্দ লাভ করেন।

মাধুর্যময় কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়---যাঁহারা বিমল ও পূর্ণপ্রেমকে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কৃষ্ণব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকেই বা বরণ করিতে পারেন? যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণলক্ষিত নাম,

---

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বা সুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।।
ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে।।

(ভাঃ ৭/৭/৫১-৫৩)

ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষযান্তর নাই।

রাগের অনুদয়ে বিধি--- যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ রাগের উদয় না হয়, সে পর্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্তব্যবুদ্ধি-সহকারে গৌণ ও মুখ্যরূপ বিধি অবলম্বন পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকিবেন। (দ্বিতীয় বৃষ্টি দেখুন)

বিধি ও রাগমার্গে কৃষ্ণভজন----গাঢ়রূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমসাধনের দুইটী মাত্র উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। রাগ-মার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র; অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও উচ্চাধিকারী, তাঁহারাই কেবল ঐ মার্গে চলিতে সমর্থ। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।

জাগতিক বিধিই নীতি---দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য কতগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যে সকল বিধিকে 'নীতি' বলা যায়। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্যপ্রকারে সুন্দর হইলেও, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। সে নীতি নিতান্ত বহির্মুখনীতি।

ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক নীতিই যথার্থ বিধি----ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যকর্মের ব্যবস্থাযুক্ত হইলে সেইনীতিই মানব-জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুইপ্রকার, মুখ্য ও গৌণ।

গৌণ ও মুখ্য বিধি---ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই যখন জীবনের একমাত্র তাৎপর্য, তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্যকে অব্যবহিতরূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্যবিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্যকে লক্ষ্য

করে, সে বিধি—গৌণ। একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটী বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়। এস্থলে জীবনের তাৎপর্য যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা ব্যবধান শূন্য হইল না; যেহেতু, স্নানের ব্যবধান-শূন্য ফল—শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর-উপাসনা-রূপ ফল এবং স্নানবিধির মধ্যে অন্যান্য ফল ব্যবধানস্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

গৌণ ও মুখ্যবিধির পরিচয়—মুখ্যবিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা (১)। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্তন ও হরিকথা শ্রবণকে মুখ্যবিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্যবিধি, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণবিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রানির্বাহ হয় না এবং শরীরযাত্রা-নির্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরিভজনরূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণবিধির সহজ লক্ষণ এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কারস্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প ও কারুকর্ম, সভ্যতা, পরিপাট্য ও অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরজীবনকে অকপটরূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্যবিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃতদ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফলকারে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।

নরজীবনে বিভিন্ন অবস্থা—বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন-জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক-জীবন, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, বৈধভক্ত-জীবন ও প্রেমভক্ত-জীবন,—এবং বিধ নানাপ্রকার নর-জীবন পরিলক্ষিত হইলেও

১। নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ।। ভাঃ ৩/২৩/৫৬

ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

রাগের অনুদয়ে বিধি---- যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ রাগের উদয় না হয়, সে পর্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্তব্যবুদ্ধি-সহকারে গৌণ ও মুখ্যরূপ বিধি অবলম্বন পূর্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকিবেন। (দ্বিতীয় বৃষ্টি দেখুন)

বিধি ও রাগমার্গে কৃষ্ণভজন----গাঢ়রূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমসাধনের দুইটী মাত্র উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। রাগ-মার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র; অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও উচ্চাধিকারী, তাঁহারাই কেবল ঐ মার্গে চলিতে সমর্থ। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।

জাগতিক বিধিই নীতি----দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য কতগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যে সকল বিধিকে 'নীতি' বলা যায়। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্যপ্রকারে সুন্দর হইলেও, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে। সে নীতি নিতান্ত বহির্মুখনীতি।

ঈশ্বরবিশ্বাসমূলক নীতিই যথার্থ বিধি----ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যকর্মের ব্যবস্থাযুক্ত হইলে সেইনীতিই মানব-জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুইপ্রকার, মুখ্য ও গৌণ।

গৌণ ও মুখ্য বিধি----ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই যখন জীবনের একমাত্র তাৎপর্য, তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্যকে অব্যবহিতরূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্যবিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্যকে লক্ষ্য

করে, সে বিধি—গৌণ। একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটী বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়। এস্থলে জীবনের তাৎপর্য যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা ব্যবধান শূন্য হইল না; যেহেতু, স্নানের ব্যবধান-শূন্য ফল—শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর-উপাসনা-রূপ ফল এবং স্নানবিধির মধ্যে অন্যান্য ফল ব্যবধানস্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

গৌণ ও মুখ্যবিধির পরিচয়—মুখ্যবিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা (১)। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্তন ও হরিকথা শ্রবণকে মুখ্যবিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্যবিধি, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণবিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রানির্বাহ হয় না এবং শরীরযাত্রা-নির্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরিভজনরূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণবিধির সহজ লক্ষণ এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কারস্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প ও কারুকর্ম, সভ্যতা, পরিপাট্য ও অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরজীবনকে অকপটরূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্যবিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃতদ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফলকারে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।

নরজীবনে বিভিন্ন অবস্থা—বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন-জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক-জীবন, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, বৈধভক্ত-জীবন ও প্রেমভক্ত-জীবন,—এবং বিধ নানাপ্রকার নর-জীবন পরিলক্ষিত হইলেও

১। নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ।। ভাঃ ৩/২৩/৫৬

সেশ্বর-নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

ভক্তি-হীনতাই পশুধর্ম—প্রকৃত নর-জীবন সেশ্বর-নৈতিক জীবনের বিধি-নিষেধ লইয়া কার্য করে; অতএব এই গ্রন্থে সেশ্বর-নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যতা, জড়বিজ্ঞানসম্পত্তি ও নীতি সেশ্বর-নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত অলঙ্কারের সহিত সেশ্বর-নৈতিক জীবন যেরূপে ভক্তজীবনে পর্যবসিত হইয়া চরিতার্থ লাভ করে, তাহা এই সমগ্র গ্রন্থ-বিচার দ্বারা লক্ষিত হইবে। জীবের জীবনই জৈবধর্ম। মানব-অবস্থায় জৈবধর্মকে মানবধর্ম বলি। সেই ধর্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গৌণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম জড়, জড়ের গুণ ও স্বম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান আছে। মুখ্য বা স্বরূপ-গত শুদ্ধজীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

মুখ্য ও গৌণধর্ম—মুখ্যধর্মই যথার্থ জৈবধর্ম। গৌণধর্ম আর কিছুই নয়, কেবল জড়গুণবশতঃ মুখ্যধর্মের গুণীভূত অবস্থা মাত্র; জড়গুণ দূর হইলে জৈবধর্ম। জৈবধর্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্যধর্ম হয়। গৌণধর্মকে সোপাধিক ধর্মও বলা যায়। উপাধিরহিত হইলে ইহাই মুখ্যধর্ম হইয়া পড়ে। গৌণবিধি ও গৌণনিষেধ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ—গৌণধর্মের অন্তর্গত। গৌণধর্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না, কেবল জীবের গুণমুক্ত অবস্থায় মুখ্যধর্মরূপে পরিণতি লাভ করিবে। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্যধর্মের অযথাভূত পরিণতিদ্বারা গৌণধর্মের জন্ম হইয়াছে। গৌণধর্মের যথাভূত পরিণতিক্রমে মুখ্যধর্ম পুনরায় উদিত হয়।

অতএব গৌণবিধিনিষেধ বিচারপূর্বক মুখ্যবিধিনিষেধ ও অবশেষে জৈবধর্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা বিচারিত হইবে।

ঈশ্বর, ভগবান্ ও কৃষ্ণ শব্দ নাম----এই বৃষ্টিমধ্যে প্রথমে 'ঈশ্বর'-নাম, পরে 'ভগবান্'-শব্দ ও অবশেষে 'কৃষ্ণ, শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ এরূপ মনে না করেন যে, ঈশ্বর, ভগবান্ ও কৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব (১)। কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপতত্ত্ব ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয়। কৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য প্রকাশ। যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাম্বন্ধিকরূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বরভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং 'ঈশ্বর' নামটী ব্যবহার করা যায়। এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থত্রয়ের সংখ্যায় কৃষ্ণনামের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বরভাব আর কিছুই নয়, কেবল স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদার্থের উপর যে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয়মাত্র। পদার্থসংখ্যার স্থলে 'ঈশ্বর' নামটীরই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

(১) বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে ।।

(ভাঃ ১/২/১১,

দ্বিতীয় ধারা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী

শিক্ষামৃতের গ্রন্থ উপাদান— শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী জানিতে হইলে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হই। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখেন নাই। শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক ব্যতীত আর তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দুই একটী আরও শ্লোক পদ্যাবলী-গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল শ্লোকে আমরা কোন আনুপূর্বিক উপদেশ পাই না। এতদ্ব্যতীত আর এক আধখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ কেহ কেহ প্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ঐসকল গ্রন্থ আরোপিত বলিয়া মনে হয়। গোস্বামিমহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামী মহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই কবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃতরচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে শ্রীকবিকর্ণপূর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিপিবদ্ধ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক্ বিচার পূর্বক আমরা চরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

বিবিধ ঘটনা—শ্রীমহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থধর্মে ছিলেন, তৎকালেও শ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাতীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিকীর্তনের কর্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে, বিদ্যানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়কে ও বল্লভ ভট্ট মহোদয়কে, বারণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপ্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়। ঐ সমস্ত শিক্ষা বিচারপূর্বক আমরা প্রভুর শিক্ষাপ্রণালী সংগ্রহ করিয়াছি।

শ্রীনাম প্রচার—জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম বা জৈবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচার কার্য করেন। কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধচরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধধর্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই অন্যান্য ধর্মে আজকাল বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ যথেষ্ট ফল হয় না। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন;—

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
"কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ।।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ।।
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে।
আপনে দক্ষিণদেশে করিল গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ।।

সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।।"

গৌর-শিক্ষাসার---শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্মধন। সেই ধর্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্যঘটনাক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"---এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।

সত্যবিশ্বাস মূল---এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। বিশ্বাস দুই প্রকারে উদিত হয় অর্থাৎ কোন কোন লোকের সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহুজন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়। যথা চরিতামৃতে মধ্য ২৩শ অধ্যায় ৯ সংখ্যা;---

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ।।

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস, চরিতামৃত মধ্য ২২শ ৬২ সংখ্যা।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়নিশ্চয় ।
কৃষ্ণেভক্তি কৈলে সবকর্ম কৃত হয়।।"

ভজনক্রম---কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা (১)। সুকৃতিজনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম হইতে স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিত (২) শ্রদ্ধ পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গে ভজনপ্রণালী অবলম্বনপূর্বক স্বীয় অনর্থ বিনাস করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

রাগমার্গ-বিচার নিরপেক্ষ---স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে স্বয়ং

রাগমার্গে বিচরণ করে (৩)। আর শাস্ত্রযুক্তি বিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণরতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়।

কিন্তু কোমলশ্রদ্ধার শাস্ত্রবিচার আবশ্যক—কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন সদ্‌গুরুর নিকট বিচার-সাহায্য লাভ করয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসলক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয়, তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। যথা—প্রভুবাক্যে চরিতামৃতে আদি সপ্তমে;—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল শাসন।।
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্রসার।।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।

---

(১) যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।
(ভাঃ ৪/৩১/১৪)

(২) যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।
(ভাঃ ১১/২০/৮)

(৩) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বিত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।
(ভাঃ ১১/২০/৯)

কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে ।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ।।
ধৈর্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাঁসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ।।
তবে ধৈর্যধরি' মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ।।
পাগল হইলাঙ্ আমি ধৈর্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে ।।
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তারবল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ।।
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন ।।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ।।
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ।।

শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসই শ্রদ্ধা—এই প্রভু-বাক্যে আমার একটী কথা গ্রহণ করি। ''কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে''—এই কথায় জানা গেল যে, শাস্ত্রবিচারদ্বারা শ্রদ্ধা পুষ্ট হইয়া উন্নতিলাভ করে। প্রভুর মতে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই—একমাত্র প্রমাণ। কেবল তর্কাদি শাস্ত্র কোন প্রমাণ নয়। যথা সন্ন্যসীশিক্ষায় আদি সপ্তমে ১৩২ সংখ্যায়;—

''স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি ।।''

পুনরায় মধ্য বিংশ অধ্যায়ে ১২২শ সংখ্যায় সনাতন গোস্বামিশিক্ষায়;—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ।।"

কোমল ও দৃঢ়শ্রদ্ধা—স্পষ্ট বোধ হয় যে, শ্রদ্ধা দুইপ্রকার অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ ভাবরূপা। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ সম্পূর্ণরূপে শ্রীশিক্ষাষ্টকে আছে। কোমলশ্রদ্ধা-সম্বন্ধে প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন,—

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ অধ্যায় ৯-১৩)।

কোমল শ্রদ্ধার উন্নতিক্রম—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্বানর্থনিবর্তন'।।
অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্বানন্দধাম।।"

দৃঢ়শ্রদ্ধাই—রাগ। কোমলশ্রদ্ধের কৃত্য—দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য নাই। কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরুপদিষ্ট-মতে অর্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাঁহাদে[র] ক্রমোন্নতি হয়। ইঁহাদের জন্য দশমূলশিক্ষা। প্রমাণ একটী মূল ও প্র[মেয়] অর্থাৎ যে বিষয়গুলি প্রমাণিত হইবে, তা নয় প্রকার।

দৃঢ়শ্রদ্ধ—দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত হরিনাম-মাত্র সাধনে সকল প্রমেয়গুলি নামের কৃপায় আপনা হইতে উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

কোমলশ্রদ্ধের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রই মূল প্রমাণ—সুতরাং কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের সম্বন্ধে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা দুষ্টসঙ্গে সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিস্তারস্বরূপ বেদই তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ। বেদ বিপুল এবং কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদিগের জন্য অনেক ব্যবস্থা বেদে থাকায় শুদ্ধভক্তদিগের প্রতিউপদেশ সহজে সংগৃহীত হয় না। বেদের মূল তাৎপর্য স্থানে স্থানে বেদশাস্ত্রের অভিধেয়রূপে বর্ণিত আছে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিবার জন্য সাত্ত্বিক পুরাণসকলে প্রদত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিকপুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই (১) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বেদের সাত্ত্বিক তাৎপর্যব্যখ্যায় বিশারদ। সুতরাং ভাগবত শাস্ত্র এবং তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণমধ্যে গণিত।

বেদের প্রতিপাদ্য—সনাতনশিক্ষায় প্রভু কহিলেন

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩/১২৪-১২৫;—)

"বেদশাস্ত্র কহে,—'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-'সম্বন্ধ' 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন ।।
অভিধেয় নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম—মহাধন।।"

---

(১) অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ।।
সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ।।
(গরুড় পুরাণ)

১। কৃষ্ণই সম্বন্ধ —সম্বন্ধ। চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিনটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধ-শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তুর দুই শক্তি, অচিৎ ও জীব। অচ্ছিক্তির পরিণামে অচিৎ জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণামে জৈবজগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে জীবের কৃষ্ণদাস্য পুনঃপ্রাপ্তির নাম—সম্বন্ধ-স্থাপন। যথা সার্বভৌমশিক্ষায়;—

"স্বরূপ-ঐশ্বর্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ।।"

পুনঃ চরিতামৃত ২০/১২৪ সনাতনশিক্ষায়,—

"'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।"

এই সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে সাতটী বিষয় প্রমেয়স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১।কৃষ্ণবিচার, ২।কৃষ্ণশক্তিবিচার, ৩। রসতত্ত্ববিচার, ৪।জীব-তত্ত্ববিচার, ৫। জীবের সংসারবিচার, ৬। জীবের নিস্তার-বিচার এবং ৭। অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার। এই সাতটী প্রমেয় পৃথক পৃথক্ বিচার করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান লব্ধ হয়।

২। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। অভিধা ও লক্ষণাবৃত্তি

অভিধেয়।—শব্দসকল বিন্যস্ত হইয়া একটী রচনা হয়। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয়, তাহার নাম—শব্দের অভিধা শক্তি। যথা, 'দশটি' হাতী বলিলে সহজে দশসংখ্যক হাতীকে অনুভব করা যায়। এই অর্থকে অভিধেয় বলা যায়। 'লক্ষণা'-নামক শব্দের আর একটী শক্তি আছে; যেমত "গঙ্গায় ঘোষপল্লী"। জলে ঘোষপল্লী হয় না বলিয়া লক্ষণা-শক্তিদ্বারা জলের ধারে ঘোষপল্লী বুঝা যায়। যে, স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধাশক্তির কার্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়, এরূপ স্থলে কেবল অভিধাই কার্য করে।

কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয়; উহা অষ্টম প্রমেয়---- বেদশাস্ত্রে অভিধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য। বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ—বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদের জানা কর্তব্য। সর্ববেদ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিই বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্যসম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণ প্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় ঐশাস্ত্রে নির্দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই একটী প্রমেয়।

৩। কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন; নবম প্রমেয়

প্রয়োজন—যাহার উদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন একটী প্রমেয়। একত্রে নয়টী প্রমেয় উপস্থিত হইল। অতএবসনাতনশিক্ষায়;-

> "এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
> বেদশাস্ত্রে উপদেশ—কৃষ্ণ এক সার।।
> এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
> যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন।।

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু জৈবধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

তৃতীয় ধারা

কৃষ্ণ-কৃষ্ণশক্তি ও রস

শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব — সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি। তিনি সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নাম গোবিন্দ; তিনি সকল কারণের কারণ। যথা, সনাতন-শিক্ষায়;—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পর নাম।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক—নিত্যধাম (১)।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১৫২-১৫৫)

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা মন এবং আত্মগত অনুভূতি ---- জৈব জগতেই ঈশ্বরস্বরূপের অনুভূতি লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর মানবকে যে অনুভব-বৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উচ্চ জীবসকল ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করে। মানবের অনুভববৃত্তি তিন-প্রকার---স্থূলদেহগত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহ বা মনোগত বোধশক্তি এবং জীবাত্মস্বরূপগত চিদ্দর্শন-বৃত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। তদ্দ্বারা যে বাহ্য বোধ হয়, সে কেবল জড়জ্ঞানমাত্র। মনোগত জড়জ্ঞান-প্রতিফলিত চিন্তা, স্মরণ,

---

(১) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

(ব্রঃ সং ৫/৪৩)

ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিদ্বারা জড়জ্ঞান ও চিদাভাসদর্শন-মাত্র ঘটে। সুতরাং এই দুইপ্রকার জ্ঞানাবৃত্তিই প্রাকৃত। ঈশ্বরস্বরূপ চিদানন্দতত্ত্বানুভূতি ঐ দুই বৃত্তির দ্বারা সম্ভব হয় না, সুতরাং আত্মবৃত্তিকে (১) আশ্রয় না করিলে আর ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন হয় না। যে মানবগণ জড় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আসন, প্রাণায়াম ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের আশ্রয়ে 'ব্যতিরেক' চিন্তাদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্ট জগতের আত্মা বোধ করিয়া পরমাত্ম-দর্শনরূপ একটী সমাধি কল্পনা করেন। এ কার্যেও সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। কেবল প্রাকৃতজ্ঞান নিষেধপূর্বক একটী খণ্ডবোধ লাভ করেন। যে মানবগণ তদপেক্ষা অধিকতর ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা প্রাকৃত রূপাদির ধিক্কার করিয়া একটী নিরাকার নির্বিকার পরমেশ্বর স্বরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন ভাণমাত্র (২)। অতএব সনাতনকে প্রভু বলিলেন;—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৫৭)

---

(১) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ।।

(ভাঃ ১১/১৪/২৬)

(২) বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ।।
যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ।।
তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ।।

(ভাঃ ১১/১৬/৪২-৪৪)

আবার বলিয়াছেন;—

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/১৪৬)

ত্রিবিধ দর্শন—ফল কথা এই যে, জীব দ্রষ্টৃস্বরূপে যখন ঈশ্বরদর্শন করিতে চান, তখন নিজে যে অধিকার হইতে বীক্ষণ করেন, সেই অধিকারের দ্রষ্টব্য ঈশ্বররূপ দেখেন। কর্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞান-যোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে ভগবান্ আমাদের সম্বন্ধে লক্ষিত হন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ-তত্ত্বকেই 'তত্ত্ব' (১) বলেন। সেই অদ্বয় চিদ্বিগ্রহকে আপন আপন অধিকৃত যন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

সেই ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা কৃষ্ণকে সামান্য নরস্বরূপ ও নরবৎ বিলাসবান্ মনে করিয়া অবহেলা করেন, তাঁহাদের তত্ত্ববোধে বিশেষ ক্ষুদ্রতা লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্, তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের মর্মাবলম্বনপূর্বক (২) মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা;—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁ'র অনন্ত স্বরূপ।।

---

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ।।

(ভাঃ ১/২/১১)

(২) এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ।।

(ভাঃ ১/৩/২৮)

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্।।
'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি।।
'প্রাভব' 'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬৪-৬৭)

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষোবতার এক লীলাবতার আর।।
গুণাবতার, আর মন্বান্তরাবতার ।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/২৪৫-৪৬)

ব্রহ্মা-শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার (১)।।''

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/৩১৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টী ভগ। যে পুরুষ তদ্‌যুক্ত তিনিই ভগবান্। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, যেহেতু স্বভাবতঃ তাঁহাতেই সমস্ত ভগবত্তার চরম প্রকাশ। কৃষ্ণ অপেক্ষা উচ্চ বা কৃষ্ণের সমান আর কেহ নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। তদেকাত্মপুরুষগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুই—কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার। তিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করেন। তাঁহার অংশ গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয়। রাম-নৃসিংহাদি অবতার পুরুষের অংশকলা মাত্র। কিন্তু-কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্, পুরুষাবতারের মূল। অচিন্ত্যশক্তি-বলে কৃষ্ণ সর্বোপরি থাকিয়াও যুগপৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি (২)।

কৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ-পরিচয়—যোগশাস্ত্রে ও বেদে যে পরমাত্মার উল্লেখ আছে, সেই পরমাত্মা—কৃষ্ণের এক অংশ (৩)। এই কথা দুইটীর শাস্ত্রপ্রমাণ বহুতর আছে এবং তর্কশাস্ত্রাদির যুক্তি সহজে ইহা বুঝিতে পারে না। সূর্যস্বরূপ হইতে যেরূপ আলোক সৌরজগতে সর্বত্র ব্যপ্ত, সেইরূপ চিদানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত সর্ববিক্রমযুক্ত কৃষ্ণসূর্য হইতে তাঁহার অসীম কিরণ সর্বগরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ব্যতিরেকচিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের চিত্তে নিরাকারাদি ব্যতিরেকধর্ম-দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছেন। জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রবিষ্ট কৃষ্ণাংশকে যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করেন। প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকাররূপ নিরাকার নির্বিকার ধর্মগুলি খণ্ডবিৎ পণ্ডিতদিগের উপাসনার বিষয় হইয়াছে। নরপূজা বা গুণপূজা পাছে আমাদিগকে অধিকার করে, এই আশঙ্কায় খণ্ডবিৎ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণ নিরাকার নির্বিকার আশ্রয়পূর্বক অবশেষে প্রেমধনে বঞ্চিত হন।

কৃষ্ণদর্শনে যোগ্যতা—অসৎসংস্কার হইতেই এরূপ পবিত্র জৈবধর্মের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেকবুদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করেন। জীবের ভাগ্যফলে এরূপ অনন্তসুখ লাভ হয়। দুর্ভাগ্যফলে

---

(১) সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ।।

(ভাঃ ২/৬/৩১)

(২) যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।

(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪০)

(৩) কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ।।

(ভাঃ ১০/১৪/৫৫)

সামান্য প্রাকৃতবিজ্ঞানবঞ্চিত বুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রসারিত হইতে পারে না। কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রাকৃত কালে সর্বোচ্চ গোলোকপতি হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভৌমজগতে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের সহিত আপনাকে আপনি অবতীর্ণ করিয়াও সর্বদা শুদ্ধ সবিশেষ ধর্মে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন (১)। চর্মচক্ষু ইত্যাদিতে উপলব্ধ হন না। কখন কখন কৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বারা চর্মচক্ষে উদিত হইয়াও অনুদিতপ্রায় থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্য। প্রাকৃত দেশকালে অপরিচ্ছিন্না। কেবল বিশুদ্ধ আত্মগত ভক্তিচক্ষুতে তাহা দেখা যায় এবং ভক্তিভাবিত মনে তাহা ধ্যাত হয় (১)। যতদিন প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে সেই পরমতত্ত্বের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, ততদিন সেই তত্ত্ব সহজে দূরে অবস্থিতি করে। তৃণাদপি সুনীচ চিত্তে যখন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন ভাগ্যবান্ লোক উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা অসীম আনন্দভোগ করেন। ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধোদয়ে আর প্রাকৃত অহঙ্কারে মুগ্ধ থাকিয়া নামাপরাধী হন না। কৃষ্ণানুশীলনে জাতি, বর্ণ, প্রাকৃতবিদ্যা, রূপ, বল, প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি

---

(১) অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়েসমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ।।(ভাঃ ১/৫/১৩)

(২) ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।। (ভাঃ১/৭/৪-৭)

(৩) শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা।
জাতস্মরেনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ।।(ভাঃ১১/৫/৯)

বল, উচ্চপদ, ধন, রাজ্য প্রভৃতি কিছুই কার্য করে না। এতন্নিবন্ধন বর্ণাভিমানী প্রভৃতির পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব স্বভাবতঃ সুদূরবর্তী। এই সকল হেতুবাদ বিচার করিলে বর্তমান কৃষ্ণতত্ত্বের অবজ্ঞার কারণ সহজে প্রতীত হইবে (২)।

অপ্রাকৃত নির্ধার—প্রাকৃত বিজ্ঞানের দুর্দশা এই যে, সে স্বীয় অধিকারাতীত সকল তত্ত্বই জানিতে চায়। অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহার অধিকার নাই, তথাপি নির্লজ্জভাবে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়, শেষে নিজেও বিকৃত হইয়া নিরস্ত হয়। জীবের সৎসঙ্গ জনিত দৈন্যে কৃষ্ণকৃপা উদয় হয়। তাহাতেই তাহার অপ্রাকৃত তত্ত্বে অধিকার জন্মে। কেবল জড়ীয় বিচারবলে কখনই কিছু অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় না (২)।

মায়াশক্তি—কৃষ্ণশক্তি। কৃষ্ণশক্তি অনন্ত। অনন্ত জগতে কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র জৈবজ্ঞানে আমরা জানিতে পারি না। চিজ্জগতে অর্থাৎ বিরাজার পারে বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি গোলোক ব্রজ বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য নিহিত হইয়া থাকে (২)। কৃষ্ণ—স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের এক অবিচিন্ত্যা মহাশক্তি আছে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকে মায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়াহইয়াছে। "মীয়তে অনয়া" ইতি মায়া, এই অর্থে মায়াকেই কৃষ্ণের

---

(১) তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ।।

(ভাঃ ১০/১৪/২৯)

(২) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ।।

(ভাঃ ১০/১৪/২১)

বাহ্য পরিচয় বলা যায়। মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। মায়াকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া পরা ও অপরা-বিভাগে চিৎশক্তি ও মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ পরাশক্তিই কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্যশক্তি। তাহার ছায়াকেই অপরাশক্তি বলা হইয়াছে। জড়ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রীই সেই ছায়ারূপা মায়া (১)। চিদ্বিষয়ে যে মায়াশক্তিতে দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, সে এই ছায়ারূপা মায়াশক্তি, স্বরূপশক্তিরূপা মায়া নয়। এই জন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন;—

[illegible] স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৫২)

পুনরায় বলিয়াছেন,—

"অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/২৫২)

সার্বভৌমকে প্রভু বলিয়াছেন,—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।।

---

(১) ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ।।

(ভাঃ ২/৯/৩৩)

(২) যাস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্বাৎ।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ।।

(ভাঃ ৪/৯/১৬)

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যাকে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ।।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৫৮-১৬০

বিভিন্নশক্তি-পরিণাম— ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরা শক্তি এক। সেই পরা শক্তির তিনটী বিভাব, তিনটী প্রভাব ও তিনটী অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে (১)। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী বিভাব; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই তিনটী প্রভাব। সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই তিনটী অনুভাব(১)। ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ, কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি নাম, দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড় ভূজ প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামে পার্ষদ সহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইয়াছে (২)। জ্ঞান শক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য; মাধুর্য, সৌন্দর্যাদি চিচ্ছক্তিদ্বারা উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেও নাই। জ্ঞান-শক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেব প্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেব সংকর্ষণাদি প্রকাশ। জীবশক্তি তটস্থাশক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া-প্রভাবে নিত্য পার্ষদ, অধিকৃত দেবতাবর্গ এবং নর, দৈত্য, রাক্ষসাদি উদিত হইয়াছে। (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভাব সমুদয়ই স্বীয় ক্রিয়াশক্তি প্রভাবে। চিচ্ছক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বিচিত্রতা এই সমস্ত মিলিত হইয়া পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবসিদ্ধি হয়, কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তিক্রিয়া সমুদয়ই নিত্য। যথা সনাতন-শিক্ষায়;—

"যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাঁহার প্রকাশ।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/২৫৭)

ছায়াশক্তির অন্যতম নাম জড়া-প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে;—

জড়া প্রকৃতি—

"মায়াদ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ।।
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ।।
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি ।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০/২৫৯-২৬১)

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণশক্তি। মায়াশক্তির নশ্বর পরিণাম জড়জগৎ।
চতুর্থ ধারায় জীববিষয়ে তটস্থ বা জীবশক্তির কিছু পরিস্কৃত হইবে।

রসতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রসতত্ত্ব। তাহা বেদে বলিয়াছেন। সপ্তম-বৃষ্টি প্রথম ধারায় যে রসতত্ত্ব বিচারিত হইবে, তাহাতে রস যে কি তত্ত্ব, তাহা অনুভূত হইবে। বাক্য—প্রাকৃত, সুতরাং বাক্য যাহা বলিবে, তাহা যত যত্নের সহিত বলুক না কেন, প্রাকৃত বা প্রাকৃতবৎ হইয়া উঠিবে। পাঠক যদি প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রদ্ধান্বিত হন, তবে অপ্রাকৃত রস তাঁহার শুদ্ধচিত্তে উদিত হইবে। সৎসঙ্গ ও ভাগ্যের ফলেই তাহা হয়। তর্ককে পেষণ করিলে তাহার উদয় হয় না। দুষ্টসঙ্গে প্রাকৃত রস সহজিয়া-আকারে জিজ্ঞাসুকে অধঃপতিত করায়। বিশেষ সাবধানে রসতত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি অপ্রাকৃত গুণে স্বয়ং অখণ্ড রস (১)। সেই চৌষট্‌টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটী গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু-রূপে আছে। সেই পঞ্চাশ গুণ কিছু অধিক পরিমাণে ও আর পাঁচটী অধিক গুণ শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্যাদি দেবে লক্ষিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিভিন্নাংশ হইয়াও 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন। সেই পঞ্চান্ন গুণ পূর্ণরূপে এবং আরও পাঁচটী গুণ

পূর্ণরূপে নারায়ণ, বিষ্ণু এবং তদবতারগণে দেখা যায়। বিষ্ণুতত্ত্বের ষাটগুণ এবং আর চারিটী পরম অপ্রাকৃত অসাধারণ গুণ কৃষ্ণে বিরাজমান। এই জন্য কৃষ্ণই একমাত্র সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বরসময় তত্ত্ব। স্বরূপশক্তির যত বৈচিত্র্য আছে, সেই সকল মূর্তিমান্ হইয়া কৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুররসের উপকরণ। হ্লাদিনীসাররূপ রাধাঠাকুরাণীই সর্বপ্রধানা। গোলোক ব্রজে এই রসের নিত্য বসতি হইলেও কৃষ্ণেচ্ছাদ্বারা যোগমায়া চিচ্ছক্তি সেই রসকে অখণ্ডরূপে ভৌমব্রজে প্রকাশ করেন। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিতে শক্তিলাভ করে নাই, তাহারা এই অপার রসতত্ত্বের মীমাংসা বা অনুভব করিতে পারিবেন না, কাজে কাজেই

---

(১) অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ।।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদ ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ।।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সম ।
বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ।।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্বশুভঙ্করঃ ।।
প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ ।
নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ।।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্বিগ্রাহ্যা হরেরমী ।।
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু-বিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ।।
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ।।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘণাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ।।

ব্রজরসকে প্রাকৃতজ্ঞানে অবহেলা করিবেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেমলাভ ও জড়োদিত হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন (১)। ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ।।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ।।
সর্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ।।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষীমুরলী কলকূজিতঃ।
অসমানোর্ধ রূপ শ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ।।
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ দক্ষিণ ১ম লহরী)

(১) বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ।।

(ভাঃ ১০/৩৩/৪০)

চতুর্থ-ধারা

জীব-বদ্ধজীব ও মুক্তজীব

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে কয়েকটী কথা আমরা পাইয়াছি। সনাতন শিক্ষায়;—

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ—

''অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপশক্তিতে তাঁ'র হয় অবস্থান।।
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।।

স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশে জীব তাঁ'র শক্তিতে গণন।।
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্যসংসার।।
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

জীব দুই প্রকার নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত—

কৃষ্ণপারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ।।
নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।।

নিত্যবদ্ধের দশা—

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তা'রে
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে।।

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।।
তাঁ'র উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২/৭-১৫)

জীবের স্বরূপ----

স্থানান্তরে পাওয়া যায় সনাতন শিক্ষায়;--
''জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।।
সূর্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১০৮-৯)

পুনরায় রূপশিক্ষায়;--

''এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।।
কেশাগ্র শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপবিচারি।।'' (১)

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৩৮-৩৯)

সার্বভৌমশিক্ষায় বলিয়াছেন;--

ঈশ্বর ও জীব----

''মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদে।
হেন জীবন ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ।।

---

(১) কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ।।
(চরিতামৃতধৃত শ্লোকঃ মধ্য ১৯/১৪৪)

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ।।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬/১৬২-৬৩)

স্বাংশ-তত্ত্ব—এই মহাবাক্যগুলির নিষ্কর্ষার্থ এই যে, অবিচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদেদ্বিবিধ বিলাস করেন। স্বাংশদ্বারা চতুর্ব্যূহ ও অসংখ্য অবতারগণের বিস্তার করেন। বিভিন্নাংশদ্বারা জীবসমষ্টি বিস্তার করিয়াছেন (১)। স্বাংশবিস্তারে পূর্ণ চিচ্ছক্তি ক্রিয়া। সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—সর্বশক্তিমান্। পূর্ণ হইতে অংশসকল পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমন, এক মহাদীপ হইতে অনন্ত দীপ প্রজ্বলিত হইলেও মহাদীপের কিছু ক্ষয় হয় না (২), প্রত্যেক পৃথক্ দীপ মহাদীপের তুল্য; তদ্রূপ স্বাংশবিস্তারকে বুঝিতে হইবে। স্বাংশপ্রকাশিত পুরুষসকল মহেশ্বর এবং কর্মফল ভোগ করেন না,—প্রায় কৃষ্ণতুল্য ইচ্ছাময় হইয়াও কৃষ্ণেচ্ছার অধীনমাত্র।

বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব—চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয় (৩)। ইহাকে তটস্থা শক্তি বলে। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত তত্ত্বই—তটস্থা শক্তি। তাহাতে মায়াশক্তির কোন সত্ত্বাপ্রকাশ নাই। অথচ তাহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ মায়াপ্রবণ। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি হইতেই এরূপ একটী শক্তি উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ইহার মূল। বিভিন্নাংশ জীবসকল কর্মফল ভোগের যোগ্য (৩)। যতদিন স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে

---

(১) ক্ষীরং যথা দধি বিকার বিশেষযোগাৎ সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদেগাবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।
(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৫)

(২) দীপার্চিরেবহি দশান্তরভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।
(ব্রহ্মসংহিতা ৫/৪৬)

তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় মন করেন, ততদিন তাঁহারা মায়া বা কর্মের অধীন হন না, কিন্তু যে ক্ষণে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতিক্রমে নিজ ভোগেচ্ছা হয় ও কৃষ্ণসেবাধর্ম-বিস্মৃতি হয়, তখনই তাঁহারা মায়ামোহিত হইয়া কর্মপরতন্ত্র হন। কৃষ্ণসেবা যে তাঁহাদের স্বধর্ম,---একথা যেই মনে পড়ে, তখনই মুক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে কর্মবন্ধন ও মায়াপীড়া হইতে উদ্ধার করে (৪)। জড়জগতে আসিবার পূর্বেই তাঁহাদের বন্ধন হওয়ায়, তাঁহাদের বন্ধনকে 'অনাদি' বলে তাঁহারা 'নিত্যবদ্ধ' নামে অভিহিত হন। যাঁহারা এরূপ বদ্ধ হন নাই, তাঁহারা—'নিত্যমুক্ত'। যাঁহারা বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা 'নিত্যবদ্ধ'।

কৃষ্ণ ও জীব----এই সকল কারণে ঈশ্বরস্বরূপ ও জীবস্বরূপে বিশেষ ভেদ দেখা যায়। ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব মায়াপ্রবণ এবং ফলতঃ মায়াবদ্ধ (৫)। কৃষ্ণরূপ বিভুচিৎস্বরূপের অংশ বলিয়া জীবকে বিচারস্থলে চিৎকণ ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলা যায়। কিন্তু কৃষ্ণশক্তি বলিয়া জীবের অভিন্নত্বও বিচারিত হয়। সুতরাং, প্রভু জীবকে ভেদাভেদপ্রকাশ দিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন। সূর্যাংশু কিরণকণ ও অগ্নির

---

(২) বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন চানন্তায় কল্প্যতে ।।
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৫/৯)
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ ।
(ভা ১১/১৬/১১)

(৩) আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো নতু পিপ্পলাদঃ ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ।।
(ভাঃ ১১/১১/৭)

(৪) ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ।।
(ভাঃ ১১/২/৩৭)

বিস্ফুলিঙ্গ এই দুইটি তুলনা দিয়া জীবকে কৃষ্ণ হইতে নিত্য ভিন্ন বিভিন্নংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়। পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপকান্তিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জগন্মধ্যে পরমাত্মরূপে এক অংশ বিস্তার করেন এবং জগতের বাহিরে ব্যতিরেক অবস্থায় নির্বিশেষ আবির্ভাবরূপ অচিন্ত্য, অদৃশ্য অপ্রাপ্য ব্রহ্মরূপে প্রতিভা বিস্তার করিতেছেন। কৃষ্ণের অচিন্ত্য বিভিন্নাংশ দেব, নর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিবিধরূপে বিস্তৃত। সকল জীবের মধ্যে মানুষই ভাল, কেননা কৃষ্ণভক্তি করিবার যোগ্য। মানব হইযাও জীব কর্মদোষে স্বর্গনরকাদি ভোগ করে। মায়াবশীভূত জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া নানা আশাফলের অনুসন্ধান করে।

জীবের স্বরূপ---অণুচৈতন্য জীব স্বভাবতঃ পূর্ণচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। সেই নিজ নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া জীব বদ্ধভাবে থাকেন। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে আসিলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হন। চৈতন্য বস্তুর যে স্বাভাবিক শক্তিধর্ম, তাহা অণুচৈতন্য জীবে অণুপরিমাণে অবস্থিত। তত্তন্নিবন্ধন জীবপ্রায় স্বভাবতঃ নিঃশক্তি—মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিমাণে শক্তিযুক্ত হন। 'আমি চৈতন্যবস্তু', ইহা অধ্যাস করিয়া জীবের শক্তিলাভ হয় না; অথচ তাহাতে যে মুক্তি হয়, তাহা নির্বাণরূপা মুক্তি। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অধ্যাসে জীবের কৃষ্ণশক্তিদ্বারা নিত্যানন্দ পর্যন্ত লাভ হয়। মায়াধ্যাসরূপ ভয় দূরীভূত হইয়া যায়।

---

(৫) ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা কুটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ।।
(ভাঃ ৪/৯/১৫)

বদ্ধজীবের বিরূপাবস্থা----বদ্ধজীব নানা আকারে লক্ষিত হয়---সে কেবল নিজকর্ম ফলে (১)। মায়িক কোন গুণ বা ধর্ম লইয়া জীবের গঠন হয় নাই। মায়িকধর্মে জীবের গঠন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে মায়াবাদ আসিয়া স্থান লাভ করে। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু ও চিদ্ধর্মে গঠিত। তটস্থ ধর্মবশতঃ জীব মায়িকধর্মে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। সেও কেবল কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম ভুলিয়া ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধজীবের সত্ত্বা, আকার ও বিকার সকলই চিন্ময়। তবে জীব অণুচৈতন্য বলিয়া সে সকলই এরূপ অণু যে, যখন জীব মায়াবদ্ধ হন, তখন প্রথমে তাঁহার শুদ্ধ আকারকে মনোময় লিঙ্গদেহ আচ্ছাদন করিয়া জড় কর্মোপযোগী করিয়া ফেলে(২) কিন্তু শুদ্ধস্বরূপের মায়িকবিকারই এই স্থূল ও লিঙ্গস্বরূপ। সুতরাং, তাহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই কযটী মায়িক স্থূলভূত বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী লিঙ্গতত্ত্ব লিঙ্গদেহকে গঠন করে (৩)।

জীবের স্বরূপ সিদ্ধ ---এই দুইটী আচ্ছাদন দূর হইলে জীবের মায়ামুক্তি হয়। তখন জীবের আত্মময় চিচ্ছরীর প্রকাশ পায়। মুক্তপুরুষ স্বীয় আত্মশরীরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য করেন। স্থূলজগতের আহার, বিহার, স্ত্রীসঙ্গ, মলমূত্রত্যাগ, শারীরিক আঘাত, পীড়া, দূরতা-নিবন্ধন ক্লেশ ইত্যাদি চিচ্ছরীরে কিছুই নাই। জীবের দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্তধর্মেই তাহার স্থূলশরীরে

---

(১) মনঃ কর্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্ ।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে ।।
(ভাঃ ১১/২২/৩৬)

(২) মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ।।
(ভঃ ১১/২৬/১)

(৩) ভুমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।।

যে কার্য করে, তাহা জীব ভ্রমক্রমে স্বীকার করিয়া সুখ-দুঃখ বোধ করেন (৩)।

ভাগবতী তনু----মুক্ত পুরুষের এই সম্বন্ধে আর একটি গূঢ়তত্ত্ব আছে। মুক্ত

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।।

(গীঃ ৭/৪-৫)

প্রকৃতেরেবমাত্মানিমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্ ।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ।।
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্ ।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্যতে ।।
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ।।
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা ।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ।
অর্থেহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ।।

(ভাঃ ১১/২২/৫১-৫৩, ৫৬)

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়ানাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ।।

(ভাঃ ১/৬/২২)

এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎসৌদামিনী যথা।।
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্ ।
আরব্ধকর্মনির্বাণোন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ।।

(ভাঃ ১/৬/২৮-২৯)

(৩) যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।।

(ভাঃ ১০/২/৩২)

হইয়াও যতদিন জড়জ্ঞানাভিমান থাকে বা জড় ব্যতিরেক নির্বাণবুদ্ধি থাকে, ততকাল ভক্ত্যুপযোগী ভাগবতী তনুলাভ হয় না (১)। ভক্তসাধুসঙ্গফলে যে অবান্তর মুক্তিদশা উপস্থিত হয়, তাহাই ভাগবতী শুদ্ধ তনু উদয় করাইতে পারে (২)। জ্ঞাতিগণসঙ্গে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্ত্যভিমানমাত্র; তাহাও জীবের পক্ষে একটী দুর্দশামাত্র (৩)। এস্থলে সংক্ষেপে জীবের শুদ্ধস্বরূপ, বদ্ধস্বরূপ, ও মুক্তস্বরূপের বিষয় আলোচিত হইল। জীবের কর্তব্যাকর্তব্য অন্যত্র আলোচিত হইবে।

পঞ্চম-ধারা

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণরস, জীবস্বরূপ, বদ্ধজীব ও মুক্তজীব এই ছয়টি প্রমেয় পূর্ব পূর্ব ধারাতে বিচারিত হইতেছে। এই ধারায় অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধে-তত্ত্ব সংক্ষেপে বিচারিত হইতেছে। এতৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশগুলি অগ্রেই অবতারিত করিব। সন্ন্যাসীশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি সপ্তম পরিচ্ছেদঃ—

শক্তিপরিণামবাদ— "ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ (১)।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁর উঠাইল বিবাদ ।।
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপনা যে করি ।।
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্তের স্থান ।।
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম (২)।।

---

(১) যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদযথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ।।
(ভাঃ ৩/২৮/৪০)

(২) কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ।
কর্মণো জন্মমহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ।।
মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ।।
(ভাঃ ২/৫/২২)

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ।।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।
স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ।।
তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি ।
অর্থস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতাতে হানি ।।"

পুনরায় সার্বভৌমশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন;—

"উপনিষৎ-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য, ব্যাসসূত্রে সব কয় ।।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা ।।"

সন্ন্যাসীশিক্ষায় আরও বলিয়াছেন;—

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান ।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম ।।
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ ।।
প্রণব মহাবাক্য তাই করি আচ্ছাদন ।(১)
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ।।
প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ।।

---

(১) ওঁ তৎসদিতিনির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।।

(গীতা ১৭/২৩)

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ।।
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ।।
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্বকার্য ।।
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা (১) ।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ।।
ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থ কহে ভগবান্ ।
ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ অনুর্ধ্ব সমান ।।
তাঁহার বিভূতি দেহ-সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার ।।
চিদানন্দ তিহোঁ তাঁর স্থান-পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার ।।
তাঁর দোষ নাহি, তিহোঁ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ।।”

প্রণবই মহাবাক্য----ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই মহাবাক্যগুলির ফলিতার্থ এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ়নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব বেদময় শব্দব্রহ্ম প্র-নু (স্তুতিকরা) অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার

---

(১) স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় তেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ।।
পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, সহস্রনামকথনে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ ।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ।। (তত্রৈব)

হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মায়াবাদ-রচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য স্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (১) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম), (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), (৩) তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি), (৪) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই দুই নাই) এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কয়েকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবল-অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

নির্বিশেষ ও সবিশেষবাদ—মায়াবদ্ধ জীবের মায়ানিমিত্ত সত্তা ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয়ে মাত্র, ব্রহ্মনির্বাণ বা মায়া বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি, এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্বাঙ্গ বিচার ইহাতে নাই। এই জন্যই শ্রীমধ্বাচার্য স্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেও বেদের সর্বাঙ্গ বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীমন্নিম্বাদিত্য স্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধদ্বৈত মতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ বা শক্তিপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মত—মহাপ্রভু প্রেমধর্মের নিত্যতা স্থাপন উদ্দেশ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদদ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষাদিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎগুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে। "যতো বা

ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। "পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তি নিত্যতা না মানিলে পরিণামবাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত-বিকারাদি মহাদোষ হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্য স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নহেন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফলে এই জড়জগৎ ওজৈবজগৎ। মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইযাও মণি অবিকৃত থাকে,---প্রভু যে এই উদাহরণদিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই পরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণুপরিমাণে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড়জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। জড়জগৎ বলিলে চতুর্দশ ভূবনকেই বুঝিতে হইবে। বেদান্ত-সূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পোষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় না, কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ এরূপ প্রতীতি হইতে থাকে (১)। শুদ্ধপরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইয়াছে সত্য। সৃষ্টি কল্পিত নয়। তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। চিন্ময়স্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণরূপে নিত্য

১। শ্রেয়ঃ সতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেযামসৌ ক্লেশল এব শিয্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ।।
(ভাঃ ১০/১৪/৪)

২। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেযুচ্চাবচেস্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেম্বহম্ ।। (ভাঃ ২/৯/৩৪)

পৃথক্ বিরাজ করেন (২) যাঁহারা এই অপূর্ব তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য আস্বাদন করিতে সমর্থ। ইহাই কৃষ্ণ ও জীবের সম্বন্ধ। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পান্থসম্বন্ধমাত্র। যুক্তবৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্ব্যবহারকার্য। এই প্রকার নিত্যানিত্য-সম্বন্ধবুদ্ধি যে পর্যন্ত না জন্মে, সে পর্যন্ত বদ্ধজীবের উচিত ক্রিয়ার উদয় হয় না।

অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত—এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে "অচিন্ত্য" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষকর নয়। অবিচিন্ত্য শক্তি ভগবানের পক্ষে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব (১)। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না (২)। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দশার আর ইয়ত্তা নাই।

ঃ-ঃ

১। যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ।।

(ভাঃ ২/৯/৩১)

২। অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ।।
" নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইত্যাদি বেদবাক্যানি ।।

ষষ্ঠ-ধারা

সাধননির্ণয়

বিবর্তবাদ----সাতটী প্রমেয়-বিচারে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইল। সেই সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানে জানা গেল যে, জীব নিজ নিত্য-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া ত্রিতাপজ্বলিত সংসার-সাগরে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। সেই কষ্ট কিসে নিবৃত্তি হয়, এই কথার বিচার হওয়ায় জানা গেল, পূর্বোক্ত সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপন করিলে সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে ও পরমানন্দ লাভ হইবে। জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু, জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই। কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্তভ্রমে এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত জ্ঞান---এই দুইটী বিবর্তের বৈদিক উদাহরণ। এই দুই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্ত্বাকেই ব্রহ্মবিবর্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তা-সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ দেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান। পরিণাম ও বিবর্তে ভেদ এই। বস্তু যখন অন্যপ্রকার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলে। অম্লযোগে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়, ইহা পরিণাম। যখন বস্তু নাই, অথচ যেস্থলে অন্য বস্তুতে অন্যথা বুদ্ধি হয়, তখনই তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা সর্পভ্রম হইতেছে। রজত তথায় নাই অথচ শুক্তিতে রজতভ্রম

১। অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধিবিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধিবিকার ইত শব্দ্যতে ।।

(কশ্চিৎ মায়াবাদাচার্যঃ)

হইতেছে। এই দুই স্থলে "অতত্ত্বতো অন্যথা বুদ্ধিরূপ" বিবর্তভ্রম। জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তু। তিনি বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ হন না, কেবল বিবর্তবুদ্ধি যখন প্রবল হইয়া আত্মাকে দেহের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতিপন্ন করে, তখনই বিবর্তভ্রম হয় (১) বদ্ধজীবের এই দুর্দশা ঘটায়, বিবর্তের স্থল লক্ষিত হয়। এই বিবর্তবুদ্ধি কখন দূর হইবে? যখন সদ্গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিয়া আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান দৃঢ় হইবে, তখনই ঐ বিবর্তবুদ্ধি আর থাকিবে না (২)। সুতরাং মোক্ষাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণভক্তি করিলে বিবর্তবুদ্ধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে। মোক্ষাভিসন্ধিতে স্বধর্মের সাধন হয় না, কেবল ব্যতিরেক অনুশীলন হইয়া থাকে (৩)।

ভক্তিই অভিধেয়----অতএব ভক্তিই সাধন। অর্বাচীন লোকেরা ভক্তিকে দূরে রাখিয়া হয় কর্ম, নয় জ্ঞানকে সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন (৪) জ্ঞান ও কর্ম কথঞ্চিৎ গৌণরূপে সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই তাহারা মুখ্য সাধন হইতে পারে না (৫)। সনাতনশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন,—

১। স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিষজ্জতে ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতি মন্যতে ।।
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য বিবৃতঃ ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ।। ভাঃ (৩/২৭/২-৩)

২। এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শীতেন ধীরঃ ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পাদ্য চাত্মনমথ ত্যজাস্ত্রম্ ।। ১১/১২/২৩

৩। বস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ।। ৭/১০/৪

৪। নালং দ্বিজত্বং ঋষিত্বং বাহসুরাত্মজাঃ ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ।।
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ।। ভাঃ ৭/৭/৫১-৫২

দানব্রততপো হোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ
শ্রেয়োভিবিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ভাঃ ১০/৪৭/২১

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়প্রধান ।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান ।।
সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ।।
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ।।
জীব কৃষ্ণনিত্যদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ।।
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন ।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ।।
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ।।
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে ।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ।।" (১)

ভক্তি ব্যতীত কর্ম যোগ ও জ্ঞান নিস্ফল—প্রভু বলেন, যে কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান এই সকলকে সাধন বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং খণ্ডবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে মুখ্য অভিধেয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মনুষ্যগণ অধিকারভেদে বহুবিধ এবং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অধিকারস্থিত ব্যক্তি তৎপরস্থিত স্থান পাইবার জন্য সাধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সাধন গৌণমাত্র, মুখ্য সাধন বা অভিধেয় নয়। সেই সব সাধনের ফল কেবল একটী সোপান আরোহণ মাত্র; সুতরাং বৃহতত্ত্বে তাহার ফল অবান্তর ও

১। মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ।।
(ভাঃ ১১/৫/২-৩)

তুচ্ছ। কর্ম, যোগ, জ্ঞান এবং তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকারসমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোন-প্রকার ফল দিবার শক্তিমাত্র নাই (১)। কৃষ্ণভক্তির চরম উদ্দেশ থাকিলে তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণফল প্রদান করে। কেবল-জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ভক্তির উদ্দেশে যে সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহার প্রাথমিক ফলই মুক্তি। ভক্তিই সে মুক্তিতে স্বীয় অনায়াস অবান্তর ক্ষুদ্র ফল বলিয়া দিয়া থাকেন। কর্মসম্বন্ধে কথা এই যে, চারিবর্ণ ও চারিটী আশ্রম উপযোগী যে সকল কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহারই নাম ধর্ম। ইহাকে ত্রৈবর্ণিক ধর্ম বলা যায়। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ এই,—দেহযাত্রা, সংসারযাত্রা ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে নির্বাহ করিতে করিতে প্রবৃত্ত পুরুষগণ মুখ্য বৈধসাধনে বলপ্রাপ্ত হন। অতএব কৃষ্ণভক্তির উপযোগী করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিতে অতিপ্রবৃত্ত পুরুষগণ অধিকারী। কিন্তু ভক্তি উদ্দেশ না করিয়া যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্মে অবস্থিত, তাঁহারা স্বধর্ম সাধন করিয়াও নরকগামী হন।

প্রেম নিত্যসিদ্ধ—ঈশ্বরের প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম। তাহাই বাস্তবিক সাধ্যবস্তু। এস্থলে একটী এই বিতর্ক হয় যে, সাধ্যবস্তু নিত্যসিদ্ধ, তবে কিরূপে সাধ্য হইতে পরে? প্রভু এ সম্বন্ধে এই কথাটী বলিয়াছেন;—

"এবে সাধনভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ।।
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ।।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

১। ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্বাঃ নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগানাবহেযুঃ শ্রমাবহাঃ ।।

(ভাঃ ৭/১৫/২৮)

শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ।।"

কৃষ্ণপ্রেম স্বপ্রাকাশ----প্রভুবাক্যের তাৎপর্য এই যে, প্রেমই সিদ্ধবস্তু। জীবের মায়া মোহিত দশায় সেই প্রেম তটস্থ লক্ষণে পাওয়া যায়, স্বরূপ-লক্ষণে উদয় হয় না। কৃষ্ণের নাম, গুণ, রূপ, লীলাকথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি কার্যই সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ (১)। সেই সাধান করিতে করিতে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় প্রেম প্রথমে তটস্থরূপে উদিত হয় এবং লিঙ্গ-শরীরভঙ্গে অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধির সময় স্বরূপলক্ষণে প্রকাশ পায়। অতএব কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধবস্তু, তাহা সাধন দ্বারা জন্মে না, কেবল শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে উদয় হইয়া পড়ে। ইহাতেই সাধনের আবস্যকতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তি। প্রভু বলিয়াছেন;---

"এই ত সাধনভক্তি, দুই ত প্রকার ।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর ।।
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ।।"

বৈধী ভক্তি----কৃষ্ণেতর বিষয়ে বদ্ধজীবের যখন বড় অনুরাগ, তখন তাহার কৃষ্ণের প্রতি রাগ না থাকা-প্রায় বলিয়া বোধ হয়। তখন মঙ্গলপ্রার্থী জীব কেবল শাস্ত্রের আজ্ঞায় কৃষ্ণভজন করেন। এই ভজনই বৈধী ভজন।

১। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধাতন্মন্যেধীতমুত্তমম্ ।।
(ভাঃ ৭/৫/২৩-২৪)

শাস্ত্রের শাসনবাক্যকে বিধি মনে করিয়া যে সকল নিষেধবিধি দৃষ্টি করিয়া কার্য করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাথমিক শুভ উদয় হয়। এস্থলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাই ইহার প্রবর্তক। সেই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল, পরে মধ্যম এবং চরমে উত্তম হইয়া ফলসিদ্ধি করায়। যখন উত্তম হইয়া ঐ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গে ভজনদ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্যন্ত অবস্থা লাভ করে, তখন বিধিও একটী চমৎকার আকার ধারণ করে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র সর্বদা স্মর্তব্য এবং কখনই তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয়, সকল বিধিনিষেধই এই দুইটী মূলবিধিনিষেধের কিঙ্কর (১)। সে সময় ভক্তিসাধনে সাধক, বিধিনিষেধের নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক অধিকারানুসারে কোন কোন বিধি পরিত্যাগ ও কোন কোন নিষেধকে গ্রহণ করিতে থাকেন (২)।

সাধনভক্তির বিবৃতি প্রভুবাক্যে পাওয়া যায় যথাঃ—(চৈঃ চঃ মঃ ২২)

চৌষট্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গ—

বিধিবাঙ্গ সাধনভক্তি কহত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ।।
গুরুপদাশ্রয় ১ দীক্ষা২ গুরুর সেবন ।৩'।
সদ্ধর্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা৪ সাধুমার্গানুগমন ।৫ ।।
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ৬ কৃষ্ণতীর্থে বাস ।৭।

১। স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ।।

(পদ্মপুরাণ ৭২/১০০)

২। স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ ।।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ।।

(ভাঃ ১১/২০/২৬)

যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ৮ একাদশ্যুপবাস৯।।
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবপূজন১০।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বির্বজন১১।।
অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ১২ বহু শিষ্য না করিব১৩।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব ১৪।।
হানিলাভসম১৫ শোকাদির বশ না হইব ১৬।
অন্যদেবে অন্যশাস্ত্রে নিন্দা না করিব১৭।।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা১৮ গ্রাম্যবার্তা না শুনিব ১৯।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ২০।।
শ্রবণ২১ কীর্তন ২২ স্মরণ২৩ পূজন২৪ বন্দন২৫।
পরিচর্যা২৬ দাস্য২৭ সখ্য২৮ আত্মনিবেদন২৯।।
অগ্রে নৃত্য৩০ গীত৩১ বিজ্ঞপ্তি৩২ দণ্ডবন্নতি৩৩।
অভ্যুত্থান৩৪ অনুব্রজ্যা৩৫ তীর্থগৃহে গতি৩৬।।
পরিক্রমা৩৭ স্তব৩৮ পাঠ৩৯ জপ৪০ সঙ্কীর্তন৪১।
ধূপ৪২ মাল্য৪৩ গন্ধ৪৪ মহাপ্রসাদভোজন৪৫।।
আরাত্রিক৪৬ মহোৎসব৪৭ শ্রীমূর্তিদর্শন৪৮।
নিজপ্রিয়দান৪৯ ধ্যান৫০ তদীয় সেবন৫১।।
তদীয়৫২(১) তুলসী৫৩ বৈষ্ণব৫৪ মথুরা৫৫ ভাগবত৫৬।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা৫৭ তৎকৃপাবলোকন৫৮।
জন্মাদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ৫৯,৬০।।
সর্বথা শরণাপত্তি৬১, কার্তিকাদি ব্রত ৬২, ৬৩, ৬৪ (১)
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ।।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।

---

(১) লীলার উপকরণমাত্রই তদীয়; যথা—বৃন্দাবনে যাবতীয় উদ্দীপক ও সঙ্গী এবং নবদ্বীপের খোল-করতালাদি উপকরণ তৎসম্মান ও আদর।

মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ।।
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ।।"

শ্রেণীবিভাগ----এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী, আর সমস্ত তাহার অনুষঙ্গ। প্রথম দশটী অঙ্গ প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তাহার পর দশটী অঙ্গ ভক্তিপ্রতিকূল নিষেধ ও অনুকূল গ্রহণ। তন্মধ্যে ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র, ইত্যাদির কার্যগুলি সমাজনিষ্ঠ কর্তব্যবিশেষ। তাহারাও ভক্তির প্রথমে অনুকূল হয়। যত সাধন পরিপক্ক হয়, ততই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষ পাঁচটি অঙ্গমাত্র বিশেষ পালনীয় হইতে থাকে।

সাধনের রহস্য—সাধনপর্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য—ইহারা তিনজনেই সমমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেস্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে (২)। সর্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।

প্রভু বলিয়াছেন যে;—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ ।।"

একাঙ্গ ও বহু অঙ্গ সাধন—একাঙ্গ সাধকদিগের মধ্যে প্রভু, পরীক্ষিৎ (শ্রবণ) শুক(কীর্তন), প্রহ্লাদ (স্মরণ), লক্ষ্মী (পাদসেবন), পৃথু (অর্চন), অক্রূর

১। কার্তিক ১, মাঘস্নান ২, বৈশাখকৃত্য ৩।

২। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুযাসম্ ।।

(ভাঃ ১১/২/৪২)

(বন্দন), হনুমান্ (দাস্য), অর্জুন (সখ্য), বলি (আত্মনিবেদন) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়েছেন। বহু অঙ্গ সাধনে অম্বরীষ রাজার উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

পরমহংস্য অবৈধ নহে----সাধনকালে যে পর্যন্ত হৃদয়ে কাম আছে, সে পর্যন্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অপেক্ষা থাকে। কাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধিমতে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন (১)।

"কাম ত্যাজি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি ।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।।"

নিষ্কাম সাধন উপস্থিত হইলে বিধিধর্ম ছাড়িয়া যায়। তথাপি নিষিদ্ধাচারে মতি হয় না। শুদ্ধসাধনভক্তের পাপাচরণ সম্ভব নয়। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞানে পাপ কৃত হয়, তথাপি কর্মপ্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয় না (১)।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির সোপান নহে---- কেহ কেহ মনে করেন, প্রথমে জ্ঞান ও বৈরাগ্য করিয়া ভক্তির উন্নতিসাধন করা উচিত। একথা ভ্রম। প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন যথা;---

"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।"

ভক্তি একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি। জ্ঞান-বৈরাগ্যদির প্রায়ই ভক্তিদেবীর দাসরূপে দূরে ক্রিয়া (২)। অহিংসা, যম, নিয়মাদি ধর্ম ভক্তির স্বাভাবিক সঙ্গী। তাহাদের

১। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মানা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ।।

২। স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ

(ভা ১১/৫/৪১,৪২)

জন্য পৃথক্ শিক্ষা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তবে প্রভু কহিলেন ;—

রাগানুগা ভক্তি—

বৈধী ভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।।
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে।।
ইষ্টে, গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্ট আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন।।
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি, লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।।
লোভে ব্রজবাসির ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।।
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ-কীর্তন।।
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিযা।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।।
দাস, সখা, পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন।।
এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি।।
প্রীত্যঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম।

১। তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।
(ভাঃ ১১/২০/৩১)

যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান।।
এইত কহিল অভিধেয়-বিবরণ।।''

বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রভু অভিধেয় সাধনতত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। চতুর্থ-বৃষ্টিতে রাগানুগা তত্ত্বের বিচার পরিষ্কৃত হইয়াছে।

ক্রমপথই মঙ্গলপ্রদ—অপক্কসিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্মজীবন বা একেবারে প্রেমভক্তির কৃত্রিম লক্ষণ তাঁহাদের ভাল লাগে। আমরা ভক্তির উপদেশে দেখিতেছি, ক্রমসোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজনক। আদৌ ধর্মজীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে (১)। অধিকার উন্নতির স্থলে কিছু কিছু আকারের অবশ্য পরিবর্তন হয়।

কর্ম আত্মার ধর্ম নহে— কেহ কেহ মনে করেন, এই ক্রম অবলম্বন করিলে মনুষ্যজীবনের অবনতিই হয়। কৃষক, সদাগর, রাজকর্মচারী কায়স্থ এবং ধর্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ইঁহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণত্ব ও চরমে সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মত্ব পাইয়া থাকেন, এটা কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র (২)। ঐ সকল ধর্ম জীবন কেবল পার্থিব উন্নতি-সাধন করিতে পারে না। ঐ সমস্ত পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক জীবন সহজে লাভ করার ব্যবস্থা শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ।

১। সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।
(ভাঃ ৩/২৫/২৫)

২। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং, পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।।
(ভাঃ ৭/৫/৩০)

সাধনভক্তিতেই আত্মধর্মের প্রকার----বর্ণাশ্রমধর্ম পালনে দেহযাত্রানির্বাহ। যোগাদিতে মনের উন্নতিসাধনপন্থা। কিন্তু সাধনভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ, সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অচ্যুত মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেযসমর্থ না হইতে পারেন, সেইরূপ সাধন ভক্তের সর্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্----ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন (১)।

১। যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ।।
(ভাঃ ৪/২৯/৪৭)

যে বা ময়ীশে কৃতসৌদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ।।
(ভাঃ ৫/৫/৩)

সপ্তম-ধারা

প্রয়োজনতত্ত্ব

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সনাতনকে কহিতেছেন ;---

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান।।
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম।।"

সাধনভক্তির প্রকার—প্রভুবাক্যের তাৎপর্য এই যে, ভক্তি প্রথমে সাধনবস্থায় ভক্তি নামে অভিহিত হন, পরে সাধনের ফলোদয়কালে সেই ভক্তিই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং ভক্তিই চরমে প্রেমরূপে উদিত হন। সাধনভক্তির অবধি ভাব, রতি বা পীত্যঙ্কুর (১)। বৈধী ও রাগানুগা সাধনের ধর্মভেদে এই যে, বৈধী কিছু বিলম্বে ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা ভক্তি অতি অল্পেই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা ভক্তি অতি অল্পেই ভাবাবস্থা পাইয়া থাকেন (২)। শ্রদ্ধা রাগানুগা ভক্তদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রুচিরূপে উদয় হয়। সুতরাং ভাব হইতে তাহাতে বিলম্ব হয় না। (৩)। সাধকের হৃদয়ে যে সময়ে ভাবের উদয় হয়, তখনই

১। পরম্পরানুকথনং পাবনং ভগবদযশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।।
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।
(ভাঃ ১১/৩/৩০-৩১)

২। শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যান্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ।।
(ভাঃ ৬/৩/৩২)

নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিলেন ;---

ভাবলক্ষণ----

"এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয় (১)।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।।
সর্বোত্তমআপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণকৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে।।
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি।।"

প্রেম লক্ষণ----পঞ্চম-বৃষ্টি আলোচনা করিলে প্রভুর এই সকল উপদেশের বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রেমলক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। অতএব তৎসম্বন্ধে প্রভুবাক্যে এই যে;—

" কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ ।
কৃষ্ণে প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ।।

৩। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।
যেহন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ।।
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ ।
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি।।
(ভাঃ ১১/১২/৮-৯)

১। ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ।।
(ভাঃ ১১, ৩/৩২)

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।।"

প্রেম—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ। মধুর প্রেম ও মধুর রস সর্বাপেক্ষা উত্তম। মধুর-রসে কৃষ্ণমাধুর্য পরম-সীমা লাভ করিয়াছে (১)।

প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় গুণবর্ধন— মধুর রসস্থিত ভক্ত ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন (২)। চতুঃষষ্টিগুণ কৃষ্ণে সম্পূর্ণ ব্রজমধুররসে লক্ষিত হয়। ব্রজভক্তেও তদ্রূপ অনন্ত মাধুর্য উদিত হইয়া পড়ে। ভক্তগণচূড়ামণি-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন;—

"অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্।।"

মধুর রস আস্বাদ্য, বিচার্য নহে—যাঁহারা পরমভাগ্যবলে মধুর রসের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এ রসের আস্বাদান পান (৩)। বিচারদ্বারা ইহা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব প্রভু বলিলেন যে;—

১। নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যবস্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।
(ভাঃ ১০/২৯/১৪-১৫)

২। ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।
(ভাঃ ৯/৪/৬৬)

৩। স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।।
(ভাঃ ৪/২৯/৫১)

"এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।।"

এই সমস্ত প্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া অবশেষে যে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্কবৈরাগ্যত্যাগ, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্ত-বৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,—

"যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল।।"

ফল্গু বৈরাগ্য—যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যের লক্ষণা দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, স্ত্রীপুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলেই প্রপঞ্চ, কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই? এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদি দ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি, খাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধদ্বারা উদ্ধার হওয়া যায় তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল পুণ্যও গেল, আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না। মৃত্যু হইল, তাঁহার মতের আর দুই চারিজন আসিয়া তাঁহার মস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভূমিতে রাখিলেন। কি হইল? হরি ত মিলিলেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হওয়া সেই পর্যন্ত। তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন

১। জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ।।

করিয়া ক্রমশঃ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন (১)। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া সনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন যথা;—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬/২৩৭-২৩৯)

যুক্ত বৈরাগ্য—স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরনিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে। আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত

ততো ভজেত মাং প্রিতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাত্মনি।।

(ভাঃ ১১/২০/২৭-৩০)

১। ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্প্যতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।।

(ভাঃ ১/২/৯-১০)

হন (১)। নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য করিয়া ফেলে। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর, এই আজ্ঞার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চনার উপকরণ সমাজ সকলেই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহার মাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুষ্কজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।

সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয় সর্বোত্তম সাধন (১) প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন;—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত ৪/৭০-৭১)

আবার বলিয়াছেন;—

১। এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।।
(ভাঃ ২/১/১১)

২। ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।
(ভাঃ ১০/২০/৩২)

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ।।
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য (২) ।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ।।
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত—হীন, ছার ।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত ৪/৬৫-৬৮)

বর্ণাশ্রমে হরি-ভজন প্রণালী—প্রভুর বাক্যগুলিও নির্গলিতার্থ এই যে, যদি ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, তবে সৎসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় চিত্তকে চঞ্চল করিবে না। সংখ্যাবিধিক্রমে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম নিরন্তর কীর্তন করিবার যত্ন কর। দেহ, গেহ ও সমাজকে নামানুশীলনের অনুকূল করিয়া সেই সেই পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণে যতটা প্রয়াস প্রয়োজন হয়, তাহা নিষ্কপটে কৃষ্ণার্পণ করিয়া করিবে। আর কোন বিষয়ে প্রয়াস এবং এই এই বিষয়েও অতি প্রয়াস করিবে না। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু আহার করিবে না বা অন্য বিষয়ে ব্যবহার করিবে না। জীবের

১। প্রাণবৃত্ত্যা তু সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ ।।

(ভাঃ ১১/৭/৩৯)

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং স্মৃতম্ ।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচিঃ ।।

(ভাঃ ১১/২৫/২৮)

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণম্ ।।

(ভাঃ ১১/২৫/২৫)

শুদ্ধজ্ঞান এবং অনুকূল রাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় যাহাতে নাশ বা বিকৃত না হয়, এরূপ প্রাণবৃত্তিরূপ পরিমিত সাত্ত্বিক আহারদ্বারা দেহ-রক্ষা কর (১)। অধিক প্রয়াস ও কষ্টসাধ্য না হয়, এরূপ নির্জন আবাস স্বীকার কর। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়, এরূপ একটী সমাজে থাকিয়া তদুন্নতির যত্ন কর। এ সমস্ত করিবার তাৎপর্য এই যে, নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জনে দৃঢ় যত্নের সহিত ভজন করিবে (১)। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী সঙ্গ একেবারে বর্জন কর। অভক্তসঙ্গ না হয়, এরূপ বিশেষ সতর্ক হও (২)। পরচর্চা পরিত্যাগ কর। নিজে আপনাকে নিষ্কপটে অতিশয় দীন বলিয়া জান। তিতিক্ষাপূর্ণ-হৃদয়ে সকল বিষয় সহ্য করিয়া জগতের যথার্থ উপকার কর। নিজের বর্ণ, ধন, জন, রূপ, বল, পার্থিব বিদ্যা, পদ ইত্যাদির কোন অভিমান রাখিবে না। সকল ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান কর (৩)। এইপ্রকার জীবনে নিরন্তর ভাবপূর্ণ হরিনাম কর।

১। ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ।।
(ভাঃ ৫/১৯/২৪)

২। ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ ।
শ্রীমদাদভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ ।।
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ।।
(ভাঃ ১০/১০/৮-৯)

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।
(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

৪। ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ।।
(কৃষ্ণকর্ণামৃতম্)

ইহাতেই কৃষ্ণকৃপা হইতে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ সমুদায় তোমার কিঙ্করস্বরূপ কার্য করিবে (৪)। কিয়ৎপরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করতঃ তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন (১)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্মে দুইটীমাত্র কথা অর্থাৎ "নামে রুচি ও জীবে দয়া।"

সাধ্য সাধন তত্ত্ব—এই ধর্ম যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব (২)। অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্তজনের গুণই

১। শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্
(ভাঃ ১/২/১৭)

২। সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি ।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ।।
(ভাঃ ১০/৪১/৫১)

৩। যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ।।
(ভাঃ ৫/১৮/১২)

৪। এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ।।
(ভাঃ ১০/২২/৩৫)

৫। তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ
(ভাঃ ১০/১৪/৩৬)

৬। গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ।।
(ভাঃ ৫/৫/১৮)

আপনি উদয় হয় (৩) ভক্তগণ স্বভাবতঃ শ্রেয়ঃ আচরণে সর্বদা আনন্দলাভ করেন (৪)। কৃষ্ণদাস হইলে আর জীবের কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না (৫)। গুরু ও আত্মীয়বর্গ কোন্ সময়ে সঙ্গযোগ্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক (৬) ভাবুক ভক্তের জীবন অতিশয় পবিত্র। তাহাদের রুচি সর্বদা বিশুদ্ধ (৭) এই সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন (যথা চরিতামৃত অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) ঃ—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে বলিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে।।
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়।।
গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ।।"

নির্বন্ধিনী মতি—এই উপদেশে গূঢ়রূপে প্রভু দাসগোস্বামীকে অষ্টকাল-

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্।।

(ভাঃ ৩/২২/৩৭)

৮। অর্থেন্দ্রিয়ারামসগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া তৎ সম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি বিনা হরের্গুণ পীযূষপানাৎ।।

(ভাঃ ৪/২২/২৩)

ভজনপ্রণালী বলিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র শ্রীস্বরূপের নিকট হইতে প্রাপ্ত সবিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইবে। ভক্তগণ তদ্‌গ্রহণের অধিকারী হইতে যত্ন করুন।

ভাবভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বৈধ-ভক্তির যে উত্তম ও একান্তভাবে অনুশীলনবুদ্ধি, আবার প্রেমভক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবভক্তির নির্বন্ধিত অনুশীলনবুদ্ধিকে নির্বন্ধিনী মতি বলা যায়। সেই নির্বন্ধিনী মতি থাকিলে ভক্তিসিদ্ধি অতি শীঘ্র ঘটে। ইহারই অপর নাম উপযুক্ত যত্নাগ্রহ (১)। সাধকগণ প্রথমেই নির্বন্ধিনী মতির আশ্রয় করিবেন। যত্নাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না।

১। সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ।।

দ্বিতীয়-বৃষ্টি

গৌণবিধিবিচার

প্রথম ধারা

গৌণবিধির বিভাগ

ভক্তিই মুখ্য, কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ অভিধেয়---ভক্তিই যে শাস্ত্রের অভিধেয় অর্থাৎ জীবের উপেয়রূপ প্রেম পাইবার একমাত্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়, তাহা প্রথম বৃষ্টিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাক্ষাৎ অর্থাৎ মুখ্য অভিধেয় নহে, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথঞ্চিৎ প্রয়োজনও আছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান গৌণ উপায় বলিয়া অভিহিত হয় এবং মুখ্য উপায় শ্রবণাদি মুখ্য বিধি। গৌণ হইলেও কর্ম্ম ও জ্ঞানকে জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে অভিধেয় শব্দে অভিহিত করিতে হয় (১)।

জ্ঞানকর্ম্ম গৌণ অভিধেয় এবং ভক্তি মুখ্য অভিধেয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উপায়স্বরূপে ভক্তিকে সাধন করে এবং ভক্তি প্রেমকে সাধন করে। এই সম্বন্ধটী ক্রমে ক্রমে আলোচিত হইবে। শরীর, মন ও সমাজকে ভক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থাপিত করিতে পারিলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অভিধেয়ত্ব, নতুবা

---

(১) যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ।।

(ভাঃ ১১/ ২০/৬)

ঐ ঐ কর্ম ও জ্ঞানের বহির্মুখতাদোষের শাস্ত্রে বিশেষ নিন্দা শ্রবণ করা যায়। প্রথমেই আমরা গৌণবিধির বিস্তার দেখাইয়া মূল সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিব।

গৌণবিধি তিন প্রকার,—(১)জন-নিষ্ঠ-বিধি, (২)সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও (৩) পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি।

শরীর-নিষ্ঠ-বিধি—জন-নিষ্ঠ-বিধি দুই প্রকার অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মনোনিষ্ঠ-বিধি। মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে,এরূপ অভিপ্রায়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকল ব্যবস্থার নাম শরীরনিষ্ঠ-বিধি (১)। মিতপান, মিতভোজন, মিতনিদ্রা, ব্যায়াম ইত্যাদি যতপ্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইযাছে, সে সমস্তই শরীর-নিষ্ঠ-বিধি। শরীর-নিষ্ঠ-বিধি প্রতিপালন না করিলে মানবগণ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন না।

মনোনিষ্ঠ-বিধি—মনোনিষ্ঠ-বিধি অবলম্বন না করিলে মনের উপলব্ধি শক্তি, ধারণাশক্তি, কল্পনা ও বিভাবনাশক্তি ও বিচারশক্তি সম্যক্ হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য করিতে সমর্থ হয় না। বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদিরও উন্নতি হয় না। মনের কুসংস্কাররূপ তমঃ নষ্ট হয় না। বিষয়সম্বন্ধে শুদ্ধজ্ঞানও লভ্য হয় না। জড়চিন্তা হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত করা যায় না। অবশেষে পাপচিন্তা নিরীশ্বর ভাব সর্বদাই মনকে বশীভূত করিয়া

---

(১) নাত্যশ্নতস্ত যোগোহস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।।
যুক্তাহারবিহাস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।
সর্বভূতস্থমাত্মানেং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।

(গী ৬/১৬-১৮, ২৯)

মানবকে পশুর ন্যায় করিয়া রাখে। অতএব জননিষ্ঠ-বিধি মানবজীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সমাজনিষ্ঠ-বিধি—মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সমাজনিষ্ঠ—বিধির মধ্যে বিবাহ-বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি। যদি বিবাহ-বিধি না হইত, তাহা হইলে মানবসমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না (১)। পশুদিগের ন্যায় মানবগণও যথারুচি ভ্রমণ করিত। কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ-বিধি ছিল না। সেই সকল দেশে অনেক সামাজিক উৎপাত হওয়ায় পরে বিবাহ-বিধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যথেচ্ছাচার পরিত্যাগপূর্বক একজন পুরুষ একটী স্ত্রীকে পরমেশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া সর্বজনের সন্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার-যাত্রার ভিত্তি পত্তন করেন। ইহার নাম বিবাহ। পুত্রকন্যা হইলে তাহাদিগকে পালন করিয়া শিক্ষাদানপূর্বক জীবন-যাত্রার উপায় করিয়া দেন। সংসারে বর্ত মান মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়মতে অর্থ সংগ্রহ দ্বারা জীবিকানির্বাহ, সর্বদা সত্যের পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কার্যদ্বারা সংসারের উন্নতিবিধি সংস্থাপন করেন। সমাজ-নিষ্ঠ- প্রবৃত্তি মানবজাতির প্রধান ধর্ম। সর্ব দেশে সর্বকালেই মানবজাতির মধ্যে ঐ ধর্মের কার্য দেখা যায়। যে দেশে মানবগণের যতদূর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে দেশে সমাজ নিষ্ঠ-বিধি ততদূর পরিপক্ক ও বদ্ধমূল। সর্বজাতির মধ্যে আর্য-জাতির সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতা অধিক, ইহা সর্ববাদিসম্মত। আর্যজাতির যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবাসী আর্যশাখার যে, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি অধিকতর

---

(১) ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।
(প্রভূদাহৃতস্মৃতিবচনম্)

হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই আর্য-শাখা আজকাল বৃদ্ধাবস্থাবশতঃ বলহীন হইয়া অন্য জাতির অধীন হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের ক্রুটী হইবে না। যদি কোন অর্বাচীন লোক তাঁহাদের উন্নতি ও সভ্যতার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে, ভারতীয় আর্য শাখায় বাস্তবিক লঘু হইবে, এমত নয়। সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ভারতীয় আর্য শাখার হস্তে যে কত উন্নতি-সাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। যথার্থ বলিতে গেলে, ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচারক্রমে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা(১) বর্ণবিধি ও (২) আশ্রমবিধি (৩)। সমাজনিষ্ঠ মানবের দুই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ (১)স্বভাব ও (২) অবস্থান। জন-নিষ্ঠ ধর্ম হইতে স্বভাব ও সমাজ-নিষ্ঠ ধর্ম হইতে অবস্থান। সামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধর্ম লোপ পায় না, বরং সমাজসম্বন্ধক্রমে তাহা পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাবক্রমে বর্ণবিধি ও অবস্থান ক্রমে আশ্রমবিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মানবের শাররিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ অনুশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটী স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভূতা স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তির সেই মানবের স্বভাব।

স্বভাব চারিপ্রকার—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমেই উক্ত চারিটী স্বভাব উদিত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিক্রমে অন্ত্যজ স্বভাব হইয়া উঠে। অন্ত্যজ স্বভাবের স্বভাব-ত্যাগ

---

(৩) যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্বং ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেষাং দ্বিপদামপি।
(ভাঃ ১১/১৭/১)

ব্যতীত অন্য বিধি নাই (১)। জন্ম হইতে প্রবল-প্রবৃত্তির উদয়কাল পর্যন্ত সংসর্গ ও অনুশীলন অনুসারেই প্রবল প্রবৃত্তির বীজ, অঙ্কুর ও তরু উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব কর্মানুসারে স্বভাবের উৎপত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন। যে-বংশে যাহার জন্ম হয়, সেই বংশীয় স্বভাব শৈশবকাল হইতে তাহার সংসর্গজ গুণস্বরূপ হইয়া উঠিবে; পরে বিদ্যাচর্চা ও অপর সংসর্গক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে, ইহাই নৈসর্গিক। শূদ্রস্বভাব নরের শূদ্রস্বভাব সন্তান, ব্রহ্মস্বভাব মানবের ব্রহ্মস্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই আবশ্যক। কিন্তু সর্বত্র হইবে, এরূপ বিধি নয়। অতএব শাস্ত্রকারেরা স্বভাব নিরূপণ পূর্বক বর্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কারবিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংস্কারবিধি কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই বর্ণনির্ণায়ক সংস্কারবিধি আপাততঃ লুপ্ত হওয়ার দেশের অবনতি হইয়াছে (২)। বর্ণবিধি যে যথার্থ সামাজিক ধর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চারি অবস্থান—বিজ্ঞানমতে অবস্থান চারিপ্রকার (১) ব্রহ্মচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। (১) যাঁহারা বিবাহের পূর্বে বিদ্যোপার্জন ও দেশভ্রমণ করেন তাঁহারা ব্রহ্মচারী (২) যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারে অবস্থিত, তাঁহারা গৃহস্থ। (৩) যাঁহারা অধিক বয়ঃক্রম হইলে কার্য হইতে বিরত হন এবং নির্জনে বাস করেন, তাঁহারা বানপ্রস্থ। (৪) যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ পূর্বক বিচরণ করেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী। বর্ণসকলের এবং আশ্রমসকলের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে ধর্ম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার

---

(১) অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্।।
(ভাঃ ১১/১৭/২০)

(২) যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।
(ভাঃ ৭/১১/৩৫)

নাম বর্ণাশ্রমধর্ম। এই ধর্মই ভারতীয় আর্য-শাখার সামাজিক বিধি । যে দেশে এই বিধির অভাব, সে দেশ যে উন্নত দেশ, তাহা বলা যাইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ এস্থলে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা গেল, তৃতীয়-ধারায় ইহার বিশেষ বিচার করা যাইবে।

দ্বিতীয়-ধারা

পুণ্যকর্ম

পাপ ও পুণ্য——পরলোক-নিষ্ঠ-বিধিক্রমে মানবের কর্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচার করা যায়। এই সমাজে অবস্থিত হইয়া যিনি সৎকর্ম করেন, তিনি মরণান্তে স্বর্গ লাভ করিবেন। যিনি অসৎকর্ম করেন, তিনি নরকভোগ করিবেন। সৎকর্মের নাম পুণ্য, অসৎকর্মের নাম পাপ। পুণ্যসঞ্চয়ের বিধিসকল এবং পাপনিবারণের নিয়মসকল একত্রিত হইলেই পরলোকনিষ্ঠ-বিধি বলিয়া সঙ্গীত হয়।

অধিকারভেদে কর্মবিধি— যতপ্রকার সৎকর্ম ও বর্ণাশ্রমগত ধর্ম কথিত হইতেছে, ইহাতে অনুষ্ঠাতাদিগের অধিকারভেদে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। ঐ শ্রদ্ধা প্রবৃত্তিপরা ও নিবৃত্তিপরা। কনিষ্ঠাধিকারিগণ প্রবৃত্তিপরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। মধ্যমাধিকারিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয়পরা শ্রদ্ধা অবলম্বন করেন। উত্তমাধিকারিগণ কেবল নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধার দ্বারা কার্য করেন (১)। যেখানে যেখানে বহুদেবতা পূজার বিধি

---

(১) ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।
(গীঃ ১৭/২/৪)

অস্মিল্লোঁকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া।।
(ভাঃ ১১/২০/১১)

আছে, সেই সমস্ত কর্মে কেবল ভগবৎপূজা সাত্ত্বিক জৈনদিগের জন্য বিধি। বৈষ্ণববর্ণীদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ ভোগের উদ্দেশ নাই। কেবল যাহাতে অপ্রাকৃত গতি লাভ হয়, তদনুসারে কর্ম স্বীকার করিবেন (১)। কর্মের নাম জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম-সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে যে কর্ম ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে। যে কর্ম ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ করিবে (২)।

স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য ঃ— আমরা যথাগত পুণ্য ও পাপ -সকলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ও বিচার করিব। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকরূপে বিভাগ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। কোন কোন ঋষি পাপপুণ্যকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিকরূপে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাদিগকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন। কেহ বা কায়িক, ঐন্দ্রিয়িক ও আন্তঃকরণিকরূপে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সকল বিভাগ সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। আমরা পুণ্যকসলকে দুই ভাগে বিভক্ত করি; যথা, স্বরূপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধগত

---

(১) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।

(ভাঃ ৯/১৯/১৪)

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ।।

(ভাঃ ১১/২৯/৯)

(২) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

(গী ৩/৫)

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।

(গী ৪/১৭-১৮)

পুণ্য। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, মৈত্রী, আর্জব ও প্রীতি ইহারা স্বরূপ-গত পুণ্য। ইহাদিগকে এইজন্য স্বরূপগত পুণ্য বলি, যেহেতু ঐসকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্বকালে তাহার অলঙ্কার-স্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এইমাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই। পাপ কখনই জীবের স্বরূপগত তত্ত্ব নয়, ----বদ্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে। স্বরূপগত-পুণ্যবিরোধীরূপ যে সকল পাপ, তাহাদিগকে স্বরূপ-বিরোধী পাপ বলা যায়। দ্বেষ, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, লাম্পট্য,এই কয়েকটী স্বরূপবিরোধী পাপ। আর সমস্ত পাপ জীবের সাম্বন্ধিক পুণ্য-বিরোধী। আমরা নিতান্ত সংক্ষেপে পাপপুণ্যের বিচার করিব বলিয়া তাহাদিগকে স্বরূপ-সম্বন্ধ বিভাগপূর্বক দেখাইলাম না। কেবল তাহাদের সংখ্যা করিয়া অল্প বিচার লিখিলাম। যে সঙ্কেত দেওয়া গেল, যৎকিঞ্চিত পরিশ্রম করিয়া পাঠক মহাশয় অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন।

পুণ্যের শ্রেণীবিভাগ—প্রধান প্রধান পুণ্যকর্ম দশবিধ যথাঃ-

১। পরোপকার।	২। গুরুজনসেবা।	৩। দান।
৪। আতিথ্য।	৫। পাবিত্র্য।	৬। মহোৎসব।
৭। ব্রত।	৮। পশুপালন্।	৯ ।জগদ্‌বৃদ্ধি।
১০। ন্যায়াচরণ।		

পরোপকার দুইপ্রকার যথাঃ–

১। পরের কষ্ট নিবারণ। ২। পরের উন্নতিসাধন।

দ্বিবিধ পরোপকার—আত্মীয় ও পর বিবেচনা না করিয়া সর্বলোকের উপকার করিতে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইবে। জগতে যত প্রকার কষ্ট আছে, সেই সমুদয় কষ্ট যেমন নিজের হয়, তদ্রূপ অপরেরও হইয়া থাকে। নিজের যখন

কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে, পরে যত্ন করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের ন্যায় পরের কষ্ট-নিবৃত্তির যত্ন পাওয়া উচিত। স্বার্থপরতা যদিও তৎকার্যে ব্যাঘাত করে, তথাপি তাহাকে যতদূর পারা যায় স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ন করিবে। (১) পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট। (২) দুশ্চিন্তা, হিংসা, শোক ও ভয় প্রভৃতি মানসিক কষ্ট। (৩) সংসারপালনে অক্ষমতা, কন্যাপুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহ দিতে না পারা, মৃত ব্যক্তির সৎকার জন্য অর্থ ও লোকাভাব এই সকল সামাজিক কষ্ট। (৪) সংশয়, নাস্তিকতা ও পাপস্পৃহা এই সকল আধ্যাত্মিক কষ্ট। যেমন পরের কষ্ট নিবারণের যত্ন করা উচিত, তদ্রূপ পরের উন্নতি-সাধনেও যত্ন করিবে। যথাসাধ্য অর্থদ্বারা, দৈহিক সাহায্য-দ্বারা, উপদেশদ্বারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহায্যদ্বারা অপরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা কর্তব্য।

গুরুজনসেবা তিনপ্রকার যথা ঃ—

১। মাতা-পিতার পালন ও সেবা।

২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা।

৩। সর্ব গুরুজন সম্মাননা ও সেবা।

ত্রিবিধ গুরুসেবা—— মাতাপিতার আজ্ঞা পালন ও তাহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য। নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে যাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা করিতে নিজে সমর্থ হইলে সর্বতোভাবে তাহা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বালককাল হইতে যাঁহারা বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে পালন ও সেবা করা উচিত। যাঁহারা পরমার্থ, মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন, তাঁহারা সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষা অধিক বরণীয় ও সেব্য (১)।

সম্পর্কে যাঁহারা বড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও গুরুজন, তাঁহাদিগকে সম্মাননা ও আবশ্যকমত সেবা করিবে। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ পালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারদ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচার দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

দানের শ্রেণীবিভাগ——অর্থ ও দ্রব্য যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অপাত্রে দেওয়া যায়, তাহা নিরর্থক অপব্যয়িত হয়। তাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত।

দান (২) দ্বাদশ প্রকার যথাঃ–

১। কূপতড়াগাদি দ্বারা জলদান।

---

(১) অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ।।
আন্বীক্ষিক্যা শোক-মোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া।।
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া।।
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসাজয়েৎ।।
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।
(ভাঃ ৭/১৫/২২-২৩৬)

যথা বার্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রাতি।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্তমিষ্টং তথাহসতঃ।।
(ভাঃ ৭/১৫/২৯)

(২) দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।।
(ভাঃ ১১/২৩/৪৫)

২। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণদ্বারা ছায়া ও বায়ুদান।

৩। উপযুক্ত স্থলে প্রদীপদান। ৪। ঔষধদান।

৫। বিদ্যাদান। ৬। অন্নদান।

৭। পন্থাদান। ৮। ঘাটদান।

৯। গৃহদান। ১০। দ্রব্যদান।

১১। সুখাদ্যের অগ্রভাগদান। ১২। কন্যাদান।

দ্বাদশপ্রকার দান——পিপাসুব্যক্তিকে জলদান করা উচিত। পিপাসুব্যক্তি গৃহাগত হইলে সুশীতল জল দান করিবে। সাধারণের জলপানের জন্য কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্যকার্য। উপযুক্ত স্থানে দেখিয়া ঐ সকল ইষ্টাপূর্ত ক্রিয়া করিবে (১)। যে স্থানে জল বিশেষ আবশ্যক, সেই স্থলে কূপাদি খনন করাইবে। তীর্থাদিস্থলে অনেক লোকের জলের প্রয়োজন, সেখানে উপযুক্ত নদ্যাদি না থাকিলে, কূপাদি খনন করা কর্তব্য। পন্থার উভয় ভাগে, নদীতীরে, বিশ্রামস্থলে অশ্বত্থাদি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিবে। স্বগৃহে ও পবিত্র স্থানে তুলস্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে। তাহাতে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকার আছে। ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে প্রদীপ দান করিবে। বায়ুদ্বারা নির্বাপিত না হয়, এরূপ কাচাবরণমধ্যে উক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। যে সময় চন্দ্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাত্রিতে আলোক দেওয়ার বিধি। যিনি যত আলোক দিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত পুণ্যসঞ্চয় করিবেন। আকাশ-প্রদীপ দেওয়া কেবল কার্তিক মাসেই বিধি, এরূপ নহে। কার্তিক মাস হইতে দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়।

(১) ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া।।

(ভাঃ ১১/১১/৪৭)

আকাশ-প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ঔষধদান দুই প্রকার অর্থাৎ রোগীদিগকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বা তাহাদিগকে বাটীতে আনিয়া ঔষধদান এবং কোন একটী নির্দিষ্ট ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় ঔষধ দান। যাঁহার যাহা অকৃত্রিমরূপে সাধ্য, তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালকবালিকাদিগকে বিদ্যাদান করা একটী প্রধান কর্তব্য কর্ম। অন্নদান দুইপ্রকার,—নিজ বাটীতে অন্নদান এবং সত্রে সাধারণকে অন্নদান। অগম্য স্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পন্থা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে পন্থাদান বলে। প্রস্তরময় বা ইষ্টকময় পন্থা যেরূপ স্থায়ী, তদ্রূপ অধিক পুণ্যজনক। নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে ঘাটদান বলে। ঘাটের উপর বিশ্রাম-স্থান, উদ্যান চাঁদনী ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে অধিকপুণ্য হয়। যাহারা অর্থাভাবে গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গৃহদান করা পুণ্যজনক কর্ম। আবশ্যকমত কোন দ্রব্য বা অর্থ যোগ্যপাত্রকে দিলে দ্রব্যদান হয়। সুখাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত স্ববর্ণ পাত্রকে সালঙ্কারা কন্যা দান করার নাম কন্যাদান।

আতিথ্য দুই প্রকার যথা ঃ— ১। জন প্রতি। ২। সমাজ প্রতি।

দ্বিবিধ আতিথ্য—গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকিবেন। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবেন। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্তমানকালে তত বেলা পর্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করেন, তাহার পূর্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্তব্য-সাধন হয়। অভুক্ত লোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়াযোগে সামাজিক আতিথ্য কর্তব্য।

পাবিত্র্যচারি প্রকার যথা ঃ—

১। শৌচ।

২। পন্থা, ঘাটে, গোগৃহ, বিপণি, স্বগৃহ ও দেবমন্দিরাদি মার্জন।

৩। বন পরিষ্কার।

৪। তীর্থযাত্রা।

চতুর্বিধ পাবিত্র্য——শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। চিত্তশুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ। নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্যক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্পাপ, লঘুপাক ও পরিমিত আহার ও পান ইহারাও চিত্তশুদ্ধির হেতু। মাদকসেবী ও অন্যান্য পাপচারী ব্যক্তিদিগের স্পষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পানে চিত্তের অশুদ্ধতা উৎপত্তি করে। চিত্তশুদ্ধির যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা পাপকর্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে। পাপের মূল যে পাপবাসনা তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারা দূরীভূত হয় (১)। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের বিচার অনেক, তাহা গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে। তীর্থজলে স্নান ও গঙ্গাস্নানাদি পুণ্যস্নান ও দেবদর্শনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিজের শরীর, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি পরিষ্কার ও মলশূন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ। স্বচ্ছজলে স্নান, নির্মল বসন পরিধান ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি কার্যদ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয়। মলমূত্র প্রভৃতি কদর্য দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট হইলে জলদ্বারা তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, দেবমন্দিরাদি মার্জনদ্বারা পাবিত্র অর্জন করা উচিত। নিজের বাটী, ঘাট, পন্থা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার

---

(১) গুরূণাঞ্চ লঘুনাঞ্চ গুরুণি চ লঘুনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ।।
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্‌হৃদয়ং তদপীশাঙ্‌ঘ্রিসেবয়া।। (ভাঃ ৬/২/১৬-১৭)

রাখা সর্বব্যক্তির কর্তব্য কর্ম। তদ্ব্যতীত যে সকল সাধারণ পন্থা, ঘাট বিপণি, দেবমন্দির ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে থাকে, তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্তব্য। গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থ লোকসমুহ মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক অথবা সম্রাট-সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত সাধারণ কার্য সম্পন্ন করা সমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্য। নিজ নিজ বাটীতে যে সকল বন থাকে, তাহা নিজে পরিষ্কার রাখা উচিত। সাধারণ ভূমিতে যে সকল বন থাকে, তাহা পূর্ব উপায়দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। তীর্থযাত্রাদ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধু-সঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকেই আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্দারা পূর্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।

মহোৎসব তিনপ্রকার, যথা ঃ——

১। দেবতা-পূজোপলক্ষে উৎসব।

২। সাংসারিক বৃহৎ ঘটনা উপলক্ষে যজ্ঞাদি।

৩। সাধারণের আনন্দবর্ধন জন্য উৎসব।

ত্রিবিধ মহোৎসব——দেবতা-পূজোপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব আছে, তাহা সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত মহোৎসব পূণ্যজনক তাহাতে সন্দেহ কি? অনেক ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পর মিলন, আহারাদি, গীতবাদ্যের চর্চা, চিত্রপুত্তলিকা ইত্যাদির উন্নতি, দুঃখীদিগকে ভোজন করান, বিদ্বান্‌দিগকে অর্থদান এবং সমাজকে জীবিত করা যে জগন্মঙ্গলসাধক পুণ্যকর্ম, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা ঐ সকল মহোৎসব করিতে সমর্থ, তাঁহারা তাহাতে অমনোযোগী হইলে কর্তব্যকর্মের ক্রটিজন্য অপরাধী হন। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মহোৎসব যখন ঈশ্বরভাবমিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহারা কোনপ্রকারে ত্যাজ্য নহে। সাংসারিক নানাবিধ ঘটনা আছে। পুত্রকন্যার জন্ম, অন্ন-প্রাশন, সংস্কার, বিবাহ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার সাংসারিক যজ্ঞে মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধ্যমত

তত্তৎ কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। গ্রামস্থ লোক মিলিত হইয়া যে সকল বারওয়ারি পূজা ও মেলা সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দবর্ধক কর্ম করেন, তাহাও করা উচিত। সেই সকল কার্যে সমস্ত লোক কিছু কিছু সাহায্য দিয়া বৃহৎ কার্য করিতে শিক্ষা করেন।

জামাত্র্যর্চনোৎসব, অরন্ধনোৎসব, ভগিনী-কর্তৃক ভ্রাতৃপূজা, নবান্নোৎসব, পিষ্ঠকোৎসব, শীতলোৎসব এইপ্রকার অনেক সামাজিক উৎসব নির্ধারিত আছে।

ব্রত তিনপ্রকার যথা ঃ—

১। শারীরিক ব্রত। ২। সামাজিক ব্রত। ৩। পারমার্থিক ব্রত।

ত্রিবিধ ব্রত—প্রাতঃস্নান, পরিক্রমা, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়ামসম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকোপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়। তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নিদিষ্ট দিবসে আহার ও ব্যবহারের পরিবর্তন এবং উপবাস ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নিদিষ্ট। আবশ্যক স্থলে সেই সেই অবস্থা অবলম্বন করাতে পুণ্য হয় উপনয়ন, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি ব্রতসমূহ সামাজিক বর্ণবিচারে অধিকারক্রমে কোন বর্ণের প্রতি কোন ব্রতের ব্যবস্থা ও সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহ সববর্ণেই ব্যবস্থা। একজন পুরুষ একটী সবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করিবে। একপত্নী-ব্রতই কর্তব্য। একপত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহ কেবল কাম্য। তাহা নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিরই কার্য। সন্তান না হইলে বিশেষ বিশেষ স্থলে একপত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতে যে মাসব্রতের উল্লেখ আছে, তাহা এবং তদনুরূপ যে সকল পরমার্থসাধক ব্রত, সেই সমূদয় ব্রতই পারমার্থিক মাসব্রত। কেবল পরমার্থচেষ্টাই ঐসকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। ভক্তিবিচারস্থলে

তাহার বিচার হইবে। "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" এই সকল ব্রতের বিররণ আছে।

পশুপালন একটী পুণ্যকার্য। তাহা দ্বিবিধ যথা ঃ—

১। পশুদিগের উন্নতিসাধন। ২। পশুপোষণ ও রক্ষা।

দ্বিবিধ পশুপালন—— সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় পশুদিগের উন্নতিসাধন করা কর্তব্য। পশুদিগের সাহায্য ব্যতীত সংসারের কার্য উত্তমরূপে চলে না, অতএব পশুদিগের আকৃতি, বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিবার জন্য যত্ন পাওয়া উচিত। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রীপুরুষ সংযোগদ্বারা জাতি পুষ্ট করিলে তাহাদের উন্নতি হয়। সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির উন্নতিসাধন করা নিতান্ত কর্তব্য। তাহাদের সাহায্যে কৃষিকার্য ও দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণ কার্য উত্তমরূপে চলিতে পারে। বলবান্ ও সুন্দর যণ্ডদ্বারা গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত। এই অভিপ্রায়েই মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বালযণ্ডদিগকে কর্ম হইতে মুক্তিদেওয়া হয়। মুক্তযণ্ডেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান্ গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া উঠে। পশুরা যেরূপ সংসারের উপকার করে, তদ্রূপ তাহাদিগকেও আহার ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা করা উচিত। গো-পোষণ ও গো-রক্ষা-কার্যটী ভারতবর্ষে একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে।

জগদ্‌বৃদ্ধিকার্য চারিপ্রকার, যথা;—

১। বৈধ-বিবাহদ্বারা সন্তান-উৎপত্তিকরণ।
২। উৎপন্ন সন্তানদিগকে পালন ও রক্ষাকরণ।
৩। সন্তানদিগকে সংসারযোগ্যকরণ।
৪। সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষাদান।

চতুর্বিধ জগদ্বৃদ্ধিকার্য—উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পা[illegible]কে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে পরস্[illegible] সৌহার্দের সহিত সংসার-নির্বাহ করিতে থাকিবে (১)। তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় পুত্র-কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সন্তানদিগকে যত্ন-সহকারে পালন ও রক্ষা করিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য কার্য শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার যত্ন পাইবে। সন্তানদিগকে যথাবয়সে শারীরিক বিধি, ধর্মনীতি ও পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবে এই সমস্ত কার্যের মধ্যে নিজের বৈরাগ্য শিক্ষা করিবে (২)।

ন্যায়ের শ্রেণীবিভাগ—ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটীর ন্যায়ের শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করিতেছি;-

১। ক্ষমা।	২। কৃতজ্ঞতা।
৩। সত্যকথন।	৪। আর্জব।
৫। অস্তেয়।	৬। অপরিগ্রহ।
৭। দয়া।	৮। বৈরাগ্য।
৯। সৎশাস্ত্র-সম্মাননা।	১০। তীর্থভ্রমণ।
১১। সদ্বিচার।	১২। শিষ্টাচার।
১৩। ইজ্যা।	১৪। অধিকারনিষ্ঠা।

১। ক্ষমা—— কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা ত্যাগের নাম ক্ষমা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উচ্চ ন্যায়। প্রহ্লাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া জগতের আদর্শস্বরূপে পূজিত হইতেছেন।

---

(১) গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণমনুক্রমাৎ।।
(ভাঃ ১১/১৭/৩৯)

(২) যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জিতেন বা।
— ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্।।

২। কৃতজ্ঞতা---- কেহ উপকার করিলে, তাহা সর্বদা স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা। আর্যগণ এতদূর কৃতজ্ঞ যে, মাতাপিতার জীবদ্দশায় যতদূর পারেন, তাঁহাদিগকে সেবা করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে অশৌচগ্রহণরূপ কষ্ট স্বীকার, শয়নভোজনের সুখত্যাগ এবং দানভোজন সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য করেন। পুনরায় বর্ষে বর্ষে, কালে কালে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক শ্রাদ্ধ-তর্পণ করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা পূর্ণ্য কর্মা।

৩। **সত্যকথন**— যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহাই বলার নাম সত্যকথন। সত্যবাক্ পুরুষেরা পুণ্যবান্ ও জগতে পূজিত হন।

৪। আর্জব—সরলতার নাম আর্জব। মানবজীবন যত সরল হয়, ততই পুণ্যবান্ হইবে।

৫। অস্তেয়— অপরের দ্রব্য অন্যায়রূপে গ্রহণ করার নাম অস্তেয়। যতক্ষণ পরিশ্রম বা ন্যায়মত দানগ্রহন-দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে দ্রব্যে তাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম লোকেরাই ভিক্ষার অধিকারী। যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রম-দ্বারা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

৬। **অপরিগ্রহ**----সেইরূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। তাহা না করার নাম অপরিগ্রহ।

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।
পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নে নিদ্রানুগো যথা।।
ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তো গৃহেষতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ।।
কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেৎ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ।
(ভাঃ ১১/১৭/৫১-৫৫)

৭। **দয়া**—সর্ব জীবে দয়া করা উচিত। ঔচিত্যবোধে যে দয়া, তাহাই বৈধ দয়া। রাগতত্ত্বে যে দয়াবৃত্তি, তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে। কেবল মনুষ্যগণকে দয়া করিব এবং পশুগণকে নির্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব, এরূপ সিদ্ধান্ত অন্যায়। যাহার ক্লেশ হয়, যাহাতে তাহার ক্লেশ না হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করা উচিত। শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি দ্বারা বিষয়রাগ দূর হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দমনের নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম।

৮। **বৈরাগ্য শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি**— কুবাসনা-কষ্ট সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সামান্য বিষয়পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপরীত। বৈরাগ্য একটী পুণ্য কার্য। বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয় না। বৈধমতে বৈরাগ্যধর্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়।

রাগমার্গে বৈরাগ্য সহজে অবলম্বিত হইয়া পড়ে। তাহা স্থানান্তরে বিবেচিত হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করা পুণ্য কর্ম। চাতুর্মাস্য, দর্শ, পৌণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। আদৌ শয়নভোজনাদি-সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবনধারণ মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।

৯। **সৎশাস্ত্রের সম্মাননা**——সচ্ছাস্ত্রের সম্মান করা সর্বলোকের কর্তব্য। সদসৎ বিচারিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইলে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। যে সকল ব্যক্তি সুযোগ্যতা লাভ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা যোগ্য হয় নাই, অথচ বিধিনিষেধের ব্যবস্থা ও পরমার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়া অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছে। যে শাস্ত্রে অযুক্ত ও নাস্তিক মত দেখা যায়, সে শাস্ত্র অসত্তর্কজনিত। তাহার সম্মান করা উচিত নহে। যেমন, এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া উভয়ে

কূপে পতিত হয়, তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রণেতৃগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোক সকল কুমার্গ-গত এবং শোচনীয়।

বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসৎ—সচ্ছাস্ত্র বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল শাস্ত্র স্বয়ং আলোচনা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া পুণ্য কর্ম।

১০। **তীর্থভ্রমণ**—তীর্থভ্রমণ করিলে অনেক বিষয় জানা যায় ও অনেক কুসংস্কার দূর হয়।

১১। **সদ্বিচার**—সদ্বিচার বা বিবেক সর্বদা আলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কে বা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্তব্য কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে,-----এরূপ বিবেক যাহার নাই, সে মনুষ্য-মধ্যেই পরিগণিত নহে। পশু ও মানবের মধ্যে ভেদ এই মাত্র যে, পশুরা সদ্বিচারশূন্য, মানবগণ ঐবিচারে সমর্থ। আত্মবোধই সদ্বিচারের ফল।

১২। **শিষ্টাচার**—শিষ্টাচার পুণ্যজনক। পূর্ব-সাধুলোকেরা যে সকল আচার পালন করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলই শিষ্টাচার (১)। কালে কালে শিষ্টাচার পরিবর্তিত হয়, যথা-----সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যে গোবধাদি কার্য শিষ্টাদিগের আচরিত যজ্ঞবিশেষে পরিলক্ষিত হইত, তাহা কলিকালে রহিত হইয়াছে। সদ্বিচারদ্বারা পূর্বকৃত বিধি সকল পরীক্ষিত হইয়া শিষ্টাচাররূপে গৃহীত হওয়া কর্তব্য।

পাত্রভেদে মর্যাদা—পাত্রবিচারক্রমে লোকের সম্মান করা একটী প্রধান শিষ্টাচার। ইহাকে মর্যাদা বলা যায়। মর্যাদা ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম-দোষ

---

(১) তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেহঞ্জসা।।
তাননাদৃত্য যোহবিদ্যনর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ।।
(ভাঃ ৪/১৮/৪-৫)

জন্মে। নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মর্যাদা করা কর্তব্য। যথা সামান্যতঃ সকলেই নরমাত্রকে মর্যাদা করিবেন। তদপেক্ষা পদপ্রাপ্ত নরগণকে অধিক মর্যাদা করিবেন। এইরূপ ক্রমশঃ মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া ভক্তগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা করিবেন। এই বিধিক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মর্যাদা সর্বত্র লক্ষিত হয়;----

১। নরমাত্রের মর্যাদা। ২। সভ্যতার মর্যাদা। ইহার অন্তর্গত রাজমর্যাদা। ৩। পদমর্যাদা। ৪। বিদ্যামর্যাদা। ৫। সদ্‌গুণ মর্যাদা। ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণমর্যাদা। ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসী-মর্যাদা। ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণবমর্যাদা। ৬। বর্ণমর্যাদা। ৭। আশ্রমমর্যাদা। ৮। ভক্তিমর্যাদা

পদমর্যাদা হইতে রাজার সম্মান, বিদ্যামর্যাদা হইতে পণ্ডিতদিগের সম্মান, বর্ণমর্যাদা হইতে ব্রাহ্মণসম্মান, আশ্রমমর্যাদা হইতে সন্ন্যাসীর সম্মান, এবং ভক্তিমর্যাদা হইতে যথার্থ ভক্তব্যক্তির সম্মান, এইরূপ জানিতে হইবে।

১৩। ইজ্যা—ঈশ্বরপূজার নাম ইজ্যা। ইহা সকলের পক্ষেই পূণ্যজনক কর্ম। সমস্ত বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকারভেদে ইজ্যার আকারভেদ আছে।

১৪। অধিকার-নিষ্ঠা- কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম— সৎকর্ম পূণ্য ও অসৎকর্ম পাপ। শাস্ত্রে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম— এইরূপ ভেদ করিয়াছেন। পুণ্যকর্মমাত্রেই কর্ম। যাহা না করিলে দোষ হয়, তাহা অকরণের নাম অকর্ম। পাপের নাম বিকর্ম। কর্ম তিনপ্রকার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য কর্ম ত্যাজ্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম গ্রাহ্য ও পালনীয়। ঈশ্বরোপসনা নিত্যকর্ম। পিতৃতর্পণাদি নৈমিত্তিক (১)।

---

(১) ইষ্টং দত্তং হতং জপ্তং মদর্থং মদ্ব তং তপঃ।।

(ভা ১১/১৯/২৩)

তৃতীয়-ধারা

কর্মাধিকার ও বর্ণবিচার

অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয়—অধিকার একটী প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুইপ্রকার অর্থাৎ যে কর্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্যকর্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্যকর্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম পুণ্যরূপে করিতে যোগ্য নয়। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম করেন, তবে সেই কর্ম ফলবান্ হইবে কিনা, তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য অধিকারনির্ণয় সর্বাগ্রে কর্তব্য। কর্মকর্তা নিজের অধিকার-নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকারবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন। আজকাল যেরূপ গুরু ও পুরোহিত বরণ হইতেছে, তাহা শাস্ত্রকৃৎদিগের অভিপ্রেত নয়। নামমাত্র গুরু ও নামমাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা-বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকেই বরণ করা উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করা কর্তব্য; কর্মের যোগ্যতার উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য, নতুবা সহসা বোধগম্য হইবে না। পুষ্করিণী খনন একটী পুণ্যকর্ম। যদি নিজহস্তে খনন করে, তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐ কর্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করে, তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে, সেই পরিমাণই সেই কর্মের অধিকার। অনধিকার কোন ফল হয় না এবং কর্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবাহকার্যে শরীরের যোগ্যতা, সংসারনির্বাহের সামর্থ্য ও

দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানসসংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতা আবশ্যক। এই রূপ যে কার্য করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত।

অধিকার স্বভাবগত ও অবস্থাগত—অধিকার দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বভাবগত অধিকার এবং অবস্থাগত অধিকার। মানবজীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষাকাল,কার্যকাল ও বিশ্রামকাল। যেকাল পর্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জন করে, সে পর্যন্ত তাহাদের শিক্ষাকাল। ঐকালে গ্রন্থালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কর্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করিয়া যে প্রবৃত্তি যাহার প্রবল হইয়া পড়ে, সেই প্রবৃত্তিকে ঐ ব্যক্তির স্বভাব বলে।

স্বভাব-নির্ণয়—যে বংশে জন্ম হয়, সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনাক্রমে বংশীয় স্বভাব, উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্নপ্রকার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বংশব্যতিক্রম-স্বভাবও অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে, শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে কার্যকালের প্রাক্কালে যে ব্যক্তির যে স্বাভাব লক্ষিত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব। বিজ্ঞানসহকারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন। যথাঃ--

১। ব্রহ্মস্বভাব। ২। ক্ষত্রস্বভাব

৩। বৈশ্যস্বভাব। ৪। শূদ্রস্বভাব (১)

১। ব্রহ্মস্বভাবঃ- যে স্বভাব হইতে অন্তরে ন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সহিষ্ণুতা গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশ্বারাধনা

---

(১) শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়াঃ সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্র-প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।

ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে সেই স্বভাবকে ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

২। **ক্ষত্রস্বভাবঃ**- যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান, জগৎরক্ষা, জগৎশাসন ও ঈশ্বরপূজা ইত্যাদি গুণসকল নিঃসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্রস্বভাব বলা যায়।

৩। **বৈশ্যস্বভাবঃ**- যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য, পশুপালন ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তি উদিত হয়, সেই স্বভাবই বৈশ্যস্বভাব।

৪। **শূদ্রস্বভাবঃ**-যে স্বভাব হইতে কেবল পরসেবা-দ্বারা নিজের উদরপালন-প্রবৃত্তি উদিতহয়, সেই স্বভাবকে শূদ্রস্বভাব বলে।

৫। **অন্ত্যজস্বভাবঃ**-কর্তব্যাকর্তব্যবোধরহিত, ন্যায়াচরণবিরত, সর্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরসর্বস্ব, বিবাহবিধিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে নরস্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারিপ্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম স্বীকার করাই কর্তব্য। স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম করিতে গেলে সে কর্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না।

স্বভাবানুসারে বর্ণ নির্ণয়ই বিজ্ঞানসম্মত ও আর্য ঋষি সম্মত—স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়স (**Genius**) বলে। পরিপক্ক

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্য প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।
(ভাঃ ১১/১৭/১৬-১৯)

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোহয়ং সার্ববর্ণিকঃ।।
(ভাঃ ১১/১৭/২১)

স্বভাব পরিবর্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম করিয়া জীবন নির্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটী স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণ-বিভাগদ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগবিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তিমূল বিজ্ঞানজনিত এবং সে সমাজ সর্বমানবজাতির পূজনীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপ খণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার না করিয়াও সর্বদা বৃহৎকর্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীনজাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান ও সহসীক হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব পূর্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশলপ্রাপ্ত হইয়া জগতে একপ্রকার কার্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞানজনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা ? তাহারা জাতিলক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্যজাতি রোম ও গ্রীক্ জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন ? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছহত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্ধক্যদশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত

থাকিবে, সে পর্যন্ত তাহারা আর্য বই অনার্য হইবে না। ইউরোপীয়, রোম প্রভৃতি আর্যবংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্‌স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্যদ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে "মিলিটারী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুইপ্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে পর্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমন যে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতিদ্বারা জলযাত্রাকার্য নির্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ অর্থাৎ যে পর্যন্ত বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্যন্ত তাহার একটী অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থায়ই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। এই জন্য ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ণাশ্রমবিধি দূষিত—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ভারতের অনেক

যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টাস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

বৃত্তানুসারে ব্রাহ্মণতা নিরূপণ— ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয় (১)। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি ব্যক্তিই স্বভাব অনুসারে বর্ণলাভ করিবেন এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণনির্দিষ্ট কর্ম করিবেন। শ্রমবিভাগ-বিধি ও স্বভাব-নিরূপণবিধিদ্বারা জগতের কর্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাবদ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্ত-বংশে অগ্নিবেশ্য স্বযং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক-পুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাঁহার নাম বিতথ রাজা, তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের

---

(১) আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাংহংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যাং তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ।।
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোহয়ং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ।।
ত্রেতাযুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবিন্মখঃ।।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ।।
(ভা ১১/১৭/১০-১৩)

সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্মাশ্ব রাজার বংশে মৌদগল্যগোত্রীয় সতানন্দ, কৃপাচার্য প্রভৃতিজন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারত-যশঃসূর্য মধ্যাহ্নরবির ন্যায় অত্যান্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্বজাতি তখন ভরতবাসিদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণ-ব্যভিচার— বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম অনেক দিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাববিরুদ্ধ ধর্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়া ছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণমধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মনদিগের সর্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে কুব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশনিষ্ঠা, এই ভাবদ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্যসন্তানদিগকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল।

স্বভাবহীনতাই বর্ণ বিশৃঙ্খলতার মূল—ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদিধর্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্যে অধিকার

না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ-পূর্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজেকাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল (১)। আহা! সর্বজাতির শাসনকর্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্যজাতি, তাহার বর্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমন নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণ বিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্বজীবের ও সর্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণ ধর্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণকর্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

বর্ণানুযায়ী কর্মাধিকার—কোন বর্ণের কোন্ কর্মে অধিকার তাহা ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্যসম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরহিত্যে, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্মযুদ্ধ, রাজ্য শাসন,প্রজারক্ষণ বৃহৎবৃহদ্দান প্রভৃতি কার্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশুপালন ও রক্ষণ, কৃষিকার্য ও বাণিজ্যকার্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেবসেবা ও অপর ত্রিবর্ণের সেবাকার্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত,ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ

---

(১) গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা।।
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বনাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াং স্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া।।
আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ।।
(ভাঃ ৭/১৫/৩৮-৪০)

দান, গুরুসেবা, আতিথ্য , পাবিত্র্য, মহোৎসব, গোসেবা, জগদ্বৃদ্ধিকরণ এবং ন্যায়াচরণ, এ সকল কার্যে সর্ববর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্যটীতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূলবিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য, সেই স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এ সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমদেগাপাল ভট্টগোস্বামিকৃত "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" আলোচনা করিবেন।

চতুর্থ-ধারা

আশ্রম-বিচার

বর্ণ ও আশ্রম— মানবের স্বভাব হইতে কর্মের জন্ম হয়। মানবের আশ্রমে কর্মের অবস্থিতি। যে মানব যে আশ্রমে থাকেন, সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া কর্ম অবস্থিত। অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরস্পর অনুস্যূত। তজ্জন্যই কর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে। আশ্রম চারিপ্রকার;---১। ব্রহ্মচর্য। ২। গার্হস্থ্য। ৩। বানপ্রস্থ। ৪। সন্ন্যাস (৪)।

ব্রাহ্মণস্বভাব ব্রহ্মচারীর কৃত্য— ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্যে অধিকার। সংযত চিত্তে, শুদ্ধাচার সহকারে অত্যন্ত বিনীতভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারপূর্বক, গুরুকুলে বাসকরতঃ যাবদধ্যয়ন সমাপ্তি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান পূর্বক

---

(১) বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যা প্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ।।
বৈশ্যস্তু বার্তাবৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ।।
(ভাঃ ৭/১১/১৪-১৫)

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃত্য ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্।।
(ভাঃ ৭/১১/৩০)

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।।
(ভাঃ ৭/১১/৩২)

তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। মুরারি গুপ্তের প্রশংসাস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে;--

প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্বভরণ।।

চতুর্বর্ণের গার্হস্থ্যধর্ম—গৃহস্থাশ্রমে সর্ববর্ণের অধিকার। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্যের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎপরিমাণে উপযুক্ত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন-পূর্বক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। বৈশ্যগণ পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্যোপযোগী বেদবিদ্যা অধ্যায়ন-পূর্বক গৃহস্থ হইয়া থাকেন। শূদ্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গৃহস্থ হইতে পারেন। কোন্ ব্যক্তির কোন বর্ণধর্মে অধিকার, তদ্বিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আর্যসমাজ, ভূস্বামী ইঁহারা অধ্যায়নকাল উপস্থিত হইলেই প্রথমে সিদ্ধান্ত করিবেন। যে বালকের যে স্বভাব লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেইরূপে অধ্যয়নাদি-কার্যে নিযুক্ত করিবেন। অধ্যায়ন- কার্যে যাহার নিতান্ত রতি নাই, অথচ সেবাকার্যে স্পৃহা ও দক্ষতা দেখা যায়, তাহাকে অধ্যায়নাদি-কার্যে নিযুক্ত কার্যে নিস্ফল বিবেচনায় শূদ্রবোধে সেবাকার্যে পটুতা লাভ করিতে দিবেন। গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জন আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অর্থোপার্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন,দান, প্রতিগ্রহ,---এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম; তন্মধ্যে যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহদ্বারা অর্থোপার্জন করিবে এবং যজন, অধ্যাপন ও দানদ্বারা তাহা সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে। করশুল্কাদি গ্রহণ ও অস্ত্রব্যবসায় দ্বারা উপার্জন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সংসারপালন ও জীবিকানির্বাহ করিবে। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্যদ্বারা বৈশ্যগণ এবং ত্রিবর্ণের সেবাদ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা নির্বাহ করিবে। আপৎকালে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু নিতান্ত আপদ্ উপস্থিত না হইলে উক্ত তিন বর্ণ শূদ্রের ব্যবসায় করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বিধি পূর্বক দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবেন। পিণ্ডদান দ্বারা

পিতৃলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা, অন্নাদিদ্বারা অতিথিসেবা এবং সত্য-ব্যবহারদ্বারা সর্বভূতের অর্চনা করিবেন। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারিগণ কেবল গৃহস্থের সাহায্যে প্রতিপালিত হন, অতএব গৃহস্থ-আশ্রম সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বানপ্রস্থ কৃত্য— বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম। বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা সন্তান-জন্মের সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনে প্রস্থানপূর্ব বানপ্রস্থ আচরণ করিবেন। তথায় আপনার অভাব সর্বতোভাবে সংক্ষিপ্ত করিবেন। ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষবল্কলাদিদ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয়গ্রহণ, ক্ষৌরকর্ম পরিত্যাগকরণ, মুনিবৃত্তি অবলম্বন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথাসাধ্য অভ্যাগত-সেবা, ফলমূল ভক্ষণ এবং নিভৃত বনে পরমেশ্বরেব আরাধনা,—এই সমস্ত বানপ্রস্থের কর্ম। সর্ববর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী।

সন্ন্যাস কৃত্য—সন্ন্যাস-আশ্রমই চতুর্থাশ্রম (১)। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বা পরিব্রাজক বলে। পূর্ব তিনটী আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিতান্ত বৈরাগ্যপর, সংসারে মমতাশূন্য, সর্বকষ্টসহিষ্ণু, তত্ত্বজ্ঞ, জনসঙ্গলিপ্সাশূন্য, ব্রহ্মপর নির্দ্বন্দ্ব, সর্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়ালু, নির্মৎসর ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। সন্ন্যাসিগণ সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কোন গ্রামে এক রাত্রের বেশী থাকিবেন না। কোন নগরে পঞ্চরাত্রের অধিক থাকিবেন না। কেবল উপযুক্ত স্থানে চাতুর্মাস্য-বিহিত বিধিমতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম স্বীকার করিতে পারিবেন না।

---

(১) যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ।।
(ভাঃ. ৭৫১৫/৩০)

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তিরাই কোন আশ্রমযোগ্য নয়। দুর্বলের আশ্রম নাই তাহারা আশ্রমীদিগের অনুগ্রহে দিন যাপন করিবে। তাহাদিগের সাহায্য করা আশ্রমীদিগের যথাসাধ্য কর্তব্য।

স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্যই উপযোগী—স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্তব্য নয়। কোন আসাধারণশক্তিসম্পন্ন স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম ও সামর্থ্য লাভ করিয়া যদি ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর ও কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নহে।

গৃহস্থাশ্রমই সাধারণোপযোগী—আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয়। মানবজাতি সাধারণত গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তথাপি সেই সেই আশ্রমের কতকগুলি বিশেষ কর্মাধিকার লক্ষিত হওয়ার, ঐ সকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে সমাজ-জ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না।

ধর্মশাস্ত্র সমূহ— বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে ও পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থ আশ্রমের বিধিসকল বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। গৃহস্থ কি কি কার্য কোন্ সময়ে করিবেন ও কি কি কার্য পরিত্যাগ করিবেন, তাহা সদাচার বলিয়া মনুগণ, ঋষিগণ ও প্রজাপতিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে আহ্নিক, পাক্ষিক, মাসিক, যাণ্মাষিক ও বার্ষিক বিধিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল বিধি অনেক এবং দেশকাল বিবেচনায় রূপান্তরযোগ্য। এই জন্য তাহাদের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব বই আর কিছু লিখিত হইল না।

পঞ্চম - ধারা

আহ্নিক

গৃহস্থের শারীর ও মানস কৃত্য—ব্রাহ্মমূহূর্তে জাগ্রত হইয়া পারমার্থিক এবং ঐহিক যে যে কার্য দিবারাত্রের মধ্যে করিতে হইবে, তৎসমূহ চিন্তাপূর্বক স্থির করিবেন। প্রত্যুষে শারীরিক বিধির অবিরোধী স্থানবিশেষেপুরীষ পরিত্যাগ করিয়া মুখ, বাহু প্রভৃতি সর্বেন্দ্রিয় পরিষ্কার করিবেন। স্বচ্ছ নির্মল জলে স্নান করিয়া যথাযোগ্য পরিধান ইত্যাদি গ্রহণ করিবেন। পরে স্ববর্ণসম্মত ধনোপার্জনোপায় অবলম্বন পূর্বক অর্থসংগ্রহ করিবেন। শরীরের অবস্থা বিবেচনায় মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া ঈশোপাসনা ও তর্পণাদি করিবেন। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্বভূতের জন্য এবং কিছু পতিত ও অপাত্রের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি গ্রহণাশয়ে গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবেন। অতিথি পাইলে তাহাকে যত্নপূর্বক ভোজন করাইবেন। স্বগ্রামী লোকের প্রতি আতিথ্য বিধেয় নয়। অন্যদেশ হইতে আগত, সম্বন্ধহীন, অকিঞ্চন ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবেন। অতিথির গোত্রজাতির অন্বেষণ করিবেন না। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইবেন। পরে গর্ভিনী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন। পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে ভোজন করিবেন। প্রশস্ত, পবিত্র, পাপীলোকের অস্পৃষ্ট, সুপথ্য অন্নাদি বিশুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন। অসময়ে ভোজন করিবেন না। ভোজনান্তে ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। আলস্য পরিত্যাগপূর্বক দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবেন। সায়ংকালে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিবেন। সায়ংকালে মধ্যাহ্নের ন্যায় পক্ক অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়া ভোজন করিবেন। রাত্রে শয়নজন্য অতিথিকে স্থান ও শয্যা দান করিবেন। গৃহস্থ পরিষ্কার ও কীটশূন্য

পর্যঙ্কোপরি পূর্বদিকে বা দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন। পশ্চিমশিরা বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে। অবৈধরূপে স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে একমাত্র বলা আবশ্যক যে শারীর ও মানস বিধি সকল উত্তমরূপে পালনপূর্বক নিষ্পাপ অন্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জন করিয়া নিজের পাল্যগণ, গুরুজন, অতিথি ও নিরাশ্রিত ব্যক্তিগণকে পোষণপূর্বক গৃহস্থ নিজের শরীরযাত্রা নির্বাহ করিবেন।

নির্বিঘ্নে দৈনিক কৃত্যাদি কর্তব্য—আহ্নিকতত্ত্বে যে সকল বিধি দৃষ্ট হয়, সে সমুদায় আজকাল সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। ভিন্নদেশীয় রাজনীতি ও ব্যবহার যেরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহাতে পূর্বমত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। বর্তমান রাজ্যে কার্যসমুদায় মধ্যাহ্নেই হইয়া থাকে, অতএব প্রথমে আহারাদি করা, তৎপরে ধনোপার্জন কার্যাদি করাই প্রয়োজন। বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্যনীতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, ত্রিসবন স্নান ও রাত্রিজাগরণাদি কোনমতেই কর্তব্য নয়। মহর্ষিদিগের মূল তাৎপর্য এই যে, আহার-ব্যবহার, স্নান, শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্য যাহাতে নির্বিঘ্নে ও নিষ্পাপরূপে নির্বাহিত হইতে পারে, সেইরূপই করা কর্তব্য। অতএব আশ্রমীগণ আপন আপন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক নিবৃত্তিপরা শ্রদ্ধাসহকারে আহ্নিককার্য করিতে থাকিবেন।(১)।

---

(১) প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।
আবর্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্।।
হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ।।
এতদিষ্টং প্র বৃত্যাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ।
পূর্তং সুরালয়ারামকুপাজীব্যাদিলক্ষণম্ ।।
(ভাঃ ৭/১৫/৪৭-৪৯)

বিভিন্ন দৈনিক কৃত্য——— শরীরনিষ্ঠ-বিধি, মনোনিষ্ঠ-বিধি,সমাজনিষ্ঠ - বিধি ও পরলোকনিষ্ঠ-বিধি সমুদায়ই আহ্নিককার্যে পালিত হইবে। প্রাতরুত্থান, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত পরিশ্রম, স্নান উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক, স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, স্বচ্ছ জলপান, ভ্রমণ, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ গ্রহণ, তিন প্রহরের অনধিক নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বিধি পালন করা প্রত্যহই কর্তব্য। দিবসের কার্যচিন্তা, ধ্যানশিক্ষা, বিষয়বিচার-শিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, পশুতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব ও জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাসমূহের প্রয়োজনমত আলোচনার দ্বারা প্রত্যহই মনোনিষ্ঠ-বিধি পালন করিবেন। নায়পূর্বক ধনোপার্জন, যথাসাধ্য সংসারপালন, প্রয়োজনমত সামাজিক ক্রিয়াসাধন ও জগদুন্নতিকার্যে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যহ আহ্নিকক্রিয়া করিতে থাকিবেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি পরলোকচেষ্টা-দ্বারা পারলৌকিক আহ্নিক-কার্য করা উচিত। অধিকাংশ কার্যই আহ্নিক। কতগুলি কর্মপাক্ষিক, কতকগুলি মাসিক, কতকগুলি ষাণ্মাসিক, কতকগুলি বার্ষিক ও কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্যকর্ম মাত্রেই আহ্নিক। নৈমিত্তিক কর্ম সকলের মধ্যে কতকগুলি সম-সাময়িক এবং কতকগুলি বিষম-সাময়িক।

গৃহস্থের জীবন সর্বদা পুণ্যময় ও পাপশূন্য থাকিবে। এ পর্যন্ত পুণ্যময় জীবনের ব্যবস্থা হইল। এক্ষণে পাপশূন্যতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান পাপসমূহের আলোচনা করা যাউক (১)।

পাপের প্রকার——প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার।

---

(১) স্তেয়ং হিংসাঽনৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ।।
এতে পঞ্চশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ।।
(ভাঃ ১১/২৩/১৮-১)

যথা— ১। হিংসা বা দ্বেষ। ২। নিষ্ঠুরতা। ৩। ক্রৌর্য বা কৌটিল্য। ৪। চিত্তবিভ্রম। ৫। মিথ্যা। ৬। গুর্ববজ্ঞা। ৭। লাম্পট্য। ৮। স্বার্থসর্বস্বতা। ৯। অপাবিত্র্য। ১০। অশিষ্টাচার। ১১। জগন্নাশকার্য।

নর ও পশুহিংসা—হিংসা তিনপ্রকার— নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। অপরকে নষ্ট করিবার নাম হিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসা উৎপত্তি হয়। কোন কোন বিষয়ে আসক্তি করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নাম দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ রাগের বিপরীত ধর্ম। উচিত দ্বেষ পুণ্যমধ্যে পরিগণিত। অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল। সংসারে বর্তমান থাকিয়া সকলের কর্তব্য যে প্রীতির সহিত পরস্পর ব্যবহার করে। পাপাসক্ত বক্তি তদ্বিপরীত আচরণপূর্বক অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা-—একটী বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত যে, হিংসা পরিত্যাগ করিবে। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্যদ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণহিংসা, জ্ঞাতিহিংসা, স্ত্রী হিংসা, বৈষ্ণবহিংসা, গুরুহিংসা—এইসকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশুহিংসাও সামান্য পাপ নহে। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থসহকারে যে পশুহিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনা মাত্র। পশুহিংসা হইতে বিরত না হইলে নরস্বভাব উজ্জ্বল হয় না।

দেবহিংসা—বেদাদি শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশববৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির

---

(১) লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি যত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাশু নিবৃত্তিরিষ্টা।।
যদ্ঘ্রানভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্।।
(ভাঃ ১১/৫/১১-১৩)

উপায় কথিত হইয়াছে (১)। ফলতঃ পশুহিংসা পশুর ধর্ম, নরধর্ম, নহে। দেবহিংসাটীও গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য মানবসকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরাৎপরতত্ত্বের উপাসনারূপ পরম ধর্ম লব্ধ হয়। অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্মবাদিগণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন। এমন কি, অন্য দেশের ধর্মমন্দির ও ঈশ্বরনিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নহেন। এইসকল কার্যদ্বারা সেই একমাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয়। সৎলোকমাত্রেই এরূপ অবৈধ ও পশুবৎ কার্য হইতে সর্বদা নিরস্ত হইবেন (২)।

নিষ্ঠুরতা—নৈষ্ঠুর্য বা নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার অর্থাৎ নরপ্রতি নিষ্ঠুরতা এবং পশুপ্রতি নিষ্ঠুরতা। নরনারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়। দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে, নির্দয়তারূপ অধর্ম জগতে প্রবেশ করে। সিরাজদ্দৌল্লা ও মিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছিল। যদি কাহার মনে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা থাকে, তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনাদ্বারা ও দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে প্রকারে কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।

কুটিলতা— ক্রৌর্য বা কুটিলতা একটী পাপ। একজন অপর ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ বা অভ্যাসবশতঃ যে অসরল ব্যবহার করে, তাহার নাম কুটিলতা।

---

(২) যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকাহ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে।।
(ভাঃ ১১/৫/১৬)

বিশেষ উদ্বেগজনক কৌটিল্যের নাম ক্রূরতা। যাহারা এই পাপে আসক্ত, তাহাদিগকে খল বলে।

চতুর্বিধ চিত্তবিভ্রম ১। মাদক সেবন—চিত্তবিভ্রম (১) চারিপ্রকার। মাদকসেবন, ছয় রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য। মাদকসেবন-দ্বারা জগতে যে কতপ্রকার অনর্থ হয়, তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্বপ্রকার মদ,গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন , তামাক ও গুবাক মাদকদ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র করিয়া স্বাস্থ্য চ্যুত করে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুচিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে। তামাক তদুভয়বর্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানবপ্রকৃতিকে জড়ীভূত করিয়া অধীন করিয়া লয়। মাদক-সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে, চিকিৎসকের সরল আদেশ ব্যতীত মাদকের নিকটেও না যান।

ছয় রিপুর প্রাবল্য—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য, -----এই ছয়টী চিত্তের রিপু। ইহারা চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে। স্বচ্ছন্দে, নিষ্পাপে দেহ যাত্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ ও দ্রব্য কাম বলা যায় না বাসনা করাকে তদতিরিক্ত বাসনাকে 'কাম' বলি। সেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে লইয়া ফেলে। কামনাপূর্ণ না হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়া লয়। ক্রোধ উদিত হইলে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের প্রতি আঘাত বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য নিঃসৃত হয়। ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপাদন করে। আপনাকে বড় বলিয়া জানার নাম —মদ। বাস্তবিক মানব আপনাকে যত ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, ততই নম্রতারূপ ধর্ম উদিত হইবে। মদ পরিত্যাগের উপদেশদ্বারা যাথার্থ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় নাই। যাহার নিকটে যে ভাল বস্তু আছে,তাহারু উপর নির্ভর

---

(১) অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ [illegible] কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ।।

করা উচিত। বিশেষতঃ ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান করিলে মদসম্পর্ক হয় না। মোহ—সহজেই মন্দ। পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল।

৩। **নাস্তিকতা**—এই ছয় রিপুর মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তহা দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয়। চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতা। নাস্তিকতা দুইপ্রকার, পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং পরমেশ্বর আছেন কিনা এরূপ সন্দেহ করা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিভ্রমবিশেষ, ইহা ভূয়োভূয়ঃ দেখা গিয়াছে। চিত্তবিভ্রমরূপ বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দিহান। কোন কোন লোক সুস্থ অবস্থায় উত্তমরূপে ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটনাবশতঃ ঐ রোগ উদিত হইলেই আর বিশ্বাস করিত না। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করিত।

৪। **জাড্য**—কোন কোন উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তি অহঃরহঃ 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে, আমিই সেই বস্তু। এসমস্তই চিত্তবিভ্রম। জাড্য বা আলস্য পাপমধ্যে পরিগণিত। জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবাণের কর্তব্য।

চতুর্বিধ মিথ্যা ব্যবহার—মিথ্যাব্যবহার চারিপ্রকার ঃ—(১) মিথ্যাকথা বলা, (২) ধর্মকাপট্য, (৩) বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণ ও (৪) পক্ষপাত। মিথ্যাকথা বলা নিতান্ত নিষিদ্ধ। শপথ করিয়া মিথ্যা বলা অধিক দোষযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব মিথ্যাকথা কখনই কোন অবস্থায় বলিবে না।

১। **মিথ্যাকথা**—সংসারে যাঁহারা মিথ্যা আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না; অবশেষে তাঁহারা সকল লোকেরই ঘৃণার্হ হইয়া পড়েন। ধর্মকাপট্য একটী ভয়ানক পাতক। যাঁহারা ঐ পাপে লিপ্ত, তাঁহাদিগকে বৈড়ালব্রতিক বলে।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।

(ভাঃ ১/১৭/৩৮-৩৯)

২। ধর্মকাপট্য—তিলক, মালা, কৌপীন,বহির্বাস, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্মচিহ্নসকল দ্বারা বাহ্যে যাঁহার শরীরকে শোভা করে, কিন্তু ভিতরে ঈশ্বরভক্তি নাই, তাঁহারা ধর্মধ্বজী।

৩। বঞ্চনা—লোকব্যবহারে যাঁহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্য প্রকাশ করেন, তাঁহারা শঠ বলিয়া সর্বলোকের ঘৃণিত হন।

৪। পক্ষপাত—যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যে কোন কারণেই হউক, অন্যায় পক্ষ সমর্থন করার নাম পক্ষপাত। ইহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ত্রিবিধ গুর্ববজ্ঞা— গুর্ববজ্ঞা তিনপ্রকার ঃ—(১) গুরুদেবের প্রতি অবহেলা, (২) উপদেষ্টৃগণের প্রতি অবহেলা ও (৩) অন্যান্য গুরুজনের প্রতি অবহেলা। গুরুগণ কদাচ ভ্রমক্রমে যদি অন্যায় তাড়ন করেন, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিবে না। কৌশল ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করিবে। গুরুজনের অন্যায় অনুমতিপ্রতিপালন না করিলে গুর্বজ্ঞা হয়।

বিবিধ লাম্পট্য—লাম্পট্য তিন প্রকার, (১) অর্থলাম্পট্য (২) স্ত্রীলাম্পট্য, (৩) প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য। ধনও বিষয়াদির লাম্পট্যাদির লাম্পট্যকে অর্থলাম্পট্য বলে। অর্থলাম্পট্য ক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ তাঁহাদের সমস্ত সুখ অপহরণ করে। অতএব ঐ লাম্পট্য পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়া যায়, এইরূপ অর্থ বা বিষয় লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীলাম্পট্য একটী

---

(১) সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদযাতি সংক্ষয়ম্।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুসু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।।
(ভাঃ ৩/৩১/৩৩-৩৪)

বৃহৎ পাপ। পরস্ত্রী বা বেশ্যা-সঙ্গ কখনই কর্তব্য নয়। বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে হইলেও শারীরিক ও সামাজিক কয়েকটি বিধি লক্ষ্য করা কর্তব্য। কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন। স্ত্রৈণ হইলে সর্বনাশ হয় (১)। অন্যায়রূপে স্ত্রীসঙ্গক্রমে দেহের দৌর্বল্য জননেন্দ্রিয়ের বুদ্ধিহানি ও দূর্বল অল্পায়ুঃ সন্তানোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পক্ষে পুরুষগণের একুশ বৎসর বয়সের ও স্ত্রীগণের ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষসঙ্গ করা অনুচিত বোধ হইতেছে। ধর্মপ্রবৃত্তির দ্বারা স্ত্রীলাম্পট্যকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠালাম্পট্যক্রমে মানবের কার্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিঃস্বার্থভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত।

স্বার্থপরতা—স্বার্থসর্বস্বতা একটী প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতি সাধন ও পারলৌকিক বাস্তবমঙ্গল লাভের জন্য যে সকল যত্ন করা যায়, তাহাকেও স্বার্থ বলা যায়। সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। ভগবানের এই একটী আশ্চর্য প্রকৃত স্বার্থ বলি, সেটী নিজের ও জগতের নিয়ম যে, তাহাতে যুগপৎ মঙ্গল সাধন করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্মঙ্গল কার্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। যে স্বার্থ নিন্দনীয়, সে কেবল পরের অমঙ্গল সহকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপাল্যদিগের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সৎকার্যকার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য, হিংসা, লাম্পট্য ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থসর্বস্বতা যত পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গলজনক। অতএব স্বার্থসর্বস্বতারূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ না করিলে মানব কোন সৎকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না (১)।

---

(১) প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

ত্রিবিধ অপবিত্রতা—অপাবিত্র্য শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিনপ্রকার, দেশগত-অপাবিত্র্য, কালগত-অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে। সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণবশতঃই সেই সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞানলাভ, অন্য দেশের মঙ্গলজন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশল দ্বারা উদ্ধার বা ধর্মপ্রচার এই প্রকার কার্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশগমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের কর্মকাণ্ড-সম্বন্ধে অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু কর্মসকল নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইলে সেই নিয়মিত সময়েই সেই সেই কর্ম করা কর্তব্য। বিভাগের উদ্বর্ত কালকে কোন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নিয়মিত কার্যের পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই সেই অকালগত কার্যে অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অকাল স্ত্রীগমন, অকাল ভোজন ও নিদ্রা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্যেও অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অসৎপাত্র সম্বন্ধে যে কার্য করা যায়, তাহাতেও অপাবিত্র্য হয়। মদ্যপায়ী ও লম্পট লোকের হস্তে পাপকার্য বা দেবপূজাকার্য অর্পিত হইলে পাত্রগত অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। শরীর, বস্ত্র, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও অপাবিত্র্য ঘটে। মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া জল-ব্যবহার দ্বারা শারীরিক অপাবিত্র্য দূর করা উচিত। ভ্রম ও মাৎসর্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্তব্য।

নৈতান্ বিহায় কৃপাণান্ বিমুমুক্ষ
একো নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।।
(ভাঃ ৭/৯/৪৪)

অশিষ্টাচার—অশিষ্টাচার একটী পাপ। সৎলোক কর্তৃক যে সমস্ত আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিয়া যাহারা ম্লেচ্ছদিগকে লক্ষ্যপূর্বক আচার-ব্যবহার স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছুদিন ম্লেচ্ছসংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগপূর্বক ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণপূর্বক পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পঞ্চবিধ জগন্নাশকার্য—জগন্নাশকার্য পঞ্চপ্রকার (১) সৎকার্যের ব্যাঘাতকরণ (২) ফল্গু বৈরাগ্য, (৩) ধর্মের নামে অসদাচার প্রবর্তন, (৪) অন্যায় যুদ্ধ ও (৫) অপচয়। অন্যলোকে যে সৎকার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার স্বতঃ ও পরতঃ ব্যাঘাতকরণের যত্ন করিলে জগন্নাশকার্য করা হয়।

যথার্থ বৈরাগ্য—ভগবদ্ভক্তজনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয়বৈরাগ্য হয়, তাহা উত্তম; কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্তমান থাকিয়া গৃহস্বধর্ম উত্তমরূপ পালন করাই সাধারণের কর্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যআচারণ করিবে। অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ চেষ্টাসমূহ খর্ব করিবে। ইহার নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাতপ্রযুক্ত গৃহধর্ম পরিত্যাগ করেন, সে কার্যটী পাপকার্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া পরে ভক্তি অর্জন করিব, তাই মনে করিয়া ভেকধারণরূপ বৈরাগ্যলিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম, যেহেতু ঐ বৈরাগ্য-স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য

---

(১) স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।

(ভাঃ ১১/২১/২)

কয়েক দিবসের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়া হয় এবং তদ্গ্রহিতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার-প্রবর্তনের যোগ্য হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নিদিষ্ট আছে, সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার (১)। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকার-গত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ততা-সহকারে উচ্চাধিকারযোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্যসকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম-লোপরূপ ধর্ম-প্রবর্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী, ভাক্ত, ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য দ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশকার্যবিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ। রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সে অধর্ম ও জগন্নাশকার্যবিশেষ।

পাপ ও অপরাধ—নিতান্ত ন্যায়যুদ্ধ ব্যতীত সর্বশাস্ত্রে অন্যযুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায়রূপে ব্যয় করিলে অপচয়রূপ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুতা-লঘুতা-অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর প্রতিকৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জনীয়। আগামী বৃষ্টিতে মুখ্য প্রবৃত্তিযুক্ত বিধির বিচার করা যাইবে।

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, বিধিনিষেধ সকলের কেবলমাত্র দিগ্দর্শন করিলাম। যাঁহারা অধিক জানিবার ইচ্ছা করেন, মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণসমূহে ঐ সকল বিষয় যাহা লিখিত আছে, সেই সমুদয় পাঠ করিবেন। ধার্মিক

জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলের যত্ন করা উচিত (১)। এই সমস্ত সৎকর্ম দুইপ্রকার অর্থাৎ ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক। ত্রৈবর্গিক ধর্ম অনিত্য কর্মকাণ্ডময় ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। আপবর্গিক ধর্ম উচ্চএবং মোক্ষ প্রদান করে। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।

---

(১) বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ।।
(ভাঃ ১১/১৮/৪৭)

তৃতীয়-বৃষ্টি

মুখ্যবিধি বা বৈধী ভক্তির সাধারণ–বিচার

প্রথম-ধারা

বৈধী ভক্তির লক্ষণ

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্ম—শাস্ত্রীয় বিধি হইতে যে ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৈধধর্ম বলে। বৈধধর্ম দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক বা ত্রৈবর্গিক বৈধধর্ম ও পারমার্থিক বা আপবর্গিক বৈধধর্ম। ধর্ম, অর্থ ও কাম---এই তিনটী বর্গ যে ধর্মে পাওয়া যায়, তাহাই ত্রৈবর্গিক ধর্ম। তাহাতে কেবল শরীর, মন, সমাজ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি-সাধন করে এবং পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ হয়। স্বর্গসুখ--অনিত্য। তাহা ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আসে। পূর্বে যে বর্ণাশ্রমধর্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা বাস্তবিক আর্থিক। ধর্ম, অর্থ ও কাম চক্রাকারে আসিতে থাকে। জীবের তাহাতে কর্মজড়মুক্তি হয় না। অর্থ ই ঐ ধর্মের তাৎপর্য, অতএব তাহার নাম আর্থিক। কর্মের যতপ্রকার অবান্তর ফল আছে, সেই সমুদয়ই অর্থ (১)। অর্থ পরে কর্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে। এই প্রকার ধর্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল

---

(১) ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্।।
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্।।
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্।।

যেখানে সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ বা অপবর্গ। ত্রৈবর্গিকধর্ম—বহুদেবতানিষ্ঠ বা ভগবন্নিষ্ঠ। একটীমাত্র উদাহরণ দিব। বিবাহ একটী কর্ম, সন্তান-উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান-উৎপত্তি কর্ম-রূপ হইয়া পিণ্ডদানরূপ অর্থকে উদ্দেশ্য করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্মরূপ হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপাদন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গলরূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্মরূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে। সে সকলই অনিত্যফলজনক (১)। সন্তানের সুখ ও অবশেষে মোক্ষজনিত শান্তি ও ব্রহ্মসুখ পর্যন্ত ধর্ম ও অর্থ-শৃঙ্খল চলিয়া গেল। ব্রহ্মসুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরমপুরুষের সেবাসুখ রূপে পরিণত হয়, তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং একমাত্র চরমফলরূপে পরমার্থ লাভ হয়। অপবর্গ-

---

(১) আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ।।
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরোর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্।।
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থমুমাং সতীম্।।
ধর্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদগণান্।।
রাজ্যকামো মনুন্ দেবান্ নিঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্।।
অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ।। ভাঃ ২।৩।২-১১
তাবৎ স প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।। ভাঃ ১১।১০।২৬

শব্দের দুইটী অর্থ আছে;—মোক্ষ এবং ভক্তি। মোক্ষ হইলে আত্মা জড়মুক্ত হইয়া নিত্যধর্মরূপ ভক্তি লাভ করে।

আর্থিক ও পারমার্থিক ধর্মের পার্থক্য— যে পর্যন্ত ধর্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ্য করে, সে পর্যন্ত ঐ ধর্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐ ধর্ম পরমার্থ পর্যন্ত উদ্দেশ করে, তখন ঐ ধর্মের নাম পারমার্থিক ধর্ম। আর্থিক ধর্মের অন্যতম নাম নৈতিক বা স্মার্তধর্ম। পারমার্থিক বৈধধর্মের নাম--সাধন-ভক্তি। নৈতিক বা স্মার্তধর্মে যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা ও যজ্ঞেশপূজা ইত্যাদি ঈশ-আরাধনা দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐ সকল নিত্য-নৈমিত্তিক ঈশ্বরপূজা-দ্বারা ধার্মিকের জড়স্বভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়। ঈশপূজা স্মার্তধর্মের অন্যান্য নীতির মধ্যে একটী নীতি মাত্র, নিত্য-ঈশানুগত্যলক্ষণ যে পারমার্থিক বিধি, তাহা নয়। যে কর্ম কেবল জগতের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক শিবসাধক, সে কর্ম নৈতিক। পরমেশ্বরকে তত্ত্বতঃ অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসনারূপ প্রবৃত্তিশোধক নৈতিক কার্য স্বীকার ত্রৈবর্গিক ধর্মে আছে। নাস্তিকপ্রধান কর্মটীও একপ্রকার চিত্তশোধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্মমার্গে যে ঈশ্বারাধনা, সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগশাস্ত্রে যে ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা যোগসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ । কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে যে বৈধী ভক্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা পারমার্থিক বা বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম। একটু গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, নৈতিক বা স্মার্তমতের বৈধ আর্থিক ধর্ম এবং নিত্য-ঈশানুগত্যরূপ বৈধ পারমার্থিক

কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ।।
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ।।

(ভাঃ ১১।১০। ২৯-৩০)

ধর্মে অত্যন্ত বৃহৎ তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। সেই তাত্ত্বিক পার্থক্য ক্রিয়ার আকারগত নয়, কিন্তু চিত্তের নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বরনৈতিক ও কর্মপ্রিয় স্মার্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্মের অবধি খর্ব করতঃ ধর্ম, অর্থ, কাম পর্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্মকে ত্রৈবর্গিক আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধ পারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্মের ফল যে ধর্ম, অর্থ ও কাম তাহাতে অপবর্গ ও তদন্তরে নিরুপাধিক প্রীতিরূপ অপর্যাপ্ত ফল যোজনা-দ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আকার প্রদান করেন; সুতরাং সে আকার পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিক ধর্ম পারমার্থিক ধর্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডধর্মবিশেষ। বৈধধর্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা 'মুখ্যবিধি সংজ্ঞা লাভ করিয়া পারমার্থিক ধর্ম হইয়া পড়ে (১) আর্থিক বৈধধর্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধধর্ম হয়। ঈশানুগত্যরূপ জীবের নিত্যধর্মকে আর্থিক বৈধধর্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধধর্মরূপ মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধধর্ম হয়। সংসারস্থিত জীব পারমার্থিক ধর্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রমগত বৈধ আর্থিক ধর্ম তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না। তাঁহার শরীর, মন, সমাজ সর্বদাই বর্ণাশ্রমধর্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে; কিন্তু শরীর, মন ও সমাজের পুষ্টিদ্বারা স্বচ্ছন্দে সুখাসীন হইলে তাঁহার আত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন (১)। বৈধ আর্থিক ধর্মকে 'কর্মকাণ্ড' বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্মকে 'ভক্তি' অর্থাৎ 'সাধনভক্তি' বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণবিধিরূপ কর্ম একটী পর্ব এবং মুখ্যবিধিরূপ ভক্তি একটী পর্ব এরূপ লক্ষিত হইবে।

---

(১) স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।

(ভাঃ ১/২/৬-৭)

ভক্তিলাভের দ্বিবিধপ্রথা— এইস্থলে আর একটী বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য। জীবের ভক্তিলাভ-সম্বন্ধে দুইটী প্রথা আছে; ১/ ক্রমোন্নতিপ্রথা, ২/ আকস্মিকী প্রথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপ-গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি -প্রথা উপদেশ করেন ঃ-----

জীবের শ্রেণী বিভাগঃ—

বদ্ধজীব অনন্ত

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর ভেদ।।
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।।
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে।।
ধর্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্মনিষ্ঠ মধ্যে হয় একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্তমধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।

কৃষ্ণভক্ত---নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।

ভক্তজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠতা— বৃক্ষাদি স্থাবরসকল আচ্ছাদিতচেতন। তির্য্যক্, জলচর এবং স্থলচরগণ সঙ্কুচিতচেতন। পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি বন্যজাতীয় মানবগণ এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতাসম্পন্ন ম্লেচ্ছগণ নীতিশূণ্য। বৌদ্ধ

---

(১) অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।।
(ভঃ ১/ ২/ ১৩)

প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবলনৈতিক। যাহারা বেদমুখে মানে, তাহারা--কল্পিত সেশ্বরনৈতিক। ধর্মাচারীগণ--বাস্তব সেশ্বরনৈতিক। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞাননিরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটি কোটি জড় বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বরনৈতিদিগের মধ্যে যাহারা ভোগরূপ কর্মফল, মুক্তিরূপ জ্ঞানফল বা সিদ্ধিরূপ যোগফলকে স্বীকার করে, তাহারা----অশান্ত। কৃষ্ণভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া অভিহিত হন। প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, বন্য--নরগণ সভ্য ও জ্ঞানপরায়ণ হউক্, পরে নীতি স্বীকার করুক,পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া ধর্মাচারী হউক্, ধর্মাচারীগণ ভুক্তি,মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণভক্তি অঙ্গীকার করুক, ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতির বৈধ সোপান। ইহাই সর্বশাস্ত্রের নির্মল বিধান ও নিশ্চয়ফলজনক বর্ত্ম।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন যথা;—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।।

কৃষ্ণকৃপা, সাধুকৃপা ও পূর্বসাধনফলের বিঘ্নবিনাশ— এই তিনটি কার্যদ্বারা আকস্মিকী প্রথা যে স্থলে কার্য করে, সে স্থলে ক্রমোন্নতি বিধি স্থগিত হইয়া পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ।

ভক্তজীবনে সমগ্র নৈতিকগুণ অনুস্যূত—যুক্তি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সমস্ত বিপরীত ধর্ম যে তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, বিধিও প্রসাদের যে যুক্তিগত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, সুতরাং তাহাও সেই তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে। নারদ -কৃপায় অনৈতিক ব্যাধ নীতি স্বীকার না করিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রে কৃপায় বন্যনারী

শবরীও ভাবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা বন্যজীবনও ভক্তজীবনের মধ্যগত অন্যান্য অবান্তর জীবনসম্বন্ধীয় ধর্ম অভ্যাস করে নাই। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের সত্যজীবন ও নৈতিক-জীবনগত সমস্ত সৌন্দর্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছিল (১)।

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহারা ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হয়, উত্তম।

ক্রমোন্নতি প্রথায় নিয়মাগ্রহ পরিত্যাজ্য—ক্রমোন্নতি প্রথা-সম্বন্ধে জীবের কর্তব্য এই যে, আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন, সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করে। স্বভাবের গতিতে এরূপ

---

(১) সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।।
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োহন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেহনঘ।।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।।
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকপথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে।।
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।।
(ভাঃ ১১।১২।৩-৭)

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি।।
(ভাঃ ১১।১২।৯)

কোন মঙ্গলবীজ আছে, যদ্দ্বারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে উচ্চগতিই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিঘ্নও এত যে, সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সঙ্ঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চগতির বাসনা করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সর্বদা জাগ্রত থাকিবেন। একজীবন হইতে অন্যজীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই যে, যে--জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ়পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে-জীবনে আমি দৃঢ়পদ হইয়াছি, তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ জন্য পূর্বনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটী পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতিকার্যে এ্কটী সোপান নিষ্ঠাত্যাগ ও অপর -সোপাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্যফল দূরে পড়ে। বন্যজীবন, সভ্যজীবন, কেবলনৈতিকজীবন, কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন, বাস্তবসেশ্বরনৈতিক-জীবন, সাধনভক্তজীবন এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতিবিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেমমন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা ঘটিলে বিঘ্নদ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্ততা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজনমতে যথাযোগ্য নিষ্ঠাগ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগপূর্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে, আমার কি জন্য কৃষ্ণভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিসোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক্ চেষ্টা দেখা যায়

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ।।

(ভাঃ ১১।১২।১৪-১৫)

না। হয়ত অসভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড় বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বরনীতিতে, নয় সেশ্বরনীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না (১)। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদচূড়া লাভ হইতে পারে? অনেক বৈধভক্ত ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না, অথচ ভাবাভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব-প্রেমাদিলাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্মনিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেমরত্ন সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতিবিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাঁহারা মৃত মৎস্যের ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্ত্বাকে বিসর্জন করেন, তাঁহারা এই ভাবসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাটায় পশ্চাদ্‌গত হইতে থাকেন। অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন (২)।

জ্ঞানকর্মাদি অন্যাভিলাষ দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি— উপরোক্ত উভয়বিধ ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ, তাহা বৈধীভক্তিতেও লক্ষিত

---

(১) অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ যড়্ ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ।।
(শ্রীউপদেশামৃতম্।)

(২) মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোক মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।
(গীঃ ৯।৩২, ৩৩)

হইবে। ভক্তির সামান্য লক্ষণ এই যে, স্বীয়-বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্যপ্রকার অভিলাষশূন্য ,জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা অনাবৃত, অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণনুশীলনকে 'ভক্তি' বলি(১)। ইহার অর্থ এই যে, অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ। কর্মমার্গে যে ঈশ্বর-অনুশীলন বর্ণাশ্রম-ধর্মবিচারে বিবেচিত হইয়াছে, তাহা নৈতিক কার্যবিশেষ, ভক্তি নয়, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু,ঈশ্বরানুগত্যরূপ বৃত্তিটী তথায় সেই প্রভুর দাসরূপে অবস্থিত। জ্ঞানমার্গে যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে, তাহার অনুশীলন শুষ্কজ্ঞানময়। তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তিটী দাসস্বরূপ। তাহা ভক্তি নয়। অতএব ভগবদনুশীলনই--ভক্তি (২)। সেই অনুশীলন সর্বদা আনুকূল্যভাবময় হওয়া আবশ্যক। অনুশীলন প্রাতিকূল্যময়ও হইতে পারে, তাহা ভক্তি নয় অর্থাৎ জীবনকে ভক্তির অনুকূল করিয়া ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। সংসারে বর্তমান জীবগণের শরীর সম্বন্ধজনিত কর্ম অনিবার্য ও জড়াজড়সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞানও অনিবার্য। কিন্তু ভগবদনুশীলনকে ঐ কর্ম ও জ্ঞান যেস্থলে আবৃত করে, সে স্থলে ভক্তিসত্তা থাকে না। যেস্থলে ঈশানুগত্যরূপা বৃত্তি কর্ম ও জ্ঞানের উপর প্রভুতা লাভ করে, সেই স্থলে ভক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়।

আত্মাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের আনুগত্য দেহ ও মনচালনাই বৈধীভক্তি—
বৈধভক্তজন ভগবদনুশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য বলিয়া জানিবেন।

---

(১) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।)

(২) দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিকর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা।।

(ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩)

সর্বদা আনুকূল্যভাবে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেষদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অনুশীলন করিবেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবেন। তাহারই নাম আনুকূল্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মদ্বারা শরীরযাত্রা নির্বাহকালে সেই ধর্ম্মের মূল যে নীতি, তাহাকে ভগবদনুশীলনের উপর কোন প্রভূতা অর্পণ করিবেন না, বরং সেই অনুশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ব্যবহারকে রাখিবেন। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু ও চিত্তত্ত্ব, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যতপ্রকারের জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদনুশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোনপ্রকারে ঐ সকল বিচারকে সেই অনুশীলনবৃত্তির উপর প্রভূতা অর্পণ করিবেন না। সংসারে যে কর্ম্ম করুন বা বিচার করুন, ঐসকল কর্ম্মও বিচারের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেন না। এইরূপ বৈধভক্তদিগের জীবন।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথাগঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

দ্বিতীয়-ধারা

ভক্তি-অনুশীলন-বিধি

ভক্তিযোগ পঞ্চবিধাবৈধীভক্তি----বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত করিবার জন্য বৈধভক্ত নিরন্তর যত্ন করিবেন, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে (১)। বৈধভক্তগণের ভগবদনুশীলনই কর্তব্য। তাহা পঞ্চপ্রকার, যথা ঃ---

১/ শরীরগত অনুশীলন। ২ / মনোগত অনুশীলন। ৩/আত্মগত অনুশীলন। ৪/ প্রকৃতিগত অনুশীলন। ৫ / সমাজগত অনুশীলন।

১। সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেম্বদ্ধা যথোচিতম্।।
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।।
সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।।
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।।
শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মনঃ।
জন্মকর্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্।।

(ভাঃ ১১।৩।২৩-২৮)

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

(গীতা ৯।২৬)

(১) সপ্তবিধ দৈহিক অনুশীলন — আমরা ক্রমশঃ পঞ্চপ্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শরীরগত অনুশীলনের ব্যাখ্যা করি। শরীরগত অনুশীলন সপ্তপ্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় ইহার অন্তর্গত। ১/ শ্রবণগত অনুশীলন। ২ / কীর্তনগত অনুশীলন। ৩/ আঘ্রাণগত অনুশীলন ৪/দর্শনগত অনুশীলন। ৫/ স্পর্শগত অনুশীলন ৬/ স্বাদগত অনুশীলন। ৭ / অঙ্গগত অনুশীলন (১)।

(ক) ত্রিবিধ বর্ণগত অনুশীলন ঃ শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ--শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ববিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণবজীবনচরিত্র, বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্রশ্রবণ বলা যায়। বেদান্ততাৎপর্য সহকারে অবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্বক যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ মহানুভবগণ-কর্তৃক বিচরিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলন -কার্য বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তিই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য। শাস্ত্রের উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি--- এই ছয়টী শাস্ত্রতাৎপর্য বোধ করিবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয়-লিঙ্গনির্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্বপ্রকার বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য।

---

(১) শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।।
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।।
মদর্থেমঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্।।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ।।
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে।।
(ভাঃ ১১। ১৯। ২৪)

যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা--বর্ণন-দ্বারা ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেবাকালের গীতবাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করিবে।

(খ) **পঞ্চবিধ কীর্তনগত অনুশীলন**— কীর্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্বোক্ত-মত শাস্ত্রকীর্তন, নামলীলাদি কীর্তন, স্তবপাঠরূপ কীর্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ--এই পঞ্চবিধ কীর্তন। নামলীলাদি কীর্তন, বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতদ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিনপ্রকার- প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

(গ) **আঘ্রাণগত অনুশীলন**— ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণপূর্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিবে। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণদ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রাগ সমৃদ্ধ হয়; তাহা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে।

(ঘ) **দর্শনগত অনুশীলন**---_শ্রীমূর্তিদর্শন, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্বস্মারক চিত্রাদি দর্শনদ্বারা দর্শনগত অনুশীলন করা কর্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্মুখ রূপাদি দর্শনদ্বারা বিষম বিষয়কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যাহা কিছু জগতে দেখা যায়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

(ঙ) **স্পর্শগত অনুশীলন**— ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা স্পর্শ-কার্য হয়। বৈধভক্তজনের কর্তব্য যে, বহির্মুখ শরীর বা দ্রব্যস্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্তি স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত-জন স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্তজন এ বিষয়ে

এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, যে সম্বন্ধেই হউক, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবলমাত্র শরীর সংলগ্নকেই স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর সংলগ্নদ্বারা চিত্তে যে ইন্দ্রিয়সুখোদয় হয়, তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্তব্য।

(চ) স্বাদগত অনুশীলন—স্বাদগত অনুশীলন দুইপ্রকার,—প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদন করিবেন না। বহির্মুখ বস্তুতে আস্বাদনবৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবদ্ভক্তপ্রসাদ উভয়ই আস্বাদ্য ও ভক্তিবৃত্তির পুষ্টিকর।

(ছ) অঙ্গগত অনুশীলন—অঙ্গগত অনুশীলন—দ্বাদশপ্রকার; তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব পরিচর্যা, শ্রীমূর্তির পরিচর্যা, অর্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত পুন্যজলে স্নান, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। 'তাণ্ডব'—অর্থে নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া অভ্যর্থনা করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম—অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠানস্থান, তথায় গমন করা কর্তব্য। উপকরণ দ্বারা ভগবৎপূজারূপ অর্চন, ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গাযমুনাদির পবিত্র জলে স্নান, আচার্যদত্ত তিলক-মালাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন--ধারণ ও শরীরে হরিনামাক্ষরাদি চন্দনদ্বারা অঙ্কন করিবে।

সমস্ত দৈহিক অনুশীলনে ভক্তিমিশ্রিত করা কর্তব্য পঞ্চবিধ মানসিক অনুশীলন—এইপ্রকার নানাবিধ শরীরগত ভগবদনুশীলন বৈধভক্তদিগের কর্তব্যরূপে নিনীত আছে। বদ্ধজীব শরীরী; অতএব শরীর-সত্ত্বে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্মুখতা না ঘটে, অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পাদন জন্য যতপ্রকার কার্য করিতে হয়, সেই সমুদয় ভগবদ্ভাব-মিশ্রিত হইয়া

তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয়, ইহাই তাৎপর্য। এক্ষণে আমরা মনোগত অনুশীলনের আলোচনা করিব। শরীরগত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া আছে, কিন্তু মনের কতকগুলি ধর্ম আছে, যাহা শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া 'মনোগত' নামে শরীর-গত-ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন করা হইয়াছে। স্মৃতি, চিন্তা, চিত্তের নম্রতা, ভাব, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানসংগ্রহ এই গুলিকে শুদ্ধ মনোগত কার্য স্থির করিয়া মনোগত অনুশীলনকে পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে;--

১। স্মৃতি, ২। ধ্যান, ৩। শরণাপত্তি, ৪। দাস্য, ৫। জিজ্ঞাসা।

স্মৃতি— স্মৃতি দুইপ্রকার, নামস্মৃতি ও মন্ত্রস্মৃতি। তুলসীমালায় সংখ্যা করিয়া যে হরিনাম করা হয়, তাহার নাম--নামস্মৃতি। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম মন্ত্রস্মৃতি (১) স্মৃতিও ধ্যানের ভেদ এই যে, স্মৃতিতে নাম , মন্ত্র , রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়।

ধ্যান— ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে।

শরণাপত্তি— শরণাপত্তিও মনোগত কার্যবিশেষ। সমস্ত ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটী ভক্তিবিশেষ(১)। বৈধভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই, কিন্তু ভগবান্‌ই একমাত্র আশ্রয়, এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিই তাঁহাদের পক্ষে শরণাপত্তি।

দাস্য— তাঁহারা কর্মজ্ঞানের ভরসা করেন না। ভগবানের দাস্য একটী মানসিক ভাব (২)। বৈধভক্তগণ রসবিশেষান্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না।

---

(১) যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।

জিজ্ঞাসা— জিজ্ঞাসা ভক্তদিগের একটী প্রধান কার্য (৩)। ভগবত্তত্ত্বজিজ্ঞাসা যখন উদিত হয়, তখন প্রথমে গুরুপাদাশ্রয়, তদনন্তর দীক্ষা ও অবশেষে ভজনপ্রক্রিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ব্যতীত বদ্ধজীবের আর কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে? ভক্তিশাস্ত্রে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছাকে একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আত্মগত অনুশীলন ছয়প্রকার যথা ঃ—

১। সখ্য। ২। আত্মনিবেদন। ৩। ভগবানের জন্য অখিলচেষ্টা।
৪। প্রয়োজনমাত্র বিষয়-স্বীকার। ৫। ভগবানের জন্য নিজভোগ পরিত্যাগ।
৬। সাধুবর্ত্মানুবর্তন।

বৈধভক্ত সম্পূর্ণ প্রাকৃত অহঙ্কারমুক্ত নহে – বৈধ ভক্তগণ-সম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে, তিনি জড়মুক্ত আত্মা নহেন; কিন্তু জড়বদ্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কাররহিত। বৈধ ভক্তের আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধ শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই (১)। তদবস্থ আত্মা বৈধভক্তি-সাধনকালে

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।
(গীঃ ১৩। ৬-৭)

(১) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।
(গী ঃ ১৮। ৬৬)

(২) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।
(গী ঃ ১৮। ৬৫)

(৩) ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।
(গী ঃ ১৮। ৫৫)

আত্মাসম্বন্ধীয় একটী ভাববিশেষের আলোচনা করেন, সেই আলোচনার নামই আত্মগত ভগবদনুশীলন।

বৈধভক্তের আত্মগত ভগবদনুশীলন— আদৌ ভগবান্‌কে অত্যন্ত প্রিয়সখা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রসগত-সখ্য হইতে ভিন্ন। এই সখ্যই রসগত-সখ্যের বীজস্বরূপ। ভগবানের পাদপদ্মে আত্মা সর্বস্ব নিবেদন করেন। যাহা আমার আছে, সে সমুদয়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যত্ন আর করেন না। যে সমুদয় শরীরগত ও মনোগত চেষ্টা করেন, সে সমুদয়ই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন সমস্তই ভগবৎসেবার উপকরণ বলিয়া জানেন।

দেহ, মন ও আত্মার ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োগ— সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আমি ভগবৎসেবায় উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদরূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্য আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে মনের ভাব হইয়া উঠে।

সাধুবর্ত্মানুবর্তন— ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন এবং পূর্ব পূর্ব ভক্তগণ যে সমস্ত সাধুবর্ত্ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধানপূর্বক নিজে সাধ্যমত তাহার অনুবর্তন করেন।

দেশ, কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলন ঃ বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মাদ্বারা

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিত ঃ।।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

(গী ঃ ১৮।৫২-৫৪)

ভগবদনুশীলন করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যেহেতু তদতিরিক্ত আবরণরূপ একটী প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন যে, নিজ শরীর ও ঐ শরীরান্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটী অতীব ক্ষুদ্র অংশ। সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভাগে যে অসীম কাল ও অসীম দেশ দেখিতেছি ও বস্তুস্বরূপ বহুবিধ দ্রব্য দেখিতেছি, সমস্তই আমার প্রভুর অর্চনসামগ্রী হউক। প্রভু আমার নয়নগোচরে সর্বত্র নৃত্য করুন এবং সর্ববস্তুই তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকুক। এই ভাবে আর্দ্র হইয়া তিনি দেশ, কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতিগত অনুশীলন তিনপ্রকার যথা ঃ—

১/ দেশগত অনুশীলন (১)। ২/ কালগত অনুশীলন (২)। ৩/ দ্রব্যগত অনুশীলন (৩)।

দেশগত অনুশীলন, তীর্থ ভ্রমণ ও তীর্থবাসাদি— বৈষ্ণবতীর্থ ভ্রমণ, ভগবদধিষ্ঠানাদি-স্থানে গমন ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ ও পত্তন দর্শনে যাত্রা - এই তিনপ্রকার দেশগত ভগবদনুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম, কাঞ্চি, মথুরামণ্ডল, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ। সেই সেই স্থানে যে

---

(১) অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্মাদিশ্রেয় আবহান্।
স বৈ পুন্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে।।
(ভাঃ ৭।১৪।২৭)

(২) ত এতে শ্রেয়সঃ কালো নৃণাং শ্রেয়োবিবর্ধনাঃ।
কুর্যাৎ সর্বাত্মনৈতেষু শ্রেয়েহমোঘং তদায়ুষঃ।।
(ভাঃ ৭।১৪।২৪)

(৩) পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরেবৈক উর্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্।।
(ভাঃ ৭।১৪।৩৪)

সমস্ত ভগবল্লীলার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ঐ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ বা কোন তীর্থে বাস করিবেন। ভগবচ্চরণা মৃতরূপা জাহ্নবী ও ভগবৎসেবাপরায়ণা যমুনা প্রভৃতি তীর্থজলে সশ্রদ্ধ হইয়া স্নান করিবেন। যে যে স্থানে ভগবানের অর্চাবতাররূপ শ্রীমূর্তিসেবিত হইয়া থাকেন, সেই সব স্থানে গমন করিবেন। পরমভাগবতজনের গৃহ, গ্রাম ও স্থানসকল সর্বদা বৈষ্ণবজনকর্তৃক আশ্রিত হইবে।

কালগত অনুশীলন, শ্রীহরিবাসর-সম্মান প্রভৃতি— শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও অবস্থানভূমি যত্ন সহকারে দর্শন করিবেন। এই সকল তীর্থস্থানে গমন করিলে বা বাস করিলে অহরহঃ ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্তকথা কর্ণগত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রতির উৎপত্তি হইবে। কালগত অনুশীলন সর্বদা বিধেয়। এক পক্ষ পর্যন্ত সংসারের নানাবিধ কার্য করিয়া শ্রীহরিবাসরে আহারনিদ্রা-পরিত্যাগপূর্বক ভগবদনুশীনল করা জীবের নিতান্ত কর্তব্য। উর্জ্জপালন অর্থাৎ কার্তিকমাসের নিয়মসেবা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। হরিলীলা পর্বদিনের সম্মাননা করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। পরমভাগবতদিগের জীবনে যে সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির সংখ্যা আদর করা অতীব কর্তব্য।

দ্রব্যগত অনুশীলন ধাত্র্যশ্বথ গো বিপ্র-পূজন— দ্রব্যগত ভগবদনুশীলন বহুবিধ। তাহার সংখ্যা করা দ্রব্যসংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদয় পরিজ্ঞাত হইবে। বৃক্ষ একটী দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্যে ভগবদনুশীলনের জন্য অশ্বথ, ধাত্রী, তুলসী প্রভৃতি কয়েকটী অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবৎ আলোচনা হয়।

শ্রীমুর্তিসেবা— মূর্তি একটী দ্রব্য, একজন জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রতিভাত ভগবৎস্বরূপের অবতাররূপ শ্রীমূর্তি-সেবা করা কর্তব্য। পর্বতমধ্যে

গোবর্ধন, নদীসকলমধ্যে গঙ্গা, যমুনা, পশুগণমধ্যে গো, গোবৎস এই সমস্ত ভগবদনুশীলনের নিদর্শনস্বরূপ (১)।

অষ্টবিধ শ্রীমূর্তিঃ শ্রীমূর্তির সেবা ও অর্চন-সম্বন্ধে মানবগণের ব্যবহার্য শয়নাশন প্রভৃতি কার্যের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী, তথা চন্দন, গন্ধদ্রব্যাদি ও বস্ত্র তৈজস পর্যাঙ্কাদি সমুদয় ভগবদর্পিতকরণের বিধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্যসমুদয় ভগবদর্পিত হইলে বৈধ সেবা সুষ্ঠ হয়। শ্রীমূর্তি অষ্টবিধ(২)।

চারিপ্রকার সমাজগত অনুশীলন— বৈধভক্ত দেখিলেন যে, নিজের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবহার্য দেশ, কাল দ্রব্যদ্বারা শ্রীশ্রীভগবদনুশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ-উদয় হইল, কিন্তু আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত হয়। অন্য নরগণের সহিত তাঁহার যে সামাজিক সম্বন্ধ, তাহাতে ভগবদনুশীলন হইলেই তিনি পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হন। এই চিন্তা করিয়া তিনি সমাজগত অনুশীলনের বিধি নির্মাণ করেন(৩) সমাজগত অনুশীলন চারিপ্রকার যথা—

১। সদ্গোষ্ঠী মহোৎসব। ২। বৈষ্ণবজগৎ-সমৃদ্ধি। ৩। বৈষ্ণব-সংসারপত্তন ও উন্নতিকরণ। ৪। বৈষ্ণবধর্ম সর্বজীবকে দিবার যত্ন।

ভক্ত-সহ বাস ও তৎসঙ্গে মহোৎসবাদি — যে সকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরভক্ত,

---

(১) তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুযো যাবানাত্মা যথেয়তে।
দৃষ্টা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা।।
(ভাঃ ৭। ১৪। ৩৯)

(২) শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।।
(ভাঃ ১১। ২৭। ১২)

(৩) এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু।।
(ভাঃ ১১। ৩। ২৯)

তাঁহাদের সহিত সহবাস, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসাদ-ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি নানাপ্রকার শুদ্ধানন্দজনক কার্যদ্বারা মহোৎসবাদি করিবেন। তন্মধ্যে যাহারা মধুররস-সম্বন্ধে চতুর, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রসগ্রন্থের অর্থসকল আস্বাদন করিবেন। সদ্গোষ্ঠী—বিচারে দুইটি বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু বৈষ্ণব-অপরাধ কোনপ্রকার না হয়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য আজ্ঞা দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আস্বাদন— যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কপট তাহাদিগকে বহির্মুখ বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন (১)।

বহির্মুখসঙ্গত্যাগ— যাঁহারা সরল তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবা ও মর্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবেন।

প্রকৃত বৈষ্ণবসেবা ও সাধারণ বৈষ্ণবে মর্যাদা— সাধারণ বৈষ্ণবপক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্যাদা করিবেন। মর্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গ-সেবারূপে কৃত হয়।

সাধারণ বৈষ্ণব তিনপ্রকার—বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকসকলকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

১। বৈষ্ণবতত্ত্বকে সর্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ স্বয়ং হন নাই।

২। যাঁহারা বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই, অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্যদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবচিহ্ন ও

---

(১) ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

অভিমান ধারণ করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

বির্মল কৃষ্ণভক্তি ও অপরে শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব— যাঁহার যতদূর কৃষ্ণভক্তি নির্মল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি শক্তিসঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে, তিনি ততদূর প্রকৃত বৈষ্ণব। কিঞ্চিন্মাত্র বিমলকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে আরূঢ় হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকদিগের সঙ্গ ও মর্যাদা নিরূপিত হইল।

কপটের সঙ্গে ভক্তিক্ষয়কারী— অবৈষ্ণবকে ক্ষয় বৈষ্ণবজ্ঞানে মর্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয় (১)। অতএব বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও বৈষ্ণব অভিমানকারীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে। গৌণ বিধিতে যে সর্ব-মানবের মর্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা সে সকলকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহাদিগকে ভক্তগোষ্ঠিমধ্যে লইবে না। সংযোগী বৈষ্ণব বলিয়া যাঁহারা বর্তমান আছেন, তাঁহারাও যদি শুদ্ধভক্ত হন, তবে শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গযোগ্য পাত্র হইতে পারেন।

কপট বৈষ্ণব—

১। যাহারা কেবল ধূর্ততাপূর্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে।

২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব আচার্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

---

(১) কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।।
(শ্রীউপদেশামৃতম্।)

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে বা কোনপ্রকারে ভোগলোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

বহির্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব সংসার— স্বজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সদ্গোষ্ঠী ব্যতীত রসালাপ করিবেন না (১)। বৈষ্ণব জগৎসমৃদ্ধি--সম্বন্ধেভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেন না। বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। অনেক সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণবী পত্নী লাভ হয়। বৈষ্ণবীপত্নী সহকারে বৈষ্ণবজগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্মুখ প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ভগবদ্দাসসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আনন্দলাভ করা উচিত। বহির্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে কেবলমাত্র একটী নিষ্ঠাভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থসংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ-নির্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে।

আকৃতিভেদ নাই, নিষ্ঠামাত্র ভেদ— বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাজনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন। বৈধভক্তগণ বৈষ্ণবসংসারের পত্তন করিয়া তদ্দ্বারা ভক্তি আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতি সাধন করেন। সর্বজীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান

---

(১) যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ
স্বকূলোর্দ্ধেস্ততো ধীমান্ স্বযুথান্যেব সংশ্রয়েৎ।।

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ৮।৫১)

ভূষণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণব করিবার নানাবিধ উপায় সৃজন করেন। জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজনীয় বৃত্তি বিষয়ভেদে চারিপ্রকার হয়। প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা।

জীবে দয়া বৈষ্ণব স্বভাব—পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম অর্পিত হয়। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী এবং কনিষ্ঠাধিকারী ও বহির্মুখ জীবের প্রতি কৃপা নিযুক্ত হয়(১)। যে সকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তিপথের যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করিয়া ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদিগকে শক্তিসঞ্চারদ্বারা উদ্ধার করেন। অনেকগুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডতর্কের বলে কোনপ্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক।

------

(১) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।
(ভাঃ ১১। ২। ৪৬)

তৃতীয়—ধারা

অনর্থবিচার

বৈধভক্তের ভক্তিপ্রতিকূল নিষিদ্ধাচার পরিত্যজ্য— পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ভগবদনুশীলনই বৈধভক্তদিগের পক্ষে কর্তব্য কর্ম। কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্তব্য কর্মের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি নিষিদ্ধাচার আছে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

দশবিধ নিষিদ্ধাচার—নিষিদ্ধাচার দশবিধ--- (১)

১। বহির্মুখ-জনসঙ্গ (২)। ২ । অনুবন্ধ। ৩। মহারম্ভাদির উদ্যম। ৪। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ। ৫। কার্পণ্য (৩)। ৬। শোকাদিদ্বারা বশীভূত হওয়া (১)। ৭ । অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা (২)।

---

(১)

নাসচ্ছাস্ত্রেষু সজ্জেত নোপজীবেত জীবিকাম্।
বাদবাদাংস্ত্যজেত্তর্কান্ পক্ষং পঞ্চ ন সংশ্রয়েৎ।।
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।

(ভাঃ ৭।১৩।৭-৮)

(২)

সৎসঙ্গাচ্ছনৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুচ্যেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ।।

(ভাঃ ৭।১৪।৪)

(৩)

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।।

(ভাঃ ৭।৯।৪০)

৮। ভূতসকলকে উদ্বেগ দান। ৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।
১০। ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করা।

বহির্মুখজন ছয়প্রকার ; যথা ঃ–

ষড়্‌বিধ বহির্মূখজন— ১। নীতিরহিত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত ব্যক্তি। ২। নৈতিক অথচ ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত ব্যক্তি। ৩। সেশ্বরনৈতিক, যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন। ৪। মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত) (৩)। ৫। নির্বিশেষবাদী। ৬। বহ্বীশ্বরবাদী।

১। নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তি—যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম

---

(১) শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্তিঃ সম্ভাবনা ভবেৎ।।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ঃ ১। ২। ১১৫)

(২) হরিরেব সদারাধ্যো সর্বেদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।।
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।
(ভাঃ ১। ২। ২৬)

(৩) দম্ভাক্রান্তাশ্চরন্ত্যেতে সদাচাররতা ইব।
স্বার্থৈকসাধকো হ্যাঢ্যা মুনিবেশনটা ইব।।
বিস্তার্য বাগুরাং ব্যাধো মৃগানাকাঙ্ক্ষতে যথা।
প্রপঞ্চ্য সৎক্রিয়ামেবং দাম্ভিকা ধনিনাং ধনম্।।
হরন্তি দস্যবোঽটব্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃ ণাং ধনম্।
পবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ গ্রামেষ্বেবং বকব্রতাঃ।
প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি।।
ছন্নপঙ্কে স্থলধিয়া পতন্তি বহবো ননু।
বৈড়ালব্রতিকোঽপ্যেবং সঙ্গসম্ভাষণার্চনৈঃ।।
(নারদীয়ে হ, ভ, সু ১৯। ৫৪-৫৮)

ও অকর্ম পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বার্থসাধন জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তিগণ নীতিকে স্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহারা আত্মরক্ষর জন্য প্রকাশ করে যে, ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত নীতি সর্বদা ভয়শূন্য ও কর্তব্যপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, নীতির একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা তাহারা জানে না। ঈশ্বর না মানিলে যে,নৈতিকবিধানসকল অকর্মণ্য হয়,তাহা ফলতঃ দৃষ্টি করা যায়।

২। **নৈতিক নিরীশ্বর ব্যক্তি বা নীরিশ্বর কর্মী**— নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে স্বার্থের নিকট নীতিকে বলিদান না করিবেন ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাঁহাদের মতের অকর্মণ্যতা লক্ষিত হইবে। যেখানে স্বার্থ আসিয়া বিরোধ করিবে, সেখানে হয়ত 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে।

৩। **সেশ্বরকর্মী দুই ভাগে বিভক্ত**—দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নিরীশ্বরকর্মী বলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বহির্মুখ লোকেরা সেশ্বরকর্মী বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশ কৃতজ্ঞতাকে একটী প্রধান কর্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা একশ্রেণী। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বরবিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা প্রথম শ্রেণীস্থ সেশ্বরকর্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যসকল করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হয়, চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

ইহারা সকলেই ভক্তিবহির্মুখ— তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না। এইমতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থসম্বন্ধমাত্র, নিত্য নয়। এই উভয়শ্রেণী সেশ্বরনৈতিক পুরুষেরা ভক্তিবহির্মুখ মিথ্যাচারীগণ চতুর্থপ্রকার

বহির্মুখমধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ, বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত। বৈড়ালব্রতিকগণ বাস্তবভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহ্যে তচ্চিহ্নসকল সর্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত হইলে সজ্জনকর্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্বক অধর্মপথকে পরিস্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্বোধ লোক তাহাদের বাহ্যদর্শনপূর্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে, অবশেষে ভগবদ্বহির্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়। গোপনে কনক-কামিনীচেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের অন্তরঙ্গ ভাব।

কপটচারী ও কনককামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ—এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। নির্বিশেষবাদিগণ পঞ্চম শ্রেণীস্থ বহির্মুখ। তাহাদের মত এই যে, ভক্তি যজন করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিলে তত্ত্ব স্পষ্টীভূত হইবে। মুক্তিই তত্ত্ব। জীবের সর্বনাশই মুক্তি। যেহেতু জীব বলিয়া যে বিশেষ আছে, তাহা নাশ হইলে সমুদয় এক হইয়া একটী নির্বিশেষ অবস্থা হয়।

৫। **নিবিশেষবাদী**— তাহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান্ অনিত্য। দাস্যবোধ কেবল সাধনমাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাহাদের মত বিশেষরূপে বিচারিত হইবে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এইমাত্র কথিত হইবে যে, ভক্তগণের পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহির্মুখজন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, নতুবা ভক্তিতত্ত্ব লঘু হইয়া পড়িবে। যাঁহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহারা একনিষ্ঠ নন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয়(১)।

৬। **বহ্বীশ্বরবাদী**— এই ছয়প্রকার বহির্মুখজনের সহিত বৈধভক্তের সঙ্গ

---

(১) যথা তারোর্মুলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

করা অনুচিত। একত্র কোন সভায় উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে নদীপার হওয়া, একঘাটে স্নান করা বা এক বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে সঙ্গ বলা যায় না।

সঙ্গ কি? — কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব সহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ (১)। বহির্মুখজনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।

চতুর্বিধ অনুবন্ধ— অনুবন্ধ বৈধভক্তের পক্ষে একটী নিষিদ্ধাচার। অনুবন্ধ চারিপ্রকার, যথা;—

১। শিষ্যদ্বারা অনুবন্ধ। ২। সঙ্গীদ্বারা অনুবন্ধ। ৩। ভৃত্যদ্বারা অনুবন্ধ। ৪। বান্ধবদ্বারা অনুবন্ধ।

অনধিকারীজনকে ধন ও জনলোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদায়ের বিশেষ জঞ্জাল হয়, অতএব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধভক্তগণ কদাপি শিষ্য করিবেন না। ভক্তগণ ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্তসঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবেন। ভগবৎপরায়ণ ব্যতীত ভৃত্য সংগ্রহ করা মঙ্গলজনক হয় না। কাহারও সহিত নূতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তাহার বৈষ্ণবতা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

মহারম্ভাদির প্রয়াস পরিত্যজ্য— মহারম্ভাদির উদ্যম তিন অবস্থায় পরিত্যজ্য। আদৌ যদি উদ্যমকর্তার ধনাভাব হয় তবে সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃহৎ কার্য আরম্ভ করিবে না। বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে কার্যের উদ্যম করা শ্রেয়ঃ নয়,

---

(১) দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্ বিধং প্রীতিলক্ষণম্।।

(শ্রীউপদেশামৃতম্)

কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্বৃহৎ কার্য উক্তবিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।

বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখান বর্জন— ভক্তগণ ভক্তিশাস্ত্র ও তদনুগত জ্ঞান ও কর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিবেন, কিন্তু কাল নাই বলিয়া বহু গ্রন্থের এক এক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না। যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কতকগুলি লোক আছে, তাহারা যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তাহারা ভালমন্দ না বুঝিয়া তাহাদের প্রতিবাদ করিতে থাকে, ভক্তগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

ত্রিবিধ কার্পণ্যঃ ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষণীয়। কার্পণ্য তিনপ্রকার যথা ঃ—

১। ব্যবহারকার্পণ্য। ২। অর্থকার্পণ্য। ৩। শ্রমকার্পণ্য।

অভ্যুত্থান ও আন্তরিক যত্ন দ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত ব্যবহার করিবে। লৌকিক সম্মান ও পুরস্কারদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে। যথাযোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পাল্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূল্য দিয়া পরের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। কর শুল্ক দানদ্বারা রাজার সাহায্য করিবে। সৎকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে অন্নাদিদান, পীড়িতকে ঔষধদান, শীতার্তকে বস্ত্রদান ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহারযোগ্যপাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্যদোষ হয় না। কিছু না থাকে মিষ্টবাক্যদ্বারা সকলের প্রতি ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্টবাক্যদ্বারা, কাহার সহিত অর্থদ্বারা, কাহার সহিত শ্রমদ্বারা ব্যবহার করিবে। ব্যবহারকার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

চতুর্বিধ বশবর্তিতা— বশবর্তিতা একটী প্রধান দোষ। তাহা চার প্রকার যথা ঃ---

১। শোকাদির বশবর্তিতা। ২। অভ্যাসের বশবর্তিতা। ৩। মাদকাদির বশবর্তিতা। ৪ । কুসংস্কারের বশবর্তিতা।

শোকাদির বশবর্তিতা— সংসারের বর্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও মোহ হইবার শত শত কারণ আছে, কিন্তু বৈধভক্তগণ ঐ সকল কারণ উপস্থিত হইলেও শোকাদির বশবর্তী হইবেন না। তাহাতে লুঘতা ঘটে এবং ভক্তিচর্চার সম্যক্ ব্যাঘাত হয়।

অভ্যাসের বশবতিতা— ইহাতে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। দিবানিদ্রা, প্রাতঃনিদ্রা, অকারণ তাম্বূলচর্বণ, অকালে পান-ভোজন, অকালে শৌচাদিগমন, উত্তম শয্যায় শয়ন, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি নানা প্রকার অভ্যাস করিয়া অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন। জীবনধারণের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া অনাবশ্যক ব্যবহারদ্বারা অভ্যাসের বশীভূত হইবে না।

মাদকাদির বশবর্তিতা— মাদক-দ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, বিশেষতঃ সেই সেই দ্রব্যের বশীভূত হইয়া চরমে ভক্তি সোপাধিক হইয়া পড়ে। মদ্য, গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত কথাই নাই, তামাক পর্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়। এই সকল বস্তুসেবন বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। তামাকের ধূম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়, এমন কি তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয় (১)।

কুসংস্কারের বশবর্তিতা ঃ কুসংস্কারের বশবর্তিতা একটী প্রধান উৎপাত। কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদিত হয়। পক্ষপাত উদিত হইলে আর

---

(১) লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।
যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।

(ভাঃ ১১/ ৫/ ১১,১৪)

সত্যের আদর থাকে না (১)। বৈষ্ণবচিহ্নাদি ধারণ করা বৈধভক্তির অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে দেহগত ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে। তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ, তাহা মনে করা সম্প্রদায়পক্ষপাতরূপ কুসংস্কারমাত্র। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া অনেকে তত্তচ্চিহ্নরহিত সাধুবৈষ্ণবের অনাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ে যদি সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, তাহা হইলে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া অন্যত্র সাধুসঙ্গ লাভের যত্ন হয় না। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না, অতএব কুসংস্কারের বশবর্তী হওয়া ভয়ঙ্কার উৎপাত। অপিচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আবদ্ধ কুসংস্কারহত পুরুষদিগের তদপেক্ষা উচ্চগতিরূপ ভক্তিতত্ত্বে অনেক স্থলে রুচি জন্মে না। কখন কখন আত্মঘাতী বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

দেবান্তরে বিদ্বেষ নিষিদ্ধ—অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ (২)।

---

(১) যে কৈবল্যামসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে।।
এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ।।
(ভাঃ ১১।৫।১৬,১৭)

(২) সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।।
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ।।
(ভাঃ ১/ ২/ ২৩, ২৬-২৭)

দেবতা দুইপ্রকার, ভগবানের অবতারবিশেষ ও অধিকারপ্রাপ্ত জীব। ভগবদবতার সকলের প্রতি অবজ্ঞারহিত হওয়া নিতান্ত কর্তব্য। এতদ্বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যে সকল জীব ভগবৎকৃপাবলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইত্যাদি সামর্থ লাভ করিয়া দেবতামধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদিগকে "সমশীলা ভজন্তি বৈ" এই ন্যায়ানুসারে অসংখ্য জীবগণ পূজা করিতেছে। বৈষ্ণবগণ অসূয়াপূর্বক তাঁহাদের অবজ্ঞা করিবেন না। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-বর প্রার্থনা করিবেন; কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয়, সে সমুদয়কে সম্মান করিবেন। যেহেতু তত্তল্লিঙ্গদ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্‌ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। অকিঞ্চনবুদ্ধি খর্ব হইয়া যায়। চিত্ত আর ভক্তিপীঠ হইবার যোগ্য থাকে না।

প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ নিষিদ্ধ—ভূতসকলের অর্থাৎ অন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে না (১)। নিজ খাদ্যসংগ্রহের জন্য জীব হনন করা একপ্রকার ভূতোদ্বেগকার্যবিশেষ। অন্য লোকের অশুভ কথার আন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা, অন্য লোকের সহিত কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য দান, নিজের আড়ম্বরের জন্য লোকের সুবিধা খর্বকরণ--- এবম্বিধ নানাপ্রকার ভুতোদ্বেগকার্য আছে। বৈধভক্ত যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত কার্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন। পরহিংসা, চৌর্য, পরধন অপচয়, আঘাতকরণ, পরস্ত্রী লোভ এ সমুদয়ই ভূতোদ্বেগকর।

---

(১) যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ।।
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ।।

(ভাঃ ১১/ ১০/ ২৭-২৮)

বৈষ্ণব বিশ্ববাসী জীবের প্রতি দয়াবান্— ভূতোদ্বেগ--সম্বন্ধে একটু বিচার করা কর্তব্য। যাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, সর্বজীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিকবৃত্তি হইয়া পড়ে (১)। দয়ার ভক্তি হইতে পৃথগস্তিত্ব নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই অন্যজীব-সম্বন্ধে মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষাস্বরূপা দয়া হইয়া পড়ে। ইহাই জীবের নিত্য স্বধর্মান্তর্গত ভাববিশেষ। বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্রবিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্যস্বধর্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়মাত্র। সাংসারিক জীবসম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহ বাসীজীব নিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণ নিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্বজননিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিসম্ (patriotism) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠভাববিশেষ। যাহাকে ফিলান্থ্রপি (philanthropy) বলে, তাহা সর্বমানবনিষ্ঠ ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সংকীর্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরূপা সর্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতাস্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।

পঞ্চবিধ সেবাপরাধ— সেবা ও নানাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। বরাহপুরাণ ও পদ্মপুরাণ--মতে সেবাপরাধ পঞ্চবিধ বিভক্ত হয়, যথা ঃ- ১। সাধ্যমত যত্নাভাব। ২। অবজ্ঞা। ৩। অপবিত্রতা। ৪। নিষ্ঠাভাব। ৫। গর্ব।

---

(১) তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ।।

(ভাঃ ৭/ ৬/ ২৪)

শ্রীমূর্তিসেবাসম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানাশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অপরাধ মূলবিচারে পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বলিয়া স্থির করা গেল। সমস্ত অপরাধ বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

১। **সাধ্যমত যত্নাভাব**— অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্তিসম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয় না। সামর্থ থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায়, তাহা যত্নপূর্বক ভগবান্‌কে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা, দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এইপ্রকার কার্যসকলসাধ্যমত যত্নাভাব হইতে নিঃসৃত হয়।

২। **অবজ্ঞা**— যানারোহণ বা পাদুকা ব্যবহারপূর্বক ভগবদ্‌গৃহে গমন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণাম না করা, এক হস্তদ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা ভগবন্মূর্তি নির্দেশ, শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্যঙ্কবন্ধনে বসিয়া স্তবপাঠ, শ্রীমূর্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন ইত্যাদি শারীরকর্ম, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচনা, অধোবায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্তি দর্শন (যে সময়ে বাহির হয় সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকাল) এই প্রকার কার্যসকল সেবাসম্বন্ধে অবজ্ঞা।

৩। **অপবিত্রতা**— উচ্ছিষ্টলিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচিদেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশুলোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্তির সেবাকরণ, পূজাসময়ে থুৎকার, সেবাসময়ে অন্য বিষয়ে চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

৪। নিষ্ঠাভাব— ভগবৎসেবার পূর্বে জলগ্রহণ, অনিবেদিত অন্নজলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা— এই সকল নিষ্ঠাভাব।

৫। গর্ব— সেবাকালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসাকীর্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবাকালীন গর্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূতিসেবা করিয়া আপনার মহত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব হয় (১)।

এই পঞ্চপ্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্তির সেবা করিবেন। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাতা, পূজারী ও সাধারণভক্ত-সম্বন্ধে সেবাপরাধগুলি যথাযথ বিভক্ত হয়। ভজনশীল ব্যক্তিমাত্রেরই নাম--অপরাধ যত্নপূর্বক বর্জনীয়।

দশবিধ নামাপরাধ ঃ নামাপরাধ দশপ্রকার যথা ঃ--- ১। সাধুনিন্দা। ২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান। ৩। গুর্ববজ্ঞা। ৪। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রনিন্দা। ৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসামাত্র বলিয়া জ্ঞান। ৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা। ৭। হরিনামবলে পাপে প্রবৃত্তি। ৮। অন্য শুভকর্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান। ৯। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ। ১০। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি (১)।

---

(১) সর্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্বিপদপাংসলঃ।।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ।।
(পদ্মপুরাণম্)

১। **সাধুনিন্দা**— নৈতিক ধর্মশাস্ত্রে পরনিন্দামাত্রই দোষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষতারতম্য বিচারপূর্বক তাত্ত্বিক ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তিশাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধুনিন্দায় প্রবৃত্তি, তাহাদের সাধুসঙ্গ অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত ভক্তিবৃত্তি তদ্রূপ সাধুনিন্দাক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে (২)। বর্ণাশ্রমধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তসাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তিবৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। অনেকস্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বৈষ্ণবনিন্দাদোষজনিত অপরাধক্রমে বর্ণাশ্রমাচারনিষ্ঠ পুরুষগণ ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া নিরীশ্বরনৈতিক ও অবশেষে নীতিবিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন। অতএব সাধুনিন্দা সর্বদা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

২। **শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞান**— যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং ভগবান্‌কে তাঁহাদিগের হইতে পৃথক্

---

(১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামহিতকরঃ।।
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।।
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।।
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্নাপরাধকৃৎ।। পদ্মপুরাণম্

(২) হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি।।
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ)

জানেন, সুতরাং তাঁহারা বহবীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিষ্ঠাশূন্য অতএব ভক্ত নহেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতাপ্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী। হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয় না।

শিবাদি দেবতা গুণাবতার বা ভগবদ্ভক্ত — অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতারবিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা কর্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে, শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার। অতএব শিবনামে নিষ্ঠাপূর্বক বিষ্ণুনাম স্বতন্ত্র জানিবে না। এইপ্রকার বাদপ্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক তর্ক বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না। একমাত্র পরমেশ্বরের ভজনই প্রয়োজন। হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক। যেহেতু নির্গুণ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণবিশিষ্ট দেবতাসকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া একমাত্র নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্তব্য। বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্বক অন্যপ্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বিষ্ণু সচ্চিদানন্দঘন নিত্য সাকার মূর্তি — যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা-উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে (১)। বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিকে সচ্চিদানন্দ সাকাররূপ পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। হরিসেবন দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেবস্বরূপকে সাধ্যরূপের সহিত তুলনা করা যায় না। সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে

---

(১) যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্।। (গীঃ ৯/২৩-২৫)

অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র পরিবর্তন না করিয়া দেবতাকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্তব্য। তাহা না করিলে নিত্যসিদ্ধস্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

৩। **গুর্ববজ্ঞা**— গুর্ববজ্ঞা একটী প্রধান অপরাধ। যে পর্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হইলে ভজনক্রিয়াদি ঘটে না। অতএব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাঁহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি প্রবলা হয়, তাহার গুর্ববজ্ঞা অপরাধে পরমতত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না।

৪। **বেদও তদনুগ শাস্ত্রের নিন্দা**— ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারিটী বেদ ও তদনুগত পুরাণসকল, মহাভারত, বিংশতিধর্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয় না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতনপ্রকার হরিভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাতস্বরূপ হইয়া পড়েন (১)। নবীন নবীন সেশ্বরমতসমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মতনিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে, সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশবিদেশে ভাষাভেদে

---

(১) "একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা; সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্র-বিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিরলত্বাদুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। তত স্তনূদ্যৈব নিন্দা— 'শ্রুতি -স্মৃতি-পুরাণাদি' ইত্যাদিনা।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২ অনু)

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।

(ভাঃ রঃ সিঃ)

ও ব্যবহারভেদে সাধন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্যে সে সমুদয়ই এক। বিজ্ঞানচক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয় না। বেদশাস্ত্র নিত্য। তাহাতে যে সাধন-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে, সে সমুদয়ই বেদসম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাম্ভিকতাদ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহার মত কেবল স্বকপোলকল্পিত দাম্ভিক মতমাত্র। তাহাতে সার না থাকায়, সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতজনক হইয়া পড়ে।

৫। হরিনামে স্তুতিবাদ—অনেক পুণ্যকর্ম আছে যাহার ফলসমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহির্মুখ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐসকল ফল কীর্তিত হইয়াছে (১)। সেই সকল ফলকীর্তনকে লোকে সেই সেই কর্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরিনামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে, তাহা শাস্ত্রে কীর্তন করিতে পারেন নাই। যতপ্রকার ভজনসঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সঙ্ক্ষিপ্তসারস্বরূপ। যাহারা হরিনামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মনে করে, তাহারা অপরাধী।

৬। হরিনামের অর্থ কল্পনা— প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটী অপরাধ। 'হরি'শব্দে সহজেই পরমরসাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দ ও 'হরি'-শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে 'হরি' বলিলে 'কৃষ্ণ'তত্ত্বকে উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় "চিদানন্দ

---

(১) বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।।
(ভাঃ ১১।৩।৪৬)

হরি" "নিরাকার হরি" এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহাতে হরিনামের অর্থান্তরকল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ। যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় শুষ্কজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া যায়।

৭। **নামবলে পাপপ্রবৃত্তি**—হরিনামবলে যেস্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে, সেস্থলে একটী প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয়। পাপনিবৃত্তি ও বিষয়ানুরাগনিবৃত্তির সমমানে হরিনামে অনুরাগ হয়। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে রুচি হয় না। তবে যে কেহ সর্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্যরূপে অনেক পাপাচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনিত শঠতামাত্র। কেহ কেহ এরূপ দুর্ভাগা যে, পাপকার্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে, সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য উদ্ধার করিয়া লই। এ সমস্ত অপরাধশূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্তব্য।

৮। **অন্যশুভকর্মের সহিত হরিনামের সমতা জ্ঞান**— যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্যকর্ম আছে। যাহারা কর্মজড় তাহারা হরিনামকেও একটী কর্মবিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্মের সমান বলিয়া জানে। এটী একটী মহৎ অপরাধ। কোথায় অনিত্যকর্ম ও কোথায় নিত্যানন্দস্বরূপ হরিনাম!

৯। **অশ্রদ্দধানে হরিনাম উপদেশ**— যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বা কর্মপরায়ণ, তাহাদের চিত্তশুদ্ধ না হইলে, তাহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না। অনধিকারী ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল উষরক্ষেত্রে বীজবপনস্বরূপ নিরর্থক কর্ম। যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনামবিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।

১০। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া হরিনামে অপ্রীতি — চিন্ময়রসমাহাত্ম্য সমুদয় শ্রবণ করিয়াও যাহার জড়ীয় অহংতা ও মমতাপরবশে হরিনামে প্রীতি জন্মিল না, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সে ব্যক্তি অপরাধী।

উক্ত দশবিধ অপরাধ শুদ্ধভক্তের একান্ত পরিত্যজ্য— এবংবিধ দশটী অপরাধশূন্য হইয়া শুদ্ধভক্ত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভদবন্নিন্দা ও ভাগবতনিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায় তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন (১)।

এবম্ভূত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগপূর্বক বৈধভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদনুশীলনদ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্নতিসাধনে সর্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

---

(১) গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে।।
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্।।
অতএব দূরত এব আরাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ।
বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব।।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ।।
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮)

চতুর্থ-ধারা

গৌণ ও মুখ্য বিধির পরস্পর সম্বন্ধবিচার

স্বধর্মরূপ কর্মকাণ্ড ও বৈধশুদ্ধভক্তির ভেদ কি? তদুভয়ে বিপুল ভেদ আছে। জড়বিষয়ে যাঁহাদের নির্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী সন্ন্যাসী। কামিপুরুষমাত্রেই কর্মযোগের অধিকারী। ভগবত্তত্ত্বে শ্রদ্ধা হইয়াছে অথচ নির্বেদ বা অধিক কর্মাসক্তি নাই, এরূপ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী (১)। স্বধর্ম শরীরযাত্রা, দেহের নয়টী অবস্থা (২) ও সামাজিক ক্রিয়া কর্মকাণ্ডে আছে এবং ভক্তিপর্বেও থাকে। তথাপি ভেদ এই যে, কর্মকাণ্ডে বহবীশ্বরসেবা ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ কাম, জড়ীয় সম্মান, কোন না কোন প্রকার জীবহিংসা, জন্মলক্ষণসিদ্ধবর্ণি সম্মান ইত্যাদি ভক্তিবিরুদ্ধ অনেকগুলি অবস্থা আছে। বৈধ ভক্তজীবনে একমাত্র বিষ্ণুসেবা, অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রীতি, বৃত্তলক্ষণসিদ্ধ ব্রাহ্মণবৈষ্ণবসেবা, সর্বভূতে দয়ারূপ অহিংসা এই কয়টী লক্ষণ প্রবল।

বর্ণাশ্রমধর্মের সহিত বৈধী ভক্তির সম্বন্ধ— এখন দেখা উচিত যে, পূর্বে যে বর্ণাশ্রমধর্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সহিত বৈধী ভক্তির কি সম্বন্ধ,

---

(১) নির্বিন্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিন্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।।
যাদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।
(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

(২) নিষেকগর্ত্তজন্মাদি বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরামৃত্যুরিত্যবস্থা তনোর্নব।।
(ভাঃ ১১।২২।৪৭)

জিজ্ঞাসা এই যে, বর্ণাশ্রমধর্মের বিনাশ বা পরিত্যাগপূর্বক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কিম্বা সেই ধর্মের যথাবিধি পালনপূর্বক ভক্তি অনুশীলন জন্য বৈধভক্তিমার্গ গ্রহন করিতে হয়? পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধভক্তিসাধন উদ্দেশে উত্তমরূপে শরীর পালন, মানসবৃত্তির সুন্দর অনুশীলন ও উন্নতিসাধন, সামাজিক মঙ্গলচর্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রমধর্মের মুখ্য তাৎপর্য (১)। যে পর্যন্ত মানব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন, সে পর্যন্ত বর্নাশ্রমধর্মের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্বোক্ত চতুর্বিধ শিক্ষার অভাবে জীবের জীবন কুপথগামী হইবে, কোন প্রকার মঙ্গলসাধন হইবে না।

বর্ণাশ্রমর্ধমপালন চরম প্রয়োজন নহে— অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্ত্বার মঙ্গলসাধনজন্য বর্ণাশ্রমবিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়া তাহার পালন করিবে। বর্ণাশ্রমপালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন তাহা নয়। অতএব সেই ধর্মের আনুকূল্যে ভক্তির অনুশীলন করিবে।

ভক্ত্যনুশীলনের সোপান ঃ ভক্ত্যনুশীলনের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্মের পালন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম যেরূপ দীর্ঘসূত্রী কার্য, তাহা করিতে গেলে ভক্ত্যনুশীলনের অবকাশ পাওয়া যায় কি না

---

(১) এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্।।
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।।
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।
যদত্র ক্রিয়াতে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।।
কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া সকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ।।
(ভাঃ ১/৫/ ৩২-৩৬)

(১)? এবং যেস্থলে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে কি কর্তব্য ? প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্ত্বার রক্ষা ও পুষ্টি না করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে ভক্তি, তাহার কার্য কিরূপে হইবে? অতি শীঘ্র মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত বিভ্রমাদি ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অপ্রাকৃত তত্ত্ব শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্কুর যে শ্রদ্ধা, তাহা কিরূপে হৃদয়ে জাগরিত হইতে অবকাশ লাভ করিবে? পক্ষান্তরে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা অত্যন্ত প্রমত্তভাবে যথেচ্ছাচারে রত করিবে। সর্বদাই জীবকে কদর্য বিষয়ে রত করিবে। আর ভক্তির কোন প্রকার লক্ষণ উদিত হইবে না। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম কিয়ৎপরিমাণে দীর্ঘসূত্রী হইলেও ভক্তিসাধনের অনুকূলরূপে স্বীকার করা কর্তব্য (২)। বৈধীভক্তির অনুশীলনক্রমে তাহার দীর্ঘসূত্রিতা ক্রমশঃ খর্ব হইয়া পড়িবে। তাহার অঙ্গসকল ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্মকে সুন্দররূপে পালন করিতে করিতে প্রভু উপদিষ্ট পঞ্চপ্রকার ভক্তির সাধ্যমত অনুশীলন করিবে। উক্ত ধর্মের যে অঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল হয়, সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। অবশেষে বৈষ্ণবজীবনে বর্ণাশ্রমধর্মটী ভক্তিপূত হইয়া পরম--সাত্ত্বিকভাবে সাধনভক্তির দাসস্বরূপে কর্ম ও ভক্তির পরস্পর অবিরোধে বর্তমান থাকিবে। ভক্তির অনুশীলনক্রমে ব্রাহ্মণজীবন অকিঞ্চনত্ব লাভ করিয়া ভক্তিপূত

---

(১) ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ।।
(ভাঃ ১১।২৭।৬)

(২) শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।
(গী ঃ ১৮।৪৭)

শূদ্রজীবনের পারমার্থিক সমতা স্বীকার করিবে। শূদ্রজীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবতদাস্য ভাবদ্বারা উজ্জ্বলীত হইয়া অকিঞ্চনীভূত বিপ্রজীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণবভ্রাতৃভাবের পবিত্রতা চতুর্বর্ণের জীবনকে এত উজ্জ্বল করিবে যে, বৈকুণ্ঠজীবনের প্রারম্ভপ্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিমানজনিত উপদ্রব খর্ব হইলে, জীবসমূহের পরম সাম্য সুতরাং সম্ভব (১)।

বর্ণাশ্রম ও বৈধী ভক্তি— নিরীশ্বরনৈতিক জীবন, যেমন বর্ণাশ্রমধর্মরূপ সেশ্বরনৈতিকজীবনের উদয়ে তাহাতে বিলীন হইয়া নির্দোষভাবে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সেশ্বরনৈতিকজীবনও বৈধী ভক্তির উদয়ে বৈধভক্তের জীবনে, পূর্বদোষশূন্য হইয়া একটী অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রমধর্মীর ঈশভজন অন্যান্য নীতির সমকক্ষরূপে ছিল। ভক্তজীবনে ঐ ধর্মের সন্নিবেশ হইলে ঈশ্বর ধর্মগত অন্য সমস্ত নীতিকে ঈশভজনের দাসরূপে গণনা করিয়া থাকে। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিবর্তনটী‌তে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে সময়ে ঐ নিষ্ঠা প্রবল হইয়া থাকে, তখন জীবনকে আর একটী পরম উৎকৃষ্ট আকৃতি প্রদান করে। বর্ণাশ্রমধর্মীর জীবন ও বৈধভক্তের জীবনে একটী অপূর্ব পার্থক্য লক্ষিত হয়।

নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী—নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী এরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিই জীবের সহজ ধর্ম এবং তদর্থে সমস্ত যত্ন করা কর্তব্য

---

(১) ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ।।
ভাঃ ১১।২৯।১৪

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।
(গীঃ ৫।১৮)

(১)। তাহাতে বর্ণাশ্রমগত বর্ণচতুষ্টয়ে ও আশ্রমচতুষ্টয়ে স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা স্বীকৃত হইল। বরং অন্ত্যজগণও নরমধ্যে পরিগণিত হইয়া ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা ভক্তির অধিকারী সত্য, কিন্তু ভক্তিলাভে তাঁহাদের তত সুবিধা নাই। তাঁহাদের জন্ম, সংসর্গ, কর্ম ও প্রবৃত্তি এতদূর অবৈধ যে, তাঁহাদের জীবন সর্বদাই জড়াসক্ত পশুজীবনের তুল্য। উদরপালন-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর, পরদ্রোহশীল এবং নির্দয়। তাঁহাদের হৃদয় কঠিন, অতএব তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথ একটু যত্নসাধ্য (২)। তাঁহাদের যে ভক্তিতত্ত্বে অধিকার আছে, তাহা শ্রীহরিদাস ঠাকুর, নারদশিষ্য ব্যাধ, যীশু, পল প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে যে, তাঁহারা অনেক কষ্টে ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের ভক্তজীবন অধিকদিন রক্ষা করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তিতে সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের অধিকারও সম্পূর্ণ সুবিধা বিশেষরূপে হয়।

নরজীবন একটী সোপানময় গঠনবিশেষ— অধিকার ও থাকিলেও সুবিধা অনেক বর্ণাশ্রমাচারীর বহির্মুখতা লক্ষিত হয় (৩)। তাহার হেতু এই যে, নরজীবন একটী সোপানময় গঠনবিশেষ। অন্ত্যজ জীবনই সর্বনিম্নস্থ সোপান। নিরীশ্বরনৈতিকজীবন দ্বিতীয় সোপান। সেশ্বরনৈতিকজীবন

---

(১) ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ।। (ভাঃ ৭।৬।১৯)

(২) সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ।।
তৎপ্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্।। (ভাঃ ৭।৬।৩-৪)

(১) যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।
(ভা ১২।৩।৪৪)

তৃতীয় সোপান। বৈধভক্তজীবন চতুর্থ সোপান ও রাগোত্তেজিত ভক্তজীবনই সোপানোপরি অবিস্থত। জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ-প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব।

ভক্তজীবনই সোপানোপরি অবস্থিত— সেই স্বভাবক্রমে ব্যস্তভাবে অসময়ে এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহণ না করেন অর্থাৎ এক সোপানে উত্তমরূপে পদস্থাপিত করিয়া অন্য সোপান গ্রহণ করেন, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য সোপাননিষ্ঠারূপ অধিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

নিয়মাগ্রহ—অন্য সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্বনিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে নিয়মাগ্রহ কুসংস্কার বলে। সেই কুসংস্কারক্রমে অন্ত্যজ লোক নিরীশ্বরনৈতিকজীবনকে অনাদর করে। নিরীশ্বরনৈতিক কাল্পনিক সেশ্বরনীতিকে অনাদর করে, কাল্পনিক সেশ্বরনৈতিক বাস্তব সেশ্বরনীতিকে অবহেলা করে। বাস্তবসেশ্বরনৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে বৈধভক্ত আবার রাগাত্মিকা ভক্তির অনাদর করিয়া থাকে। এই কুসংস্কারক্রমেই বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ অনেকেই বৈধীভক্তির আদর করেন না (১)। ইহাতে ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। উচ্চসোপানগত ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিম্নসোপানস্থিত জীবসমূহের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্যন্ত নিম্নসোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় না হয়, সে পর্যন্ত পূর্বনিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্বক উচ্চসোপানপ্রাপ্তির রুচি উদিত হয় না।

কর্ম ও ভক্তি—বর্ণাশ্রমধর্মরূপ সেশ্বরনৈতিকজীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইয়া ভক্তজীবন হইয়া পড়ে, কিন্তু যে পর্যন্ত সেশ্বরনৈতিকজীবন-স্বরূপকে

---

(১) বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাদর বিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ।।
(ভাঃ ৭।৯।১০)

পরিত্যাগপূর্বক ভক্তজীবনস্বরূপ না গ্রহণ করে, সে পর্যন্ত তাহার নাম কর্মই থাকে। কর্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্মের পরিপাক হইলে, ভক্তিসাধকস্বরূপ উদিত হয়। তাহাকে তখন ভক্তিই বলা যায়, তখন কর্ম বলিয়া তাহার নাম থাকে না। ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হইলেই কর্মাধিকার নিরস্ত হয়। কর্মাঙ্গের মধ্যে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি আছে, তাহা ধর্মনীতিগত কর্তব্যকর্মবিশেষ। শ্রদ্ধোদিতা ভক্তি কার্য নয়। যে সময়ে ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হয়, তখন ভগবদানুগত্যরূপ সমস্ত ভক্তিকার্যই তাৎপর্যক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন স্থলে সন্ধ্যাকালে হরিকথা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগপূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করিতে রুচি হয় না।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে— সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে, সন্ধ্যাবন্দনাদির যে তাৎপর্য, তাহাই যখন উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাঙ্গ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু তাহারা চিত্তকে কঠিন করিয়া ভক্তির বিরোধী করিয়া ফেলে। ভক্তিতে প্রবেশ হইবার পূর্বে কোন কোন স্থলে সাধনের উপযোগিতা করে। কোন কোন স্থলে ভক্তিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈষৎ সহচর হয় (১)। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সম্বন্ধ, তাহা পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত হইবে।

---

(১) জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ।।
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতুপ্রায়ে সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা।।
কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি।
যৎকর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।
(ভক্তিরসামৃতধৃত ভাগবতপ্রমাণবচনানি)

পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ — "শ্রীহরিভক্তিবিলাস"--গ্রন্থে বৈধী ভক্তির বহুবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। "ভক্তিসন্দর্ভে" ঐসকল অঙ্গকে নববিধা ভক্তির মধ্যে সুন্দররূপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু"--গ্রন্থে চতুঃষষ্টি বৈধ অঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটী অঙ্গকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী অঙ্গ যথা ঃ----

১। শ্রীমূর্তিসেবায় প্রীতি। ২। রসিকদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সকল আস্বাদন করা। ৩। স্বজাতীয়াশয়দ্বারা স্নিগ্ধ এবং আপন হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ। ৪। নামসংকীর্তন। ৫। ব্রজবাস।

যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক রুচি, সেই অঙ্গই তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে আদরণীয়। কোন বিশেষ অঙ্গে রুচি আছে বলিয়া অন্যাঙ্গ- প্রতি বিদ্বেষ না জন্মে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্তব্য। বৈধ অঙ্গের মূলবিচারস্থলে দুইটী কথা স্বীকার করা কর্তব্য; যথা ঃ--

বিধি নিষেধ—

১। ভগবান্‌ই জীবের নিয়ত স্মর্তব্য। যে কার্য তাঁহার স্মরণের অনুকূল তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি।

২। ভগবৎবিস্মৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল তাহাই নিষেধ।

এই দুইটী মূলবিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

ত্রিবিধ বৈধসাধক ঃ বৈধভক্তগণই প্রকৃত সাধক। তাঁহাদের তিনটী অবস্থা ঃ --

১। শ্রদ্ধাবান্ সাধক। ২। নৈষ্ঠিক সাধক। ৩। রুচিযুক্ত সাধক।

সাধনক্রম— শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ শ্রদ্ধাসহকারে গুরুপাদাশ্রয়পূর্বক দীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া করেন। সৎসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয় (১)। অনর্থ দূর হইলে ''শ্রদ্ধা'' বিশুদ্ধ হইয়া ''নিষ্ঠা'' -রূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিলাষরূপ হইয়া ''রুচি'' নাম প্রাপ্ত হয়। এই পর্যন্ত সাধনভক্তির উন্নতি। রুচি ''আসক্তি'' হইয়া ক্রমশঃ ''ভাব'' স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইবে।

----- ০০০০ -----

(১) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ।।
(ভাঃ ২।৭।৪৬)

চতুর্থ-বৃষ্টি

রাগানুগা ভক্তিবিচার

বিধি ও রাগ—এ পর্যন্ত আমরা কেবলা বৈধী ভক্তি বিচার করিয়াছি। বৈধী ভক্তি ব্যতীত সাধনভক্তির আর একটী অঙ্গ আছে;তাহার নাম রাগানুগা সাধনভক্তি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হরিতোষণ দুইপ্রকারে সাধিত হয়। বিধি হইতে একপ্রকার সাধন নিঃসৃত হয়; রাগসম্বন্ধে অন্যপ্রকার সাধন নিঃসৃত হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিচার করা আবশ্যক। কর্তব্যবুদ্ধিক্রমে বিচারসঙ্গত যে ঈশসাধন-প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। কর্তব্যবুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকৃত হয়, তাহার নাম বিধি। স্বাভাবিক রুচি হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার নাম রাগ। ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ হইয়া পড়ে (১)। রাগ যে বস্তুপ্রতি ধাবিত হয়, সেই বস্তুই তাহার ইষ্ট বস্তু। রাগকার্যে বিচার ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেকের প্রয়োজন নাই। রাগ সিদ্ধবৃত্তিস্বরূপ। জড়বদ্ধ জীবের আত্মায় যে রাগ ছিল, তাহা আত্মা দেহাত্মাভিমানরূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থকে বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে। কাহার পুষ্পে, কাহার খাদ্যে, কাহার পেয় বস্তুতে, কাহার মাদকদ্রব্যে, কাহার বস্ত্রে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনীর প্রতি রাগ ধাবিত হইয়া জীব সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতন্নিবন্ধন বদ্ধজীবের ভগবদ্বিষয়রাগ সুদূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে।

---

(১) ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৭২)

বিধি ও রাগ বিপরীত তত্ত্ব নহে—রাগস্বরূপা ভক্তি জীবের পক্ষে জীবের পক্ষে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে হিতাহিত বিচারপূর্বক ভগবদুপাসনাই একমাত্র কর্তব্য। এই হিতাহিতবিবেক হইতে বিধির জন্ম। বিধি যত্নপূর্বক রাগের স্বাস্থ্য অনুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের বিপরীত তত্ত্ব নহে। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় Rule, Rite, Ritualism বলে ও রাগকে Free spontaneous Attachment বলে। বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও বিশুদ্ধাবস্থায় এক তাৎপর্যবিশিষ্ট। নির্মলবিধি রাগের সহায়।

নির্মলবিধি রাগের সহায়— নির্মলরাগ ভগবৎ ইচ্ছারূপ বিধির অনুগত। ভগবৎ- পক্ষে বিধির জয়। জীবপক্ষে রাগের আদর। জড়জগতে রাগ ও বিধির যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল রাগের অস্বাস্থ্যনিবন্ধন।

নির্মলরাগ বিধির অনুগত —রাগ স্বাস্থ্যলাভ করিলে বিধি স্বকার্যোদ্ধারপূর্বক সহজেই নিবৃত্ত হয়। অতএব স্বাস্থ্য অবস্থায় জীবসম্বন্ধে রাগই সর্বপ্রধান। অসদ্বস্তুগত রাগ যেরূপ অধম, সদ্বস্তুগতরাগ সেইরূপ উত্তম, ঔষধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য অনন্ত, কিন্তু বিধির কার্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্টরাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। শুদ্ধজীব অর্থাৎ জড়-মুক্তজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের আশ্রয় নাই।

রাগাত্মিকা ও রাগা নুগা ভক্তি —বিশুদ্ধ ভগবদরাগের নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবল্লীলার উপকরণস্বরূপ শুদ্ধজীবই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞানবিচারে প্রদর্শিত হইবে যে, ব্রজবাসীজন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী নয়। এস্থলে ইহার উল্লেখমাত্র করা যাইতেছে। ব্রজবাসীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের শাস্ত্রবর্ণন-

শ্রবণপূর্বক বদ্ধজীবের যে তদনুকরণে লোভ জন্মে, তদ্বারা যে ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে(১)। এস্থলে যথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির

উত্তেজক, শাস্ত্রযুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয় (২)। অন্যান্য উপায় অবলম্বনপূর্বক বিধি যে কার্যে জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার যত্ন করে, ভাগ্যক্রমে একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজনা করে, তখন ঐ ভক্তিকে সাধনকালে বৈধী ভক্তি বলা যায় না। তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। অতএব সাধনভক্তি দুইপ্রকার। বৈধসাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তি। বৈধসাধনভক্তির বিবৃতি পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা সাধনভক্তির বিবরণ লিখিতেছি।

রাগাত্মিকা ভক্তিরা আস্বাদকগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রীতি করিয়া থাকেন, যিনি সেই সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা ভক্তি বৈধী সাধনভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্তিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধভক্তগণ বিধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল অঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু রাগানুগা ভক্তির সাধকগণ রাগানুগা প্রবৃত্তির দ্বারাই তত্তৎ কার্যে নিযুক্ত হন (৩)।

---

(১) রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।।
(ভঃ রঃ পূঃ ২/১৪৭)

(২) তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে !
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্।।
(ভঃ রঃ পূঃ ২/১৪৮)

(৩) বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষ্যতে।।
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সু না কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।
শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ্য তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।।
(ভঃ রঃ পূঃ ২/১৪৯-১৫২)

শরীরযাত্রীনির্বাহ শারীরকর্ম মানসকার্য ও সামাজিক ক্রিয়া, বদ্ধজীবের জীবননির্বাহের জন্য প্রয়োজন। জীবনকে বহির্মুখ হইতে না দিয়া ভক্তির সাধক করিবার জন্য যে সকল বৈধ- চেষ্টা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও রাগানুগা ভক্তিসাধকের প্রয়োজন। রাগানুগা ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ। সাধনকালে জীবন কি ভাব গ্রহণ করিবে? অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধী ভক্তির অঙ্গসকল স্বীকার না করিলে, জীবন হয় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহির্মুখ হইয়া রাগানুগা বৃত্তিকে খর্ব করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সর্বভাবে ভগবদালোচনা স্বীকৃত না হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাগানুগা-বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণকীর্তনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে যেমত বৈধভক্তজীবনে নৈতিকসেশ্বরধর্ম পর্যবসিত হইয়া একটু বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাগানুগ ভক্তজীবনে বৈধজীবন কিয়ৎ পরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে। তাহাতে স্থলবিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোন স্থলে রূপান্তর হইয়া পড়ে। সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল পরিবর্তন কোন শাস্ত্রবিধি দ্বারা ঘটে না,ভক্তদিগের রুচি হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া যায় না উদাহরণ কেবল বৈধবিষয়েই স্থির থাকে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে সকল বিভাগ ও সম্বন্ধবিচার আছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার সুতরাং থাকে। ভক্তিরস-তন্ত্রে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এস্থলে বিস্তৃতরূপে লিখিতে গেলে পুনরুক্তিদোষ ঘটিবে। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় দ্বিবিধা যথাঃ- ১। কামরূপা (১)। ২। সম্বন্ধরূপা (২)।

কামরূপা—বিষয়সম্ভোগতৃষ্ণাকে কাম বলে। ইন্দ্রিয়ার্থই বদ্ধজীবের বিষয়, অতএব ইন্দ্রিয়তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন। যে স্থলে পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ বিষয়রূপে বৃত হন, সে স্থলে বিষয়সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপভেদ নাই, কেবলমাত্র

বিষয়ভেদ আছে। নিত্যসিদ্ধ জীবস্বরূপ ব্রজগোপীগণের বিষয়ান্তর অভাবে প্রেমকেই ব্রজতত্ত্বে কাম বলা যায়, যেহেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই। তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা। তাঁহাদের ভক্তির অনুকরণকারী জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামরূপা। জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, সাধ্য ও সাধকের মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধরূপা বলে না। কামরূপা রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য সুখের অন্বেষণ বা উদ্যম নাই (৩)।

সম্বন্ধরূপা——প্রভুদাস-সম্বন্ধ, সখা-সম্বন্ধ পিতাপুত্র-সম্বন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ এইরূপ চারিটী মুখ্য-সম্বন্ধগত রাগাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধরূপা। তাহার অনুকরণকারী জীবের সম্বন্ধরূপা রাগানুগা ভক্তি সাধনকালে লক্ষিত হয় (১)।

সিদ্ধদেহে ভজন- কোন ব্রজবাসী ভক্তের ভাবে সাধক লুব্ধ হইয়া তাঁহার

---

(১) সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাম্।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।।
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।।
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি।
ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।।
কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২/২৮৩-২৮৭)

(২) সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লভা মতাঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২/২৮৮)

(৩) কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা।।
শ্রীমূর্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।

অনুচরস্থলে আপনাকে স্থির করিয়া তাঁহার আনুগত্যসহকারে তাঁহার ভাবে সিদ্ধ দেহে অন্তরঙ্গ ভগবদ্ভজন করিবেন। যে পর্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থারূপ ভাবোদয় না হয়, সে পর্যন্ত নিজ ভজনের অনুকূল বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল বহিরঙ্গসাধনরূপে স্বীকার করিবেন। শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগকে অনুশীলন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের সশ্রদ্ধ সেবা, তাঁহাদের কথার আলোচনা, ভক্তিপীঠরূপে স্থলবিশেষে বাস, অথবা মানসে ব্রজবাস করিবেন।

বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই একমাত্র কারণ। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই একমাত্র কারণ। কেহ কেহ বৈধী ভক্তিকে প্রেমভক্তির মর্যাদাস্বরূপ বলিয়া তাহাকে মর্যাদামার্গ বলিয়া নাম দিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তিকে প্রেমভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈধী ভক্তি সর্বদাই ঐশ্যজ্ঞানযুক্ত। রাগানুগা ভক্তি সর্বদাই ঐশ্যজ্ঞানশূন্য (১)। কোন কোন স্থলে বৈধভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন। আগামী বৃষ্টিতে রাগজনিত ভগবদ্ভক্তজনের লক্ষণাদি বিচারিত হইবে।

পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্।।
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২/২৯৭-৩০২)

(১) রিরসাং সুষ্ঠুকুর্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব ন তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে।।
সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা।।
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তি কার্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২/৩০৩,৩০৫-৩০৬)

(১) যদৈশ্যজ্ঞানশূন্যত্বাদ্দোষং রাগে প্রধানতা।। (ভঃ রঃ সিঃ ১/২/২৮৮)

পঞ্চম-বৃষ্টি

প্রথম-ধারা

ভাবভক্তিবিচার

প্রেমভক্তির দ্বিবিধ অবস্থা- প্রেমভক্তিই সাধনভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম (১)। প্রেমকে সূর্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্বে যে ভক্তিসামান্যলক্ষণে কৃষ্ণানুশীলনকার্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয়।

---

(১) ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা।।
ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্রিধা।
অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্বিধা।।
দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।
শুভানি প্রীণনং সর্বজগতামনুরক্ততা।।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।
সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্রিধা।।
মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ।।
সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়তি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা।।
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।।

ভাব ও প্রেম বা রতি—রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে ভাব বলা যায় (১)। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়। এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি বিষয়াস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, রতি চিত্তত্ত্ববিশেষ জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয়। বদ্ধ-জীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিদ্বিভাগগত ভাবের জড়সম্বন্ধীয় বিকৃতিমাত্র। জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয়, তখন ঐ রতি সম্বিদংশে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয়-সকলের আস্বাদনের হেতু হয়। তৎকালেই হ্লাদিনী অংশে স্বয়ং আহ্লাদ প্রদান করে। রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজস্বরূপ।

রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজ—রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আসিয়া সহায়তা করে, তখন ভাবযোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেমবৃক্ষকে প্রকট করে। রসতত্ত্ববিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা।।
অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়াস্ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ।
দ্বিশঃ ষড়ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্তিতম্।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ম লঃ)

(১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ)

আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্।
স্বয়ং প্রকাশমানাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ।।
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ)

রতি প্রেমের সূক্ষ্মাংশ— রতিই প্রেমের অত্যন্ত সুক্ষ্মাংশবিশেষ, যাহা হইতে আর কোন স্বরূপ গত সূক্ষ্মাংশ নাই। শতসংখ্যক অঙ্কে যেমন এক একটী অখণ্ডিত অতি সূক্ষ্ম বিভাগ (ইংরাজী ভাষায় unit বলে), প্রেম-তত্ত্বে রতি তদ্রূপ একটী অখণ্ডিত সূক্ষ্ম বিভাগ। সাধনভক্তিতে রুচি, শ্রদ্ধা, আসক্তি প্রভৃতি যে সকল ভাব দেখা গিয়াছিল, সেসকল এক অঙ্গস্থলীয় রতির ভগ্নাঙ্কবিশেষ। সাধনাঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, সে শ্রদ্ধা ও রুচি রতিরই ভগ্নাঙ্ক বটে, কিন্তু ঐ ভগ্নাঙ্কের প্রতিবিম্বিত ভাব। নীতিবিরুদ্ধজীবনে রতির ভগ্নাঙ্কসকল অত্যন্ত বিকৃত। নৈতিক জীবনে উহারা কিয়ৎ পরিমাণে বিধিবদ্ধ। সেশ্বরনৈতিকজীবনে তাহারা অধিকতর বিধিবদ্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃত - প্রায়। সাধনভক্ত জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় তাহা পূর্ণাঙ্ক নয়। ভাগবতজীবন উদিত হইলেই একাঙ্কস্থলীয় রতি লক্ষিত হন। পূর্ণাঙ্কস্থলীয় রতি উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয়। প্রাপ্তরতি পুরুষের দেহত্যাগ পর্যন্ত প্রপঞ্চসম্বন্ধ থাকে।

রতির বিকৃতি ও স্বীয় প্রকৃতি—প্রপঞ্চোন্মুখতাই রতির বিকৃতি। ঈশোন্মুখতাই তাহার বিকৃতিমুক্তি বা স্বীয় প্রকৃতি।

রতি বা ভাব দুইপ্রকার, যথা ঃ-

১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব। ২। প্রসাদজ ভাব।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়; যথা ঃ-

১। বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাব।
২। রাগানুগসাধনাভিনিবেশজ ভাব (১)।

---

(১) বৈধীরাগানুগাবার্গভেদেন পরিকীর্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোহত্র সাধনাভিনিবেশজঃ।।
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ)

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে। সেই রুচি সাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয়। ইহাই সাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজভাবের উদাহরণ (২)।

প্রসাদজভাব দুইপ্রকার যথা ঃ-

১। কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব। ২। ভক্তপ্রসাদজ ভাব।

ত্রিবিধ কৃষ্ণপ্রসাদ—কৃষ্ণপ্রসাদ তিনপ্রকার, ১। বাচিক, ২। আলোকদান ও ৩। হার্দ (৩)। ভগবান্ যখন কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্যদ্বারা আনন্দবিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ হয়। ভগবান স্বীয় মূর্তিদর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোক-দান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হার্দপ্রসাদ বলে।

ভক্তপ্রসাদজভাব—নারদাদিভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে। সে সমুদয় ভক্ত প্রসাদজ ভাব (৩)। ভক্তদিগের একটী মহতী

---

(২) ইত্থং মনোরথং বালা কুর্বতী নৃত্য উৎসুকা।
হরি প্রীত্যা চ তাং সর্বাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ।। পাদ্মে

(৩) সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণতদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্যতে।।
প্রসাদা বাচিকালোকদানহার্দাদয়ো হরেঃ।
প্রসাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ ইতি কথ্যতে।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ)

(১) গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ।।
(ভাঃ ৭/৪/৩৬)

শক্তি উদিত হয়। তাঁহারা সেই শক্তিক্রমে কৃপাপূর্বক অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও ব্যাধ নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিসঞ্চার-সম্বন্ধে ক একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভক্তদিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাত্র হউক, তাঁহারা তাহাকে কৃপা করিয়া শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন। ভাবভক্তগণ সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অনুকরণীয় শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বলদ্বারা বহির্মুখদিগের প্রাক্তনযোগ্যতাক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগানুগসাধনপর ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণদ্বারা বহির্মুখ লোকের প্রাক্তন অনুসারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন (২)। এস্থলে আরও বিচার্য এই যে, জীবগণ সাধনক্রমে ভাবভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রায়িক। প্রসাদজভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি ও বিধিসমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু। এরূপ প্রসাদকে অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান করিতে পারেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্বতন্ত্র বলিলে এরূপ অধিকার তাঁহার পক্ষে অন্যায় নয়।

ন্যায় কাহাকে বলে ? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সাধারণে ন্যায়পক্ষ বলে। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্র ও তাঁহার অধীন। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ, তদ্দারা যে ন্যায় অন্যায় স্থির হয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্বতোভাবে অতীত।

---

(২) প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষ এইরূপ বলেন ঃ-

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাংদরশনেহস্তু ভগবত্তনূনাম্।।
(ভাঃ ১০/১০/৩৮)

ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি– ভক্তভেদে রতি পঞ্চবিধ (১)। রসবিচারস্থলে তাহাদের পৃথক্ বিচার করা যাইবে।

ভাবে উৎপাতের সম্ভাবনা নাই ----যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে, তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে যে সকল পরিবর্তন স্বাভাবিক, তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। বিধিবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পরে, আচারও কিয়ৎপরিমাণে স্বৈরতা স্বীকার করে । ভাবজীবন যে বৈধ জীবনের এককালীন পরিবর্তন করে তাহা নয়, কিন্তু ভাবুকের কার্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্যের নিয়ামক হয় (২)। ভাবুক স্বৈর ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্যপাপে রুচি থাকে না। কর্তব্য কর্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম করেন না। কাহার অনুকরণও করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদি সংরক্ষণক্রিয়া পূর্ব পূর্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই

---

(১) ভক্তাণাং ভেদতঃ সেয়ং রতিঃ পঞ্চবিধা মতা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/২৪)

(২) ভাবলক্ষণানি:-

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।

(ভাঃ ১১/৩/৩২)

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।

(ভাঃ ১১/২/৩৯)

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ।
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ।।

(ভাঃ ৭/৪/৪০-৪১)

হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্যকার্যেই যখন তাচ্ছিল্য, তখন পাপকার্য কোনপ্রকারেই তাঁহা হইতে সম্ভব হয় না। রতির চালনাক্রমে কোন কোন স্থলে বৈধ আচারে বৈগুণ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া বৈধভক্তগণ কোনপ্রকারেই অসূয়া প্রকাশ না করেন। জাতভাব ব্যক্তি সর্বতোভাবে কৃতার্থ (১)। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধনভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ; তথাপি ভাবজীবনের কএকটী নূতন লক্ষণ সর্বদাই আলোচনীয়।

---ঃঃঃ--

(১) জনে চেজ্জাতভাবেহপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/৫৯)

দ্বিতীয়-ধারা

ভাবুক লক্ষণ

ভাবুকের নববিধ লক্ষণ— ভাবুকের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নয়প্রকার লক্ষণ সর্বপ্রধান (১)।

১। ক্ষান্তি। ২। অব্যর্থকালত্ব। ৩। বিরক্তি। ৪। মানশূন্যতা। ৫। আশাবন্ধ। ৬। সমুৎকণ্ঠা। ৭। সর্বদা নামগানে রুচি। ৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি। ৯। কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।

১। **ক্ষান্তি**—ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষুভিত হয় না (২)। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয়জনের ক্লেশ বা মৃত্যু হয়, কোন সম্পত্তি নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা পীড়া হয়, তাহাতে ভাবভক্ত তাৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়ামাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয়, আশা, শোক, মোহ ইহারাই চিত্তক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার।

২। **অব্যর্থকালত্ব**— কাল বৃথা না যায়, এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভাবুক

---

(১) ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।।
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/২৫,২৬)

(২) ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/২৭)

সমস্ত কার্যেই ভাবদ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। যে কার্য উপস্থিত, তদুপযোগী ভগবল্লীলা স্মরণপূর্বক সেই কার্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। সমস্ত কর্মই ভগবদ্দাস্যরূপে করিয়া থাকেন (১)।

৩। বিরক্তি—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায় (২)। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জাতভাব পুরুষের ইন্দ্রিরার্থে অরুচি হইয়া উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বিরক্ত (বিরকৎ) বাবাজী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাঁহারা ভেকধারণপূর্বক আপনাদিগকে বিরক্ত মনে করেন। বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে, ভাবক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয়, তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না। যাঁহাদের পক্ষে ভজনসম্বন্ধে অনুকূল হয় না, তাঁহারা অভাব খর্ব করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন (৩)। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বতঃ হইয়া পড়ে। এই

---

(১) বাগ্ ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি।।

হরিভক্তিসুধোদয়ে

(২) বিরক্তিরিন্দ্রিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্। ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/৩০
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ।।

(ভাঃ ৫/১৪/৪৩)

(৩) বিভূয়াচ্চেন্মুনির্বাসং কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি।।

(ভাঃ ১১/১৮/১৫)

পরিবর্তনটী যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার বিচারপূর্বক সর্বশাস্ত্রসম্মত বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে, কিন্তু বর্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ।।

(ভাঃ ১১/১৮/১৬)

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ।।

(ভাঃ ১১/১৮/২০)

আন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।।

(ভাঃ ১১/১৮/২২)

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।
বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কিঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ।।
নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বিজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্যান্ন কেনচিৎ।
অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্।।
আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে।।
যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ।।

(ভাঃ ১১/১৮/২৮-৩৫)

যস্ত্বসংযতষড় বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি।।

(ভাঃ ১১/১৮/৪০)

অজাতরতি ব্যক্তির বাহিরে বিরক্তভাব গ্রহণ নানা উৎপাতের হেতু—অনেকে জাতভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই, ক্ষণবৈরাগ্যক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করেন।

স্ত্রী-পুরুষের কলহক্রমে, সাংসারিক ক্লেশবশতঃ বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদকদ্রব্যের বশ্যতাদ্বারা বা অবিবেকপূর্বক যে তাৎকালিক সংসারবৈরাগ্য উদিত হয়, তাহার নাম ক্ষণবৈরাগ্য। সেই ক্ষণবৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিয়া কৌপীন ও বহির্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, অত্যল্প-কালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া কোনপ্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করেন, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। তাঁহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। এইপ্রকার অবৈধ-ভেকের পর্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণবজগতের কোনপ্রকার মঙ্গল হইবে না। পূর্বে বর্ণাশ্রমধর্মবিচারে অবৈধ-বৈরাগ্যকে জগন্নাশকার্যরূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ-বৈরাগ্য বর্ণাশ্রমধর্মগত সন্নাসাশ্রমাশ্রিত পাপকার্য অবৈধ-বৈরাগ্যের বিচার করা গেল, তাহা ভক্তজীবনগত মহদপরাধবিশেষ। শ্রীমদেগাপালভট্ট গোস্বামিকৃত "সৎক্রিয়াসার দীপিকার" পরিশিষ্ঠ গ্রন্থে ইহার বিচার পাওয়া যায়।

"বৈষ্ণব" "বৈরাগী" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তন্মধ্যে ভক্তিজনিত বৈরাগ্য অতি অল্পলোকের হইয়া থাকে। তাঁহাদের চরণে সর্বদা দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অবৈধ-বৈরাগীগণ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ঃ-

চতুর্বিধ অবৈধ বৈরাগী — ১। মর্কটবৈরাগী। ২। কপটবৈরাগী। ৩। অস্থিরবৈরাগী। ৪। ঔপাধিকবৈরাগী।

(ক) **মর্কটবৈরাগী**— বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইস্থলে যে বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কটবৈরাগী বলিয়াছেন (১)।

(খ) **কপটবৈরাগী**—মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি, মরণসময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে। গৃহীগণ আদরপূর্বক ভোজন এবং গাঁজা তামাকাদি অনর্থচেষ্টার জন্য অর্থ দিবে, এই ভরসায় যে সকল ধূর্ত লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপটবৈরাগী বলে (২)।

(গ) **অস্থিরবৈরাগ্য**—কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারা অস্থিরবৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপটবৈরাগী হইয়া পড়ে (৩)।

---

(১) ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।।
প্রভু কহে, মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২/২২০, ২২৪)

(২) শ্রীঠাকুর মহাশয় আপনাকে উদ্দেশ করিয়া কপট-বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন,--

হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।।

(শ্রীঠাকুর নরোত্তম)

সেইরূপে অস্থির ও ঔপাধিক বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেনঃ--

ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ বিষকূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ।

(ঘ) ঔপাধিকবৈরাগী—যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতিদ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে ,অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন চেষ্টা করে,তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণপূর্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়। এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, ও জীবের অমঙ্গলসাধক। ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয় ,তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা , তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক।

যথার্থ বৈরাগ্য ভক্ত জীবনের অলঙ্কার--- যথার্থ বিরক্তি, জাতভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগেব অলঙ্কার - বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবে না, কিন্ত ভক্তির অনুভাবস্বরূপ বলা যাইবে।

৪। মানশূন্যতা—স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অভিমানশূন্যতার নাম মানশূন্যতা। যাহার উৎকৃষ্টতা নাই তাহার মান নাই। সেরূপ মানশূন্যতা ভক্তজীবনের অলঙ্কারমধ্যে পরিগণিত নহে (১)

৫। আশাবন্ধ—জাতভাব পুরুষে ভগবৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ় হইয়া আশাবন্ধকে উৎপন্ন করে । সেই সময়ে আর কুতর্কজনিত সন্দেহমাত্র থাকে না (২)।

রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।।

(শ্রীঠাকুর নরোত্তম)

(১) উৎকৃষ্টত্বেহপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা।
(২) আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া।

(ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/৩২-৩৩)

শ্রীমুখবচনং যথাঃ--

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোহথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।

৬। **সমুৎকণ্ঠা**— নিজাভীষ্টলাভে যে বৃহৎ লালসা, তাহাকে সমুৎকণ্ঠা বলে। জাতভাবব্যক্তির ভগবান্‌ই একমাত্র নিজাভীষ্ট। তাহাতে সমুৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া পড়ে (১)।

৭। **নামগানে সদা রুচি** — জাতভাব পুরুষের ভগবন্নামগানে সর্বদা রুচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু ভাল লাগে না (২)।

৮। **কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি**—জাতভাব পুরুষ ভগবদ্‌গুণাখ্যানে সর্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন (৩) রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি। তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রতি।

৯। **কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি**— ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতিই জাতভাব পুরুষের একটী লক্ষণ। ভগবানের বসতিস্থল দুইপ্রকার, প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত হরিলীলার পীঠ, সে সকলই প্রপঞ্চগত। তাহাতে পরা ভক্তি যোজনা করিলে, ভক্তিচক্ষে সে সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থলের নিদর্শনস্বরূপ হয়। প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থল চিজ্জগৎ। চিজ্জগৎ দুইপ্রকার। শুদ্ধ চিজ্জগৎ ও ভৌমচিজ্জগৎ। শুদ্ধচিজ্জগৎ বিরজাপারে পরব্যোমস্বরূপ। তাহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রসপীঠরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্ঠে ভগবান্ তত্তৎ রসোপযোগী স্বরূপবিশিষ্ট হইয়া সেই সেই রসোপকরণরূপ শুদ্ধজীবনিচয়ের সহিত

হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়িতথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী।
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্।।

(১) সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা। ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/৩৬

(২) রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা।। ভঃ রঃ সিঃ ১/৩/৩৮

(৩) নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।।
(ভা ৩/১৫/৪৮)

নিত্য বিরাজমান। যে যে বদ্ধজীবগণ সেই সেই প্রকোষ্ঠস্থ আস্বাদনপ্রিয়, সেই সেই জীবগণের চিত্তাগে ভক্তিপূতহৃদয়ে ভগবানের সেই সেই স্বরূপ বিরাজমান আছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব-হৃদয় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতিস্থল। ভগবানের প্রপঞ্চমধ্যগতলীলাস্থান ও ভক্তগণের ভজনপীঠসমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চবিজয় বলা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবল্লীলাস্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণবক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসীক্ষেত্র, ভগবৎ কথাস্থান ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসমূহ ভগবদ্বসতিস্থল (২)। ঐ সমুদয় স্থলে বাস করিতে জাতভাব পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়।

---

(২) পূণ্যা বত ব্রজভূবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রি।।
(ভাঃ ১০/৪৪/১৩)

তৃতীয়-ধারা

জ্ঞানবিচার

পঞ্চবিধ জ্ঞান—জ্ঞানালোচনা-সম্বন্ধে জাতভাব পুরুষদিগর কিরূপ চেষ্টা, তাহা জানিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন। ভাবের উদয় হইবার পূর্বেই বৈধীভক্তিসাধনকালে পুরুষের ভাগবত-শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ততত্ত্বের একপ্রকার অবগতি হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানরূপ অনর্থ দূর হইয়া থাকে। ভাব উদিত হইলে, তাহার আস্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের অন্যাংশের আলোচনা হয় না। জ্ঞান পঞ্চপ্রকার যথাঃ--

১। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। ২। নৈতিকজ্ঞান। ৩। ঈশ্বরজ্ঞান। ৪। ব্রহ্মজ্ঞান। ৫। শুদ্ধজ্ঞান।

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান—ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যজগতের ভাবসকল স্নায়বীয় শিরাদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মনের প্রথম বৃত্তিদ্বারা ঐ ভাবসকল বাহ্যজগৎ হইতে আনীত হয়। তাহার দ্বিতীয় বৃত্তির দ্বারা ভাবসকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে। তৃতীয় বৃত্তির দ্বারা ঐসকল ভাবের সংমিলন ও বিয়োগক্রমে কল্পনা বিভাবনাদি কার্য করায়। চতুর্থ বৃত্তি দ্বারা ঐ ভাবের জাতিনিরূপণপূর্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘুভাবকে পুনরায় বিভক্ত করিয়া সংখ্যার আধিক্য করে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ও সঙ্গীত বিজ্ঞান ইত্যাদি—পঞ্চম বৃত্তিদ্বারা সংসজ্জিত ভাবসকল হইতে যুক্ত অর্থ নিঃসৃত করে। ইহার নাম যুক্তি। যুক্তিতেই কার্যাকার্য নির্ণীত হয়। যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়বিজ্ঞান অনেক প্রকার, যথা--- জড়গুণবিজ্ঞান (Science

of matter and motion) চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্বেদবিজ্ঞান (Medicine), দেহবিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টিবিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীতবিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and Manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্-- বার্তাবহ (Electrical Wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্মাণ (Architecture) , এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম। দেশজ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল সমাচার ও কালজ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞান। পশুবৃত্তান্তজ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিববিজ্ঞান (Minerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা(Surgery) এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানবপ্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে (১)।

নৈতিকজ্ঞান—ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচারপূর্বক একটী নীতিতত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। সুখ- দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল

---

(১) সুখাশয়া বহিঃ পশ্যান্ দেহী চেন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ।
বাতায়নৈর্গৃহীবান্তস্তত্ত্বং বেত্তি ন বাহ্যবিৎ।।
তস্মাদনর্থনার্থাভান্ বিবিচ্য বিষয়ানিতি।
উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী বালরম্যানহীনিব।।
(নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৯ অ ৩৭/৩৮)

বিষয়ে দ্বেষ, তাহা নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষের খর্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে।

রাজনীতি, শরীরনীতি ইত্যাদি—নীতি অনেকপ্রকার,যথা— রাজনীতি (politics) দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্‌নীতি (Laws of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of Labour), শরীরনীতি (Rules of health) সংসারনীতি (Socialism), জীবননীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিকজ্ঞানে পরলোকজ্ঞান বা ঈশজ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিকজ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে (Positivism) বা নিশ্চয়জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন, কিন্তু মানব প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায়, কেবল নৈতিকতারদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই (১)।

ঈশ্বরজ্ঞান—জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্বাহের সংযোগ ও উন্নতি- বিধান আলোচনা করিয়া নবযুক্তি

---

(১) অর্থশাস্ত্রেণ কিং তাত যৎ স্বসংস্মৃতিবর্ধনম্।
শাস্ত্রশ্রমেণ কিং তেন যেনাত্মৈব বিহিংস্যতে।।
নীতিভিঃ সম্পদস্তাভির্বহধ্যঃ স্যুর্মমতা দৃঢ়াঃ।
তাভির্বদ্ধো ভবাম্ভোধৌ নিমজ্জত্যেব দুর্মতিঃ।।
(হঃ ভঃ সুঃ ৯অঃ ১৮ - ১৯)
যদি বা দুর্মতিঃ কশ্চিদ্বাহ্যলক্ষ্মীমবেক্ষতে।
তথাপি নীতিভিঃ কিং স্যাৎ সেব্য শ্রীশো হি সর্বদা।।
(ঐ ২৭)

স্থির করেন যে জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। তিনি জগতের পূজ্য. কোন এক প্রধান জ্ঞান স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ (১) কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে. যিনি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন , কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আরও অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্ত করিবেন । কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি নিজ উচ্চস্বভাববতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না । এইপ্রকার অনেক অস্থিরসিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস নৈতিকজ্ঞানে সংযোগ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন সেশ্বরজ্ঞানবাদির মতে কর্তব্যকর্মদ্বারা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গাদিভোগ- প্রাপ্তি হয়, অকর্তব্যকর্মদ্বারা নরকাদি ক্লেশ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগাদিক্রিয়া, তপস্যা, দেশবিদেশের নানা নামবিশিষ্ট ঈশসাধন- রূপ ধর্ম- ব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানজনিত পৃথক্ পৃথক্ বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞান ও সমস্ত কর্মই এই জ্ঞানের অন্তর্গত । এই জ্ঞানে জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবোধ নাই। এই জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্ষুদ্রতা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর উন্নতি কিসে হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময় যাঁহারা অধীরতালক্ষণ চাপল্যবশতঃ

---

(১) শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্মণাত্মান ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে।।
ন জানামি মহাভাগ পরং কর্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্মভিঃ।।

(ভাঃ ৪। ২৫। ৪- ৫)

শ্রেয়সামিহ সর্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌ র্ব্যসনার্ণবম্।।

(ভাঃ ৪। ২৪। ৭৫)

যুক্তিকেই পুনঃ পুনঃ পেষণ করেন, তখন যুক্তি আর অগ্রে যাইবার পথ না পাইয়া শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক যাহা তাহার অধিকারে আছে, তাহার ব্যতিরেকচিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নিরাকার। বিকার আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নির্বিকার, গুণ আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নির্গুণ। বিশেষ আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নির্বিশেষ। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা একটী নির্বিশেষতত্ত্ব কল্পনা করিয়া নিজের চরমগতিও তাহাতে অন্বেষণ করে। এইস্থলে ঈশ্বরজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাঁহারা ধীরতা স্বীকারপূর্বক আত্মাতে চিত্তত্ত্বের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা পঞ্চম জ্ঞানরূপ শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানই চতুর্থজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়ামাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যনথিজম্ (pantheism) — বলেন।

মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ—অদ্বৈতবাদ দুইপ্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ। মায়াবাদে কিছুই হয় নাই, কেবল মায়াদ্বারা জগৎ প্রতীত হইতেছে। বিবর্তবাদে কিয়ৎ পরিমাণ কার্য স্বীকার আছে, তাহাও দুইপ্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত। তত্ত্বকে স্বীকারপূর্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উত্থিত হয়, তাহার নাম বিকার;

বিকার ও বিবর্ত— যথা --- দুগ্ধকে স্বীকারপূর্বক অন্য বস্তুরূপ দধি বিকার -- স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বকে অস্বীকারপূর্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত। যথা – রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্তবাদে আরও অনেকপ্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূলকথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে।

আমরা সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতিমাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত (১)।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

ব্যবহারিকপ্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রস্তাবককে

---

(১) যর্হ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং,
তর্হ্যেব তন্মায়াবিষয়তাপন্নম — বিদ্যাপরিভূতঞ্চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বরবিভাগোঽবগতঃ।
ততশ্চ স্বরূপসার্থবৈলক্ষণ্যেন তদ্দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব দৃষ্টমিত্যাগতম্।

ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ ।।
তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবং।
নির্ধর্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি;
উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্ব - প্রতিবিম্ব - ভেদাভাবাৎ,
দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থ জ্যোতিরংশস্যেব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে।
নত্বাকাশস্য দৃস্যত্বাভাবাদেব।
ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ পর্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনা
বিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবা
-স্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধো জীবঃ, পুনস্তদেব
জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বর-স্তদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি
বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। (তত্ত্বসন্দর্ভবিচারঃ ১/ ৩৫ - ৪০)

উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটী ক্ষুদ্রতত্ত্ববিশেষ, তাহাও সহজ প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্তা, নিয়ন্তা ও পাতা, ইহাও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটী সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভাণস্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে ? যদি ভ্রান্ততত্ত্বস্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে।

ভ্রান্তি— মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্বদাই করিরয়া থাকে । কখন কখন তাহারা 'বাদশাহ' বা 'নবাব' বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমানে কার্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেকপ্রকার তন্মধ্যে কুতর্কজনিত ভ্রান্তি , চিত্ত পীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক সেবনদ্বারা ভ্রান্তি ইহারা প্রধান ।তর্কহত হইয়া নরবুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে ।

পেন্থিষ্ট---ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদের ঐ মত । তন্মধ্যে স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

থিয়সফিষ্ট---আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ । পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন , তাহাতে বিচারশক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাযে- কাযেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন।

দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, শঙ্কর— আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত ।ব্রাহ্মণসমাজে প্রায়ই ঐ মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ভ্রান্তমতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদয়ই অদ্বৈতমতের অধীন হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতবাদ তাহাকে অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধিও চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন চরম উদ্ধর্তা বলিয়া পূজা করেন। মূলতত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তিবাদই যাঁহাদের জীবন তাঁহারা তত্ত্ববিচার পূর্বক অদ্বৈতবাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজধর্ম যে ভক্তি তাহারই অনুশীলন করেন (১)।

অদ্বৈতবাদ বিচার---অদ্বৈতমতের ভিত্তি কি তাহা দেখা যাউক। জগতে যতপ্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে দ্রব্যজাতি বিভাগ ও সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধানদ্বারা দ্রব্য- সংখ্যার লাঘব ক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতনবিশিষ্ঠ যত বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দিষ্ঠ করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটি বস্তু নির্দেশ করেন, সে বৃত্তি মনের বৃত্তিবিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির মূলানুসন্ধান করা সে বৃত্তির কর্ম নয়, অথচ তাঁহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে।

---

(১) নৈবেচ্ছত্যাশিবঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে।।
(ভাঃ ১২/১০/৬)

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।।
(ভাঃ ৩/২৫/৩৪)

১। **ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ**—এই স্থলে একটী নির্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনাপূর্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে, দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অথবা যেমন শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে কোন সময় রজতভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্‌ভ্রম হইতেছে।

২। **ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম**---এই সিদ্ধান্তকার্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়।

ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই, তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্জুতে সর্পভ্রমও এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্মণ্য যেহেতু কে রজ্জু ও কে সর্প ইহা দেখিতে গেলে সর্প যদি ব্রহ্মস্থলীয় হয়, তবে সর্প বলিয়া আর একটী বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? এস্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি- রজত উদাহরণও তদ্রূপ। দুগ্ধের বিকার যে দধি তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈতমতের রক্ষা হয় না। অদ্বৈতমতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈতমত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

(ভা ৩/২৯/১১)

স এব ভক্তিযোগাখ্যো আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবা য়োপপদ্যতে।।

(ভাঃ ৩/২৯/১২)

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।

(ভাঃ১১/২০/৩৪)

কে সেইমত সমর্থন করিবে ? যদি বল সহজ জ্ঞান , তাহাও অসম্ভব। সহজজ্ঞানেই ভেদপ্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল অদ্বৈত- মত বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে , তাহাও অকর্মণ্য। যেহেতু সেই মতবাদীগণ যে সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রুতিতে অদ্বৈত মতপোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতমত-পোষক বাক্যসকল কথিত হইয়াছে। বিশেষরূপে বিবেচনা করা হয় নাই।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই বেদের তাৎপর্য— বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদশাস্ত্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্যভেদাভেদজ্ঞান তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মতপোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন । বস্তুত কেবলাদ্বৈতমত বেদের মত নয়। বেদশাস্ত্র সিদ্ধজ্ঞানাবতারস্বরূপ নিরপেক্ষ কোন মতবাদ বেদে নাই । সহজজ্ঞান, বেদশাস্ত্র, যুক্তি সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমান- রূপ প্রমাণ সকল কেহই অদ্বৈতবাদের পোষক নয়। ভ্রান্ততর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক (১)। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হইবে, এরূপ বিশ্বাস রূপকভাবে স্বীকার করিলে দোষ নাই । জড়াভিমান বিগত হইলে ব্রহ্মাভিমানই হইয়া থাকে , কিন্তু সেই ব্রহ্মে স্বর্গত ভেদ রূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদনরূপ ভেদত্রয় তখন ব্রহ্মভুত ব্যক্তির অনিবার্য ধর্ম হইবে।

মুক্তি কি ? জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিই মুক্তি— মুক্তি কি ? চিত্তত্ত্বরূপ জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিকেই মুক্তি বলে। মুক্তি একটি ক্ষণিক

---

(১) এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূ নং কথামৃতনিধৌ রতিম্।।
প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ ।।

কার্যবিশেষ। নিত্যসিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে মুক্তি কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় না । যেহেতু তাহারা কখনও বদ্ধ হয় নাই। মুক্তির প্রয়োজন কি ? কেবল বদ্ধজীবদিগের মুক্তিলাভ সম্ভব। জীব দুইপ্রকার , তাহা শুদ্ধজ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত হইবে। মুক্তি যে জীবের প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না , যেহেতু মুক্তি সর্বজীবসম্বন্ধীয় তত্ত্ব নয়।

প্রেম সর্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব অতএব প্রয়োজন—প্রেমেই সর্বজীবসম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতএব তাহাই প্রায়োজন। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বা নিঃশক্তিক বলিয়া বলে। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিলেও তাহার নির্বিশেষত্ব কেবল বস্ত্বন্তরের সবিশেষত্ব হইতে ভিন্ন বলা হয়। তাহাও ব্রহ্মের একটী বিশেষ গুণ। ব্রহ্মের যদি শক্তি নাই, তবে এই সৃষ্ট জগতের বা ভ্রমময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল ? ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ মতে যখন আর বস্তু নাই , তখন অগত্যা ব্রহ্মশক্তির প্রতি এই প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে । অদ্বৈতবাদ খণ্ডনকার্য আমরা এইখানেই সমাপ্ত করিব, যেহেতু আমাদের প্রকৃত কার্য বাকী আছে । আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, চতুর্থশ্রেণীর জ্ঞান যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে , তাহা জ্ঞানাঙ্কুররূপ ঈশ- জ্ঞানের বিকৃতি। শঙ্করাচার্য, অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, নানক, কবীর, গোরক্ষনাথ , শিবনারায়ণ এই সকল ব্যক্তিগণ চতুর্থশ্রেণীর জ্ঞান- প্রচারক আচার্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন । উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর হইতে যে শুদ্ধজ্ঞান উদিত হয় অদ্বৈতবাদ তাহা নয়।

শুদ্ধজ্ঞান বিচার করিতে হইলে গ্রন্থ অনেক বড় হইবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য যে জীবের নিত্যধর্মের বিচার তাহার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে। এজন্য আমরা সংক্ষেপতঃ শুদ্ধজ্ঞানের বিচার করিব (১)।

পঞ্চবিধ শুদ্ধজ্ঞান শুদ্ধজ্ঞান পঞ্চপ্রকার অনুভব স্বরূপ; যথাঃ--
১। পরেশানুভব। ২। স্বানুভব। ৩। স্বধর্মানুভব ৪। ফলানুভব। ৫। বিরোধানুভব।

১। পরেশানুভব– পরেশানুভব ত্রিবিধ, ব্রহ্মানুভব, পরমাত্মানুভব ও ভগবদনুভব(১)। জগতের সমস্ত সবিশেষ চিন্তার বিপরীত কোন নির্বিশেষ চিন্তাগত পরেশভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। পরেশতত্ত্ব সর্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবের সম্বন্ধে সেই পরেশানুভব পূর্বোক্ত ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে পেষণ করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্বিশেষ আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা পরেশতত্ত্বের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের যদি অদ্বৈতবাদ দোষস্পর্শ না করে, তবে ঐ উপায়দ্বারা কথঞ্চিৎ পরেশসম্বন্ধ উপলব্ধ হয়।

---

(১) মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ।।
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যা সমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।।
শব্দব্রহ্মাণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্।।
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।
তস্মাৎ কর্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু।
মার্থদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু।।
স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং স্বকর্মকমতদ্বিদঃ।।
(ভাঃ ৪/২৯/৪১-৪৮)

(১) তৎকর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরিশ্বরঃ।।
তৎপাদমূলশরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ।
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্বপি।।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।।
(ভা ৪/২৯/৪৯- ৫১)

ব্রহ্মানুভব---যদিও ইহাকে পরেশানুভব বলা যায়, তথাপি তাহা অতিশয় সামান্য অতএব পরিশেষে পরমানন্দপ্রদ হয় না। কিয়ৎ পরিমাণে রতি ও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধাভাবে তাহাতে রতির পুষ্টি সম্ভাবনা নাই। সনকাদি মহাত্মাগন। ঐ রতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তরতির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

(ক) পরমাত্মানুভব -- পরমাত্মানুভবই দ্বিতীয় পরেশানুভব। তৃতীয় প্রকার জ্ঞানবিচারে যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার চরমা- বস্থাতেই পরমাত্মানুভব উদিত হয়। বদ্ধজীবের কর্মফলদাতা সর্বকর্মের প্রয়োজক কর্তা, জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরেশভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে যে ঈশ্বরের প্রাণিধান ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা পরমাত্মার কাল্পনিক বা বাস্তবিক অবতার বিশেষ। ইহাকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যষ্টি প্রকাশ ও সমষ্টি প্রকাশ।

পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি— সমষ্টি প্রকাশদ্বারা তিনি বিরাট, -- ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ। ব্যষ্টি— প্রকাশদ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ বিশেষ। কর্মমার্গে যদি বাস্তব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য থাকে, তবে কর্মকর্তা পরমাত্মারই উপাসক হন। চিন্তার চরমাবস্থায় যেমন উপাসনীয় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ কার হয়, কর্মের চরমাবস্থায় তদ্রূপ উপাসনীয় পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

(খ) ভগবদনুভব— ভগবদনুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশানুভব (১)। স্বরূপবিশিষ্ট, সর্ব- শক্তিমান্ সমস্ত গুণাধার পরেশতত্ত্বই ভগবান। মূলতত্ত্ব বিচারে ভগবান্ ব্যতীত আর স্বতন্ত্র বস্তু নাই।

---

(১) জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।।

(ভাঃ ৫।১২।১১)

ভগবান্ শক্তিমান্ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সমস্ত জীব ও জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্ন। জগত ও যখন ভগবচ্ছক্তি-পরিণাম, তখন তাহারা মূলতত্ত্ব বিচারে পৃথক বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু তটস্থ বিচারে শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তু বলা যায় না। অতএব জগৎ ও জীব তটস্থ বিচারক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু।

জগৎ ও জীব ভগবৎ শক্তির পরিণাম—যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার না করিলে যথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। যদি বল, তাহা কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তিদ্বারাই বা তাহা কিরূপে সংস্থাপন করা যায়? তাহার উত্তর

যুক্তিবৃত্তি পরতত্ত্বকে স্পর্শ করিতে অক্ষম— এই যে, এই তত্ত্ব ভগবৎ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে বিপরীত - ধর্মের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যুক্তিবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র। এই তত্ত্বকে সে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না (১)। ভগবানের ইচ্ছা ও নির্বিকারতা, বিশেষ ও নির্বিশেষতা, অচিন্ত্যত্ব ও ভক্তিগম্যত্ব, নিরপেক্ষত্ব ও ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীতর্ধম - সকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে যুগপৎ স্বরূপগত অভেদ ও তটস্থ - বিচারগত ভেদ কেন না স্বীকার করা যাইবে (১)? যিনি কেবল - অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবল - দ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহারও তদ্রূপ ভ্রম। ভগবান্ নিজ সিদ্ধ বিগ্রহে সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে পৃথক্ (৩)

---

(১) জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত গুণোর্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ ।।
(ভাঃ ২/৩/১২)

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।
(ভাঃ ২/৯/৩০ - ৩২)

তিনি স্বশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন। বেদ সকল এই জন্যই কখন অদ্বৈতবাক্য এবং কখন দ্বৈতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবান্ সর্ববৃত্তিগম্য— ভগবদনুভবই পূর্বোক্ত ব্রহ্মানুভব ও পরমাত্মানুভবের চরম অবস্থান। পূর্বোক্ত দুইটী অনুভব জীবের জ্ঞান ও কর্মরূপ শাখাবৃত্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য, পরেশতত্ত্বের খণ্ডানুভব মাত্র। ভগবদনুভব কেবল বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপ সাক্ষাদ্দর্শন হইতে সম্ভব। স্বরূপপ্রাপ্ত বস্তুই প্রকৃত বস্তু। যে বস্তুর স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না, তাহা বস্তুগুণ - বিশেষ। ব্রহ্মের ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের গুণ -

পরিচয়মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশক। অতএব তাঁহাদের মুখ্য অবস্থিতি নাই। তাঁহারা ভগবানের গৌণ অবস্থিতি মাত্র। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা কেবল একটী একটী বৃত্তিগম্য। ভগবান্ সর্ববৃত্তিগম্য। সমস্ত বৃত্তির অধীশ্বরী যে ভক্তি, তিনি সমস্তবৃত্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করেন। তাঁহার দর্শনবৃত্তি চরিতার্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয়।

ভগবদনুভব চারিপ্রকার ; যথা ঃ—

চতুর্বিধ ভগবদনুভব — ১। কর্মপ্রধানীভূত অনুভব। ২। জ্ঞানপ্রধানীভূত

---

(১) স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ।
করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টাবিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা ।।

(ভাঃ ৪ / ১১/ ১৮)

(২) যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা।
তদ্ ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্ত মাদ্যমানন্দমাত্রম্ বিকার মহং প্রপদ্যে ।।

(ভাঃ ৪/ ৯/১৬)

(৩) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেম্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেম্বহম্ ।।

(ভাঃ ২ / ৯ / ৩৪)

অনুভব। ৩। কর্ম্মজ্ঞান উভয় প্রধানীভূত অনুভব। ৪। কেবলানুভব।

যে পর্যন্ত জীবের জড়সম্বন্ধ - রহিত না হয়, সে পর্যন্ত ভগবদনুভব কার্যটী সর্বত্র একপ্রকার হয় না। কাহার কাহার কর্মপ্রধানা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তাহার ভগবদনুভবকে কর্মপ্রধানীভূত করিয়া প্রকাশ করে। কাহার কাহার জ্ঞানপ্রধানীভূতা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিযুক্তা হইয়া ভগবদনুভবকে জ্ঞানপ্রধানীভূত রূপে প্রকাশ করে। সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম উভয়নিষ্ঠ বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্যায় নিয়মিতা হইয়া তদুভয় প্রধানীভূত ভগবদনুভব লক্ষণ বিস্তৃত করে। ফলকালে অর্থাৎ জড়মুক্ত হইলেও ঐ তিন প্রকার ভগবদনুভব মহিমজ্ঞানযুক্ত ভগবদনুভবরূপে লক্ষিত হয়। এ সকল লোকের চরমগতি - স্থলে পার্ষদগতিরূপ সালোক্য সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। সাধনকালে যাঁহাদের, রাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে, তাঁহাদের ফলকালে কেবলানুভবরূপ জ্ঞানোদয় হয় (১) বস্তুতঃ ভগবদনুভব দ্বিবিধ, মহিমজ্ঞান -

দ্বিবিধ ভগবদনুভব— রূপ অনুভব ও কেবলজ্ঞানরূপ অনুভব। মহিমজ্ঞানরূপ অনুভবের বিষয় পরব্যোমবাসী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদির রাজরাজেশ্বর পরমৈশ্বর্যপতি শ্রীনিবাস নারায়ণচন্দ্রই লক্ষিত হন। কেবল মিশ্রিত মহিমজ্ঞানসম্বন্ধে মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ - চন্দ্রকেই বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। যেস্থলে শুদ্ধ কেবলজ্ঞান, সে স্থলে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভবের একমাত্র বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। মহিমজ্ঞান ও কেবলানুভবের যে ভেদ তাহা নিত্য ভগবত্তত্ত্বগত। কেবল সাধনকালেই প্রপঞ্চমধ্যে ঐ ভেদ লক্ষিত হয়, এমন নয়। উভয় প্রকার ভগবদনুভবই বৈকুণ্ঠতত্ত্বানুগত ও নিত্য।

---

(১) তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।।

মহিমজ্ঞান যুক্তই হউক বা কেবলই হউক ভগবদনুভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ

১। স্বরূপগত ভগবদনুভব। ২। শক্তিগত ভগবদনুভব। ৩। ক্রিয়াগতভগবদনুভব

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য - এই ছয়টী ভগবানের স্বরূপগত গুণ (১)।

ভগবানের স্বরূপ— জড়ীয় বস্তুতে যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীততত্ত্ব ভগবানের সে ভেদ নাই। তথাপি গুণসমূহ যে গুণ-কর্তৃক নিয়মিত হয় সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য সমস্ত গুণের আধাররূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন।

শ্রীই পরমাশক্তি—শ্রীই ভগবদ্বিগ্রহরূপিণী পরমা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথাস্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ডত্ব, সর্বপ্রভুত্ব, অসীমবীর্য, অনন্ত যশঃ, সার্বজ্ঞ্য ও সর্ববিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানের নিত্যবিগ্রহ স্বীকার না করেন তাঁহারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না (১)। অচিন্ত্যবিগ্রহ ভগবান্

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ।।
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ।।
কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিম্বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ।।
শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মাহ্যবধিরর্থতঃ।
সর্বেষ্যামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ।। ভাঃ ৪।৩০ ৯ - ১৩

(১) ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যশ্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ।। বিষ্ণুপুরাণ।

চিজ্জগতের সূর্যস্বরূপ প্রকাশমান এবং চন্দ্রস্বরূপ আনন্দ বিস্তারক। বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে।

নিত্যবিগ্রহ ও নিত্যা ভক্তি—জড় - জগতে যেমন জড়ীয় বিগ্রহদ্বারা ভগবান্ ব্যাক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহদ্বারা ভগবান্ অন্য চিৎ হইতে পৃথক্ থাকেন।

চিদ্বিগ্রহ—ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সর্ব চিত্তত্ত্বের পরমাকর্ষক ও অধিপতি। জড় জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধর্ম আছে, তাহা যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায় এরূপ নয়। জড় যেমন চিত্তত্ত্বের প্রতিফলিত তত্ত্ববিশেষ, বিশেষ ধর্মও তদ্রূপ চিদগত ধর্ম প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতত্ত্ব যদি ভগবদগত তত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে কিছুরই সৃষ্টি হইত না এবং জীবও অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না। সেই চিদ্গত বিশেষধর্মদ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে। ভগবদ্বপুঃ সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সর্বত্র অনুস্যূত আছেন। এমন কি বৈকুণ্ঠের প্রতিফলনরূপ জড়জগতেও সর্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অতএব ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য (১)। সেই স্বরূপ - সূর্যের গুণ কিরণরূপ ব্রহ্ম অনন্ত - জগতের জীবনস্বরূপ বর্তমান আছেন। পরমাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টিজগতের নিয়ামক হইয়া বর্তমান। ব্রহ্ম পরমাত্মারূপে সর্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎস্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ লীলাবিগ্রহ - বিশেষ। ঐশ্বর্যপ্রধানপ্রকাশে ঐ বিগ্রহের একপ্রকার মূর্তি হয়, সেই মূর্তি অনন্তমূর্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্যপ্রধান

---

(১) সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে।। প্রভুবাক্য।
(চৈঃ চঃ মঃ ৯/২২৭)

- প্রকাশে ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে চিদ্বিলাসসমূহের অনন্ত অন্তরঙ্গপ্রভাব ক্রমে নিত্য ব্রজলীলা পরায়ণ (২) রসতত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময়ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময়কাল ও সঙ্গীসকল আছে। তত্ত্রসগত ব্যক্তিদিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত চিদ্বিলাশ নিত্য নূতনরূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্বরূপ, তাঁহার অবস্থান, তাঁহার উপকরণ, তাঁহার সঙ্গী ও তাঁহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য। পরম উপাদেয়, নির্দোষ ও সমস্ত বিশুদ্ধ জৈব আশার একমাত্র নিলয়।

নির্বিশেষ কল্পনা— জড়জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চজগৎকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটী নির্বিশেষ কল্পনা করেন। গম্ভীররূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, জড়জগতের যত বিপরীত ভাব আছে, তাহার সমষ্টিদ্বারা উচ্চজগৎ নিরূপিত হয়। জড়জগতে আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছায়া, কর্ম, বহুত্ব এই সকল ভাব আছে। তদ্বিপরীত ভাবসকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ, অচ্ছায়, নৈষ্কর্ম্য, অদ্বয়ত্ব একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহাই উচ্চজগৎ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি নিঃসৃত। জড় হইতেই যুক্তির জন্ম।

---

(১) সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমুতদ্বস্তু রূপ্যতাম্।।
(ভাঃ ১০/১৪/৫৭)

(২) যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভুষণাঙ্গম্।।
(ভাঃ ৩/২/১২)

নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটী বিপরীত ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থাবিশেষ। চিদালোচনাদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নয়। ভাল, যুক্তিই বলুক যে, বস্তুর লক্ষণ কি এবং অবস্তুর লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুসংস্কারাবিষ্ঠ না হয়, তবে অবশ্যই বলিবে যে, অবস্তুর নাম অসত্তা, অর্থাৎ যাহা নাই। বস্তুর নাম সত্তা, যাহা আছে।

বস্তুর লক্ষণ—আশাকৃত জগৎ যদি অবস্তু হয়, তবে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রম সকলই মিথ্যা। যদি বস্তু হয়, তবে বস্তু লক্ষণবিহীন হইবে না। বস্তুলক্ষণ কি? বস্তুমাত্রেই (১) অস্তিত্ব, (২) বিশেষ, (৩) ক্রিয়া ও (৪) প্রয়োজন থাকিবে। যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে নাস্তিত্ব আসিয়া বস্তুকে লোপ করে। যদি বিশেষ না থাকে, তবে সেই বস্তুর স্বতন্ত্র বস্তুত্ব হয় নাই। যদি ক্রিয়া না থাকে, তবে পরিচয় অভাবে তাহাকে ভাণ বলা যায়। যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহাকে স্বীকার করা বৃথা। উচ্চজগৎকে অবশ্য বস্তু বলিতে হইবে। তবে তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ আছে, ক্রিয়া ও প্রয়োজন আছে। জড় জগতের বিপরীত ধর্ম এই যে, সে- ই বস্তু তাহা কে বলিয়াছে? যদি বলিতে চাও, তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বলিব। যদি বিশুদ্ধরূপে যুক্তি কর, তবে অবশ্য এইমাত্র বলিবে যে, সেই উচ্চ জগৎ দোষশূন্য ও জড় হইতে বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটী অপক্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু আছে কিনা, তাহার কোন পরিচয় নাই। এমন বস্তু স্বীকার করা মাদকজনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে। জড়ের হেয়ত্ববর্জিত লক্ষণদ্বারা সেই জড় বিলক্ষণ জগৎকে অনুভব করিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটী জড়কে ছাড়িয়া কোন সত্তার পরিচয় করাইতে পারে না; কিন্তু জীবের চিৎসত্তার যে বিশুদ্ধজ্ঞানলক্ষণ আত্মপ্রত্যয়বৃত্তি আছে, তাহার চালনাদ্বারা সেই উচ্চ জগদ্‌গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিদ্বস্তুতে অস্তিত্ব, বিশেষ,

ক্রিয়া ও প্রয়োজন নাই বলিলে চিত্তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না। যুক্তিবাদিগণ কুসংস্কার ত্যাগপূর্ব্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে সহজেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন (১)।

শক্তিগত ভগবদনুভব হইলে জীবের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে শক্তি তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয় (২)।

ভগবচ্ছক্তি অচিন্ত্য—ভগবৎ-স্বরূপ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, কিন্তু কার্যতঃ ভিন্নরূপ ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। নরবুদ্ধি যতদূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। করিতে গেলে পশুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আশাহীন হইবে। সেই পরা শক্তি সমস্ত বিপরীত-গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, একস্থানব্যাপিত্ব ও সর্ব্ব্যাপিতা, বৈরাগ্য ও রাগ-বিলাস, নৈষ্কর্ম্য ও ক্রিয়া, যুক্তি ও স্বেচ্ছাময়তা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভূত্ব ও কৈঙ্কর্য সার্বজ্ঞ্য ও জ্ঞানসংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্বার্থ-সিদ্ধতা ও বালচেষ্টা-- এবম্বিধ সর্বপ্রকার বিপরীত গুণগণ ঐ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার করে। সেই পরা শক্তির চিৎপ্রভাবক্রমে ভগবৎস্বরূপ, বিগ্রহ, লীলাস্থান,

---

(১) ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধিস্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্।।

(ভাঃ ১/৫/২০)

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্।।

(ভা ১/৫/১৩)

(২) অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎস্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে।।

(ভাঃ ৩/৬/৩৯)

নমো নমস্তভ্যমসহ্যবেগ-শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে।।

(ভাঃ ৮/৩/২৮)

লীলোপকরণসমূহ নিত্যরূপে প্রকাশমান (১)। সেই শক্তির জীবপ্রভাবক্রমে অনন্তসংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধ জীব-নিচয় অনন্ত চিৎকালে অবস্থিত আছে। সেই শক্তির মায়া-প্রভাবক্রমে অনন্ত-জড়ময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধ-জীবগণের পান্থনিবাসরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী-অংশে সেই সেই ধামগত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্বিদংশে ভাব, জ্ঞান ও সম্বন্ধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়া নিজ নিজ ধামের ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। হ্লাদিনী-অংশে সর্বপ্রকার তত্তদ্ধামোপযোগী আনন্দস্বরূপা আস্বাদনকার্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইবে যে, ভগবদ্বস্তু তৎশক্তি-কর্তৃকই প্রকাশলাভ করেন (২)।

ক্রিয়াগত ভগবদনুভব রসবিচারে বর্ণিত হইবে। এস্থলে তাহার কোন বিস্তৃতি করা গেল না।

স্বানুভব—স্বানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের দ্বিতীয়-প্রকরণ। জীবের স্বস্বরূপ বোধকেই স্বানুভব বলে। জীবের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। নীতিবিরুদ্ধ বা অন্ত্যজ-জীবনে যাহারা অবস্থিত, তাহারা বলে যে, প্রাকৃত-বস্তুর ভাগমত সংযোগদ্বারা মানবকলেবর ও সেই কলেবরস্থিত যন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইলে সেই সকল যন্ত্র চালনাদ্বারা যে একটী জ্ঞানপর্ব উদিত হয়, সেই জ্ঞান গুণ-বিশিষ্ট

---

(১) যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা।।
(ভাঃ ২/৯/২৬-২৭)

ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প উর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব।।

(২) হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে।।
(বিষ্ণুপুরাণ ১/১২/৬৯)

যন্ত্রসমন্বিত নৃদেহই জীব। নৃদেহের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পশুদিগকে জীব বলা যায় না, যাহারা নৈতিক-জীবনে অবস্থিত তাহারা পূর্ববৎ বাক্যদ্বারা উত্তর প্রদান করে, কেবল অধিক এইমাত্র বলে যে, জীব নীতিপরায়ণ। নীতিবিরুদ্ধ কার্য ও নীতিদ্বারা পশু ও মানবের পার্থক্য হয়। কল্পিত সেশ্বরবাদী নৈতিকেরা তদ্রূপই উত্তর প্রদান করে, আর বলে যে, জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটী কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করতঃ তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব-সেশ্বরবাদী নৈতিক বলেন যে, ঈশ্বর মাতৃগর্ভে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্তব্যপালনদ্বারা স্বর্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে। অসৎ কার্যের দ্বারা নরক-গমন হয়। মাতৃগর্ভের পূর্ব সংবাদ যেমত তাঁহারা অবগত নন, তদ্রূপ পরলোকতত্ত্বও তাঁহাদের নিকট স্পষ্টীভূত হয় না। অতএব জীবের ও জড়ের কি সম্বন্ধ, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

জীব চিত্তত্ত্ব ও অণুচৈতন্য—ব্রহ্মজ্ঞানপরারণ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম। অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন। অবিদ্যাবন্ধন দূর হইলে জীব ব্রহ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অস্ফুট, অসম্পূর্ণ ও সদোষ সিদ্ধান্তদ্বারা ঐ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বস্বরূপ বোধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধজ্ঞান অবলম্বন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জীব এই কষ্টময় সংসারের নিত্য নিবাসী নন। জীবের যে বর্তমান দেহ, তাহাও তাহার নিত্যদেহ নয়। জীব চিত্তত্ত্ব। ভগবান্ বিভূচৈতন্য, জীব তাঁহার অণুচৈতন্য। ভগবান্ সূর্যস্থানীয়, জীব কিরণ স্থানীয়। ভগবান্ পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ এবং জীব চিদানন্দ-কণ বিশেষ।

---

(১) বেণ উ বাচ---

বালিশা যত যূয়ং বৈ অধর্মে ধর্মমানিনঃ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে।।

চিদ্দেহ দুইটী আবরণে লুক্কায়িত—জড়-জগৎ ও জড়, ভগবানের তত নিকট-তত্ত্ব নয়, যেহেতু তাহাতে চিদ্বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ তত্ত্ব। ভগবানের যেমত একটী স্বরূপবিগ্রহ আছে, জীবের তদ্রূপ চিদ্দেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠধামে প্রকাশিত থাকে। জড়জগতে বদ্ধ হইয়া তাহা দুইটী আবরণে লুক্কায়িত আছে।

লিঙ্গাবরণ—সর্ব প্রথম আবরণটীর নাম লিঙ্গাবরণ (১)। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা। লিঙ্গজগতের তত্ত্ববিশেষ। জড়াপেক্ষা লিঙ্গজগৎ সূক্ষ্ম, অতএব লিঙ্গাবরণও সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূল সম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান, তাহাকেই অহঙ্কার বলে। জীবের যে জড়সঙ্গের পূর্বে চিদ্দেহ ছিল, তাহাতে যে আত্মাভিমান, তাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু জড়সঙ্গ ক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহা ঔপাধিক ও অন্যায্য (২)। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যবর্তী বন্ধনসূত্র। জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে বিচারবৃত্তির চালনা করেন,

---

অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ।।
কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
ভর্তুস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্।।
বিষ্ণুর্বিরিঞ্চো গিরীশ ইন্দ্রবায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ।।
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্বদেবময়োঃ নৃপঃ।।
তস্মান্মাং কর্মভিবিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ।
বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোহন্যঃ কোহগ্রভূক্ পুমান্।।

(ভাঃ ৪/১৪/২৩-২৮)

তখন ঐ তত্ত্ব কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করেন, তখন ঐ তত্ত্বকে মন বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পর্যন্ত যে তত্ত্ব, তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নয় এবং জড়ও নয়, এতন্নিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিদ্দেহে, চিৎকার্য ও চিদনুশীলন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গ দেহে লক্ষিত হওয়ার মধ্যবর্তী তত্ত্বকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গবদ্ধ-জীবের চিদ্দেহ যে আমিত্ব ও মমত্ব ছিল, তাহা জড়সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া লিঙ্গদেহে আবির্ভূত হইলে, চিদ্দেহগত উক্ত পরিচয় লুপ্ত প্রায় ও বিস্মৃত হইতে লাগিল। আপাততঃ লিঙ্গদেহে আমিত্ব উদিত হইলে ঐ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে, তাহাতেই আমিত্ব আরোপিত হয়। চিদ্দেহগত-জীবের যে কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে অভিমান ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয়দাসরূপ অভিমান উদিত হয়। এই অবস্থাক্রমে জীবের মায়াবদ্ধতা সিদ্ধ হয়। জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গদেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূলদেহ।

২। স্থূলাবরণ—স্থূলদেহ যে সকল কর্ম করে, তাহার ফলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গদেহ দেহান্তর লাভ করে। স্থূললিঙ্গ-গত জীবের কর্মচক্র ও তুচ্ছ জ্ঞানোর্মি আর নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কর্মকে অনাদি ও অন্তবিশিষ্ট তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম জড়জগৎ ব্যতীত আর অন্যত্র নাই, তাহা জীবের মুক্তি সহকারে বিনাশলাভ করিবে, ইহা সমস্ত

---

(১) যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্মানবন্ধনম্।
তত্তো বিপর্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগানুবর্ততে।।
(ভাঃ ৭/২/৪৭)

(২) বিতথোহভিনিবেশোহয়ং যদ্গুণেষ্বর্থদৃগ্বচঃ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা।।
(ভাঃ ৭/২/৪৮)

তত্ত্ববাদীর মত। কিন্তু কর্ম যে কিরূপে অনাদি হইল, তাহা অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। জড়ীয়কাল চিৎকালের জড়প্রতিফলনরূপে কর্মের ব্যবহারোপযোগী জড়দ্রব্য-বিশেষ। জীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া থাকেন।

কর্ম অনাদি কেন? —— তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎ রূপ অবস্থায় নাই। কেবল বর্তমান আছে। জড়বদ্ধ হইলে জীব জড়ীয়কালে প্রবেশ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানরূপ ত্রিকাল সেবক হইয়া সুখদুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিত্বপ্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্মের আদি যে ভগবদ্বৈমুখ্য, তাহা জড়কালের পূর্ব হইতে আসিতেছে। অতএব জড়কালের সম্বন্ধে তটস্থবিচারে কর্মের মূল জড়কালের পূর্বস্থ বলিয়া কর্মকে অনাদি বলা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, কর্ম জড় কালের সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু জড়কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্মকে বিনাশী বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। জড়কালের মধ্যে কর্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে।

মুক্তজীব ও বদ্ধজীব— উক্ত বিচারক্রমে সিদ্ধান্তিত হইল যে, জীব দুইপ্রকার মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় স্বভাবভেদে দ্বিবিধ।

পঞ্চবিধ বদ্ধজীব—বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার, পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন, মুকুলিতচেতন, সংকোচিতচেতন ও আচ্ছাদিতচেতন।

দ্বিবিধ মুক্তজীব—আদৌ মুক্তজীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই দুইপ্রকার মুক্তজীব। যে সকল জীব কখন জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহকারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখন জড়বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধধামে

গমন করেন। সেই সব জীব নিত্যসিদ্ধ ও ভগবানের নিত্যপরিকর। তাঁহারাও অনন্ত। বদ্ধমুক্ত জীবগণের সর্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ। তাঁহারা বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড়জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সময়ে সময়ে জড়-জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপাপূর্বক ভগবন্নির্দেশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছাপূর্বক স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধধামে গমন করেন। তাহাতেও তাঁহারা আর বদ্ধ হন না (১)।

চিদ্ধামে হেয়তা নাই—মুক্তজীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য সঙ্গপিপাসা নাই। ভগবৎসেবা-পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। সান্নিধ্যবশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগত বিচিত্র- সেবায় সর্বদা রত। যাঁহারা ঐশ্বর্যভাববিশিষ্ট, তাঁহারা দাস্য পর্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্যরত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন। জীবসকল নিজ নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করতঃ কেহ কেহ স্ত্রীত্ব, কেহ কেহ পুরুষত্বভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবৎপ্রসাদরূপ চিৎসামগ্রী সেবনদ্বারা প্রীতিধর্মের পুষ্টি হয়। ভগবৎ সেবাজন্য পরস্পর সখাসখীসঙ্গ নিরন্তর থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা

---

(১) শ্রীনারদঃ উবাচ--

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাত গতিঃ ক্বচিৎ।।
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্।।

(ভাঃ ১/৬/৩২-৩৩)

চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। কেবল বর্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে (১)। স্মৃতির প্রয়োজন নাই, যেহেতু সিদ্ধজ্ঞানগত স্মৃতিকার্য অনায়াসে বর্তমান কালে হইয়া থাকে।

শুদ্ধ অহঙ্কার—আমি নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। আনন্দ অহরহঃ নিত্য নূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। তৃপ্তি বলিয়া একটী ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ অব্যবহিত ভাবে প্রচুররূপে পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎসেবোপযোগী রসানুসারে_অপূর্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্তমান। রসসমূহের মধ্যে শৃঙ্গার রসের সর্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধরূপ শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান্। সেই রসের পীঠস্বরূপ নিত্যবৃন্দাবন তথায় সর্বোপরি বিরাজমান। সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগবত স্বরূপকে তত্তৎ রস-সেবীদিগের আদর্শস্থল করিয়া অচিন্ত্য-লীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্নন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক। ইঁহারা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাববিশেষ। ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্ভাববিশেষ, অন্যান্য রসে বলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্বিভাগ। তাঁহার অঙ্গব্যূহস্বরূপ শ্রীমন্নন্দ-যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে। প্রকটসময়ে অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চমধ্যে সপীঠ সানুচর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করেন। সেই সমস্ত বিহারকার্যে ভগবান্, তাঁহার অনুচরসমূহ, তাঁহার রসোপকরণ-

---

(১) তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভির্বিবুধৈরভিষ্টুতম্।।
প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ।।
(ভাঃ ২/৯/৯-১০)

সমস্ত এবং রসপীঠ যে প্রাপঞ্চিক চক্ষুর্গোচর হয়, তাহা প্রপঞ্চগত কোন বিধির অধীন নয়, কিন্তু ভগবদচিন্ত্য শক্তির স্বাধীন কার্যবিশেষ। কথিত হইয়াছে যে, বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার (১); যথাঃ---

১। পূর্ণবিকচিতচেতন। ২। বিকচিতচেতন। ৩। মুকুলিতচেতন। ৪। সংকোচিতচেতন। ৫। আচ্ছাদিতচেতন।

এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিতচেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহ-প্রাপ্ত। সংকোচিতচেতন বদ্ধজীব পশুপক্ষী। সরীসৃপ-দেহগত। আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ প্রস্তর গতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা-বন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, ততই চেতনবিশিষ্ট জীবের জড়দুঃখাবস্থাপ্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতনধর্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্মুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজপ্রাপ্তিদ্বারাই সেই অবস্থা হইতে মোচন হয়। অহল্যা, যমলার্জুন ও সপ্ততাল-বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণত্রয়ে ভগবৎসংস্পর্শই সাধুসংস্পর্শ। পূর্ণপ্রেমপ্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে সে অবস্থার মোচন হয় না। চেতনধর্ম যেখানে সংকোচিত, সেস্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব মোচনে) কেবল ভগবৎসংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্তপ্রেম পুরুষগণ

---

(১) জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।।
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ।।
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ।।
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞা হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ।।

অর্থাৎ নারদাদি ভক্ত ও সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সংকোচিতচেতন জীবের উদ্ধার হয়।

নৃদেহে যে মুকুলিতচেতন, বিকচিতচেতন ও পূর্ণবিকচিতচেতন জীবত্রয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার উদাহরণ অত্যন্ত সহজ। নরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে। নরজীবন পঞ্চপ্রকার যথা ঃ--

পঞ্চবিধ নরজীবন---১। নীতিশূন্য জীবন। ২। কেবল-নৈতিক জীবন। ৩। সেশ্বরনৈতিক জীবন। ৪। সাধনভক্ত জীবন। ৫। ভাবভক্ত জীবন।

নীতিশূন্যজীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বরচিন্তা নাই। সেশ্বরনৈতিক জীবন দুইপকার, অর্থাৎ কল্পিত সেশ্বরনৈতিক জীবন এবং বাস্তব সেশ্বরনৈতিক জীবন। নীতিশূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত-সেশ্বরনৈতিক জীবনে মুকুলিত-চেতন জীবকে লক্ষিত করা যায়। মুক্তি পর্যন্ত মনোবৃত্তি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চবৃত্তির পরিচয় নাই। অতএব নরচেতন যতদূর সমৃদ্ধিযোগ্য, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সেই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল মুকুলিত হইয়াছে, প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে। বাস্তব সেশ্বরনৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, সকলের কর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা একজন পরমপুরুষ অবশ্য আছেন। তখনও ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধনভক্তিময় জীবনে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ পাপড়ীগুলি

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বর্ধমকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভুয়ানদোগ্ধা ধর্মমাত্মনঃ।।
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্মণঃ।।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুং সমদর্শনাৎ।।
(ভাঃ ৩।২৯।২৮-৩৩)

প্রসারিত হইতে থাকে (১)। পূর্ণরূপে প্রসারিত হইলেই ভাবভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। অতএব বাস্তবিক সেশ্বরনৈতিক জীবনে সাধন-ভক্তিময় জীবনেই বিকচিতচেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাব-ভক্তিময় জীবনে পূর্ণ বিকচিতচেতন জীবকে লক্ষ্য করা যায়। ভাবভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেমভক্তি হয়। ভাবভক্তি বলিলেই প্রেমভক্তিকে এস্থলে বুঝিতে হইবে। প্রেমভক্তের জীবনান্তে জড়সম্বন্ধ থাকে না। জীব তখন বদ্ধমুক্ত হইয়া শুদ্ধধামে অবস্থিতি করেন।

স্বধর্মানুভব– স্বধর্মানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের তৃতীয় প্রকরণ। স্বধর্ম কাহাকে বলা যায়? উত্তর, --স্বীয় ধর্মই। বস্তুমাত্রেরই একটী একটী ধর্ম আছে। বস্তুধর্ম বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। জীবরূপ বস্তুর স্বধর্মই প্রীতি (১)। ধর্মেরই অন্যান্য নাম শক্তি, গুণপ্রকৃতি ও বৃত্তি। ধর্মই তদাধিষ্ঠিত বস্তুর একমাত্র পরিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অগ্নির ধর্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়া ও প্রকাশ করা তাহাদ্বারাই অগ্নিরূপ বস্তু পরিচিত হয়। যদি বলা যায় যে, ধর্ম বা গুণ বই বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে, দুই তিনটি ধর্ম একটী সাধারণ আধার ব্যতীত সর্বত্র একত্র মিলিত হইত না। যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তখন বস্তু না মানিলে বিজ্ঞান বা সহজজ্ঞান কোনক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না।

---

(১) নিষেবিতাহনিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ।।
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শন স্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভুতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ।।
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ।।
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্তনাচ্চ মে।
আর্জবেনার্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা।।

বস্তুধর্মের ত্রিবিধ অবস্থা— বস্তুধর্মের তিনটী অবস্থা, যথা ঃ----

১। সুপ্তাবস্থা।

২। জাগ্রতাবস্থা।

৩। বিকৃতাবস্থা।

দেশালাই বা চক্‌মকী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ্নির জ্যোতি, উত্তাপ ও দহন--এই শক্তিত্রয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপ বস্তুরও উপলব্ধি হয়। প্রকাশ হইবার পূর্বে ঐ ধর্মসকল সুপ্তাবস্থায় থাকে পরে জাগ্রত হয়। জাগরিত হইলে বিষয়ভেদে স্বাস্থ্য বা বিকৃতি লাভ করে। কাষ্ঠ পাইলে অগ্নির ধর্মসকল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কার্য করিতে থাকে। কোন অনুপযুক্ত বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকে, আলোক দেয় না বা আলোক দেয়, কিন্তু দগ্ধ করে না। সেস্থলে আলোক-প্রদান ধর্মটী বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে একটী একটী মূলধর্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিদ্বারা ক্রিয়া হয়। মূল ধর্ম কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করতঃ বিকৃত অবস্থায় অন্য সমুদয় বৃত্তির বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধর্মবিকৃতি বলি। বিষয়াভাবকালে ধর্মের সুপ্তি। যোগ্য বিষয়প্রাপ্তি হইলে ধর্মের জাগ্রতাবস্থা। অযোগ্যবিষয়প্রাপ্তি হইলে ধর্মের বিকৃতাবস্থা। ধর্মের যাথার্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের যোগ্যতার প্রয়োজন। যে বস্তুকে ধর্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে আশ্রয় বলি। ধর্ম স্বয়ং বৃত্তিরূপ, যাহাতে ঐ বৃত্তি নিযুক্তা হয়, তাহাকে বিষয় বলে। আশ্রয়-

---

মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্।।
(ভাঃ ৩/২৯/১৫-১৯)

(১) যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে বিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।।
(ভাঃ ৭/৫/১২)

যোগ্যতা, বৃত্তি-যোগ্যতা ও বিষয়যোগ্যতা এবম্বিধ ত্রিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কার্য সম্পূর্ণ রূপে সুষ্ঠু হয় না। যেস্থলে যোগ্যতাত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটী থাকে, সেস্থলে কার্য ততদূর সদোষ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ, পরস্পরের পবিত্রতাক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনাদ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক। বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনাক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি বা ধর্ম ইহারা অন্যোন্যাপেক্ষী।

দ্বিবিধ বস্তু—বস্তু দুইপ্রকার, চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। জড়বস্তু সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই জড়জগতে জীব ব্যতীত আর চিদ্বস্তু নাই। চিজ্জগতে ভগবান্, জীব ও পীঠাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। এ জগতে জীব একশ্রেণীর বস্তু ও জড় অন্য শ্রেণীর বস্তু। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের একপ্রকার নূতন দশা হইয়াছে। তন্মধ্যেও জীব একবস্তু।

জীবের ধর্ম—বস্তুস্বরূপ জীবের ধর্ম কি? সমস্ত জড়জগৎ অন্বেষণ (১) করতঃ কোনস্থলে যাহা লক্ষিত না হয় এবং জীবেই কেবল তাহা লক্ষিত হয়, তাহাই জীবের ধর্ম। উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে(২)। সমস্ত জীব যদি জড়জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত

---

(১) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।।

(ভাঃ ১।৫।১৮)

(২) অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ।।

(ভাঃ ৩।৯।৪১)

হইবে না। জীবই জগতের আনন্দধাম। পূর্বেই স্থির করা হইয়াছে যে, জীব চিদ্বস্তু এক্ষণে দেখা গেল যে, জীব আনন্দ ধর্ম বিশিষ্ট। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড়সঙ্গ ক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল-দেহদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দরূপ ধর্মও তদ্রূপ লিঙ্গ ও স্থূলগত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানে সেই দুঃখের নিবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষিত হয়, সেই স্থলে একটী ক্ষণিকতত্ত্বরূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকারবিশেষ।

জীব চিদানন্দ— জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধামে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত আছে। জড়জগতে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম বিকৃতরূপে অবস্থিতি করে। চিৎ যে কি বস্তু তাহা যুক্তিদ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে অবগত হইতে পারে। চিৎ জ্ঞপ্তিলক্ষণ সামগ্রীবিশেষ। এই সামগ্রীদ্বারা জীবের সিদ্ধদেহ, বৈকুণ্ঠধাম, ভগবন্নিলয়, ভগবদ্বিগ্রহ গঠিত, সেই চিদ্দেহে ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎপদার্থের ধর্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিদ্দেহ, সম্বিৎ হইতে ইচ্ছা ও হলাদিনী হইতে আনন্দ আসিয়া একত্রিত হইলে জীব প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎপরমাণুস্বরূপ, জীবের ইচ্ছা সম্বিৎকণবিশেষ, জীবের আনন্দ হলাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই জীবের ধর্ম। হলাদিনী হইতে উল্লাসরূপ জ্ঞপ্তিলক্ষণ জীবে প্রকাশিত হইলে জীবের রতিধর্মের উদয় হয়।

জীবের স্বধর্ম—আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদয় পদবাচ্য যে জৈবধর্ম, তাহাই জীবের স্বধর্ম (১)। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুণ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত। জড়বদ্ধাবস্থায় সেই ধর্ম বিকৃত। অতএব বদ্ধজীবের স্বধর্ম স্বরূপগত

---

(১) পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগসমাধিনা।
রাদ্ধঃ নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্।।
(ভাঃ ৩।৯।৪০)

নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিকজীবনে বা কল্পিতসেশ্বর-নৈতিকজীবনে সেই স্বধর্ম বিষয়রাগরূপে বিকৃত। উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎপরিমাণ তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিষয়গত হওয়ায় স্বধর্ম নিতান্ত বিপরীত আকার লাভ করে। উত্তমবুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধর্ম না বলিয়া বৈধর্ম্যই বলেন। নীতিশূন্য জীবের আহার, নিদ্রা , স্ত্রীসঙ্গ, প্রভৃতি

পাশবকার্যেই জীবের একমাত্র রাগ। নৈতিকেরাও তাহাকে বৈধর্ম্য বলেন। নৈতিকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ চালিত হয়, কেবল কিয়ৎ পরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টিপথে রাখে। বলিতে গেলে নীতিশূন্যজনের চরিত্র অপকৃষ্ট পশুচরিত্র। নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র। যেহেতু তদুভয় চরিত্রেই জীবের স্বধর্ম নিতান্ত বিকৃত। বাস্তবিক ঈশ্বরবিশ্বাসসহকারে যাঁহারা নৈতিকজীবন স্বীকার করেন, তাঁহাদের বিষয়রাগ ঈশ্বরচিন্তাধীন হওয়ায় জীবের স্বধর্ম ঐস্থলে বিকৃতি -ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে (১)। বৈধভক্ত- জীবনেই স্বধর্ম অনেকটা প্রকাশ হয় (২)। ভাবভক্ত-জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রমধর্মে ও বৈধভক্ত-জীবনে যেসকল অধিকার-বিভাগ আছে, সেই সেই অধিকারগত-নিষ্ঠার সহিত যে পরেশ ভক্তি তাহাকেই স্বধর্ম বলিয়া বদ্ধজীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্জুনের যুদ্ধ,উদ্ধবের বৈরাগ্যরূপ বার্ণিক কর্মত্যাগ এই সকল স্বধর্মের উদাহরণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধজীবের প্রীতিই স্বধর্ম এবং বদ্ধজীবের ভক্তিই মুখ্য স্বধর্ম। কর্মাদি সমস্তই গৌণ স্বধর্ম অর্থাৎ ভক্তির অধীন থাকিলে অধিকারভেদে স্বধর্ম ও ভক্তির বিপরীত আচরণ করিলে বৈধর্ম্যরূপে পরিত্যাজ্য। জড়বদ্ধ থাকা পর্যন্ত জীবের স্বধর্ম শুদ্ধ হয় না(৩)।

প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধর্মকে পরিশুদ্ধরূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হন না। জড়মুক্ত হইবামাত্র সেই আলেচনা বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে।

স্বধর্মানুশীলনদ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধর্মরূপা প্রীতি উভয়েই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা লাভ করে।

পঞ্চবিধ ফলানুভব—ফলানুভবই জীবের শুদ্ধজ্ঞানের চতুর্থ প্রকরণ। ফলানুভব পঞ্চপ্রকার যথা—

১। বিকর্মফলানুভব। ২। অকর্মফলানুভব। ৩। কর্মফলানুভব। ৪। জ্ঞানফলানুভব। ৫। ভক্তিফলানুভব।

বিকর্ম— নীতিশূন্যজীবন সর্বদা বিকর্মময়। পাপকর্মকে বিকর্ম বলে। নিজের ইন্দ্রিয়সুখই সেই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য। পরলোক বলিয়া একটী বিশ্বাস সে জীবনে থাকে না। এবম্ভূত জীবনের ফল এই যে, পীড়া, অকালমৃত্যু, অকারণ বলবীর্যাদিক্ষয়, মনের যাতনা, অন্যান্য শাস্ত্রমতে নরকাদি গমন, অযশ ও সকলের অবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়। তদ্দ্বারা নরজীবন বিষমযন্ত্রণার বিষয় হইয়া পড়ে। কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিলে এরূপ ভয়ানক ফল কেহই স্বীকার করিতে চাহে না।

---

(১) অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ।।
(ভাঃ ৪।২১।২৭)

(২) তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভির্মনোবচঃ কায়গুণৈশ্চ কর্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ।।
(ভাঃ ৪।২১।৩৩)

(৩) ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব হ্রদাৎ।।
ভ্রশ্যত্যনুস্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ।।
নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্তমাত্মনঃ স্বব্যতিক্রমাৎ।।

অকর্ম—নিরীশ্বর -নৈতিকজীবন ও কল্পিতসেশ্বরনৈতিকজীবন সর্বদাই অকর্মময়। কর্তব্যকর্মের অকরণকে অকর্ম বলে। নরজীবনের যতপ্রকার কর্তব্য কর্ম আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা- স্বীকারপূর্বক তাঁহার উপাসনা বন্দনাদি প্রধান কর্তব্য কর্ম। তদভাবে জীবন অন্যপ্রকারে নৈতিক হইলেও অকর্ম দ্বারা দূষিত থাকে। নীতিদ্বারা শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু যে, পর্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে, সে পর্যন্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই, সে-হৃদয় সূর্যশূন্য জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষীসকল কোটর নির্মাণ করে। শাস্ত্রে এরূপ কীর্তিত আছে যে, নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন ধূর্ততাদ্বারা সর্বদা অসরল ও পাপময়। তাহার ফলও সহজে অনুভূত হয়।

বর্ণাশ্রমাচারবান্ পুরুষ— যাঁহারা সরলভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিকজীবন স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভারতে বর্ণাশ্রমচারবান্ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত(১)। অন্যান্য দেশে সেই লক্ষণসম্পন্ন পুরুষেরা বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়াও সেই ধর্মের তাৎপর্যমতে জীবন নির্বাহ করেন। ব্যবহারস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর লোককে অবলম্বনপূর্বক বিধি লিপিবদ্ধ হয়, পরে ঐ বিধির তাৎপর্য গ্রহণপূর্বক অপর লোকের কার্য চলিতে থাকে। ভারতবাসীগণ আর্যশ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রমবিধি নির্মিত হইয়াছে। সেই বিধির তাৎপর্যানুসারে অপর জাতিসকল সংসার-নির্বাহ করেন। সে যাহা হইক, ঈশ্বরের

অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যাসর্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্যেনাবিশতি মুখ্যতাম্।।
(ভাঃ ৪।২২।৩০-৩৩)

উপাসনা অন্যান্য কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে বিকর্ম ও অকর্ম হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যাহা করেন, তাহা কর্ম। তাঁহাদের কর্মকে কর্ম বই অন্য নাম এইজন্য দেওয়া হয় না, যেহেতু তাঁহারা কর্মকে সর্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করেন। ঈশ্বর ঐ সমস্ত কর্মের ফল প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এস্থলে ঈশ্বরও কর্মাঙ্গবিশেষ। সেই সকল কর্মদ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিলে তিনি স্বর্গবাসাদি ফল প্রদান করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কর্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরানুগত্য সহস্রকর্মের মধ্যে একটী কর্ম। তদ্দ্বারাও স্বর্গাদি ফল হয়। পুণ্যকর্মের পরিমাণানুসারে স্বর্গাদিফলভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম করেন (১)। পুনঃ পুনঃ কর্ম ও ফল, এইরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কর্ম হইতে নিস্তার পাইবার পন্থা নাই, যেহেতু তন্মতে এরূপ নিস্তারের বাসনাটীও পাপকর্মবিশেষ। মতান্তরে জীবসকল এই কর্মক্ষেত্রে যে সকল কর্ম করেন, তাহার বিচার কোন এক নির্দিষ্ট দিবসে হইবে(২)। মৃত্যুর পর সেকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা ভাল কর্ম করিয়াছেন এবং নিজ নিজ আচার্যের অনুগত হইয়া আছেন, তাঁহারা চিরস্বর্গলাভ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐসকল আচার্যকে স্বীকার করেন নাই বা ভাল কর্ম করেন নাই, মন্দ কর্ম করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল নরকে থাকিবেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-

---

(১) ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতেঽচিরাৎ।।
(ভাঃ ১১। ১৮। ৪৪)

(২) ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।।
(গী ৯। ২০-২১)

নামা সেশ্বরনৈতিক সম্প্রদায়গণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস যেস্থলে আছে, সে জীবন উচ্চতর হইতে পারে না। আদৌ একটী ক্ষুদ্রজীবনে জীব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অনন্তফল হইল। বিশেষতঃ জন্ম ও সঙ্গবশতঃ বাল্যকাল অর্থাৎ বিবেকজন্মের পূর্ব হইতে যাঁহারা পাপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিল, তাহারা চিরনরকগমনরূপ ফললাভ করিল! তাহাদের পুণ্যশিক্ষার সুবিধা হয় নাই। পক্ষান্তরে সদ্‌বংশজাত বাল্যে সৎসঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিল যে, চিরস্বর্গ লাভ করিল? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে আর দুর্বল জীবের গতি কোথা? এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনুভব অতিশয় কুণ্ঠিত, অতএব তাহাদের মতে যে কর্মফল তাহাও নিতান্ত অযুক্ত ও তুচ্ছ। সংক্ষেপতঃ সেশ্বরনৈতিক জীবনটী কর্মময়। অকর্ম ও বিকর্ম নাই বটে, কিন্তু ঐজীবনে কর্মের তিনটী বিভাগ আছে; যথাঃ--

১। নিত্যকর্ম,— সন্ধ্যাবন্দনাদি। ২। নৈমিত্তিককর্ম,—শ্রাদ্ধাদি। ৩। কাম্যকর্ম,--পুত্রেষ্টিযাগাদি।

সেশ্বরনৈতিকজীবনের দুইটী অবান্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচ প্রকৃতিজনিত সেশ্বরনৈতিকজীবন ও উচ্চ প্রকৃতিজনিত সেশ্বরনৈতিকজীবন। নীচপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাপেক্ষা কাম্যকর্মকে অধিক স্বীকার করে। উচ্চপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা কাম্যকর্মমাত্রই স্বীকার করেন না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকে কেহ নিষ্কামরূপে, কেহ ব্রহ্মার্পণ-সহকারে, কেহ বা ভগবদপণপূর্বক স্বীকার করিয়া থাকেন (১)। ইহার মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম কর্মী তাঁহারাও কর্মপর। যাঁহারা ব্রহ্মার্পণপরায়ণ তাঁহাদের কর্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করিয়াছে। যাঁহার ভগবদর্পণপরায়ণ তাঁহাদের কর্ম

---

(১) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।

(গী ৫। ১০)

ভক্তিসীমাকে লাভ করিয়াছে। যে কর্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করে, সে কর্মের ফলই ভক্তি, অতএব তাহাকেই গৌণী ভক্তি বলা যায় (১)। বৈধভক্তগণ সেই অবস্থার কর্মকে জীবনযাত্রার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য সর্বপ্রকার কর্মফলই অমঙ্গলজনক হইতে পারে। ফলকথা এই যে, কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই। জীবনধারণের জন্য কর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অতএব বদ্ধজীব সর্বদা সতর্কতা সহকারে কর্মফল স্বীকার করিবেন।

কর্মের দ্বিবিধ প্রবৃত্তি—জ্ঞানফলানুভববিচারস্থলে কিছু বক্তব্য আছে। শুদ্ধজ্ঞানের যে ফল তাহা প্রেমা, অতএব সে ফলের বিচার এস্থলে হইবে না। ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান, নৈতিকজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এই চারিপ্রকার জ্ঞান জনিত ফলেরই বিচার হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গেল। এস্থলে ঈশ্বরজ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞানফলেরই কিছু বিবেচনা করা যাইবে। পূর্বেই কথিত হইল যে, ঈশ্বরজ্ঞান হইতে কর্মের কর্তব্যতা নিরূপিত হয়। কর্মের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি। ফলভোগ করাইয়া পুনরায় নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করা একটী প্রবৃত্তি। ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়া শান্তিলাভ করা আর একটী প্রবৃত্তি। প্রথম প্রবৃত্তি পূর্বেই বিচারিত হইল। দ্বিতীয় প্রবৃত্তিক্রমে ঈশ্বরজ্ঞানজনিত কর্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা দিতে স্বয়ং অক্ষম হইয়া পড়ে। অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্মই অবশেষে কৈবল্য-প্রদান করিব বলিয়া ভরসা দেয় (১)। সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয় তাহা মিথ্যা।

(১) নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।

(গী ৫/৮-৯)

প্রথমে পাতঞ্জলশাস্ত্রে কথিত হইল যে, ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর কহি। সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ। জীবও যোগ্যক্রমে সেই কৈবল্য লাভ করে। ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরস্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম, তিনিই বা তখন আমার সম্বন্ধে কি করেন? অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর নাই। তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে? আমি কি এই স্থির করিব যে, ঈশ্বর একটী কল্পিত পুরুষ বিশেষ? সাধনকালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

কৈবল্য—তাহা হইলে যেসকল জীব কৈবল্য লাভ করে, তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল? এরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর একটী অবস্থাবিশেষ, সেই অবস্থায় জীবসমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ঈশ্বরসাযুজ্যবাদ হইল। যদি বল, তাহাতে দোষ কি? তাহা অদ্বৈতবাদমতের একটী পৃথক্ নামমাত্র। এক মত দুইনামে প্রচার করা আবশ্যক কি? যোগের ফল বিভূতি যেমত অনিত্য বলিয়া আগ্রহ্য হয়, তদ্রূপ চরম ফল যে কৈবল্য তাহাও ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী শুনিতে ভাল ছিল, কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। ঈশ্বরজ্ঞানজনিত ফল বলিয়া অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই মুক্তিত্রয়কে বলিয়াছেন। সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্দ্বারা

---

(১) যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।

(ভাঃ ১২/৬/৬৮)

বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।।

(ভাঃ ১২/৩/৪৮)

ভগবৎসেবাই চরমে হইয়া থাকে। সেই সকল মুক্তিকে সেবাদ্বার বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান যদি কৃষ্ণভক্তিকে পুষ্টি করে, তবে তাহার ঈশ্বরজ্ঞানস্বরূপটী শীঘ্র শুদ্ধজ্ঞানরূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। ইহাতে ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য বা নির্বাণমুক্তি তাহা নিতান্ত হেয়। নির্বিশেষতত্ত্ব বলিয়া একটী ব্রহ্ম স্থাপন করা গেল। নির্বিশেষতত্ত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে, যতপ্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে, তাহার বিপরীত যে তত্ত্ব তাহাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

নির্বাণ—অস্তিত্বের বিপরীত তত্ত্বের সহজ নাম নাস্তিত্ব। নির্বাণশব্দে নাস্তিত্বকে বুঝায়। ব্রহ্মসাযুজ্য বলিলে নির্বাণ বা নাস্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেন বলিলে এই হয় যে, জীবের সর্বনাশ হইল। ইহাকে কি লাভ বলা যায়? এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত? অত্যন্ত ভগবদপরাধক্রমে কংস-শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছে, তাহা কি শ্রেষ্ঠ লোকের অন্বেষণীয়? অতএব জ্ঞানফল অতি তুচ্ছ।

জ্ঞানফল অমঙ্গলজনক—পক্ষান্তরে যুক্তিকেই যাঁহারা জ্ঞান বলেন, তাঁহারাও জানুন যে, জ্ঞানফল নিতান্ত অকর্মণ্য। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, যুক্তি জড়জগতের বাহিরে যাইতে সমর্থ নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্টা করে, সে কেবল নিজের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রকৃতির অতীততত্ত্বের বিচারে কোন ফললাভ করা যায় না (১)। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়া নাস্তিকতাকে_ সব করে। সন্দেহবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, নির্বাণবাদ এই সমুদয় বাদই যুক্তির অনধিকারচর্চাক্রমে প্রসূত হয়। অতএব সর্বতোভাবে জ্ঞানফল জীবের অমঙ্গলজনক।

---

(১) স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা।।

ভক্তিফলানুভবই শেষফলানুভব। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তিই জীবের স্বধর্ম। স্বধর্মের ফলই স্বধর্ম-উন্নতি, আশ্রয় উন্নতি ও বিষয়ে বিশুদ্ধরূপে অবস্থিতি। স্বর্গ, মুক্তি, জড়শরীর, মন, বদ্ধ আত্মার বিকৃতি ও সমাজের উন্নতি এইসকল সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্যফল নাই।

ভক্তি—ভক্তি অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি (১)। ভক্তি নিজে উন্নত হইয়া প্রেমরূপিণী হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থা হইতে স্ব-স্বরূপে নীত করিয়া স্বীয় কার্য পবিত্ররূপে সম্পাদন করিবে, ইহাই ইহার চেষ্টা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি বই আর কিছুই নয়। যে স্থলে ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা থাকে, সেস্থলে ভক্তি লুক্কায়িত হইয়া পড়েন। কর্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল প্রদান করে, কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সমর্থা হইয়াও স্বধর্ম-উন্নতি ব্যতীত অন্য কোন ফল দেন না।

চতুর্বিধ বিরোধানুভব—বিরোধানুভব শুদ্ধজ্ঞানের পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ। বিরোধানুভব চারিপ্রকার; যথাঃ—

১। পরেশস্বরূপবিরোধানুভব। ২। স্বরূপবিরোধানুভব। ৩। স্বধর্মস্বরূপবিরোধানুভব। ৪। ফলস্বরূপবিরোধানুভব। পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি নিরাকার বলিলে তাঁহার নিত্যসচ্চিদানন্দরূপের বিপরীত বাদ হইয়া উঠে।

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যার্থৈবোপপদ্যতে।।

(প্রাচীনবাক্যম্)

(১) দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।।

জড়ীয়রূপ নাই বলিয়া তিনি নিরাকার ন'ন, তাঁহার গুণ অচিন্ত্য। কেবল সর্ব্বব্যাপী বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্রগুণবিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার হইয়াও সর্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্তমান আছেন, এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য (১)। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিলে, একটী মাত্র নির্ব্বিশেষতাগুণ তঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্য গুণের পরিচয় হয়। জীবসকলকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার নির্মিত সুখধাম জগৎকে আরও উন্নত

অনিমিত্তা ভাববতী ভক্তিঃ সিদ্ধেগরীয়সী।

(ভাঃ ৩/২৫/৩২)

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।

(ভাঃ ৩/২৯/১১-১২)

(১) অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।

(গী ৭/২৪-২৫)

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।

(গী ৭/২৮)

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপিচাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ।।

(ভাঃ ১০/৯/১৩)

করিয়া লইবেন এবং যে যতদূর তাঁহারা ঐ প্রিয়কার্য সাধন করিবে ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যলীলার বিরোধ-বাক্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প ও সর্বশক্তিমান্, তাঁহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে, এই জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগৎটী তদ্রূপ হইত। কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন এরূপ বুদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্ণকার, কর্মকার, সূত্রধরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন। এইরূপ অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তদ্বারা অনেক অনার্যজুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্বতোভাবে স্বরূপতঃ ভগবান্ একতত্ত্ব হইয়াও দ্রষ্টৃ জীবের অধিকারানুসারে উদয় ভেদ স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে ভগবানের একতত্ত্বত্ব অস্বীকার করাও পরেশস্বরূপবিরোধ কার্য (১)। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান্ ভক্তিযোগে শ্রী মূর্তিতে প্রভাবিত হন, ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিকার্য।

পরেশস্বরূপবিরোধ কার্য—সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্তি-সেবনে করাই ভক্তজীবনের উচিতকার্য। তাহা পরিত্যাগপূর্বক, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকারতত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বা পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্বক প্রণবকে ধনু, আত্মাকে শর ও ব্রহ্মকে তল্লক্ষ্য বলিয়া অধ্যাত্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে, পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎকাষ্ঠনির্মিত প্রতিমূর্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই, সেই প্রতিমূর্তির প্রতিমূর্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে

---

(১) ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি।।
(ভাঃ ১০/২/৩৯)

পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বস্তু লাভ হয় না। তিনি একপ্রকার সত্যবাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটী কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্তি তাঁহার প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক; যে মত আমি সনাতন ঋষিকে দেখি নাই, একটী মূর্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ! কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়াবিশেষ) লইয়াছিলেন, তিনি যখন সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষুঃ নিমীলন করিলে, বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটী কেবল সত্যভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না। বরং ইহা স্মরণের একটী যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়াদ্বারা যে অধ্যাত্মযোগ, সে কেবল সাধুদিগের পক্ষে একটী প্রাথমিক ব্যাপারমাত্র (১)। তাহাতে সাধকহৃদয় চরিতার্থ হয় না। ভগবৎস্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া আছে, তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্তব্য বটে। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্তিদর্শকদিগের উদ্দীপকতত্ত্ব। যাথার্থ্যসাধক হইয়া তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপ দর্শনকারীর

---

(১) ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।

(ভাঃ ৩/৯/১১)

বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্।।

(ভাঃ১০/৩/১৩)

পক্ষে মিথ্যা কল্পিত-মূর্তি যেমত অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুলাভ হইবার পূর্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎ স্বরূপবিরোধী মত সর্বতোভাবে পরিহার্য।

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতায় পার্থক্য—তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহসেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম ও তৎপরে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্মবুদ্ধিকে দূষিত করিলে নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই শ্রীবিগ্রহনিন্দা করিবার পূর্বে কেহই এবিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্মে শ্রীবিগ্রহসেবা নাই, সে ধর্ম নিতান্ত অকর্মণ্য।

শ্রীবিগ্রহসেবক পৌত্তলিক নহেন—ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে অবলম্বন করতঃ শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরূপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দসমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে সেইরূপের অহরহঃ ধ্যান করেন। প্রাকৃতজগতে সেই নিত্যরূপে প্রতিচ্ছায়ারূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতঃ নয়নানন্দ বর্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্মিত বস্তু হয় না। যাঁহার ভক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎস্বরূপতা নাই, কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্যচিন্ময়মূর্তির অর্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারে না, সমস্তই শিল্প ও বিজ্ঞানে

যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপে প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপপ্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তি বৃদ্ধিরূপ ফলদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎপদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে? ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহ সেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে? ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা পৌত্তলিক। তাহারা পঞ্চপ্রকার-

পঞ্চবিধ পৌত্তলিক ১। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে (১)।

২। জড়কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে (২)।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয়রূপ কল্পনা করে(১)।

৪। যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করতঃ তাঁহার একটী কল্পিত মূর্তির ধ্যান করে (২)।

---

(১) যস্যাবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেম্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।
(ভাঃ ১০/৮৪/১৩)

(২) তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।।
(ভাঃ ৩/১৫/৪৩)

৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে(৩)।

চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরপূজা পৌত্তলিকতা— অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ সেঠার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞান বশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরপূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকারবিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

নির্বিশেষবাদী পৌত্তলিক—জড়ীয়জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয়গুণের বিপরীত নির্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়- শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদীমাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্বিশেষ ভাব যখন ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়-বিপরীত নয়।

---

(১) প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূতরূপং তেনেশ নির্বৃতিমবাপু রলং দৃশো র্নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ।।
(ভাঃ ৩।১৫।৫০)

(২) কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবহতাঃ।
তংতং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজ্ঞো য্যান্ত মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।
(গী ৭।২০-২৩)

(২) জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ -চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে সেই ব্রহ্ম-সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন।।
(প্রভুবাক্য চরিতামৃত মধ্য ৫২)

পঞ্চ উপাসনা পৌত্তলিকতা— চরমে নির্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি, গণেশ ও সূর্যের স্বগুণ মূর্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিতমূর্তি সেবা করতঃ তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকমধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চ উপাসনা' বলিয়া বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করতঃ তদ্বিপরীত ধর্ম যে গুণশূণ্যতা, তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহা বোধ্যগম্য হয় না।

কল্পিত মূর্তিধ্যান পৌত্তলিকতা— যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্তিধ্যানই চতুর্থশ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তদ্দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না।

জীবকে ঈশ্বরজ্ঞান পৌত্তলিকতা যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চমশ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যেসকল জীব পূজার্হ, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবে ঈশ্বরবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরামনৃসিংহাদির স্বরূপভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা মৎকৃত 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

উক্ত পাঁচপ্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎস্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আক ার সর্বব্যাপিত্ব গুণকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎস্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাকার সকলের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য এই যে, সমান অধিকারেই সাপত্নভাব ও তজ্জনিত কলহ অনিবার্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিকমাত্রেই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক স্বরূপলব্ধ, ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এইমাত্র মনে করেন যে, যেপর্যন্ত স্বরূপলাভ হয় নাই, সে পর্যন্ত কল্পনা বই আর কি

করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপজ্ঞান উদয় হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।

জীবের স্বীয় স্বরূপসম্বন্ধে যতপ্রকার বিরোধ আছে, তাহা অনুভব করিয়া পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দস্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য -গত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাবদ্বারা অন্বিত করা যায়। জড়দেহগত জীব ঔপাধিক ধর্মযোগে আপনাকে শুদ্ধজীব হইতে অন্যতর বস্তুবলিয়া বোধ করেন (১)।

জীবের স্বরূপবিরোধমতসমুহ— মাতৃগর্ভে জীবের উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীবনে ধর্মালোচনা করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী নির্দোষস্বরূপ প্রদান করিবেন। ইহাই একপ্রকার জীবের স্ব-স্বরূপবিরোধ। ইহা খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রহ্ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মই অবিদ্যাগত হইয়া জীব হইয়াছেন, 'আমি ব্রহ্ম' এইপ্রকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিদ্যা বিগত হইলে, জীবের জীবত্ব নাশ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে। ইহা পেন্‌থিষ্ট, থিয়সফিষ্ট ও অস্মদ্দেশীয় অভেদব্রহ্মবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপবিরোধ। জীব ঘটনাবশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়গত নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে করিতে যখন পঞ্চত্ব লাভ করিবে, তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বা বলেন, তাহার দেহসত্তানাশ হইলেও তাহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বর্তমান থাকিয়া অন্য

---

(১) মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচিঃ।।
ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্।।
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।।
দুঃখোদর্কাস্তমো নিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দা শুচার্পিতাঃ।।

(ভাঃ ১১।১৪।৯-১১)

জীবের উন্নতি-সাধন করিবে। ইহা চার্বাক্, কম্‌টী, মিল ও সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীবস্বরূপবিরোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে কর্ম স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্রী, বৈরাগ্য শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব ও চরমে নির্বাণ লাভ করিবে। ইহা শাক্যসিংহ -প্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং চতুর্বিংশতি ভগবৎসংখ্যা বিশ্বাসকারী জৈনদিগের মত। ঘটনাবশতঃ জীব এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া মহাক্লেশে পতিত হইয়াছে। সংসারের কোন সুখ স্বীকার না করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণপূর্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শান্তি। ইহা স্কুপেন্‌হুয়ার প্রভৃতি পেসিমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগদ্বারা জীবত্ব। জীবত্বের উচ্ছেদই পরমপুরুষার্থ। কর্মনিমিত্তই হউক বা বিবেকনিমিত্তই হউক, প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্যভোক্তৃত্ব ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ করিতে পারিলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ। এই মতটী সাংখ্যমত। ইহাতে জীবের অত্যন্ত স্বরূপবিরোধ হয়েছে। জীবকৃত কর্মের দ্বারা যে অপূর্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের কর্মফলদাতা। জীবের মোক্ষ ব ঈশ্বরের ঐশ্য এইমতে নাই। ইহা জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসা-দর্শনের মত। জীবের নৈষ্কর্ম ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগদ্বারা বিস্মৃতিও উদয়কালে বৈরাগ্যযোগদ্বারা লভ্য হয়। এই পাতঞ্জলমতে যে জীবের স্বরূপবিরোধী মত তাহা পূর্বেই দর্শিত হইয়াছে। গৌতম যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কণাদ, যিনি বৈশেষিকশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছেন, সেই উভয় মুনিকৃত শাস্ত্রে পরমাণ্বাদির যেরূপ নিত্যতা, জীব ও ঈশ্বরের তদ্রূপ নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে (২)। তাহাতে জীবের চিত্তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীবকে অনু বলা হইয়াছে, মনকেও অনু বলা হইয়াছে। তাহাতে লিঙ্গস্বরূপ বলিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তিও ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির ন্যায় জীবের সর্বনাশবিশেষ। শঙ্করাচার্য যে বেদান্তভাষ্য করিয়াছেন,

তাহাতেও জীব অনিত্য। মূল বেদান্তশাস্ত্রই যথার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র, ঐ শাস্ত্রের যে সব ভক্তিপোষক ভাষ্য আছে, তাহাতেই জীবের শুদ্ধস্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। প্রত্যুত পূর্বোক্ত মতসমূহই জীবের স্বরূপবিরোধী মত। সমুদয়ই পরিহার্য।

ভক্তিই জীবের স্বধর্ম-স্বধর্ম—স্বরূপবিরোধানুভব করা নিতান্ত কর্তব্য। ভগবচ্ছ্রদ্ধা, ভগবদানুগত্য, ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবদ্রুচি, ভগবদাসক্তি, ভগবদ্রতি, ভগবদনুরাগ, ভগবৎপ্রীতি, ভগবদ্ভাব প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে ভগবদ্ভক্তিকে উদ্দেশ করে, সেই ভক্তিই জীবের স্বধর্ম। বিকর্মবুদ্ধি , কর্মবুদ্ধি অযুক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি ও অশুদ্ধজ্ঞান ইহারা সকলেই জীবের স্বধর্মবিরোধী ভাব। পূর্বে ঐসকল বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএব তদ্দৃষ্টে স্বধর্মবিরোধানুভব করাই শ্রেয়।

ফলস্বরূপ বিরোধানুভবও নিতান্ত কর্তব্য। ভক্তির যাহা ফল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার জড়মোচন, কোন কোন মতে ভক্তির ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল তাহাকে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তি বলে না। ভক্তির যে লক্ষণ পূর্বে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভোগেচ্ছা একেবারেই থাকে না। ভুক্তি ভক্তির ফল নয়, কর্মের ফল। ভক্তি ব্যতীত কোনপ্রকার সাধনদ্বারা কোন ফল হয়

---

(১) প্রকাশানন্দ সরস্বতীসিদ্ধান্ত ঃ—

যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে।
মীমাংসক কহে--ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে--জগতের প্রকৃতি কারণ।।
ন্যায় কহে--পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী নির্বিশেষ-ব্রহ্মে হেতু কয়।।
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।।
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী---অমৃতের ধার। তিঁহ যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্বসার।।

চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪৮-৫০,৫৪,৫৫

না, অতএব কর্ম, ভক্তিকে নিজাভীষ্ট ফলদানের জন্য বরণ করিলে ভক্তি তাহা দিয়া স্থানান্তরিত হন। ভুক্তিকে কর্মফল বলাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, শুদ্ধজ্ঞান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব স্ব স্বরূপ লাভ করে। অতএব মুক্তি জ্ঞানেরই ফল, ভক্তির ফল নয়। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইহারা সেবোপযোগী অবস্থাবিশেষ (১)। কিন্তু একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎসেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবালাভের জন্য অবান্তরাবস্থারূপে মুক্তিসকল শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তিফল নয়। মুক্তি জীবের জড়মোচনরূপ অবস্থাবিশেষ।

ভক্তিই ভক্তির ফল, ভুক্তি বা মুক্তি নহে—ভক্তি তৎপূর্বে ও তৎপরে থাকে। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে, তাহার ফল কি? যাহা তাহার ফল, তাহাই ভক্তির ফল। মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যেস্থলে ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না। অতএব ভুক্তি ও মুক্তিবাঞ্ছাই ভক্তির স্বরূপবিরোধী।

ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞানের উপশাখা—যে পঞ্চপ্রকার জ্ঞান বিচারিত হইল, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান ইহারা গৌণ অর্থাৎ শরীর মন, বদ্ধ আত্মা ও সমাজ সম্বন্ধীয়, অতএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মজ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানের একটী উপশাখামাত্র। উহা সাধনপক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎপরিমাণে উপকার করে, কিন্তু প্রায়ই অনুপকারী। ঐ সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইলেও হেয়। শুদ্ধজ্ঞানই একমাত্র

---

(১) অত্র ত্যজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে।।
সুখৈশ্বর্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা।।

উপাদেয় জ্ঞান। যেহেতু তাহা ভক্তির অনন্য সহচর। ভাবভক্তদিগের ভগবৎগুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া থাকে, শুদ্ধজ্ঞানই সেই আসক্তির একমাত্র বিষয় (১)।

ভগবল্লীলাজ্ঞান না হইলে তাঁহার গুণাখ্যান ও তৎশ্রবণ-কীর্তনাদি সম্ভব হয় না। ভগবান্ মধ্যমাকারেও যে অপরিমেয়, সেই গুণের আখ্যানস্বরূপ যশোদাকর্তৃক ভগবদুদরবন্ধন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন, এই তত্ত্বানুসারে অনায়াসেই বন্ধন করিলেন। এই সমস্ত ভগবল্লীলাকথা কেবল শুদ্ধজ্ঞানোদিত তত্ত্বনিচয়। অতএব ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্যবিবেচনায় শুদ্ধজ্ঞান সকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধ জ্ঞানকে জ্ঞান কান্ড বলে না। জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্বোক্ত অপর চারিপ্রকার জ্ঞান। তাহা ভক্তের পরিত্যাজ্য।

জ্ঞানের ত্রিবিধ বিভাগ — ইহাতে আর একটী সূক্ষ্ম বিচার আছে। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ। জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আস্বাদন। ভাবভক্তদিগের পক্ষে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ পূর্বেই সাধনভক্তজীবনে শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের অর্থাস্বাদনদ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। ভাবভক্তজীবনে জ্ঞানের আস্বাদন-অংশ কেবল বর্তমান থাকে। এই আস্বাদন-অংশ মুক্তিলাভের পরেও নিত্যধামে জাজ্জ্বল্যমান থাকে। বরং জড়বদ্ধাবস্থায় তাহা কিয়ৎপরিমাণে কুণ্ঠিত থাকে। মুক্তজীবের পক্ষে তাহা বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করে। যে পীঠে

কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫৫-৫৭)

(১) ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যের দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নির্দগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞো হি নাস্তিকঃ।।

ভগবদাস্বাদনরূপ জ্ঞানাংশে বিগতকুণ্ঠতা আছে, সেই পীঠকেই পণ্ডিতেরা বৈকুণ্ঠ বলেন। শুদ্ধজ্ঞানের আস্বাদন অর্থাৎ পরেশানুভব, বিরক্তি অর্থাৎ ভক্তির অনুপযোগী বস্তুতে ঔদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্রাগ, ইঁহারা যুগপৎ ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। ইঁহারা একই বস্তু। ভক্তি যে স্থলে বস্তু বলিয়া গৃহীত, সেস্থলে শুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভব ও বিরক্তি তাহার পরিচারকরূপে কার্য করে। ভাব-ভক্তিবিচারে শুদ্ধজ্ঞান ও যুক্তবৈরাগ্য স্বতন্ত্র বিষয় নয়। উহারা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফলস্বরূপে উদিত হইয়া ভক্তির সেবা করে (১)। যেস্থলে উহাদের অভাব, সেস্থলে ভাব হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে, তথাপি যে ভাবলক্ষণ উদিত হয়, সে ভাবাভাস বা কপট রতিমাত্র। তাহা চতুর্থ ধারায় বিচারিত হইবে।

তস্মাদযত্নেন শাস্ত্রাণি পরিগৃহ্য বিমৎসরঃ।
তৎফলং হ্যত্তমঃশ্লোকং ভজেদেব দৃঢ়ং বুধঃ।।
নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে।

(১) অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুদ্ধে।।
(ভাঃ ৩/২৫ ২৭)

চতুর্থ-ধারা

রতিবিচার

জ্ঞানসম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভাবভক্তির সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। ভাবভক্তি সাধনভক্তি হইতেই উত্থিত হউক অথবা কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদ হইতেই উত্থিত হউক, কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না(১)। কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধ জন্মিলে সেই অমূল্য রতিধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে হইতে অভাব হইয়া পড়ে অথবা ন্যূন-জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব প্রীতির সহিত ভক্তসঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করা, ভক্তিসাধক ও জাতভাব পুরুষের নিতান্ত কর্তব্য, সাধনকালে তদ্দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি এবং ভাবদশায় তৎপুষ্টি অবশ্য সাধিত হয়।

---

(১) আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্।।

(পাদ্মে।)

যৎসেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভাবত্তীব্রঃ পাদয়োর্বাসনার্দানঃ।।

(ভাঃ ৩।৭।১৯)

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধা বিদুঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২১৯)

কোন কোন স্থলে এরূপ সন্দেহ হয় যে, যে রতিকে এত অমূল্য ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেল, তাহা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য পাত্রেও লক্ষিত হয়। ভক্তগণের শুদ্ধরতির উপলব্ধি জন্য উক্ত বিষয়-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভজনলিঙ্গকে বিদ্বেষ করিয়া কিছু বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাসাক্রমে তাঁহাদের ভক্তিদার্ঢ্যের জন্য যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাতে যদি অগত্যা অন্য সম্প্রদায়ের ভজনপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধবাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্যক্রমেই শুদ্ধভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থ-রচনাপূর্বক অপরকে রতিশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের শুদ্ধভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদেরই জন্য যখন এইগ্রন্থ প্রণীত হইল, তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যদি ঘটনাক্রমে ইহা পাঠ করেন, তাহাতে আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্যক্রমে ঐক্য হন, তবে সর্বতোভাবে মঙ্গল। যদি ঐক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হস্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা।

অভেদব্রহ্মবাদীদিগের মত এই যে, ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন সগুণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না। জীব সগুণ, অতএব সগুণ উপাসনা বই জীবের আর গতি নাই। এতন্নিবন্ধন জীব প্রথমে সগুণতত্ত্বে কল্পিত কোন কোন মূর্তিকে উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে নির্গুণলক্ষণ ব্রহ্মের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করিবেন। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে অভেদব্রহ্মবাদমতের একজন প্রধানাচার্য শ্রীশঙ্কর স্বামী এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, বৈরাগ্য, বিবেক শম, দম, উপরতি,তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুতা এই নয়টী সাধনযোগে পুরুষ বিচার করিতে করিতে কর্তব্য জ্ঞানলাভ করিবেন। পূর্বোক্ত সাধনসমূহ কিরূপে প্রভূত হয়, তদ্বিচারে বলিয়াছেন যে, সবর্ণাশ্রমধর্ম, তপস্যা ও হরিতোষণ এই তিনটী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলে উক্ত নববিধ সাধনের উপযোগী হওয়া যায়। সগুণ দেবতামাত্রের উপাসনাকে

হরিতোষণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃতি, সূর্য,গণেশ, শিব ও বিষ্ণু ইহারাই পঞ্চবিধ সগুণ দেবতা (১)। এই পাঁচটী দেবতার উপাসনাকাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চ-উপাসনাপদ্ধতিসম্মত তন্ত্রসকল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐসকল দেবতার উপাসনা করিতে চিত্তৈকাগ্ররূপ ফল হয়। সেই ফল সাধনক্রমে নির্বিষয়তা লাভ করতঃ নির্বিশেষাভিনিবেশলক্ষণজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয়।

গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অদ্বৈতবাদীগণ ব্রহ্মকেই একমাত্র বস্তু বলেন। অন্য সকলেই অবস্তু। প্রথম সাধনকালে যে, দেবোপাসনা করার বিধান হইল যে, সে দেবতাও অবস্তু। নির্বিশেষ অবস্থায় সে দেবতা নাই। অতএব সে দেবতা কাল্পনিক। এই মতের অন্তর্গত যে রামকৃষ্ণাদি মূর্তি তাহাও কাল্পনিক। কাল্যাদি প্রকৃতি, সূর্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু তাহাদের মতে কল্পিত দেবতা। অষ্টাঙ্গযোগী ও পঞ্চোপাসকগণও তাঁহাদের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনাকালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায়। অনুগত এবং চরমে সকলেই ব্রহ্মবাদী ও মুক্তিপক্ষগ। উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনাকালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেই তাঁহারা রতি বলিতে চাহেন। উৎসবকালে তাঁহারা কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া নৃত্য করেন। এই

---

(১) তৈন তে দেবতা তত্ত্বং পৃষ্ঠা বাদান্ বিতেনিরে।
নানাশাস্ত্রবিদো বিপ্রা মিথঃ সাধনভূষণৈঃ।।
হরির্দৈবং শিবো দৈবং ভাস্করো দৈবমিত্যপি।
কাল এব স্বভাবস্তু কর্মৈবেতি পৃথগ্ জগুঃ।।
অথ খিন্নঃ স রাজর্ষির্বহুবাদাকুলান্তরঃ।
নিঃশ্বসন্নভবত্তুষ্ণীং মোক্ষমার্গে সসংশয়ঃ।।
নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩ অধ্যায়ে।

সমস্তই রতিলক্ষণ বটে, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও নিরুপাধিক রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নয় (১)।

পঞ্চবিধ রতি— রতি কত প্রকার? উত্তমরূপে বিচার করিলে পাঁচপ্রকার রতি জগতে লক্ষিত হয়। যথা ঃ— ১। শুদ্ধরতি।, ২। ছায়ারতি।, ৩। প্রতিবিম্বিতরতি।, ৪। জড়রতি।, ৫। কপটরতি।

শুদ্ধা রতি—শুদ্ধা রতিকে শাস্ত্রে আত্মরতি, ভাগবতী রতি, চিদ্রতি, ভাব এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে। জীব বিশুদ্ধদশায় যে বৃত্তিদ্বারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত যোজিত থাকেন, তাহার নাম রতি। সে সময় আর বিষয়ান্তরে রতি থাকে না। একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ। আর্দ্রতা , মাসৃণ্য,উল্লাস, রুচি, আসক্তি ও সমুদয় রতিতত্ত্বের অবস্থাভেদমাত্র। সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎপরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে (২)।

ছায়া রতি— তাহার ক্ষুদ্রতানিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী ও দুঃখহারিণী। ভক্তদিগের সঙ্গবশতঃ অথবা বৈধ অঙ্গ সাধনকালে ঐ রতির উপলব্ধি হয়। এই ছায়ারতি চঞ্চলা অর্থাৎ স্থায়ী

---

(১) ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্।
মুমুক্ষুপ্রভৃতিনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে।।
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতি রতিঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।৪১-৪৩)

(২) কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবিক্ষয়া।
অভিজ্ঞানে সুবোধঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ।।
প্রতিবিম্বস্তথাচ্ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ।
ক্ষুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী।।

নয়। অতত্ত্ববিৎ লোকদিগেরও ভক্তসঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়া থাকে। অনেক ভাগ্যক্রমে এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধারতির কান্তিরূপা রতি জীবহৃদয়ে উদিতা হয়। যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল হইয়া থাকে। এই ছায়া রতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি। যদি বিশুদ্ধ ভক্তজনের কৃপা হয়, তবে অতি শীঘ্র এই ভাবাভাস ও ভাব হইয়া উঠে। কিন্তু ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছায়া রতি লুপ্ত হইয়া যায়।

প্রতিবিম্বিত রতি— অভেদব্রহ্মবাদীদিগের অথবা তদধীন কল্পিত দেবদেবী উপাসকদিগের হৃদয়ে ভক্তসান্নিধ্য-বশতঃ ভক্তহৃদয়স্থিত রতি প্রতিবিম্বিত হয়। কোন ভক্তের সাত্ত্বিক বিকারের মাধুর্য দেখিয়া ঐসকল মুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের কীর্তনাদিকালে বা অন্য উৎসবকালে যে সাত্ত্বিকবিকারের অনুকৃতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্বিত রতি। অতএব সগুণ উপাসকদিগের রতিলক্ষণ অনেকটা এরূপেও ঘটিয়া থাকে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে,

---

হরিপ্রিয়ক্রিয়াকালদেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে।।
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্।।
হরিপ্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি।।
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থ পূর্ণশশী যথা।।
ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি।।
গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুকুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্।।
অতএব ক্বচিত্তেষু নব্যভক্তেষু দৃশ্যতে।
ক্ষণমীশ্বরভাবোঽয়ং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৪৯-৫৬)

সগুণ উপাসকেরা স্বীয় আচার্যদিগের পদ্ধতিক্রমে মুক্তিলাভরূপ অভীষ্টসিদ্ধিকে অনেক কষ্টসাধ্য মনে করিয়া কল্পিত দেবতার নিকট সহজ-রতিলক্ষণ প্রকাশদ্বারা হৃদয়-বেদনা বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্যগত ভোগ বা অপবর্গসম্বন্ধীয় যে সৌখ্যাংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয়। ছায়ারতি ও প্রতিবিম্বিত রতি উভয়েই রত্যাভ্যাসমাত্র। শুদ্ধা রতি নয় শুদ্ধ রতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ অর্থাৎ নিত্য ভগবৎস্বরূপকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কল্পিত দেবদেবীসেবীদিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যতা নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই। ভাগবানের স্বরূপগত বিশেষ নাই, যেহেতু চরমে অভেদজ্ঞানই তাহাদের প্রয়োজন, অতএব সেই শুদ্ধা রতির বিষয়ও ঐমতে লক্ষিত হয় না। এতন্নিবন্ধন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়, সে রতি হয় শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব(১) অথবা জড়রতির রূপান্তর।

কোনস্থলে কপটরতিও হইতে পারে। যেস্থলে রতির আশ্রয় যে জীব, তিনি স্বীয় সত্ত্বাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যে পরমেশ্বর, তিনি নির্বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপশূন্য, সেস্থলে উপাসকের রতি সুতরাং অনিত্য, ঔপাধিক, কপট, জড়গত বা প্রতিবিম্বস্বরূপ। কোন ঘটনাক্রমে অর্থাৎ আচার্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াই হউক বা রুচিক্রমেই হউক, পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রকার উপাসকের মনে যদি এরূপ উদয় হয় যে, আমার উপাস্য স্বরূপটী নিত্য ও আমি তাঁহার নিত্য কিঙ্কর, তখন শুদ্ধা রতির আংশিক

---

(১) অশ্রমাভীষ্টনির্বাহী রতিলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ।।
দৈবাৎ সদ্ভক্তসঙ্গেন কীর্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্।।
কেষাঞ্চিদ্ধৃ দিভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্তহৃন্নভঃস্থস্য তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৪৬-৪৮)

আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ঐ রতি চৈতন্যোদ্দেশিনী হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে পর্যবসিত হয়। সূর্যোপাসকদিগের ভর্গচিন্তা হইতে সেই গর্ভস্থ শ্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ঐ রতি আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতিপূজকদিগের শক্তি-চিন্তাকে অতিক্রম করতঃ ক্রমশঃ ঐ রতি শক্তিমান্ ভগবান্‌কে আশ্রয় করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অন্য দেবতা উপাসনা করেন, তাঁহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎপরিমাণে পরিত্যাগ করতঃ আমারই ভজনা করিয়া থাকেন(১)। তাঁহারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে, রতির আশ্রয়সম্বন্ধে কিছু কষায় ও বিষয়সম্বন্ধে কিছু কষায় থাকায় রতি পূর্ণা হয় না। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে রতির যত পুষ্টি হয়, অনেক জন্মক্রমে আশ্রয় ও বিষয় কষায়শূন্য হইয়া পড়ে। তখন ঐসকল জীবের বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সুতরাং লভ্য হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে সাধুসঙ্গই ঐরতির পুষ্টিজনক ঘটনা।

জড়রতি—জগতে জড়রতির ভূরি ভূরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যাগত ও নিতান্ত গৃহাসক্ত ও উদরপরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে। 'লায়লা' মরিলে 'মজনু' বাঁচে না। উর্বশী চলিয়া গেলে যযাতি রাজার প্রাণ-বিয়োগ হয়। জুলিয়েটের জন্য রোমিওর জীবনাশাত্যাগ হয়। এইরূপ অনেক উদাহরণ পুস্তকেও দেখা যায়। এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে? এ

---

(১) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।
যান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্।।
(গী ৯।২২, ২৩, ২৫)

রতি কি? চিন্ময় জীব জড়বদ্ধ হইয়া আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাহার স্বধর্ম যে ভগবদ্রতি, তাহা আশ্রয়ের সহিত বিকৃতিলাভ করতঃ ভগবদ্রূপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে বিষয়জ্ঞানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিস্তৃত করিয়াছে। অভেদবাদ-পক্ষীয় সগুণ উপাসকগণ যে দেবদেবী পূজা করেন, সে সকল জড়ীয় কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনাগত বিষয়ে জড়রতি যে কার্য করে, সেই কার্য ঐ কল্পিত দেবদেবী সম্বন্ধেও করিতে থাকে। গুলিবরের উপন্যাস শুনিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতৃগণ কল্পিত মানবচরিত্র সহানুভূতিসহকারে রতিলক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কল্পিত দেবদেবীর বর্ণিত লীলা স্মরণ করতঃ তৎসেবকগণ রতিলক্ষণ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? রামায়ণশ্রোতা কোন বৃদ্ধা স্ত্রী রামের বনবাসগমনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতৃগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, আমার একটী ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাওয়া যায় নাই, সেই কথা স্মরণে রামের বনগমন শুনিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি। এই স্থলে বিবেচনা করুন, ঈশ্বর-উপাসনা-নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদয়ই শুদ্ধ রতি নয়, তাহার মধ্যে অনেকেই জড়রতির কার্য করেন। এই জড়রতিও স্থল-বিশেষেশুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব, কল্পিত দেবোপাসক ও ব্রহ্মবাদীদিগের রতিলক্ষণ সমূহ ব্যঞ্জিত করে।

কপটরতি— পূর্বোক্ত চারিপ্রকার রতিরই কাপট্য সম্ভাবনা আছে। দুষ্টা স্ত্রী স্বামীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপট জড়রতির উদাহরণ প্রদান করে।। নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্তলোক রতিলক্ষণ-প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে। আচার্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমীর ন্যায় কার্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই ভাগবতী রতির কাপট্য স্বীকার

করতঃ নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প ও কখন কখন ভাব পর্যন্ত লক্ষণ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই(১)।

জগতে এবম্বিধ নানাজাতীয় রতি আছে বলিয়াই যেসকল লোক ভাগবতী রতির যথাযোগ্য সম্মান না করে, তাহারা শোচ্য ও ক্ষুদ্রাশয়। কোন সাধন করেন নাই, অথচ হঠাৎ ভাগবতী রতি কোন ব্যক্তিতে হইতে পারে। সেস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব-পূর্বজন্মে সুসাধন ছিল, কিন্তু কোন বিঘ্নক্রমে রতির উদয় হয় নাই। সেই বিঘ্ন কোন গতিকে স্থগিত হওয়ায় আচ্ছাদিত রতির আচ্ছাদন বিগত হইলে রতি হঠাৎউদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের পরেশানুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য উদিত হইয়া শুদ্ধা রতির অনুভাবরূপে দেখা দেয়(২)।

---

(১) তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

(ভাঃ ২।৩।২৪)

(২) সাধনেক্ষাং বিনা যস্মিন্নকর্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে।
বিঘ্নস্থগিতমাত্রোহ্যং প্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনম্।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৭)

ষষ্ঠ-বৃষ্টি

প্রেমভক্তিবিচার

প্রথম-ধারা

প্রেমভক্তির বিচারভেদ

প্রেমভক্তি—এখন প্রেমভক্তি-বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাব বা রতি সান্দ্রতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে(১)। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মাসৃণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ভগবানে অনন্যমমতা জন্মে। রতির বিলাসযোগ্যতা উদিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায়। রতিতে মমতা ছিল, কিন্তু ঐ মমতা অনন্যভাব লাভ করে নাই (২)। শুদ্ধা রতি ভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, তাহাতে ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম। প্রথমে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমাঙ্কুর শুদ্ধরতি বটে, কিন্তু তাহাতে রসোপযোগিতা

---

(১) সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈ- প্রেমা নিগদ্যতে।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১)

(২) অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।
(পঞ্চরাত্রে।)

স্থায়ী ভাব— হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্যমমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই (১)। প্রেমাবস্থাপ্রাপ্তরতিই স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভ মাত্র বুঝিতে হইবে? প্রেম দুইপ্রকার যথা ঃ—

যেস্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গসকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ পদে আরূঢ় হয়, তখন সে ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় (২)। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিবিধ ভাবোত্থ প্রেম—শ্রীহরির স্বরূপসঙ্গক্রমে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাকে প্রসাদোত্থ বলে। ভাবোত্থ প্রেম দুইপ্রকার যথা ঃ—

১। বৈধভাবোত্থ প্রেম (৩)। ২। রাগানুগভাবোত্থ প্রেম (৪)।

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুইপ্রকার। কেবল ভগবৎসঙ্গবলেই সেই প্রসাদ জন্মে। প্রেমপ্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্যন্তই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণসঙ্গক্রমে বা ভাবাঙ্গ অনুসেবনদ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়।

---

(১) ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্মমুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতান্যমমত্বেন বর্জিতেত্যত্র যোজনা।।
ভাবোত্থোঽতিপ্রসাদোত্থঃ শ্রীহরেরিতি সা দ্বিধা।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৩,৪)

(২) ভাব এবান্তরঙ্গানামঙ্গানামনুসেবয়া।
আরূঢ়ঃ পরমোৎকর্ষো ভাবোত্থঃ পরিকীর্তিতঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।৫)

(৩) যথা একাদশে তল্লক্ষণানি—১১।২।৪০
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।

(৪) ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্ব্রহ্মচর্যস্থিতা সদা।
তামেব মূর্তিং ধ্যায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা।।
শ্রীকৃষ্ণগাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্মন্বন্তরে স্নিগ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্তয়া।। পাদ্মে।

দ্বিবিধ প্রসাদোত্থ প্রেম প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ যথা ঃ-- ১। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম। ২। কেবল প্রেম।

মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম— বিধিমার্গানুসারে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিমজ্ঞানযুক্ত (১)। তাহাকে কেহ কেহ স্নেহভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন(২)। সেই প্রেমদ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভাদি সিদ্ধ হয়। মুক্ত হইয়াও জীব সেই সেই ভাবে ভগবৎসেবা করেন।

কেবলপ্রেম— রাগাশ্রিত সাধনক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে(৩)। প্রায় শব্দার্থ এই যে, যদি রাগানুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না। যদি রাগানুগসাধনভক্তিতে কেবল অভ্যাস বশতঃই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ

---

(১) মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৪)

(২) মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্বতোঽধিকঃ।
স্নেহভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদি নান্যথা।।
(পঞ্চরাত্রে।)

(৩) রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৪)

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশংকরী।।
(পঞ্চরাত্রে।)

(৪) ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৭)

তাহাতে আসক্তিবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধিকালে কেবলপ্রেম উদিত হয়।

প্রেমোদয় হইলে জীবন স্বার্থক হয়। জীব সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করে (৪)।

প্রেমই সর্বার্থ-শিরোমণি— সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ববিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল। জড়সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না।

মোক্ষ ক্ষুদ্র অবান্তর ফলমাত্র— প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। বিধি সূর্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।

——— ః ———

দ্বিতীয়-ধারা

প্রেমোদয়ক্রমবিচার

প্রেমের নববিধ উদয়ক্রম— এবম্ভূত পরমপুরুষার্থস্বরূপ প্রেমের সাধন হইতে সাধ্যাবস্থা পর্যন্ত প্রেমের উদয়ক্রম, উদয়ক্রম জানা কর্তব্য। নয়টী অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়; যথা ঃ--- ১ । শ্রদ্ধা। ২। সাধুসঙ্গ। ৩ । ভজনক্রিয়া। ৪। অনর্থনিবৃত্তি। ৫। নিষ্ঠা। ৬। রুচি। ৭। আসক্তি। ৮। ভাব। ৯। প্রেম (১)।

নীতিশূন্য জীবন পশুবৎ। তাহাতে যে বুদ্ধিশক্তিদ্বারা পদার্থবিজ্ঞান ও শিল্পাদি উন্নতিক্রমে ইন্দ্রিয়সুখসমৃদ্ধি হয়, তাহা আসুরিক। সমস্তই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নৈতিকজীবন নীতিবদ্ধ হইলেও পরলোকে ঈশ্বরভাবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য। সেশ্বরনৈতিকজীবনে পরলোকচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তা থাকিলেও সেই জীবনে উহা অশুদ্ধ, ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর। জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। অভেদবাদীর জীবন নিতান্ত হেয় ও কুপথগত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয়(২)। পরমেশ্বরই সর্বময়, সর্বকর্তা ও সর্বনিয়ন্তা। তাঁহাতে পরমানুরাগই ভাল। আর যত কিছু

---

(১) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫,১৬)

(২) প্রযত্নাদযতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।

ভাল আছে, সমস্তই সেই অনুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কর্ম্ম ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্দ্বারা সেই পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করা যায় না।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন।।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।

(গী ৬/৪৫-৪৭)

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।

(গী ৯। ২৯-৩৩)

শিবঃ প্রচেতসং প্রতি---
স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে।।

(ভাঃ ৪। ২৪। ২৯)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।

(ভাঃ ১১। ১৪। ২০)

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।।

(ভাঃ ১। ২। ১২)

১।। **শ্রদ্ধা** — নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়-সঙ্গই জীবের অধোগতি। অযোগ্যতানিবন্ধন এই জড়সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য এই দুর্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্তা। ভগবান্ তাহার প্রয়োজককর্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করতঃ তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন, এজন্য ভগবান্ সর্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা।

ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয় ও প্রেয় — অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দলাভ করেন। ইহাই ভববৎস্নেহের প্রতিফলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা— এবম্ভূত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। আমরা বিস্তৃতরূপে লিখিলাম, কিন্তু সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবত্তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিজের ক্ষুদ্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষণে উদিত হয়, সেই ক্ষণেই পূর্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বিশ্বাসতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসসমূহ ভগবত্তত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরানন্দস্বরূপ শ্রী শ্রী চৈতন্যচন্দ্র এই বিশ্বাসকে ভক্তিলতাবীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তদিগের জীবনচরিত্র অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে,নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্রবিচার করতঃ কাহারও শ্রদ্ধা হইয়াছে।

১। **শ্রদ্ধোদয় সুকৃতি সাপেক্ষ—** সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশক্রমে অনেকের শ্রদ্ধা হইয়াছে। কাহার কাহারও স্বধর্মাচরণক্রমে কর্মের ফলের প্রতি ঘৃণাপূর্বক ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। কাহার কাহারও জ্ঞানফলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জুগুপ্সাজাত হইলে শ্রদ্ধা উদিত হয়। কাহার কাহারও আকস্মিকী শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির অতীত তত্ত্ব। অতএব কথিত হইয়াছে যে, ভাগ্যবান্ জীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয়। কর্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটিয়া থাকে(১)।

২। **সাধুসঙ্গ—** শ্রদ্ধা উদিত হইল। জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিসর্গ বশতঃ অনর্থের একান্ত বশীভূত। তখন তিনি কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন, ইহা বিচার করিয়া বিগত অনর্থ সাধুপুরুষদিগের পদাশ্রয় অবলম্বন করেন। তখন সাধুসঙ্গ জন্য লালায়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেমপ্রাদুর্ভাবের প্রথম চিহ্ন (২)।

(৩) **ভজনক্রিয়া—** লব্ধসাধুসঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা, স্মরণ প্রভৃতি ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হ'ন। পূর্বোক্ত পঞ্চপ্রকার বৈধভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অনর্থমূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা, তাহারা ভক্তির অনুগত হইয়া পড়ে। অনর্থ দেহগত থাকিলেও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। ভজনক্রিয়া প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম(১)।

---

(১) তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।।

(ভাঃ ১১।২০।৯)

(২) সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণারসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

৪। অনর্থনির্বৃত্ত—বিষয়াসক্তি, পাপাচরণ, হিংসা , লোভাদি ক্রমশঃ ভগবদনুশীলনক্রমে খর্বিত হইয়া জীবকে নির্লোভ করে। ইহাকে অনর্থনিবৃত্তিরূপ তৃতীয় ক্রম বলে।

৫। নিষ্ঠা— নির্লোভ হইলে অন্য নিষ্ঠা দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে না। অনর্থ যত নিবৃত্ত হয়, শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নিষ্ঠা প্রেমলাভের চতুর্থ ক্রম।

৬। রুচি—নিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবদনুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতেছে। সাধুসঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়াক্রমে অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। উল্লাস-ভাবপ্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম রূচি(২)। রূচিই পঞ্চম ক্রম। কৃষ্ণে রুচি হইলে সর্বত্র অরুচি হইতে থাকে।

৭। আসক্তি— রুচি অধিক আগ্রহতা লাভ করিলে অধিকতর অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম আসক্তি হয়। আসক্তি পর্যন্তই সাধন। সাধন সম্পূর্ণ হইল। আসক্তি পূর্ণতা লাভ করিল। তখন জীব কৃতকৃত্য হইয়া গেল। আসক্তি প্রেমোদয়ের ষষ্ঠ ক্রম(৩)।

৮। ভাব স্থায়ীভাব—আসক্তি পূর্ণ তাহার নাম ভাব, রতি বা প্রেমাঙ্কুর হয়।

---

(১) শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ-।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ।।
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।
(ভাঃ ১।২।১৬-১৭)

(২) এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে।।

(৩) তত্রান্বহং কৃষ্ণ কথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।

আসক্তিও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় নাই। ভাব শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা লাভ করে। থখন চিত্তের মাসৃণ্য উৎপাদন করে। ইহাই প্রেমের সপ্তম ক্রম(১)।

৯। **প্রেম**—ভাব অনন্যমমতা লাভ করিলে প্রেম হয়। ইহাই রসোপযোগী স্থায়ীভাব। সাধকভক্তগণ সর্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। তাঁহারা কল্য কি ভাবে ছিলেন, অদ্যই বা কি উন্নতি হইল? কএকদিন লক্ষ্য করিয়া যদি দেখেন যে, ক্রমগতি -অনুসারে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, তবে কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই অপরাধকে নির্দেশ করতঃ তাহাকে পরিহার করিবেন ও সাধুসঙ্গদ্বারা তৎকৃত ক্ষত শোধন করিবেন। অনুক্ষণ অনুশীলন ও শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করিয়া পুনরায় ঐ অপরাধ না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। যাঁহাদের ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের অলক্ষিত ব্যাঘাতক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। অতএব হে সাধকগণ! এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন।

তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃন্বতঃ।
প্রিয়শ্রবস্যাঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।।

(ভাঃ ১/ ৫/২৫-২৬)

(১) ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতু হরেবিশৃন্বতো মেহনুসবং যশোহমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃতাত্মরজস্তমোপহা।।

(ভাঃ ১/ ৫/ ২৮)

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেতরেতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ।।

(ভা ১/ ২/১৯)

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

তৃতীয় ধারা

প্রেমাধিকারভেদে নামভজন-বিচার

প্রেমাধিকারে দ্বিবিধ অবস্থা প্রেমারুরুক্ষু এবং প্রেমারূঢ়— প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া উর্ধে উঠিত উঠিতে ক্রমে প্রেমমন্দির প্রাপ্ত হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটি অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু অবস্থা এবং প্রেমারূঢ় অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ডকৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। আরুরুক্ষু অবস্থায় ভক্তগণ বিবিক্তানন্দ ও গোষ্ঠ্যানন্দভেদে দ্বিবিধ। বিবিক্তানন্দিগণ আচারপ্রিয়। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্বদা প্রচারপ্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয় প্রিয়ভাবে আনন্দভোগ করেন (১)। ভগবৎশ্রবণই প্রেমভক্তের আচার। ভগবন্নামকীর্তনই প্রেমভক্তের প্রচার কার্য।

শরণাগতের লক্ষণ ভক্তির অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল ত্যাগ ঃ—

আরুরুক্ষু অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ (২) শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গীতায় একান্ত

---

(১) শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সনাতন প্রভু বলিয়াছেনঃ------

আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার।।
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্য।।

(চৈ চঃ অন্ত্য)

(২) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।

(গী ১৮/৬৬)

মামেকমেব শরণমাত্মানঃ সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ।।

(ভাঃ ১১/১২/১৫)

শরণাগতদিগের বিশেষ মাহাত্ম কীর্তন করিয়াছেন । একান্ত শরণাগত না হইলে প্রেমপ্রপ্তি দূরে থাকুক ভাবও উদয় হয় না। প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয় তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্তা, আর কোন কার্যদ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্তা নাই, এইমাত্র একান্তভক্ত বিশ্বাস করেন । কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালনকর্তা, একথায় আর তাঁহাদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় না। আমি নিতান্ত দীন ও হীন বলিয়া ভক্তগণ সুদৃঢ় সরল বিশ্বাস করেন। আমি কিছুই করিতে পারি না; কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারেন না, এটি একান্ত ভক্তের বিশ্বাস (১)।

শ্রীনামের অনন্যভাবে আশ্রয় গ্রহণ—একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভক্তির সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রীনামকে অনন্যভাবে আশয় করেন। শ্রীনামের স্মরণেই তাঁহাদের অধিক রুচি (২) ভগবন্নাম যেরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময়, সেরূপ অন্য ভজনাঙ্গ সহজে হয় না।

নাম নামী অভেদ— শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ঐকান্তিক কৃত্যের মধ্যে নামের স্মরণ কীতনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন (১) শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণনাম ওকৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যেহেতু নাম চিন্তামণিতত্ত্ব। কৃষ্ণের চৈতন্যরসবিগ্রহরূপে নামের উদয় হইয়াছে (২)।

শ্রীনামের স্বরূপজ্ঞানই ভজনোন্নতির হেতু—কৃষ্ণস্বরূপ অনুভব ও নামের স্বরূপ অনুভব প্রাপ্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি চিৎস্বরূপ অনুভব করিতে

---

(১) আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ।। (পাদ্মে)

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণগতঃ।। (তত্রৈব)

(২) গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগ-দুঃখ- সংসার- বন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেব মনুস্মরন্ ।।

যত্ন করিবেন। যে পর্যন্ত চিত্তত্ত্বের স্বরূপ অনুভূতি না হয়, সে পর্যন্ত সাধক ভজনচতুর হইতে পারেন না। সুতরাং সাধনের যে সাধ্যবস্তু প্রাপ্তি, তাহা কিরূপে হইতে পারে? চিত্তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তিই ভজনোন্নতির একমাত্র হেতু (৩) এই স্থানে তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিতেছি।

জীব চিৎকণ, কৃষ্ণধাম চিজ্জগৎ, কৃষ্ণ চিৎসুর্য, কৃষ্ণভক্তি চিৎপ্রবৃত্তি, কৃষ্ণনাম চিদ্রসবিগ্রহবিশেষ এই সমস্ত কথা আমরা পূর্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি ও শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ দিয়াছি। এখন প্রেমারুরুক্ষু মহাত্মাদিগের সহিত চিত্তত্ত্বের কিছু আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদপ্রাপ্তির যত্ন করিব। আমাদের সুকৃতি থাকিলে চিৎসুখ হৃদয়ে উদয় হইবে। চিন্মাত্র উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের রুচি হয় না, কেননা তাহাতে চিদ্বস্তুর ক্রিয়াবিলাস নাই (১)

দশমূল —কলিযুগপাবনাবতার বেদকে প্রমাণ বলিয়া তাহাতেই নব প্রমেয় দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়ে বিস্তৃতরূপে লক্ষিত হয়। জীব চিৎকণ, তাহা বেদপ্রমাণে স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ সুর্যের কিরণকণ বলিয়া জীবের চিৎকণত্ব সিদ্ধ হয় (২)।

কৃষ্ণঅর্কস্বরূপ—কৃষ্ণে ও জীবে বস্তুতঃ চিৎস্বরূপত্ব অবশ্য লক্ষিত হয়। ভেদ এই যে, কৃষ্ণ সূর্যস্বরূপ এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস।

জীব কিরণকণ—কৃষ্ণধাম পরব্যোম বা গোলোক সাক্ষাৎ চিন্ময়ধাম, তাহাতে

---

(১) এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্নরোচতে।
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ।
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে ।।

(২) নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্বান্নামনামিনোঃ।। পাদ্মে

(৩) জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ।। তন্ত্রে

আর সন্দেহ নাই। বৈকুণ্ঠ চিজ্জগৎ প্রভৃতি নামে সেই চিন্ময়ধাম অভিহিত হইয়াছে (৩) বাজসনেয় উপনিষদে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (৪) সেই পরমেশ্বর পর ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা শক্তির শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে (১)।

কৃষ্ণস্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় ভক্তিচিদ্রস—ভক্তি যে চিদ্রস, তাহা মুণ্ডকে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণই সর্বভূতের প্রাণস্বরূপ তাহা জানিয়া বিদ্বান্ অতিকায়--শুষ্ক জ্ঞান ও তর্ক পরিত্যাগ করতঃ আত্ম-ক্রীড় হ'ন (২) শুদ্ধজ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ধীর পুরুষ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করেন। তাহা যিনি করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি তাঁহাকে না জানিয়া এই লোক পরিত্যাগ করিবেন, তিনি কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য। যিনি জ্ঞাত হইয়া যান, তিনিই ব্রাহ্মণ অথাৎ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব (৩) ভক্তির স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ী! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসনের যোগ্য।

কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসুখসম্বন্ধই প্রেম—সেই আত্মা দৃষ্ট শ্রুত, ধ্যাত ও বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হয়। সেইআত্মা (কৃষ্ণ) পুত্র অপেক্ষা প্রিয় বিত্ত অপেক্ষা প্রিয় যেহেতু সকলেরই তিনি অন্তর্যামি আত্মা। যত কাম

---

(১) যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জন কথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। স্যব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিম্বন্তকাসিলুলিতাং পততাং বিমানাৎ। ভাঃ ৪/৯/১০

(২) যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মানঃ সর্বাণি ভূতানি বৃচ্চরন্তি। তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্। বৃঃ আঃ ২/১/২০

(৩) দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মুণ্ডকে ২/৭

(৪) সপর্যাগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ। ঈশোপনিষদ। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। কঠ "শ্যামং প্রপদ্যে।" (ছান্দোগ্যে ৮/১৩/১)

আছে, সে সকল প্রিয় নয়। সেই আত্মকাম হইতেই সকল বিষয় প্রিয় হয় (১) অতএব কৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্যসুখসম্বন্ধ তাহারই নাম প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিৎস্বরূপতত্ত্ব।

যুক্তি অকর্মণ্য—এই দৃশ্যমান জড়জগতের সহিত চিত্তত্ত্বের প্রকৃত সম্পর্ক কি ? যথার্থ সম্বন্ধজ্ঞান হইলে ভক্তিরূপে প্রজ্ঞার উদয় হয়। চিত্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। বিশেষ যুক্তি করিতে করিতে স্থির করি যে, চিত্তত্ত্ব জড়তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব। যুক্তিকে পোষণ করিতে করিতে চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বকে দূরে রাখিয়া একটি অস্ফুট চিদাভাসরূপ অসম্পুর্ণ আধ্যাত্মিক ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। চিন্মাত্র ব্রহ্মের কল্পনা হইল। তখন ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিকার, গুণশূন্য, প্রেমশূন্য একটি খপুষ্পপ্রতীতির ন্যায় অনির্বচনীয় বস্তুরূপে লক্ষিত হ'ন। আর আমরা সেই চিন্মাত্রের গুণক্রিয়ারূপ নাম জানিতে অক্ষম হইয়া নৈষ্কর্ম্যলাভ করি। এই জন্যই জগতে শুষ্কজ্ঞানদ্বারা জীবের মহা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। তাহা ব্যাস-নারদ-সংবাদে জানা যায় (১)।

---

(১) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।
(শ্বেঃ ৬/৮)

(২) প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবনেষ্ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।
(মুণ্ডক ৩/১/৪)

(৩) তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
(বৃহদারণ্যকে ৩/৮/৪।)

(৪) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো।
মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং বিদিতম্।"
"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ শ্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা।
ন বা অরে সবস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয় ভবতি।"
(বৃহদারণ্যকে ৪, ৫, ৬, ৮,)

চিদ্বিলাস—শুদ্ধচিদাভাসরূপে প্রতিভাত চিন্মাত্রব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিলে আর পরমব্রহ্মের চিদ্বিলাস জানিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। তাই! অগ্রসর হও। চিন্মাত্রপ্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর। তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ডব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগণিত আর করিবে না (২)। মুণ্ডক বলেন জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলনমাত্র---- যে আত্মবিৎ পুরুষগণ প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ হিরণ্ময় অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় প্রকোষ্ঠে রজোগুণনির্লিপ্ত নিস্কল অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরব্রহ্মবিরাজমান। প্রাকৃত জ্যোতির অতীত কোন অপ্রাকৃত জ্যোতিদ্বারা তাঁহার নাম রূপ-গুণ-লীলার প্রকাশ। জড়জগতে সূর্য, চন্দ্র তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সে চিদ্ধামে আলোক দিবার যোগ্য নয়। চিদ্ধামের যে জড়াতীত চিদালোক, তাহাই সেই ধামের প্রকাশক। সেই আলোকের কুণ্ঠিতপ্রতি-ফলনস্বরূপ জড়ীয় আলোকদাতা চন্দ্রসূর্যাদিগকে আমরা আলোকদাতা বলিয়া মনে করি । বস্তুতঃ তাহা নয়। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মপুরবর্ণনে এই বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। চিদালোক প্রকাশিত চিজ্জগৎই এই জড়জগতের আদর্শ। তথায় হেয় মাত্র নাই। উপাদেয়ই তথাকার সুখজনক ব্যাপার। সেই আদের্শের হেয় প্রতিফলনমাত্র এই জড়জগৎ চতুর্দশলোক। সেই আলোকের প্রতিফলিত স্থূলসূর্যাদি এবং সুক্ষ্মপ্রতিফলনই মনোবুদ্ধি অহঙ্কারগত জড়জ্ঞানালোক। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল সূর্যাদিকে জ্যোতিঃ মনে করি। সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার- উদ্ভাসিত অষ্টাঙ্গযোগ প্রণালীদ্বারা জড়জ্ঞানকে বহুমানন করি। এই সমস্তই জড়বদ্ধজীবের নৈসর্গিক

---

(১) নৈস্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্।। (ভাঃ ১/৫/১২)

(২) হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিস্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিযাং জ্যোতিস্তদ্বদাতুবিদো বিদুঃ।। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। (মুণ্ডক, ৩/৯/১০, ১১)

কার্যবিশেষ। নারদ- উপদেশে দ্বৈপায়ন ঋষি যে আত্মগত সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তিনি পরমপুরুষের নাম --রূপ-গুণ ও লীলা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন (১) পরা শক্তির ছায়া যে মায়া তাহাকেও পরতত্ত্বের অপাশ্রয়রূপে জানিতে পারিলেন। সেই মায়াদ্বারা মোহিত জীবরূপ চিত্তত্ত্বের অনর্থ বুঝিতে পারিলেন।

অনর্থ হইতে কৃষ্ণ-বহির্মুখতা—ভক্তিযোগরূপ সহজসমাধি দ্বারা সেই জীবের স্বস্বরূপপ্রাপ্তি হয় ইহাও অবগত হইয়া ভগবানের চিল্লীলা-প্রকাশক সাত্বতসংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগতগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জীবের স্বস্বরূপভ্রম, এবং কৃষ্ণস্বরূপভ্রম, ইহাই অনর্থ। সেই অনর্থ হইতে কৃষ্ণবহির্মুখতা এবং তৎক্রমে মায়িকচক্রে কর্মমার্গে প্রবেশ। তন্নিবন্ধন সুখ-দুঃখময় সংসার। কর্মমার্গের অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানমার্গের সাংখ্য-বিচার-দ্বারা অতিনিরসনরূপ জড়ীয়জ্ঞানজনিত যুক্তির বহির্মুখ চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যখন শুদ্ধভক্তিযোগের আশ্রয় লওয়া যায় তখনই জীবের সহজসমাধির দ্বারা শুদ্ধজ্ঞানালোকে সকল তত্ত্ব পরিষ্কৃত হয়। জড়সুখাদিতে তুচ্ছজ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তদ্দ্বারাই চিৎসুর্যস্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা হয়। এই কৃপাবল ব্যতীত অনর্থনাশ এবং আত্মোন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই (১)।

---

(১) ভক্তিযোসেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পুর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।। (ভাঃ ১/৭/৪-৬)

(১) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।।
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।।
(মুণ্ডকে ৩/২/৩,৪)

ব্যাস-নারদ-সংবাদ—বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে সরল বিশ্বাসই সহজসমাধির মুল কারণ। দ্বৈপায়ন ঋষির শুভদিন উদয় হইলে সমস্ত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও শুষ্কজ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থার প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহার গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রশ্নমতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, - হে প্রভো! আপনার কথিত সমস্ত জ্ঞানলাভ আমার হইয়াছে বটে; তথাপি আমার আত্মা কেন পরিতুষ্ট হয় না। হে ব্রহ্মনন্দন! এই অবস্থায় -যে দুর্বোধ্য অব্যক্ত মুল আছে, তাহা আপনি বলুন। আমি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি (১)।

তখন শ্রীনারদ গোস্বামী কহিলেন, হে ব্যাস! তুমি অন্যান্য পুরাণে, বেদান্তসুত্রে, শ্রীমহাভারতে ধর্ম, অর্থ ,কাম, মোক্ষ এই চারিটি অর্থ যেরূপ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছ, সেরূপ ভগবানের নির্মল চিন্ময়লীলার উদয়চেষ্টা কর নাই। তজ্জন্যই তোমার নিজ ক্ষুদ্রতা-নিবন্ধন তুষ্টি লাভ করিতেছ না। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে স্বধর্ম বলিয়া বর্ণাশ্রমের যে অতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহাতে মহাব্যতিক্রম হইয়াছে। ঐরূপ ঔপাধিক স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিভজন করে এবং অপক্ক অবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই তাহার কি অভদ্র হইতে পারে ? সেই ঔপাধিক স্বধর্ম নিষ্ঠায় থাকিয়া যে হরিভজন না করিল, তাহাতেই বা তাহার কি দুর্লভ অর্থলাভ হইল (২)? এই উপদেশে জানা যায় যে, হরিভজন বিনা অন্য উপায় নাই।একান্ত নামাশ্রয়রূপ হরি ভজনেই জীবের সমস্ত লাভ হইয়া থাকে (৩)

---

(১) অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মুলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম। (ভাঃ ১/৫/৫)

(২) ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে র্ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ক বা ভদ্রভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্মতঃ।। (ভাঃ ১/৫/১৭)

(৩) এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।। (ভাঃ ২/১/১১)
এতাবানেব লোকঽস্মিন পুংসাং-ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।। (৬/৩/২২)

কৃষ্ণভক্তিই আত্মার নিত্য সহজ ধর্ম—শ্রীব্যাসদেব এই ভক্তিযোগের সাহায্যে সহজসমাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন । এই সমাধিকে সহজ-শব্দে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে, জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণভক্তিই অত্যন্ত সহজ। আত্মার নিত্যধর্ম বলিয়া তাহাকেই জৈব সহজধর্ম বলা যায়। সহজধর্মের প্রক্রিয়া এই।

শ্রীকৃষ্ণের শরণ— জীব যে-সময় দেখেন যে, কর্মমার্গদ্বারা আমার কোন নিত্যলাভ হইবে না। অষ্টাদশ অবরকর্ম-যজ্ঞই হউক বা অষ্টাঙ্গ-যোগাদি সুক্ষ্মযোগ- যজ্ঞই হউক, ইহাতে আমার নিজ স্বধর্ম যে কৃষ্ণদাস্য তাহা কখনই লাভ হইবে না। আবার লিঙ্গ শরীরের চেষ্টারূপ জড়ীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক চিন্মাত্রোদ্দেশক ক্ষুদ্রজ্ঞানেও আমার নিত্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই (১) তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সাধুগুরুকৃপায় জীব ক্রন্দন করিয়া বলেন, "হে কৃষ্ণ! হে পতিতপাবন! আমি তোমার নিত্যদাস, সংসারসমুদ্রে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছি ;প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে ভবদীয় চরণধূলিতে আশ্রয় দেও (২)। তখন কৃপাময় প্রভু জীবকে স্বচরণে তুলিয়া আদর করেন।

সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন—সরল পুলকাশ্রু সহকারে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিতে করিতে ভাবজীবন আসিয়া উদিত হয়। কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়ে সকল অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়কে অমল করতঃ তাহাতে স্বীয় প্রেম কৃপাপূর্বক অর্পণ করেন। এই অবস্থায় যাঁহাদের শরণাগতির অভাব হয়, তাঁহারা দম্ভপূর্বক নিজ চেষ্টায় কুটসমাধি অভ্যাসে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত হ'ন।

বিশেষ সতর্কতা সহকারে দৈন্য ও আত্মনিবেদনদ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে

---

(১) পরীক্ষা লোকন্ কর্মচিতান্ ব্রহ্মণো-নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।
(মুণ্ডক ১/২/১২)

(২) অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়। (শিক্ষাষ্টকে)

আনিতে হয়। তখন জড়ীয়যুক্তিচেষ্টা একেবারে দূরীভূত হইয়া আত্মচক্ষু উন্মীলিত হইলে ভগবত্তত্ত্বদর্শন হয় । অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে এই কার্যে নির্বন্ধিনী মতি জন্মিয়া নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবোদয় হয় । কুটিল অন্তঃকরণ ব্যাক্তির কুমার্গগতিই অবশ্যম্ভাবী (১)।

চিত্ত নির্মলতার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকত তত্ত্ব উপলব্ধি— প্রেমারুরুক্ষু ব্যাক্তি সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে তাঁহাদের রুচি হয় না । নামে চিত্তের একাগ্রতা অল্পদিনে সাধিত হইলে অনায়াসে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা ও প্রত্যাহারের ফল উদিত হয়। তত্তদঙ্গ কিছু না করিয়াও নামের কৃপায় চিত্তনিবৃত্তিরোধরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। চিত্ত যত নির্মল হয়, ততই অপ্রাকৃত জগতের বৈচিত্র উদিত হয়। তাহাতে এত সুখ হয় যে, অন্য কোন উপায়ে সে সুখের কণাও লাভ করিতে পারা যায় না (২)। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের কোন বাঞ্ছনীয় ধন নাই।

নাম চিন্ময় ও পরমারাধ্য ও বস্তু —নাম চিন্ময় বস্তু। নামের সদৃশ জ্ঞান, নামের সদৃশ ব্রত, নামের সদৃশ ধ্যান, নামের সদৃশ ফল, নামের সদৃশ ত্যাগ, নামের সদৃশ শম, নামের সদৃশ পূণ্য, নামের সদৃশ গতি, আর কুত্রাপি নাই। নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা স্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি, নামই পরমা

---

(১) অকুটিলমূঢ়ানাং ভুজনাভাসেনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্।
কুটিলানান্তু ভক্ত্যেবৃত্তিরপি ন ভবতীতি।। অতএব আহ-- (ভাঃ ৩/১৯/৩৬)

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কোন সেবতে দুরারাধ্যমসাধুভিঃ।। (ভক্তিসন্দভঃ ১৫৩ অনু)

(২) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।।

(ভাঃ ১/৫/১৮)

প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে। নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরমারাধ্য বস্তু। নামই পরম গুরু (১)

নাম ভজনে দেশকালের নিয়ম নাই—বেদশাস্ত্রে নামের চিন্ময়ত্ব ও সর্বতত্ত্বাধিকত্ব বর্ণন করিয়াছেন (২)। হে ভগবান, তোমার নাম বিচারপূর্বক সর্বোত্তম বলিয়া আমরা ভজনা করি। নাম ভজনে কিছুমাত্র নিয়ম নাই। নাম সকল সৎকর্মের অতীত। চিৎস্বরূপ বস্তু। তেজঃ-স্বরূপ প্রকাশক। সেই নাম হইতে সমস্ত বেদাদির আবির্ভাব হইয়াছে। পরমানন্দস্বরূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ নামকে আমরা সুষ্ঠু ভজনা করিতে পারি। আত্মস্বরূপাপেক্ষা সুজ্ঞেয়! নামই শোভনবিদ্যারূপ, সুতরাং সাধন ও সাধ্যবস্তুরূপে উক্ত। আপনি পরম পূজ্য, আপনার পদস্বরূপ। আমার ভূয়োভূয়ঃ সেই চরণারবিন্দ নমস্কার করি।

নাম হইতে বেদাদি নিঃসৃত— আত্মশ্রেয়ঃ-সাধনের জন্য পরস্পর এই নামতত্ত্ব লইয়া বিচার করেন এবং ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। আপনার নাম

---

(১) ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্।
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ।
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ।। (অগ্নিপুরাণে)

(২) ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।। ওঁপদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আপন্নমৃক্তম্। নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তং সংদৃষ্টৌ।। ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।। (শ্রুতিঃ)

চৈতন্যস্বরূপ জানিয়া তাঁহারা ধারণ করেন। আপনার যশঃকীর্তনস্বরূপ নামগান-শ্রবণে আপন ভক্তগণ সর্বদা গান করেন। তাঁহারা তাহাতে পবিত্র হ'ন। নামই সৎ।

শিক্ষাষ্টক—সত্যস্বরূপ বেদের মাতা সারভূত সচ্ছিদানন্দঘন। ''হে বিষ্ণো! তোমার স্তব করিতে আমরা নামের কৃপায় সর্মথ হই। কেবল তোমার নামই ভজনা করিব।'' শ্রীমহাপ্রভু নামের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন নিজ শিক্ষাষ্টকে (১) নামে যেরূপ ভজন ক্রম আছে, তাহাও অষ্টশ্লোকে আভাস দিয়াছেন।

নামভজন প্রণালী ব্যখ্যাও হইয়াছে—দশটী নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্বক নামভজন করিতে হইলে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। অহৈতুকী ভক্তির সহিত নাম ভজন করিতে হয়, তাহাও 'ন ধনং ন জনং' শ্লোকে বলিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তি কিরূপ হয়, তাহা ''অয়ি নন্দ-তনুজ'' শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রজভজনে যেরূপ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভরসে শ্রীমতীর অনুগত হইয়া ভজন করিতে হয়, তাহা শেষ দুই শ্লোকে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের মাহাত্ম্য এত বলিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে-সকল বলিতে গেলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায় গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমরা নামের মাহাত্ম্য আর না বলিয়া এখন নামের ভজনপ্রণালী কিঞ্চিৎ বলিব।

নাম-ভজনের পূর্বে নামের স্বরূপ জ্ঞান ওনিজের স্বরূপজ্ঞান আবশ্যক——

---

(১) চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনিবাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।। শিক্ষাষ্টকে)
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।
(শিক্ষাষ্টকে)

প্রেমারুরুক্ষু পুরুষগণ নামভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব হইতেই কয়েকটী কথা স্মরণ করিয়া রাখেন। প্রথমতঃ তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনামের স্বরূপ , কৃষ্ণসেবার স্বরূপ, কৃষ্ণ দাসের স্বরূপ নিত্যমুক্ত, চিন্ময় । কৃষ্ণ ও তদীয় ধাম ও লীলাপরিকর সমস্ত চিন্ময় ও মায়াতীত । সেবা সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রাকৃত নাই । কৃষ্ণের পীঠ, গৃহ, উদ্যান, বন, যমুনা এবং সমস্ত দ্রব্যই চিন্ময়; সুতরাং অপ্রাকৃত। তাঁহারা আরও জানেন যে, এই বিশ্বাস জড়ীয় অন্ধ-বিশ্বাস নয়, এই বিশ্বাস পরম সত্য ও নিত্য । এ জগতে এই সকলের স্বরূপ বস্তুতঃ প্রকাশ পায় না । তত্ত্বভিমান শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্বরূপতঃ নিত্য থাকিতে পারে। এখানে সাধনের ফলই স্বরূপসিদ্ধি। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হয়, তাঁহাদিগের অবিলম্বে কৃষ্ণকৃপায় বস্তুসিদ্ধি হইয়া উঠে। এখানে সেই পরমসিদ্ধ বস্তুর আভাসমাত্র সাধনফলে উদিত হয়। ইহার প্রাথমিক প্রথাই মুক্তি (১) চরম প্রথা প্রেম।

---

(১) মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।

(ভাঃ ২/১০/৬)

চতুর্থ-ধারা

নামভজনপ্রণালী

নাম কৃষ্ণাবতারস্বরূপ—অপ্রাকৃত--তত্ত্বের স্বরূপবোধই স্বরূপসিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলনরূপ অভিধেয় ও প্রেম- প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। কৃষ্ণের চিদ্ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় লীলা প্রেমান্তর্গত প্রয়োজনবিশেষ। প্রশ্নোপনিষদে ভগবন্নাম-ভজন নির্ণীত হইয়াছে (১) এই জগতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া নাম স্বীকৃত হইয়াছে। অক্ষরাত্মক হইলেও নামবলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবতারবিশেষ (২)। নামনামী অভেদ-বিচারে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রিয়শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ

---

(১) ঋগ্ ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি। তেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ব্রহ্মণে নাম সত্যম্।

(প্রশ্নোপনিষৎ ৫/৭)

(২) "ওঁকার এবেদং সর্বং। ওমিত্যেদক্ষমিদং সর্বম্।
সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্ব ধীরো ন শোচতি।
ওঁকার বিদিতো যেন স মুনির্নে তরো জনঃ।।"

—ভগবৎসন্দর্ভে ৪৮

অবতারন্তরবৎ পরমশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি। তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব। শ্রুতৌ ওঁমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

—ভগবৎসন্দর্ভ ৪৮

কৃষ্ণ হরে হরে

ষোল নামের অর্থ—— রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ (১)।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে;—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। যে রটন্তি হীদং

---

(১) হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ।।
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম।
হরত্যবিদ্যাং তৎ কার্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ।।

অথবা সর্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদিনাং তাপত্রয়ং হরতীতি হরিঃ। যদ্বা দিব্য-সদগুণশ্রবণকথনদ্বারা সর্বেষাং বিশ্বাদীনাং মনো হরতীতি। যদ্বা,স্বমাধুর্যেন কোটিকন্দর্পলাবণ্যেন সর্বেষামতারাদীনং মনো হরতীতি। হরি-শব্দ- সম্বোধনে হে হরে। অথবা ব্রহ্মসংহিতায়াম্----

স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যৈর্হরের্হরেতি যা মনঃ।
হরা সা কথ্যতে সদ্ভিঃ শ্রীরাধা বৃষভানুজা।।
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধেতি পরিকীর্তিতা।।

ইত্যাদিনা শ্রীরাধাবাচক হরা শব্দস্য সম্বোধনে হরে। আগমে----
কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণরিত্যভিধীয়তে।।

বৃহদ্গৌতমীয়ে;-------
কৃষ্ণশব্দঃ সৎপুমর্থঃ শক্তিরানন্দরূপিণী।
এতদ্যোগাৎ সবিকারং পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে।।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্;-----
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে।।
কৃষ্ণ-শব্দস্য সম্বোধনে কৃষ্ণঃ।

নাম সর্বপাপং তরন্তি তে। তৎসং গ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ। শ্রীচৈতন্য- মুখোদগীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ! মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া।।' অতএব শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যভাগবতে, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরময় নামমালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছে। হরি শব্দোচ্চারণে দুষ্টবিত্তব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব পাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদঘনানন্দ-বিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্যদ্বারা হরিনাম হইয়াছে। অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় হরিনাম। অথবা অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ-শ্রবণ- কথনদ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন। অথবা,স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য-দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। হরি-শব্দের সম্বোধনে

আগমে-----

রাশব্দোচ্চারণাদ্দেবি বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশকালে তু মকারস্তু কপাটবৎ।।
রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে !
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে!

পুরাণে;----

রমন্তে যোগিনহনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।।
ইতি রাম-পদেনৈব পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।।

কিঞ্চ, পুরাণে;--

বৈদগ্ধীসারসর্বস্বমূর্তিলীলাধিদেবতাম্!
শ্রীরাধাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে।।
শ্রী রাধায়াশ্চিত্তমাকৃষ্য রমতি ক্রীড়তি ইতি রামঃ।
রামশব্দস্যাম্বোধনে রাম ।।

শ্রীগোপাল গুরুঃ।

'হরে'-প্রয়োগ। অথবা, ব্রহ্মসংহিতামতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'-'শব্দবাচ্য' বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণ-শব্দার্থ আগমমতে—কৃষ্ ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়, তাহাই আকর্ষণ, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। কৃষ্ণ-শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন, হে দেবী! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য 'ম'-কাররূপ কপাটযুক্ত রাম -নাম হয়। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধীসারসর্বস্ব মূর্তিলীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্যরমমাণ তিনিই রামশব্দবাচ্য কৃষ্ণ। ভজনক্রিয়াবিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে।

সংখ্যা নাম—এই 'হরেকৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্তন স্মরণ করেন। কীর্তন-স্মরণকালে নামার্থদ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে থাকেন। নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নামজল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হ'ন (১)।

সাধক ও সিদ্ধ—নাম-গ্রহণকারী দ্বিবিধ। অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ । সাধক আবার দুই প্রকার প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদুতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম- সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্তনের নৈরন্তর্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক

---

(১) স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।

কিন্ত্বাদরদনুদিং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদগমূলহন্ত্রী ।।

(উপদেশামৃতে)

হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে নৈরন্তর্য সিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণ রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ও ঐসকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়।

সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম—প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ওসাধুসঙ্গে সদ্ধর্ম শিক্ষাদ্বারাই ঘটিতে পারে। (১) প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে, নৈরন্তর্যক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম-জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেই সকল কার্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা নির্বাহদ্বারা তাহারা নাম-সাধনের উপকার করে। নির্বন্ধিনী মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নামকীর্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশ প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্ত- বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্মল

তত্র ভক্তো দ্বিবিধঃ---সাধকঃ সিদ্ধশ্চ। সাধকো দ্বিধা-- প্রাথমিকঃ প্রাত্যহিকশ্চ। দেহেন সিদ্ধো নিত্যসিদ্ধঃ। তত্র প্রাথমিকো নিজচিত্তশুদ্ধ্যর্থং জপতি,--হে হরে, মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনান্মোচয়। ১। হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। ২। হে হরে, স্বমাধুর্যেন মচ্চিত্তং হর। ৩। হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয়। ৪। হে কৃষ্ণ, নামরূপগুণলীলাদিষু মন্নিষ্ঠং কুরু। ৫। হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। ৬। হে কৃষ্ণ, নিজসেবাযোগ্যং মাং কুরু। ৭। হে হরে,স্বসেবামাদেশয়। ৮। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। ৯। হে রাম প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। ১০। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১১। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্ঠলীলাং মাং দর্শয়। ১২। হে রাম,নামরূপগুণলীলাস্মরণাদিষু মাং যোজয়। ১৩। হে রাম, তত্র মাং নিজ-সেবাযোগ্যং কুরু। ১৪। হে রাম মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। ১৫। হে হরে ময়া সহ রমস্ব। ১৬। পুনঃ পুনঃ

সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যসংস্কারেণ নৈসর্গিকঃ সাধকঃ সিদ্ধানুগো মনসি স্যাদিতি।

(শ্রীগোপালগুরুঃ !)

করে । সমস্ত বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

নামের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা—নাম গ্রহণের সময় নামের স্ব রূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন -প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ কৃপায় ক্রমশঃ ভজনের উর্ধ্বগতি হয় । এইরূপ না করিলে কর্মী জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায় ।

ভারবাহী সারগ্রাহী—ভজনে প্রবৃত্তজনগণ দুইভাগে বিভক্ত হ'ন, অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তিমুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্মার্থকাম—মোক্ষ-চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহীগণ বহু-চেষ্টা করিয়াও বহুযত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না । সারগ্রাহীগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার—বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতি শীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন (১)

শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ—— বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই শুদ্ধভক্তের কৃপায় সাধনপ্রণালী

---

(১) তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো গুণেষু মায়ারচিতেষুতা বৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ ।।
(ভাঃ ১১/২৮/২৭)

যত্রানুরক্তাঃ সহসেব ধীরা ব্যা পোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম ।।
(ভাঃ ১/১৮/২২)

গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। অভক্ত বা ভক্তভাসের সঙ্গে ভজনশিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন। একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারীভাবে বহুজন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্বদা লৌল্যদ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেই প্রকারই গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চনশিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চনা করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনে প্রবৃত্তি হয়। (৩)

নামতত্ত্ববিৎ গুরুপদাশ্রয়—প্রথম হইতেই যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণনামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে, তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিদ্-গুরুকে আশ্রয় করেন।(১)নামতত্ত্ববিৎ গুরুর অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। (২) নামতত্ত্বে দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্বত্র লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা বিশুদ্ধভক্তগুরুকৃপাতেই উদঘাটিত হয়। গুরুকৃপাতেই নামাভাসদশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।

নামাভাস—নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী। যেহেতু তাঁহারা

(১) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারাণা যে ।।

(ভাঃ২/৭/৪৬)

(২) ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ মমঃ সব্দাদ্যলস্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষির্ভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্যন্তদানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যমলব্ধম্। তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতঃ।

নামস্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, শুদ্ধবৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধবৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞানলবচ্ছবিদগ্ধ ভগবচ্ছ্রীমূর্তিবিদ্বেষীগণের প্রতি উপেক্ষা দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশালিনাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সংকোচীকরণায় মন্ত্রদীক্ষা এব কর্তব্যা অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ। (ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৪ অনু) করাই তাঁহাদের ধর্মব্যবহার। কনিষ্ঠধিকারী বৈষ্ণব তারতম্যবিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। (১) মধ্যমাধিকারী প্রেমারুরুক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতিশীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তমভক্ত হইয়া উঠেন। (২) মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ।

প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নামসংখ্যা করিতে করিতে রাত্র- দিবসে তিনলক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদিসময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ

---

(১) বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্‌গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ।।
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ।।
স্বরূপমত্র নামরূপগুণলীলাত্মকং ভগবৎ স্বরূপং চিন্ময়ম্।

(২) কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৭)

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতাসাং সুমনসামুদ্ঘাটনং চাংহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।।
(শ্রীধরস্বামী)

করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নরস্বভাবের যে সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে। (৩) নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময়রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপসাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণসকল উদিত হন। নাম-রূপ গুণ- তিনর ঐক্যে যত বিশুদ্ধ ভজন হইতে থাকে , ততই সহজসমাধিযোগে অমল চিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফুর্তি হয়। সংখ্যাযুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণগুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণলীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয় (১)। সাধকের পাঁচটি দশা ইহাতে লক্ষিত হয়।

---

(১) অর্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ।।
(ভাঃ ১১/২/৪৭)

(২) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিসেযু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী -কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ।।
(ভাঃ ১১/২/৪৮)

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশন্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞনন্যমন্য-
নিন্দাদি-শূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা।।
(উপদেশামৃতে)

(৩) যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে, তদেব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্ তস্মান্নামনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব।
(ভগবৎসন্দর্ভ ১০১।)

সাধকের পঞ্চবিধ দশা—(১) শ্রবণ-দশা। ২। বরণ-দশা ৩। স্মরণ-দশা ৪। আপন দশা! ৫। প্রাপণ-দশা (২)

১। শ্রবণ দশা—সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন সাধ্য বিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণ-দশা বলা যায়। নামাপরাধ শূন্য নাম-গ্রহণ সম্বন্ধে যত কথা আছে (১) এবং নাম-গ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা -সমুদয় শ্রবণদশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্যসিদ্ধি উদিত হয়।

২। বরণ- দশা—যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেমগ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য পরম-সন্তোষে শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধ-ভজনাঙ্গীকার -রূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তিসঞ্চার প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম বরণদশা।

---

১) "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থপেক্ষ্যম্ চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পাদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণ-স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং ভগবতীত্যভিপ্রেত্য সাধন-ক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ম্।।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ অনু)

(১) এবং নামান্বিতো বিদ্বান্ শ্রবণাদিদশাক্রমাৎ।
লভেৎ কৃপাবলাদ্ধিয়েগার্বস্তুসিদ্ধিং সতাং পরাম্।।
সুযোগ্যাদেশিকাদ্ যদযৎ সাধ্যস্য সাধনস্য চ।
তত্ত্বাদিশ্রবণং তদ্ধি শ্রবণং কীর্ততে বুধৈঃ।।
সাধ্য-সাধনয়োঃ শ্রুত্বা তত্ত্বমাত্মনিবেদনম্।
শ্রীগুরোশ্চরণে যত্তু তদেব বরণং স্মৃতম্
স্মৃতি-ধ্যান- ধারণা চ ধ্রুবানুস্মৃতিরেব হি।
সমাধিরিতি নামাদেঃ স্মরণং পঞ্চধা স্মৃতম্।।
স্বরূপসিদ্ধিমাপন্নং স্মরণং হ্যাপনং ভবেৎ।
তথাপি বর্ততে দেহং স্থূললিঙ্গস্বরূপকম্।।
যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া লিঙ্গভঙ্গ এব ভবেৎ কিল।
তদা তু বস্তুসম্পত্তিসিদ্ধিরেব সুনির্মলা।। —শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ।

৩। **স্মরণ-দশা**—স্মরণ,ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি --এই পাঁচটি নামস্মরণের প্রক্রিয়া।

৪। **আপন-দশা**—নামস্মরণ,রূপস্মরণ ,গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া-রূপ সমাধি এই সমস্ত ক্রম হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয় ।

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই পরংহংস—স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণনিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় স্বরূপসিদ্ধ অভিনিবেশ (২) হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধি ভক্তগণই--সহজ পরমহংস।

প্রাপণ-দশা চরম ফল—পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমন--সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।

প্রেমারুরুক্ষু সকলেই কি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ? উত্তর এই যে, গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থই হউক অথবা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রয় তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু ব্যাক্তি প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন। যাহাকে প্রতিকূল দেখিবেন সেই আশ্রম তিনি তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন (১) শ্রীবাস

---

১) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ।।

(ভাঃ ১১/১৪/২৬)

(২) মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।

(ভাঃ ১১/২৯/ ৩৩)

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি হে বৈ ভগবৎ প্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ।।

(ভাঃ ৮/৩/২০)

পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র আলোচনীয়। তাঁহারা সকলেই সহজপরমহংস। গৃহস্থ আশ্রমে পূর্বকালে ঋভূ প্রভৃতি অনেকের এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ-আশ্রমকে ভজনের প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামানুজস্বামী, শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী মহোদয়গণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সুক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।।

(ভাঃ ১/৫/২২)

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করেত্যবদ্যম্।।

(ভাঃ ৫/১/১৭)

পঞ্চম-ধারা

প্রেমারুরুক্ষু—পুরুষদিগের গতি

সাধক গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে যে ভক্তি লতা—বীজ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধালাভ করেন, তাহাতে বিশেষে যত্নসহকারে ফলোৎপাদন করিয়া লইবেন। একটি রূপকদ্বারা এই বিষয়টী শ্রীমহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা

---

(১) ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে, কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন- জলে করয়ে সেচন।।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্তনাদি -জল ।।
যদি বৈষ্ণব --অপরাধ উঁঠে হাতিমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি' পায় পাতা।।
তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদগম।।
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।।
নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন।
লাভ--পূজাপ্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।।

দিয়াছেন। প্রাপ্তবীজকে (১) সাধক মালী হইয়া নিজ হৃদয়ে রোপণ করিবেন।

নাম-গ্রহণের অধিকারী—সাধকের হৃদয়টী এখানে ক্ষেত্রস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষেত্রে বীজ-বপন বা রোপণ করিতে হইলে প্রথমেই ক্ষেত্রকে কর্ষণ,বপন ও রোপণের যোগ্য করা আবশ্যক। ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরুর নিকট যে ভূক্তি, মুক্তি ওসিদ্ধিবাঞ্ছা পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়াছেন, তাহার প্রতিপালনে সুন্দররূপ ক্ষেত্র-পরিষ্কার করিবেন। ইহাই সাধুসঙ্গের ফল। তৃণ অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া জানিবেন। তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতাগুণে হৃদয়কে অক্ষোভিত করিবেন। স্বয়ং অমানী হইয়া সর্বজীবকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। এই প্রকার স্বভাব (১) হইলে

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়।।
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।।
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়।।
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন।
এই ত পরমফল পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।

(চৈঃ চৈঃ মধ্য ১৯/১৫১-১৬৪)

(১) তৃণদপি সুনীচেন তারোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ

(শিক্ষাষ্টকে)

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহবাবেগ মুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ।।

(উপদেশামৃতে)

হরিনাম গ্রহণের অধিকার হয়। এই সাধনই ক্ষেত্র- পরিষ্কারের কার্য।

যুক্তবৈরাগ্য—অশ্ব-বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মাবশে (১)গ্রহণ করাই কর্তব্য, ইহাই যুক্তবৈরাগ্য। ইহা দ্বারাই ভজনের উপকার। শুষ্কবৈরাগ্যে ততদূর উপকার হয় না।

ভক্তিলতা বৃদ্ধির উপায়—সেই ভক্তিলতা শ্রবণ -কীর্তন -স্মরণাদি জলের সেচনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতার চিন্ময়ধর্ম এই যে, তাহা এই প্রাকৃতজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না । চৌদ্দলোকময় এই জড় ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে উঠিয়া পড়ে। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর এই জড়াতিক্রমধর্ম। ভক্তের সামান্য চেষ্টা ও আগ্রহে স্বরূপজ্ঞান আসিয়া ভক্তের আত্মা ও ভক্তিলতাকে জড়াতীত চিন্ময়তায় নীত করে।

উৎপাত-সমূহ—ক্রমে পরব্যোমের উপরিভাগ গোলোক-বৃন্দাবনে নীত হয়। কৃষ্ণচরণ -কল্পবৃক্ষকে পাইয়া লতা বিস্তারিত হইয়া প্রেমফল ধারণ করে। মালী এখানে শ্রবণ-কীর্তনাদি জল নিত্য সেচন করেন। বিরজা পার হইলে লতার আর অবনতির ভয় থাকে না। যে পর্যন্ত ঐ লতাটি প্রকৃতি,মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার,রূপ ,রস, গন্ধ,স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় এই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, সে পর্যন্ত তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে। জড়াতীত ভূমি লাভ করিলে লতাটী স্বীয় স্বভাব-মহিমাবলে অভেদ্য অচ্ছেদ্য হইয়া উর্ধ্বগামী হয়। জড় মধ্যে স্থিতিকাল পর্যন্ত।

---

১) ধার্যমনো শ্রমাদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ।।
(ভাঃ ১১/২০/১৯)

বৈষ্ণব-অপরাধ— মালীকে দুইটী বিষয়ে সাবধান হইতে হয়, যেন বৈষ্ণব-আপরাধ-হস্তী (১) আসিয়া ঐ লতাকে দলিত না করে। এজন্য নিঃসঙ্গে ভজনরূপ ওসাধু-আশ্রয়রূপ আবরণ নির্মাণ করা আবশ্যক। শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গে ঐ উৎপাত আসিতে পারে না।

নিষিদ্ধাচার কপটতা প্রভৃতি—আর একটি সাবধানের কথা এই যে, লতা যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই কুসঙ্গদোষে জড়জগতে ঐ লতার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উপশাখা জন্মিতে থাকে। ভুক্তিবাঞ্ছা মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ কপটতা, শঠতা, ধূর্ততা,জীবহিংসা, নিজলাভচেষ্টা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাবাসনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপশাখা জন্মিতে পারে (২)।

উৎপাৎ-বিনাশকারী সদ্‌গুরুসঙ্গ—শ্রবণ--কীর্তনাদি সেকজলে ঐসকল উপশাখা বৃদ্ধি হইয়া মূলশাখার উন্নতি স্তম্ভিত করে। ভুক্তিমুক্তির পক্ষপাতী

---

১) তৃতীয়- বৃষ্টিতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধের বিবৃতি আছে। শুদ্ধভক্তের প্রতি অপরাধ উপদেশামৃতে এইরূপঃ---

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ।।

স্বভাবজনিত নীচজন্মগত দোষ, পূর্বদোষ, আকস্মিক দোষ, অবশিষ্ট দোষ, (বপুদোষ) আকৃতিদোষ, দেহগত স্মার্তবিরুদ্ধ আচার, অনাচার, জরা ও পীড়াজনিত ঘৃণাবস্থা, শুদ্ধভক্তের এই সমস্ত দোষ দেখিয়া দোষারোপ করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

(১) অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদবিটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপতিব্যাতিকরৈঃ
গলে বদ্ধাহন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বং মন ইতঃ।।
অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটীনাটীভরখর-
ক্ষরন্মত্রে স্নাত্বা দহসি কথম-ত্মানমপি মাম্।
স ত্বং গান্ধর্বগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়।।

কুসঙ্গ হইতেই ঐসকল উপশাখা জন্মে। সঙ্গদোষে ভক্তগণের পতন সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব মালী সদ্‌গুরুর উপদেশক্রমে ঐসকল উপশাখা উঠিতে উঠিতে সর্বদা সতর্কতার সহিত ছেদন করেন। তাহাতে ঐ ভক্তিলতারূপ মূলশাখা বৃদ্ধি হইতে হইতে চিদ্বাম বৃন্দাবনে যাইতে পারেন। তথায় প্রেমফল পাকিয়া পড়ে এবং এখানে থাকিয়া মালী তাহা আস্বাদন করেন। লতা অবলম্বন করিয়া চিৎকণস্বরূপ মালী কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষকে প্রাপ্ত হন। যেখানে উপস্থিত হইয়া মালী কল্পবৃক্ষের সেবা করতঃ পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমফল আস্বাদন করিতে থাকেন।

মধুর রস—প্রেমারুরুক্ষু পুরুষ এই প্রণালীক্রমে শ্রীহরিনাম শ্রবণ,কীর্তন ওস্মরণ করিতে করিতে নির্মলচিত্ত হইয়া ভাবাবস্থা লাভ করেন। ভাবাবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রসযোগ্যতা উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় সকল রসইপরম-মধুর। শান্ত,দাস্য সখ্য, বাৎসল্য --এই সকল নিজে নিজে প্রতেকেই পরম উপাদেয়। অধিকারীভেদে ভক্তগণ সেই সেই রসে নিবিষ্ট হন।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব—শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুররসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বইপরব্রহ্ম।

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং ত্বং সেবস্ব প্রভুদরিত স্যমন্তমতুলং
যথা তাং নিকাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ।।
যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতামপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।।

মনঃশিক্ষায়াং শ্রীল- রঘুনাথদাসগোস্বামী।

সচ্চিদ্‌রূপে --শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই রাধা। রাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব। রসের বিস্তৃতির জন্য দুইরূপে প্রকাশ। রাধা ও চন্দ্রাবলী অন্য সকল গোপী হইতে শ্রেষ্ঠ। তদুভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা (১)।

জীবের নিত্যদেহে লিঙ্গভেদ নাই—রাগানুগা ভক্তিসাধনতত্ত্বে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রজবাসীগণের ভাবে লুব্ধ হইয়া যাঁহারা ভজন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া সাধনকার্য করিবেন। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমারুরুক্ষু ব্যাক্তি অবশ্য স্বীয় গুরুদেবের কৃপায় শিক্ষা করিবেন। এই রসে সাধক নিজের গোপীদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীরাধিকার যুথে প্রবেশ লাভ করেন। সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে তাহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূলদেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত।

---

(১) তত্রাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠ রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।
হলাদিনী মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।।
যস্যাঃ সর্বোত্তমে যুথে সর্বসদ্‌গুণমণ্ডিতাঃ।
সমস্তন্মাধবাকর্ষিবিভ্রমা সন্তি সুভ্রুবঃ।।
তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ।।
(উজ্জ্বলে শ্রীরূপঃ)

(১) বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।।
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসক।
যদযচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে।।
(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ৫/৯/১০)

লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্ ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধদেহ-- চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব -পুরুষত্ব -ভেদ নাই (১)। চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন যে যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া ওঠে। শান্তরসে নপুংসকত্ব। মধুরউজ্জলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা; তাঁহারা এক পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।

কোন জীবের কোন রস, তাহা সেইজীবের গূঢ়-রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজনশ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভাল- বাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজনশিক্ষা দেন।

সিদ্ধদেহ ভাবনা—শৃঙ্গার রসময় প্রেমের স্বরূপ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে (২) শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রস-সর্বস্ব। শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে সেই রসে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সময়ে সময়ে যে ভাব, তাহা স্মরণপূর্বক রাধা- কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিলে উজ্জ্বল-ভাবের উদয় হয়। এই জড়জগতে প্রাত্যহিক সাধক জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রসাদে নিত্য সিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন।

ক্বচিৎ পুমান ক্বচিচ্চ স্ত্রী কচিন্নোভয়মন্দধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্বা যথাকর্মগুণং ভবঃ ।।

(ভাঃ৪/২৯/২০)

(২) তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিস্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রজ্ঞানেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তোন বাহ্যং কিঞ্চ বেদ নান্তরম্।

(বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ)

(১) শৃঙ্গাররসসর্বস্বঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়তমো মম।
বিনা রাধাপ্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্ন জায়তে।।
অতঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণৌ স্মরণীয়ৌ সুসংযুতৌ।
চাক্ষুবেহস্মিন্ বসন্ নিত্যং সিদ্ধদেহেন সাধকঃ।।
মনসা মানসী সেবামষ্টকালোচিতাং ব্রজে।

সেই দেহে অষ্টকালীয় মানসী সেবা চিন্তা (১) করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে।

স্বীয় সিদ্ধদেহ এইরূপে ভাবনা করিবে;-- গান্ধর্বিকার সযুথে শ্রীমতী ললিতারগণে আমি আছি। শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা এবং যাবট-গ্রামবাসিনী আমি চিদানন্দময়ী, চিত্তনিয়াকৃতি , কামরূপানুগামিনী রসময়ী উজ্জ্বলস্বর্ণবর্ণা নবযৌবনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাশ্ববর্তিনী। এই সিদ্ধদেহের সাধনার্থ একাদশটী পর্ব আছে, যথা---নাম', রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্যদাসী ও নিবাস। এই সকলগুলি নিজের স্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে ইহাতে যে অভিমান জন্মিবে, সেই অভিমানক্রমে নিত্যসেবার স্ফুটভাব উদিত হইবে। জড়ে যে স্থিতি, তাহা কেবল অভ্যাসবশতঃ মরণ পর্যন্ত থাকিবে। স্থুলদেহের রক্ষণ, ভরণ, পোষণ কেবল সাধনানুকূল ক্রিয়ারূপে ভাবিতে হইবে। যে সকল শ্লোক

প্রাতরাদ্যষ্টসময়ে সেবনন্তু ক্রমেণ চ ।।
নামোপকরণৈর্দিব্যৈর্ভোক্ষভোজ্যাদিভিঃ সদা।
চামরব্যজনাদ্যৈশ্চ পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
শ্রীধ্যানচন্দ্রঃ ভজনপদ্ধতৌ
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠাং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।।
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।
(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১/২২/৯৪)

(১) অস্যৈব সিদ্ধদেহস্য সাধনানি যথাক্রমম্
একাদশ প্রসিদ্ধানি বক্ষ্যন্তেঽতিমনোহরম্।।
নামরূপবয়োবেশসম্বন্ধো যুথ এব চ।
আজ্ঞাসেবা পরাকাষ্ঠা পাল্যদাসী নিবাসকঃ।।

নাম যথাঃ---
শ্রীরূপমঞ্জরীত্যাদি নামাখ্যানানুরূপতঃ।

(১) এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল, সে সকল অতি সরললার্থ।

সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সাধকের যখন রাগানুগমার্গে লোভ হয়, তখন সদ্‌গুরু নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার

চিন্তনীয়ং যথাযোগ্যং স্বনাম ব্রজনুভ্রুবাম্।।

রূপং যথাঃ---

রূপং যুথেশ্বরীসেবাযোগ্যং ভাব্যং প্রযত্নতঃ
ত্রৈলক্যমোহনং কামোদ্দীপকং গোপিকাপতেঃ।।

বয়ো যথা---

বয়ো নানাবিধং তত্র যত্তু ত্রিদশবৎসরম্।
মাধুর্যাদ্ভুতকৈশোরং বিখ্যাতং ব্রজসুভ্রবাম্।।

বেশো যথাঃ---

বেশো নীল পটাদ্যৈশ্চ বিচিত্রাঙ্কৈতৈস্তথা।
স্ব- স্ব- দেহানুরূপেণ স্বভংবরশসুন্দরঃ।।

সম্বন্ধঃ যথাঃ---

সেব্যসেব কসম্বন্ধঃ স্বমনোবৃত্তিভেদতঃ।
প্রাণাত্যয়েহপি নো হেয়ং কদা ন পরিবর্তনন্।।

যুথঃ যথা---

যথা যুথেশ্বরীযুথঃ সদা তিষ্ঠতি তদ্বশে।
তথৈব সর্বদা তিষ্ঠেদ্ভূত্বা তদ্বশবর্তিনী।

আজ্ঞা যথাঃ---

যূথেশ্বর্য্যাঃ শিরস্যাজ্ঞামাদায় হরিরাধয়োঃ।
মথোদিতাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্যাদানন্দসংযুতা।।

সেবা যথাঃ----

চামরব্যজনাদীনাং সংযোগপ্রতিপালনম্।
ইতি সেবা পরিজ্ঞেয়া যথামতি বিভাগশঃ।।

ভজননির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়মতে প্রাত্যহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু ব্যাক্তি গুরুকূলে বাস করতঃ সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্বস্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরুদত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমানযুক্ত হইবেন।

স্বরূপসিদ্ধি —এই অভিমানই-- আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই স্বরূপসিদ্ধি বলে। পূর্বে যে নামরূপ-গুণলীলা-স্মরণ-কীর্তনে ভজনক্রম বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বিকশিত হইল । নিজ নামরূপাদি চিন্তাপূর্বক স্বীয় সম্বন্ধ যোজনাদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ নামরূপ গুণ লীলায় প্রবেশ করাই এই ভজনের তাৎপর্য। ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রজলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-

---

পরাকাষ্ঠা যথা---

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যদ্বদ্রূপমঞ্জকাদয়ঃ
প্রাপ্তা নিত্যং সখীত্বঞ্চ তথাস্যামিতি ভাবয়েৎ

পাল্যদাসী যথাঃ---

পাল্যদাসী চ সা প্রোক্তা পরিপাল্যপ্রিয়ম্বদা।
স্বমনোবৃত্তিরূপেণ যা নিত্যং পরিচারিকা।।

নিবাস যথা---

নিবাসো ব্রজমধ্যে তু রাধাকৃষ্ণস্থলী মতা।
বংশীবটস্তু শ্রীনন্দীশ্বরশ্চাপ্যতিকৌতুকঃ।।
মঞ্জার্য্যে বহুশো রূপগুণশীলবয়োহন্বিতাঃ।
নামরূপাদি তৎ সর্বং গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েৎ।।
তত্র তত্র স্থিতো নিত্যং ভজেৎ শ্রীরাধিকাপতিম
নামস্মৃতিবিকাশেন স্থিত্বা কৃষ্ণপ্রিয়াগৃহে।।
তদাজ্ঞাপালকো ভূত্বা কালেষ্বষ্টসু সেবতে।
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং ভাবনাময়ীম্।

(ভজনপদ্ধতৌ ধ্যানচন্দ্রঃ)

কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন,তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধক মালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপসিদ্ধিকে কোন কোন ভক্তলেখক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গোপগৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্ত বৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে।

আপনদশা, বস্তুসিদ্ধি—ভক্তের গোপীদেহ প্রাপ্তিই --সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধদ্বিজত্বপ্রাপ্তি বা আপনদশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-স্মৃতির বিকাশেই নিত্যবৃন্দাবন লাভ হয়। ভৌমবৃন্দাবন ও গোলোকবৃন্দাবনে যে অতি সূক্ষ্মভেদ (১) আছে, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' দেখিতে পাইবেন।

চিদ্ধাম—চিদ্ধাম-বর্ণনে কথিত হইয়াছে যে, তথায় রজোগুণ, তমোগুণ নাই এবং তন্মিশ্র সত্ত্বগুণও নাই। কালের বিক্রম নাই। মায়াশক্তির অবস্থিতি নাই (১) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপার্যদ তথায় নিত্য বাস করেন।

এ কিরূপ হইল? এখন আমরা দেখিতেছি যে, কৃষ্ণধাম ব্রহ্মধামের উপরিভাগস্থিত হইয়াও আবার নিত্য অষ্টকালাদি লীলাপীঠ হইয়াছেন। ভেদ এবং দেশ -কাল- সকলই তথায় রহিয়াছে।

জড়জগৎ চিদ্ধামের হেয়-প্রতিফলন—কি আশ্চর্য! বেদপুরাণে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে,যাহা যাহা এই মর্ত্যজগতে আছে, সে

---

(১) যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ।
অধ উর্ধ্বতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলম্ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে

(১) প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ।।
(ভাঃ ২/৯/১০)

সমস্তই বৈকুণ্ঠে হেয়বর্জিত হইয়া নিত্য বর্তমান। মূলকথা এই যে, এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্ত অনবদ্য। সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ, দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত- ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রসপুষ্টি করিবার জন্য নির্দোষ কাল, নির্দোষ দেশ ও নির্দোষ আকাশ -জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময়কালে (যাহাতে জড়ীয়কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়। নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল এইরূপ অষ্টকালে (২) দিবারাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নৃত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।

নিত্যধাম, নিত্যলীলা ও নিত্যগণ— যে লীলা গোকুলবৃন্দাবনে যেরূপে নিত্যরূপ কৃষ্ণেচ্ছায় উদিত হইয়াছে, তাঁহার অনুরূপ লীলা গোলোকবৃন্দাবনে নিত্য বর্তমান। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, নারদগোস্বামী স্বীয় গুরুদেব শ্রীসদাশিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সমস্ত শ্রবণ করিলাম, এখন সর্বোত্তম ভাবমার্গ শুনিতে

---

(২) এবং পদ্মোপরি ধ্যাত্বা রাধাকৃষ্ণৌ ততস্তয়োঃ।
অষ্টকালোচিতাং সেবাং বিদধ্যাৎ সিদ্ধদেহতঃ।।
নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্বহ্নো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্নকঃ।
সায়ং প্রদোষো রাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্।।

মধ্যাহ্নযামিনী চোভৌ যন্মুহর্তমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমূহূর্তমিতো জ্ঞেয়া র্নিশান্তপ্রমুখঃ পরে।।

(১) দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।

সবে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যগুণশালিনঃ
যথাপ্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি।।

ইচ্ছা করি।'' মহাদেব কহিলেন, হে নারদ, কৃষ্ণের (১) দাসসকল, সখাসকল, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ নিজতুল্য গুণশালী হইয়া সকলে নিত্য। পুরাণে যে সমস্ত অপ্রকট-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা ভৌমবৃন্দাবনে নিত্যরূপে কালচক্রে বর্তমান। বনগোষ্ঠে গমনাগমন, বয়সাগণের সহিত গোচারণ—সমস্তই একপ্রকার।

অসুর-নাশাদির ভাবমাত্র বর্তমান—ভৌমজগতে যে অসুর-নাশাদি আছে, তাহা কেবল অভিমানরূপে রসপুষ্টির জন্য অপ্রকটে বর্তমান। সেই অভিমান ভাবই অসুরঘাতন ক্রিয়ারূপে প্রকটরূপে দেখা যায়। তাঁহার প্রেয়সীগণ প্রচ্ছন্নভাবে পারকীয় অভিমানের সহিত নিজ প্রিয় কৃষ্ণকে সুখদান করেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া কৃষ্ণ সেবা করিবেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তদনুরূপ রূপগুণশালিনী ভাবনা করিবেন। সরল উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বুঝিবেন। নারদ (১) কহিলেন,—"যিনি অপ্রকট-লীলা অনুভব করেন নাই, তিনি কিরূপে সেইভাবে হরিসেবা করিবেন? সদাশিব কহিলেন,—" হে নারদ, আমি তত্ত্বতঃ সেই লীলা জানি না। আমার পুরুষত্বভাবই ইহার প্রতিবন্ধক। বৃন্দাদেবীর

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনম্ ।।

পারকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়জনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্।।
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্।।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্বতীম্।।
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাহ্লাদ-ভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্।।

নিকট গেলে তিনি তাহা বলিবেন।" বৃন্দাদেবী গোবিন্দপরিচারিকা সখীগণ সঙ্গে কেশীতীর্থের নিকট বিরাজমানা। নারদ তাঁহার নিকটগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ---" হে দেবী! আমি যদি যোগ্য হইয়া থাকি, আপনি আমাকে কৃষ্ণের নৈতিক চরিত্র বলুন (১)

যেরূপে যেভাবে প্রাত্যহিক সাধক ভাবনা করিবেন, তাহা এই উপদেশে মহাদেব বলিয়াছেন।

ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মং মুহূর্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তুমহানিশা।।

নারদ উবাচ।

(১) হরের্দৈনন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতা সেব্যা মনসা তু কথং হরিঃ।।

শ্রীসদাশিব উবাচ

নাহং জনামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীমিতো গচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি।।
অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থসমীপতঃ।
সখীসঙ্ঘবৃতা সাস্তে গোবিন্দপরিচারিকা।।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য হৃষ্টো নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বৃন্দাশ্রমং জগামায় নারদো মুনিসত্তমঃ।।

নারদ-উবাচ।

(১) তত্ত্বো বেদিতুমিচ্ছামি নৈতিকং চরিতং হরেঃ।
তদাদিতো মম ব্রহি যদি যোগ্যাহস্মি শোভনে।।

ষষ্ঠ-ধারা

অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়

অষ্টকালীয় লীলা—এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে পাঠকের যেরূপ শ্রদ্ধা হয়, আধুনিক রচনায় সেরূপ হয় না। পুরাণবাক্য অতি সরল, পাঠকের বুঝিতে কষ্ট হইবে না এবং নিত্যপাঠের সুবিধা হইবে, এই মনে করিয়া পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডের বর্ণনাগুলি আনুবূর্বিক উদ্ধৃত করিলাম। অনেক কারণে বঙ্গানুবাদ দিলাম না।

শ্রী মদ্গোস্বামিপাদকৃতশ্লোকাঃ

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
বা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌলৈকেলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্ত্য যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি।। ১।।
কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ।। ২।।

নিশান্তলীলা

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দে রিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশায়ী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপিসুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ ককুখটীগীঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি।। ৩।।

বৃন্দোবাচ

১। নিশান্তলীলা-রহস্যমপি বক্ষ্যামি কৃষ্ণভক্তোঽসি নারদ।
ন প্রকাশ্যং ত্বয়া হ্যেতদ্গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ।।

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জমণ্ডিতে।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জে তু দিব্যরত্নময়ে গৃহে।।
নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ।
মদাজ্ঞাকারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্বোধিতাবপি।।
গাঢ়লিঙ্গনজানন্দমাপ্তৌ তদ্ভঙ্গকাতরৌ।
নো মনঃ কুর্বতস্তল্পাৎ সমুত্থাতুং মনাগপি।।
ততশ্চ সারিকাসঙ্ঘৈঃ শুকাদ্যৈরপি তৌ মুহুঃ।
বোধিতৌ বিবিধৈর্বাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্।।
উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্ট্বা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ।
প্রবিশ্য সেবাং কুর্বন্তি তৎকালে হ্যুচিতাং তয়োঃ।।
পুনশ্চ সারিকাবাক্যৈঃ স্বতল্পাদুদতিষ্ঠতাম্।
গচ্ছতঃ স্বস্বভবনং ভীত্যুৎকণ্ঠাকুলৌ ততঃ।।

২। প্রাতর্লীলা—

প্রাতশ্চ বোধিতো মাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণো দন্তকাষ্ঠং বলদেবসমন্বিতঃ।।
মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং সখিভির্বৃতঃ।
রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ।।

প্রাতর্লীলা

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে।। ৪।।

উত্থায় দন্তকাষ্ঠদি কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ।
স্নানবেদীং ততো গত্বা স্থাপিতা সা নিজালিভিঃ।।
ভূষাগৃহং ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপি।।
ভূষণৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।।
ততঃ সখীজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সম্প্রার্থ্য যত্নতঃ।
পক্তু মাহূয়তে স্বন্নং সসখী সা যশোদয়া।।

নারদ উবাচ।

কথামাহূয়তে দেবি পাকার্থং তু যশোদয়া।
সতীষু পাককর্ত্রীষু রোহিণীপ্রমুখাস্বপি।।

বৃন্দোবাচ।

পূর্বং দুর্বসসা দত্তো বরস্তস্যৈ মহামনে।
ইতি কাত্যায়নীমক্ত্রাচ্ছাতমাসীন্ময়া পুরা।।
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি তদন্নং মদনুগ্রহাৎ।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধী ভোক্তুরায়ুস্করং তথা।
ইত্যাহ্বয়তি তাং নিত্যং যশোদা পুত্রবৎসলা।।
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রঃ স্বাদুলোভাত্তথা সতী।
শ্বশ্রানুমোদিতা সাপি হৃষ্টা নন্দালয়ং ব্রজেৎ।।
সা সখীপ্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতি চ।
কৃষ্ণোঽপি দুগ্ধা গাঃ কাশ্চিদ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ।
আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ সগৃহং সখিভির্বৃতঃ।।
অভ্যঙ্গৈর্মর্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা।
ধৌতবস্ত্রধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্তকলেবরঃ।।
দ্বিফালবদ্ধচিকুরৈর্গ্রীবা-ভালোপরি স্ফুরন্।
চন্দ্রাকারস্ফুরদ্ভাল-তিলকালক-রঞ্জিতঃ।।

কঙ্কনাঙ্গদকেয়ূরারত্নমুদ্রালসৎকরঃ।
মুক্তাহারস্ফুরদ্বক্ষা মকরাকৃতিকুণ্ডলঃ।।
মন্থরাকারিতো মাত্রা প্রবিশেদ্ভোজনালয়ম।
অবলম্ব্য করং সখ্যুর্বলদেবমনুব্রতঃ।।
ভুঙ্‌ক্তেঽথ বিবিধান্নানি মাত্রা চ সখিভির্বৃতঃ।
হাসয়ন্ বিবিধৈর্হাস্যৈঃ সখীংস্তৈর্হসতি স্বয়ম্।।
ইত্থং ভুক্ত্বা তথাচম্য দিব্যখট্টোপরি ক্ষণম্।
বিশ্রম্য সেবকৈর্দত্তং তাম্বূলং বিভজন্নদন্।।

৩। পূর্বাহ্নলীলা----

গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনুবৃন্দপুরঃ রসঃ।
ব্রজবাসিজনৈঃ প্রীত্যা সর্বৈরনুগতঃ পথি।।
পিতরং মাতরং নত্বা নেত্রান্তেনাপি তং গণম্।
যথাযোগ্যং তথা চান্যান্বিনিবর্ত্য বনং ব্রজেৎ।।
বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা।
বঞ্চয়িত্বা তু তান্ সর্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয়সখৈর্বৃতঃ।
সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্যাৎ প্রিয়গনর্শনোৎসুকঃ।।
সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বং গৃহমাগতা।
সূর্যাদিপূজাব্যাজেন কুসুমাহৃতয়ে তথা।
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয়সঙ্গেচ্ছায়া বনম্।।

পূর্বাহ্নলীলা

পূর্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্যয়ার্কার্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি।। ৫।।

৪। মধ্যাহ্নলীলা--

ইত্থং তৌ বহুযত্নেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ।
বিহারৈর্বিবিধৈস্তত্র বনে বিক্রীড়তো মুদা।।
দোলং চৈব সমারূঢ়ৌ সখিভির্দোলিতৌ ক্বচিৎ।।
ক্বচিদ্বেণুংকরভ্রস্তং প্রিয়য়াপহৃ তং হরিঃ।
অন্বেষয়ন্নুপালব্ধৌ বিপ্রলব্ধঃ প্রিয়াগণৈঃ।।
হসিতৈবহুধা তাভির্হাসিতস্তত্র তিষ্ঠতি।
বসন্তবায়ুনা জুষ্টং বনং খণ্ডং ক্বচিন্মুদা।।
প্রবিশ্য চন্দনাম্ভোভিঃ কুঙ্কুমাদিজলৈরপি।
নিষিঞ্চতো যন্ত্রমুক্তৈস্তৎপঙ্কৈর্লিম্পতো মিথঃ।।
সখ্যোহপ্যেবং নিষিঞ্চন্তি তাশ্চ তৌ সিঞ্চতঃ পুনঃ।।
বসন্তবায়ুজুষ্টেষু বনখণ্ডেষু সর্বতঃ।
তত্তৎকালোচিতৈর্নানাবিহারৈঃ সগণৈর্দ্বিজ।
শ্রান্তৌ ক্বচিদ্‌বৃক্ষমূলমাসাদ্য মুনিসত্তম।।
উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ।
ততো মধুমদোন্মত্তৌ নিদ্রয়া মিলিতেক্ষণৌ।।
মিথঃ পাণী সমালম্ব্য কামবাণবশং গতৌ।
রিরংসূ বিশতঃ কুঞ্জং স্খলদ্বাঙনসৌ পথি।।
ক্রীড়তশ্চ ততস্তত্র করিণীযুথপৌ যথা।
সখ্যোহপি মধুভির্মত্তা নিদ্রয়া পীড়িতেক্ষণাঃ।।
অভিতো মঞ্জুকুঞ্জেষু সর্বা এবাপি শিশ্যিরে।

মধ্যাহ্নলীলা

মধ্যাহ্নহন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালির্নমাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক পূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সুতৃপ্তৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি।।

পৃথগেকেন বপুষা কৃষ্ণোঽপি যুগপদ্বিভুঃ।।
সর্বাসাং সন্নিধিং গচ্ছেৎ প্রিয়য়া প্রেরিতো মুহুঃ।
রময়িত্বা চ তাঃ সর্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব।।
প্রিয়য়া চ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থং চ সরো ব্রজেৎ।
জলসেকৈর্মিথস্তত্র ক্রীড়তঃ সগণৌ ততঃ।।
বাসঃস্রক্‌চন্দনৈর্দিব্যৈর্ভূষণৈরপি ভূষিতৌ।
তত্রৈব সরসস্তীরে দিব্যরত্নময়ে গৃহে।।
প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে।
হরিস্তু প্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ।।
দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্পবিনির্মিতাম্।
তাম্বুলৈর্ব্যজনৈস্তত্র পাদসম্বাহনাদিভিঃ।।
সেব্যমানো হসংস্তাভির্মোদতে প্রেয়সীং স্মরন্।
রাধিকাপি হরৌ সুপ্তে সগণা মুদিতান্তরা।।
অপি তত্র গতপ্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তি চ।
কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যাং নিকেতনে।।
দ্রষ্টুং কান্তমুখাম্ভোজং চকোবীব নিশাকরম্।
তাম্বূলচর্বিতং তস্য তত্রত্যাভির্নিবেদিতম্।।
তাম্বুলান্যপি চাশ্নাতি বিভজন্তী প্রিয়ালিষু।
কৃষ্ণোপি তাসাং শুশ্রূষুঃ স্বচ্ছন্দং ভাষিতং মিথঃ।।
প্রাপ্তনিদ্র ইবাভাতি বিনিদ্রোঽপি পটাবৃতঃ।
তাশ্চ ক্ষ্বেলাং ক্ষণং কৃত্বা কুতশ্চিদনুমানতঃ।।
ব্যুদস্য রসনাং দন্তিঃ পশ্যন্ত্যোঽন্যোঽন্যমাননম্।
লীনা ইব লজ্জয়া স্যুঃ ক্ষণমুচুর্ন কিঞ্চন।।
ক্ষণাদেব ততো বস্ত্রং দূরীকৃত্য তদঙ্গতঃ।
সাধুনিদ্রাং গতোঽসীতি হাসয়ন্তী হসন্তি চ।।
এবং তৌ বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমাণৌ গণৈঃ সহ।
অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রাসুখং চে মুনিসত্তম।।

উপবিশ্যাসনে দিব্যে সগণৌ বিস্তৃতে মুদা।
পণীকৃত্য মিথোহারচুম্বাশ্লেষপরিচ্ছদান্।।
অক্ষৈর্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্মলাপপুরঃসরম্।
পরাজিতোঽপি প্রিয়য়া জিতোঽহমিতি বৈ ব্রুবন্।।
হারাদিগ্রহণে তস্যাঃ স বৃত্তস্তাড্যতে তথা।
তথৈবং তাড়িতঃ কৃষ্ণঃ করেণাস্য স রোরুহে।।
বিষণ্ণমানসো ভূত্বা গন্তুং চ কুরুতে মতিম্।
জিতোঽস্মি চেত্ত্বয়া দেবি গৃহ্যতাং মৎপণীকৃতম্।
চুম্বনাদি ময়া দত্তমিত্যুক্তা সা তথাচরেৎ।।
কৌটিল্যং তদ্ভ্রুবোর্দ্রষ্টুং শ্রোতুং তদ্ভর্ৎসনং বচঃ।
ততঃ সারিশুকানাং চ শ্রুত্বা বাগাহবং মিথঃ।।
নির্গচ্ছতস্ততঃ স্থানাদগন্তুকামৌ গৃহং প্রতি।
কৃষ্ণঃ কান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভিমুখং ব্রজেৎ।।
সা তু সূর্যগৃহং গচ্ছেৎ সখীমণ্ডলসংবৃতা।
কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ।।
বিপ্রবেষং সমাস্থায় যাতি সূর্যগৃহংপ্রতি।
সূর্যং প্রপূজয়েত্তত্র প্রার্থিতস্তৎসখীজনৈঃ।।
তদৈব কল্পিতৈর্বেদৈঃ পরিহাসবিগর্হিতৈঃ।
ততস্তা জ্ঞাপিতং কান্তং পরিজ্ঞায় বিচক্ষণাঃ।।
আনন্দসাগরে লীনা ন বিদুঃ স্বং ন চাপরম্।
বিহারৈর্বিবিধৈরেবং সার্ধযামদ্বয়ং মুনে।।
নীত্বা গৃহান্ ব্রজেয়ুস্তাঃ স চ কৃষ্ণো গবাং ব্রজেৎ।
সঙ্গম্য স্বসখীন্ কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাং সমন্ততঃ।।

৪। অপরাহ্নলীলা—

আগচ্ছতি ব্রজং হর্ষাদ্বাদয়ন্মুরলীং মুনে।
ততো নন্দাদয়ঃ সর্বে শ্রুত্বা বেণুরবং হরেঃ।।

গোধুলিপটলব্যাপ্তং দৃষ্ট্বা চাপি নভস্তলম্।
বিসৃজ্য সর্বকর্মাণি স্ত্রিয়ো বাল্যাদয়োঽপি চ।
কৃষ্ণস্যাভিমুখং যান্তি তদ্দর্শনসমুৎসুকাঃ।।
রাজমার্গে ব্রজদ্বারি যত্র সর্বে ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণোঽপি তাং সমাগম্য, যথাবদনুপূর্বশঃ।।
দর্শনস্পর্শ নৈর্বাচা স্মিতপূর্ববলোকনৈঃ।
গোপবৃদ্ধান্নমস্কারৈঃ কায়িকৈর্বাচিকৈরপি।।
অষ্টাঙ্গপাতৈঃ পিতরৌ রোহিণীমপি নারদ।
নেত্রান্তসূচিতেনৈব বিনয়েন প্রিয়াং তথা।।
এবং তৈস্তদ্‌যথাযোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ।
গবালয়ে তথা গাশ্চ সম্প্রবেশ্য সমন্ততঃ।।
পিতৃভ্যামর্থিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ম্।
স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্‌ভুক্ত্বা মাত্রানুমোদিতঃ।।
গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধু কামো গবাং পয়ঃ।
তাশ্চ দুগ্ধা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বা চ কশ্চন।।
পিতা সার্ধং গৃহং যাতি তত্র ভাবশতানুগঃ।

৬। সায়ংলীলা---

তত্র পিতা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেন চ।।
ভুনক্তি বিবিধান্নানি চর্বচোষ্যাদিকানি চ।
তন্মতিঃ প্রার্থনাৎ পূর্বং রাধিকাপি তদৈব হি।

অপরাহ্নলীলা

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণং চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি।। ৭।।

প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারা পক্কান্নানি তদালয়ম্।।

শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্থানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ।
সভাগৃহং ব্রজেত্তস্য জুষ্টং বন্দিজনাদিভিঃ।।
পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ।
বহূনি চ পুনস্থানি প্রদত্তানি যশোদয়া।।
সখ্যস্তত্র তয়া দত্তং কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং নয়ন্তি চ।
সর্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে।।
সাপি ভুক্ত্বা সখীবর্গযুতা তদনুপূর্বশঃ।
সখীভির্মণ্ডিতা তিষ্ঠেদভিসর্তুং সমুদ্যতা।।

৭। প্রদোষলীলা—

প্রস্থাপ্যতে ময়া কাচিদিত এব ততঃ সখী।
তথাভিসারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ।।
কল্পবৃক্ষনিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্নময়ে গৃহে।
সিতকৃষ্ণনিশাযোগ্যবেষা যাতি সখীযুতা।।
কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতূহলং ততঃ।
কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বা চ গীতকান্যপি।।
ধনধান্যাদিভিস্তাংশ্চ প্রীণয়িত্বা বিধানতঃ।
জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি সখ্যা নিকেতনম্।।
মাতরি প্রস্থিতায়াং চ কৃষ্ণো হিত্বা ততো গৃহম্।
সংকেতকং বনং যত্র সমাগচ্ছেদলক্ষিতঃ।।

সায়ংলীলা

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনুপুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি।। ৮।।

৮। নিশালীলা---

মিলিত্বা তাবুভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু।
বিহারৈর্বিবিধৈরাসলাস্যগীতপুরঃসরৈঃ।।
সার্ধযামদ্বয়ং নীত্বা রাত্রোরেবং বিহারতঃ।
সুষুপ্সু বিশতঃ কুঞ্জং পশুপক্ষ্যাদ্যলক্ষিতৌ।।
একান্তকুসুমৈঃ কৢপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে।
সুপ্তাবতিষ্ঠতস্তত্র সেব্যমানৌ নিজালিভিঃ।।
সংস্কারাংশ্চ বিধায়ৈব পয়াপেতত্তবোদিতম্।
ত্বয়াপ্যেতদেগাপনীয়ং রহস্যং পরদ্ভুতম্।।

এই দৈনন্দিনী অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা পাঠ করিবার সকলের অধিকার নাই। ইহা পরমদ্ভুত রহস্য,—বিশেষ গোপনে রাখা কর্তব্য। যিনি ইহার অধিকারী নন, তাঁহাকে এই লীলা শ্রবণ করান হইবে না। জড়বদ্ধজীব

প্রদোষলীলা

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশ্যাযাগ্যবেশাং প্রদোষে
দুত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীরপল্লাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি।। ৯।।

নিশালীলা

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্মপ্রহেলীলপনসুনটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ।। ১০।।
তাম্বুলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়িসহচরীসঞ্চয়েনাপ্তশাতৌ।
বাচা কান্তৈরণাভির্নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি।। ১১।।

যে পর্যন্ত চিত্তত্ত্বের রাগমার্গে লোভ প্রাপ্ত না হন, সে পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই লীলা-বর্ণনা গুপ্ত রাখা কর্তব্য। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধচিন্ময়স্বরূপ যে পর্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্যন্ত এই লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না।

জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণলীলা-শ্রবণে অনধিকারী—অনধিকারীগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল মায়িকভাবে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষসঙ্গমাদি ধ্যান করতঃ অপগতি লাভ করিবেন। পাঠক মহাশয়গণ সাবধান হইয়া নারদের ন্যায় অপ্রাকৃত শৃঙ্গারসংস্কার-লাভ করিয়া এই লীলায় প্রবেশ করিবেন। অধিকারীগণের এই লীলাবর্ণন নিত্যপাঠ্য ও চিন্তানীয়। ইহা সর্বপাপহর ও অপ্রাকৃত-ভাবপ্রদ। এই লীলা নরলীলা বটে, কিন্তু লৌকিকের ন্যায় হইয়াও সর্বশক্তিমান্ ও সর্বমঙ্গলময় পুরুষের সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকার-রূপে অলৌকিকী। গোস্বামীগণ এই লীলার যে সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন, তাহা নিত্য স্মরণযোগ্য বলিয়া পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিলাম। এই লীলা অবলম্বন করিয়া শ্রীগোবিন্দলীলামৃত এবং অনেক রস গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অধিকারীগণ পাঠ করিয়া ভজনানন্দ লাভ করিবেন। সপ্তম-বৃষ্টিতে যে শৃঙ্গরাদি রস বিচারিত হইল, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া প্রাত্যহিক রাগমার্গী সাধকগণ লীলাসৌষ্ঠব ধ্যান করিয়া নিজসেবা ভাবনা করিবেন। ইহাই তাঁহাদের নিত্যভজন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের এই শ্লোকটী প্রভু আমাদিগকে ভাল করিয়া বিচার করিতে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা-শব্দে অপ্রাকৃত বিষয়ে শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধান্বিত জীবই অধিকারী—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদযঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা নৈমিত্তিক লীলা—শ্রীকৃষ্ণচরিত্র—দুইপ্রকার অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়ত ও অসুরমারণাদি নৈমিত্তিক লীলা তাহা প্রপঞ্চবদ্ধসাধকের পক্ষে অপরিহার্য। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবরূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশ পায়। সাধকদিগের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। সাধকগণ সেই সেই লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। নৈমিত্তিক লীলা যথা;—

১। পূতনাবধ—পূতনা ভুক্তিমুক্তি শিক্ষক কপটগুরু। ভুক্তিমুক্তি প্রিয় কপট সাধুগণও পূতনাতত্ত্ব। শুদ্ধভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।

২। শকটভঞ্জন—প্রাক্তনী ও আধুনিকী অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব। বালকৃষ্ণভাব শকটভঞ্জনপূর্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।

৩। তৃণাবর্তবধ—বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্ক-মুক্তি, শুষ্ক-ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয়লোকসঙ্গ। অহৈতুক পাষণ্ডমতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণভাবসাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া সেই তৃণাবর্তকে মারিয়া ভজনের কণ্টক দূর করেন।

৪। যমলার্জুনভঙ্গ—শ্রীমদ হইতে আভিজাত্যদোষে যে অভিমান হয়, তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসবসেবাদি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য ও নির্দয়তা প্রযুক্ত ভূতহিংসা-নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। সে দোষ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জুন ভঙ্গ করতঃ দূর করিয়া থাকেন।

৫। বকাসুরবধ—কুটীনাটি, ধূর্ততা ও শাঠ্য হইতে মিথ্যাব্যবহারই বকাসুরবধ। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি হয় না।

৭। অঘাসুরবধ---ভূতহিংসা, দ্বেষজনিত পরদ্রোহরূপ পাপবুদ্ধি দূরীকরণ। ইহা একটী নামাপরাধ।

৮। ব্রহ্মমোহন---কর্ম্মজ্ঞানাদি-চর্চায় সন্দেহবাদ, ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা।

৯। ধেনুকবধ---স্থূলবুদ্ধি, সজ্জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বান্ধতা। স্বরূপজ্ঞানবিরোধ।

১০। কালীয়দমন---অভিমান, খলতা,পরাপকারীতা, ক্রূরতা, জীবে দয়াশূন্যতা দূরীকরণ।

১১। দাবাগ্নিনাশ---পরস্পরবাদ, সম্প্রদায়বিদ্বেষ, অন্যদেবাদির বিদ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি সংঘর্ষমাত্রেই দাবানল।

১২। প্রলম্ববধ---স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-দূরীকরণ।

১৩। দাবানলপান---নাস্তিক্যাদিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রব; তদ্বর্জন।

১৪। যাজ্ঞিকবিপ্র----বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য। কর্ম্মজড়তা।

১৫। ইন্দ্রপূজা-বারণ---বহ্বীশ্বরবুদ্ধিত্যাগ। অহংগ্রহোপাসনা-দূরীকরণ।

১৬। বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার---বারুণী ইত্যাদি আসবসেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়,---এই বুদ্ধি দূরীকরণ।

১৭। সর্প হইতে নন্দমোচন---মায়াবাদী-গিলিত ভক্তিতত্ত্বকে উদ্ধার করা। মায়াবাদী সঙ্গ ত্যাগ।

১৮। শঙ্খচূড়বধ, মণিমোচন---প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা বর্জন।

১৯। অরিষ্টাসুর-বৃষবধ---ছলধর্ম্মাদির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা করণ। তাহার ধ্বংস।

২০। কেশীবধ---আমি বড় ভক্ত ও আচার্য---এই অভিমান, ঐশ্বর্য-বুদ্ধি ও পার্থিবাহঙ্কারবর্জন।

২১। ব্যোমাসুরবধ---চৌরাদি ও কপটভক্তসঙ্গত্যাগ।

ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্যন্ত যে ১৮টী অনর্থ ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহাতে যমলার্জুনভঙ্গ ও যাজ্ঞিক বিপ্রগণের বৃথাভিমান দৌরাত্ম্য---এই দুইটি লীলা যোগ করিলেই বিংশতি প্রতিবন্ধক হয়। এই সমুদয়ই ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই 'হরি' সম্বোধনে হরির নিকট অহরহঃ এই প্রতিকুল-বর্জন-শক্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই ভক্তচিত্ত শোধিত হইবে। কৃষ্ণ যে সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, সেই সকলের চৈত্যরাজ্যে উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্যে ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থকে দূর করেন। আর যে সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়া থাকেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ চেষ্টায় দূর করিবেন।

বলদেবের কৃপায় দূরীকৃত হয়—ইহাই ব্রজভজনের রহস্য, ধারাবাহিত্বরূপ কুসংস্কারই ধেনুকাসুর। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা রূপ 'প্রলম্ব' নামক অনর্থ। সাধক নিজ যত্নাগ্রহে কৃষ্ণকৃপায় দূর করিবেন। স্বস্বরূপ, নামস্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপসম্বন্ধে, অজ্ঞান ও অবিদ্যা, তাহাই ধেনুকাসুর। তাহা সাধক বহুযত্নে দূর করিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ-সঙ্গলাম্পট্য, অর্থলোভ, বিষয়চেষ্টা, নিজের সম্মানাদি অভিমান বৃদ্ধি, স্বীয় পূজাপ্রাপ্তি, প্রতিষ্ঠালাভ—এই সমস্তই প্রলম্ব তত্ত্ব। ইহাকে নামভজনের মহাক্ষতিকূল জানিয়া নিজ যত্নাগ্রহে দূর করিবেন। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেবভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণেকেই নষ্ট হয়। তাহা হইলে ক্রমশঃ অন্বয়-অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয় এই প্রক্রিয়াটী স্বভাবতঃ গূঢ়। সদ্গুরুর নিকট নির্মল চরিত্রে শিক্ষা করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম-বৃষ্টি

রসবিচার

প্রথম ধারা

সাধারণ রসবিচার

রস নিত্য—আমরা রসবিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। রস কি পদার্থ? উত্তর--আনন্দ। আনন্দস্বরূপ রসই অক্ষয় পদার্থ। রস নিত্য বস্তু। এস্থলে সংশয় এই যে, যখন ভাবযোজনাপূর্বক রসের উদয় হয়, তখন যোজনার পূর্বে তাহা ছিল না এবং যোজনা ভঙ্গ হইলেও তাহা থাকিবে না, তবে তাহাকে কিরূপে নিত্য বলা যায়? কিরূপেই বা তাহা 'অখণ্ড' বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে? ইহার মীমাংসা এই যে, আমরা যে রসের বিচার করিতেছি, সে রস অনাদি ও অনন্ত।

নিত্য— যে-সকল স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব সেই রসের সামগ্রী, সে সমস্তই নিত্য। তাহাদের যোজনাও নিত্য। চিদ্বস্তু যেখানে আছে, নিত্যরস সেখানেই আছে। চিৎস্বরূপ ভগবান্, জীব ও বৈকুণ্ঠ

যেমন নিত্য রসও তদ্রূপ নিত্য (১) এই জন্যই উপনিষৎ বলেন যে, সেই পরম বস্তু রসস্বরূপ। জীব তাঁহাকে লাভ করিয়া লব্ধানন্দ হইয়া থাকেন। প্রেম লাভ করতঃ জীব যে রস প্রাপ্ত হন, সে রস প্রেমতত্ত্বের সহিত নিত্য অবস্থিত, জীববিশেষে তাহার উদয়মাত্র সম্ভব। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই—রসোদয়।

জড়রস—সামান্য আলঙ্কারিকেরাও একপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কি রস? সে জড়রস। জীব জড়বদ্ধ হইয়া যে লিঙ্গসত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত ও মন ইহারা পৃথক্ তত্ত্ববিশেষ। অহঙ্কারদ্বারা প্রথমে আপনাকে কোন জড় সম্বন্ধীয় পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান করতঃ বুদ্ধিদ্বারা তাহার হিতাহিত চিন্তা করেন। চিত্তদ্বারা সুখ-দুঃখ ভাবনা করেন। মনদ্বারা বিষয়জ্ঞান ও বিষয়ধ্যান করেন। জীব বদ্ধ হইয়া কি এই চারিটী তত্ত্ব নূতনরূপে সংগ্রহ করিল? না তাহাতে এই সব তত্ত্বের শুদ্ধ বীজ ছিল? উত্তর এই,—ইহারা নূতন তত্ত্ব নয়। চিৎস্বরূপ জীবের নিজ বিশেষানুসারে 'আমি অমুকলক্ষণ ভগবদ্দাস বলিয়া একটা শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদগত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিতবুদ্ধিও ছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধিস্থানরূপ শুদ্ধবুদ্ধি ছিল।

জড়রসে ও চিদ্রসে প্রকৃতিভেদমাত্র—অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরমপুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদগতবৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্ত্বদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব যে রস চিদাশ্রয়ে ভাব ছিল, তাহার অশুদ্ধ প্রকৃতিরূপ আলঙ্কারিক দিগের বিচারিত রসের বিকৃতভাব হইয়াছে। রস একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিত্যানন্দস্বরূপ এবং জড়বদ্ধঅবস্থায় জড়ানন্দ বা

(১) রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ।। (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)

জড়দুঃখস্বরূপে প্রকাশমান। এতন্নিবন্ধন আলঙ্কারিকদিগের প্রদত্ত নাম, সম্বন্ধ, ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও ফল যাহা যাহা জড়রসে লক্ষিত হইবে, সেই সমুদয়ই চিদ্রসে শুদ্ধরূপে আছে। জড়রসের প্রকারভেদ স্বীকার করা যায় না; কেবল প্রকৃতিভেদ স্বীকার করা যায়। চিদ্রস নিত্য, জড়রস অনিত্য। চিদ্রস উপাদেয়, জড়রস হেয়। চিদ্রসের বিষয় ও আশ্রয় ভগবান্ ও শুদ্ধজীব, জড়রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহগত হেয় সৌন্দর্য এবং জড়লিঙ্গময় চিত্ত। চিদ্রসের স্বরূপ আনন্দ এবং জড়রসের স্বরূপ সুখদুঃখ (১)।

রস নিরূপণ করিতে বাক্যের লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয় না। অভিধা-বৃত্তিদ্বারা সেই কার্য সম্পন্ন হয়। তাহা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ পরম-রসকে সাকল্যে কৃষ্ণলীলারূপে বর্ণন করিতে পারিতেন না। জগতে বিকৃতরূপে নায়কনায়িকা-শৃঙ্গারপদ্ধতিতে, পিতাপুত্রের সাংসারিক ব্যবহারে, সখাদিগের পরস্পর আচরণে এবং প্রভুদাসের পরস্পর কার্যে ব্যবহারে, সখাদিগের পরস্পর আচরণে এবং প্রভুদাসের পরস্পর কার্যে তাহার অশুদ্ধ প্রকৃতিরূপ আলঙ্কারিকদিগের বিচারিত রসের বিকৃতভাব প্রতিভাত হইয়া রস আপনার সমস্ত লক্ষণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কার্যবিধি এবং প্রক্রিয়া বদ্ধজীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজে প্রকাশিত না হইলে, কে তাহাকে প্রকাশ করিত? পরমানন্দতত্ত্ব বিকৃত হইয়াও তাহার স্বরূপ গুণ ও

(১) যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ।। ভাঃ ৩/৭/১১
দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা ।
বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে ।। ভাঃ ১১/১১/১০
জন্তুর্বৈভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ।। ভাঃ ৩/৩০/৪
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ।। ভাঃ ৩/৩০/১৮
এই সব অবস্থায় জড়ীয় রসপণ্ডিতদিগের অলকারে তুচ্ছ বুদ্ধি হয়।

লক্ষণ-সমূদয় প্রকাশ করিতেছে। অতএব অভিধাবৃত্তিদ্বারা রসবর্ণনে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। যাঁহারা ঐ বর্ণন শুনিয়া নিজের চিদ্রসের উদয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কেবল এইমাত্র স্মরণ রাখিবেন যে, জড়রসের যে সমুদয় হেয়ত্ব, তাহা যেন তাঁহাদের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ না করিতে পায়। কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথগমনমাত্র। তাহাতে জীবের বারংবার পতন সম্ভব।

সিদ্ধদেহেই রসোদ্ভাবন কর্তব্য—জীবের দিদ্ধদেহতেই রসোদ্ভাবন করা কর্তব্য, কোনক্রমে এই জড়বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে। শৃঙ্গাররস-উদ্ভাবন-কারণাশয়ে কোন কোন সম্প্রদায়ী স্ত্রীলোকসঙ্গদ্বারা যে সকল চেষ্টা করে, তাহা কেবল তাহাদের দুর্ভাগ্যমাত্র। যাহা নয়, তাহাই করে। অবশেষে অধঃপতনরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে রসসাধকেরা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। ইন্দ্রিয়প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শ শুনিবেন না।

রসাধিকারী কে?—ইতর বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্যন্ত শুদ্ধরতি ও জড়বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকারজন্য বিফল-চেষ্টা করিতে গেলে রসকে সাধন বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে। জাতপ্রেম পুরুষের যে ভাব সহজেই হইয়াছে, তাহাই রস। রসবিচার কেবল ঐ রসে কি কি ভাব কিপ্রকারে সংযোজিত আছে, তাহার বিকৃতিমাত্র। রস সাধনাঙ্গ নয়। অতএব যদি কেহ বলেন, আইস তোমাকে রসসাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধূর্ততা বা মূর্খতা মাত্র (১)।

পঞ্চভাব—রসরূপ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটি পৃথক্ ভাব লক্ষিত হয়;-

১। স্থায়ীভাব, ২। বিভাব, ৩। অনুভাব,

---

(১) স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ। ভাঃ ১১/১৪/২৯
মাত্রা স্বস্রাদুহিত্রা বা নাবিক্তাসনো বসেৎ।

৪। সাত্ত্বিক-ভাব, ৫। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব।

স্থায়ীভাবই রসের মূল। বিভাব রসের হেতু। অনুভাব রসের কার্য। সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্যবিশেষ। সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবসমূহ স্থায়ীভাবকে স্বাদ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে (২)। বিস্তৃতিস্থলে এইসব বিষয় উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইবে;

রস আস্বাদনের বিষয়—কিন্তু যে পর্যন্ত সাধক রসকে আস্বাদন না করেন, সে পর্যন্ত এই ব্যাপারটী আত্মগত হইতে পারিবে না। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের---প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না (৩)। আমরা যাহাকে সামান্যতঃ জ্ঞান বলি, সে হয়ত জিজ্ঞাসা বা সংগ্রহ, আস্বাদন নয়। আস্বাদন ব্যতীত রসের স্ফূর্তি হয় না।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্যতি ।। (ভাঃ ৯/১৯/১৭
সঙ্গঃ ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ।। ৩/৩১/৩৯
সত্যঃ শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষম্ ।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষুঃ।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ।। ভাঃ ৩/৩১/৩৩-৩৪

(২) বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভি ঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ।। ভঃ রঃ সিঃ ২/১/৫

(৩) 'জিজ্ঞাসাস্বাদনাবধিঃ'। তত্ত্বসূত্রে

স্থায়ীভাব—আদৌ স্থায়ীভাবের বিচার করা যাউক। অন্য সকল ভাবকে নিজবশে রাখিয়া যে ভাব কর্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়ী ভাব (১)। জাতভাব পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে অনন্য মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ীভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে; যেহেতু প্রেম অসীমত্বপ্রযুক্ত সর্বাবস্থায় রতিত্বদশায় পরিচিত হয়

---

(১) অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।।
স্থায়িভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।
মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতা।।
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্তিতাঃ।
মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থাঃ চেতি কীর্তিতাঃ।।
অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা।
বিরুদ্ধৈর্দুঃশকগ্লানিঃ সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ।।
অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্নাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে।।
শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থ্যৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ।।
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ্রতিরেযোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু।।
সামান্যাসৌ তথা স্বচ্ছা শান্তিশ্চেত্যাদিমা ত্রিধা।
এষাঙ্গকম্পতা-নেত্রমীলনোন্মীলনাদিকৃৎ।।
কিঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য যা।
বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা।।
তত্তৎসাধনতো নানাবিধভক্তপ্রসঙ্গতঃ।
সাধকানাস্তু বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা।।
যদা যাদৃশি ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা।
রূপং স্ফটিকবদ্ধত্তে স্বচ্ছাসৌ তেন কীর্তিতা।।
অনাচান্তধীয়াং তত্তদ্ভাবনিষ্ঠা সুখার্ণবে।
আর্যাণামতিশুদ্ধানাং প্রায়ঃ স্বচ্ছা রতির্ভবেৎ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/২/৫)

না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়ী ভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে। উৎপন্নরতি-পুরুষগণ সাধকই হউন বা সিদ্ধই হউন, রসাস্বাদনের অধিকারী। এস্থলে সাধক-শব্দ-ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তির রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিঘ্ন পরিসমাপ্ত হয় নাই, তিনি প্রেমপদার্থের সাধক-পদবাচ্য বা প্রেমারুরুক্ষু। তাহা নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি উদিত হইলেই ক্রমশঃ অনর্থ বিগত হয়। জড়াসক্তি গত হইলেও লিঙ্গদেহ থাকা পর্যন্ত জড়সান্নিধ্য থাকে। কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই জড়সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যতদিন বিঘ্ন আছে, ততদিন জীব বস্তুসিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেমদশা-প্রাপ্ত-রতি হইলেই রসলাভের যোগ্য হয় এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়।

পঞ্চবিধ স্বভাব—স্থায়ীভাবনাম-প্রাপ্তরতি, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী---এই ভাবচতুষ্টয়দ্বারা স্বাদ্যত্ব অবস্থায় নীত হইতে হইতেই বিভাবের পঞ্চপ্রকার স্বভাবভেদে স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চপ্রকার স্বভাব স্বীকার করে। পঞ্চপ্রকার স্বভাব, যথা ঃ-১। শান্ত-স্বভাব, ২। দাস্য-স্বভাব, সখ্য-স্বভাব, ৪। বাৎসল্য-স্বভাব, ৫। মধুর-স্বভাব।

এই পঞ্চপ্রকার স্বভাব আদৌ বিভাবেই থাকে। বিষয় ও আশ্রয় (তন্মধ্যে রতি কার্য করে) ---এই দুইটী বিভাগ আলম্বনের অন্তর্গত। উক্ত স্বভাব পাঁচটী বিষয় ও আশ্রয়সম্বন্ধী। রতি স্বীয় আস্বাদনরূপ রসক্রিয়াতে বিষয় ও আশ্রয়ের স্বভাব স্বীকার করে। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের বিশেষনামা বিক্রমদ্বারাই ঐ পাঁচটী স্বভাব বিষয় ও আশ্রয়গত হইয়া রসের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। এই পাঁচটী স্বভাবকে স্বীকার করায় রতি পঞ্চবিধ ঃ-

১। শান্ত-রতি, ২। দাস্য বা প্রীত-রতি, ৩। সখ্য বা প্রেয়ো-রতি, ৪। বাৎসল্য বা অনুকম্পা রতি, ৫। কান্ত বা মধুরা রতি। বিভাবের স্বভাবক্রমে রতি পঞ্চবিধ। রসক্রিয়ায় বিভাব প্রধান বা মুখ্য-সামগ্রী।

এতন্নিবন্ধন ঐ পঞ্চপ্রকার রতিকে মুখ্যরতি বলা হইয়াছে। (১)। রসের সহায়স্বরূপ গৌণসামগ্রীরূপে সঞ্চারিভাবসকল পরিচিত। সেই সঞ্চারিভাবগত আর সাতটী স্বভাব যখন রতির স্বভাবে প্রবেশ করতঃ রতিকে ভেদ করে, তখন গৌঁণস্বভাবগত রতি সাতপ্রকার হয় (৩)। যথা---১। হাস্য--হাসরতি (২)। ২। অদ্ভূত--বিস্ময়রতি। ৩। বীর---উৎসাহরতি। ৪। করুণ--শোকরতি। ৫। রৌদ্র--ক্রোধরতি। ৬। ভয়ানক--ভয়-রতি। ৭। বীভৎস---জুগুপ্সা-রতি।

বস্তুতঃ রতির মুখ্য-স্বভাব পাঁচটীমাত্র। ঐ মুখ্য স্বভাবের যে সমস্ত বিচিত্র ক্রিয়া, তাহাদের সহায়রূপে উক্ত সাতটী রতি গৌণরূপে কার্য করে। যে স্থলে মুখ্যভক্তিরস কার্য করিতেছে, সেস্থলে কখনও এক কখনও বা অধিকসংখ্যক গৌণরসও কার্য করিয়া থাকে। গৌণরসদিগের স্বতন্ত্রস্থিতি না থাকিলেও তাহাদের বিচারস্থলে স্বতন্ত্ররসলক্ষণ আছে, অতএব হাস্যাদি সপ্তপ্রকার গৌণরসের প্রত্যেক রসেই স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের মিলিতক্রিয়াগত আস্বাদন লক্ষিত হয়। জড়-রসবিৎ আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা উহাদিগকে রস বলিয়া মুখ্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল রস চিত্তত্ত্বে গৌণরূপে প্রকাশমান। জড়তত্ত্বে তাহাদের মুখ্যতা থাকাই স্বাভাবিক।

---

(১) মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃপ্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথা পূর্বমনুত্তমাঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১১৫)

(২) বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোহনুগৃহ্যতে।
সংকুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতিরুচ্যতে।।

(৩) হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/২২)

হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে তাহাদের স্থিতি ও ক্রিয়া যথেষ্ট পর্যালোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তিরসে উক্ত সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণলীলারসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রসসমুদ্রের উর্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য ও পুষ্টি সাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে, হাস্য, বিষয় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা ইহারা কিপ্রকারে অমৃতস্বরূপ, অশোকস্বরূপ, অভয়স্বরূপ, অক্ষোভস্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে। উত্তর এই যে, পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক (১)।

রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য আনন্দমূলক—জড়দুঃখমূলক নয়। জড়জগতে যে শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা নিন্দিত হইয়াছে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? জড়জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলনমাত্র। আদর্শতে যে সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ। সে সমস্তই এখানে অমঙ্গরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। যে যে ধর্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল-বিধান করিতেছেন, সেই সেই ধর্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত।

জড় জগৎ চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন— যে যে ধর্ম তথায় ব্যতিরেকরূপে মঙ্গলবিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম প্রতিফলিত হইয়া

---

(১) মহাশক্তিবিলাসাত্মা ভাবোঽচিন্ত্যস্বরূপভাক্ ।
রত্যাখ্য ইত্যয়ং যুক্তৌ ন হি তর্কেণ বাধিতুম্ ।।
ভারতাদ্যুক্তিরেষা হি প্রাক্তনৈরপ্যুদাহৃতা ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/৯২)

এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে ও পাপরূপে গণিত। যথা, ভয় ও শোক তথায় কৃষ্ণসম্বন্ধে অতি ত্বরায় কোন এক অনির্বাচনীয় মঙ্গল প্রদান করে ও আনন্দরূপ রসেরই পুষ্টি করে (২)। সেই ভয় এখানে প্রতিফলিত হইয়া জীবের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করে। তাৎপর্য এই যে, তথায় সমস্ত ধর্মের নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র অবসানস্থল। এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই তাহাদের প্রতিফলিত ভাবসকলের অবসানভূমি। এখানকার অবসানভূমি অমঙ্গলপ্রসূ ও অনিত্য, অতএব যাহারা তথায় ব্যতিরেকভাবে সুখের পুষ্টি করে, তাহাদের প্রতিফলিত তত্ত্ব এখানে সাক্ষাৎ দুঃখ-উৎপত্তি করে। যাহাদের হৃদয়ে চিৎসুখের স্বরূপানুভূতি নিদ্রিত, তাহারা ইহার তাৎপর্য সহসা বুঝিতে পারে না (১)। আমরা গৌণরসের অধিক বিচার করিব না বলিয়া এই স্থলেই এ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত করিলাম। এখন মুখ্যরসের বিষয় আলোচনা করিব।

শান্তরতি —জীবের শুদ্ধা রতি অনেক দিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্তৃতি ভোগ করিয়া অনর্থোপশম হইলে,---'আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম', বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সেই

---

(১) তত্রাপি বল্লভাধীশনন্দনালম্বনা রতিঃ।
সান্দ্রানন্দচমৎকারপরমাবধিরিয্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১১০)

(১) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণ.

(মহাভারতে)

(২) বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্য
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তিরতির্মতা ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১৭-১৮)

সময় শান্তরূপ একটী আশ্রয়গত ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে রতি তখন শান্তিরতি হয় (২)।

দাস্যরতি—রতিতে অনন্যমমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীতিরতি হয় (৩)। তখন ভগবান্ প্রভু বোধ করতঃ জীব আপনাকে তাঁহার নিত্যদাস বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্যরতি দুইপ্রকার, সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত করেন, গৌরব-গত দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন।

উহাদ্বিবিধ, সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত—কিঙ্করসকল সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়। দাস্য-গত রসে স্থায়ী ভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতাদ্বারা পুষ্ট হইয়া প্রেম হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়ীভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।

সখ্যরতি —সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে (১) স্থায়ীভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম,

---

(৩) স্বন্মাত্তবন্তি যে ন্যূনাস্তেহনুগ্রাহ্য হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা ।।
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/২৭-২৮)

(১) যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১৬)

(২) গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি-বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশাশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ ।।

প্রণয়, বলবান্ স্নেহ, রাগ কিছু কিছু থাকে। বৎসলরসে (২) ঐ বিশ্রম্ভ পরিপাক অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্যন্ত প্রবল রাগও থাকে।

মধুররতি —শৃঙ্গার বা মধুরভক্তিরসে (৩) কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়ীভাব যে প্রিয়তা-নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।

যে জীবের যেরূপ বাসনা সাধনকালে থাকে, তদনুসারে তাহার রতি হয় (১)। স্বার্থা-পরার্থাভেদে সামন্যা, স্বচ্ছা ও শান্তি ভেদ, কেবলা সঙ্কুলা ভেদ—এবম্বিত যে সকল ভেদ রতিসম্বন্ধে বিচারিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে অধিক দর্শিত হইল না। এই গ্রন্থে সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা হইবে, এমত ইহার তাৎপর্য নয়। কেবল স্থূল বিষয় বিবৃত হইয়া রসতত্ত্ব যে কি পদার্থ, তাহাই দর্শিত হইবে।

বিভাব দ্বিবিধ—বিভাব দুইপ্রকার—(২) আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ—আশ্রয় ও বিষয়। রতি যাঁহাতে থাকে, তিনি তাঁহার আধাররূপে আশ্রয়। রতি যাঁহার প্রতি ধাবিত হয়, তিনি ঐ রতির বিষয়। জীব রতির

---

(৩) মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্ ।
মধুরাপরপর্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১৯-২০)

(১) যথোত্তমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/২১)

(২) তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/১/৫)

আশ্রয়। কৃষ্ণ রতির বিষয়। এতন্নিবন্ধন আমাদের বিচার্য রতিকে কৃষ্ণরতি বলা যায়।

বিষয় ও আশ্রয় উদ্দীপন— সেই রতি রসতা প্রাপ্ত হইলে ঐ রসকে কৃষ্ণভক্তিরস বলিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, মোহনতা, সৌন্দর্য, রূপ, চেষ্টা, বসন, ভূষণ, স্মিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদাঙ্কক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত---ইহার রসের উদ্দীপন (৩)।

যে সকল কার্যদৃষ্টে রসের অবস্থিতি অনুভূত হয়, সেই সকলকে ত্রয়োদশ অনুভাব অনুভাব (১)। অনুভাব তেরটী —

১। নৃত্য।	২। বিলুঠিত।	৩। গীত।
৪। ক্রোশন।	৫। তনুমোটন।	৬। হুঙ্কার।
৭। জৃম্ভন।	৮। শ্বাসবৃদ্ধি।	৯। লোকাপেক্ষাত্যাগ
১০। লালাস্রাব।	১১। অট্টহাস।	১২। ঘূর্ণা।
১৩। হিক্কা।		

---

(৩) উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবোদ্দীপয়ন্তি যে।
তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্ ।।
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশশৃঙ্গনুপুরকম্ববঃ।
পদাঙ্কক্ষেত্রতুলসীভক্ততদ্বাসরাদয়ঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/১/১৫৪)

(১) অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ।।
নৃত্যং বিলুণ্ঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা ।।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ।
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ।
শাতাঃ স্যগীতজৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যাঃ ক্ষেপণাভিধাঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/২/১)

এককালেই যে সমস্ত অনুভাবলক্ষণ উদিত হয়, তাহা নহে। যখন যেরূপ রসকার্য অন্তরে হইতে থাকে, তদনুরূপ এক কি অধিকপ্রকার অনুভাব হইয়া থাকে।

অষ্টসাত্ত্বিক ভাব —সাত্ত্বিক ভাব অষ্টপ্রকার। সকল প্রকার ভাবই স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ জাতিভেদে ত্রিবিধ (২)।

১। স্তম্ভ, ২। স্বেদ, ৩। রোমাঞ্চ,

---

(২) কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ ।
স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ ।।
স্নিগ্ধাস্তু সাত্ত্বিকা মুখ্যা গৌণাশ্চেতি দ্বিধা মতাঃ।।
আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সুরিভিঃ ।।
রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গোণাস্তে গৌণভূতয়া ।
অত্র কৃষ্ণসম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ ।। (ভঃ বঃ সিঃ ২/৩/১-৪,৭)

চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্ ।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছদ্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্ ।।
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাব ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী ।।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২/৩,১৫-১৬)

বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটম্।
প্রোক্তানুভাবতামীষং ভাবতা চ মনীষিভিঃ।।
প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২/৩/২,৫৮)

ধুমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্বিধা ঃ ।।
অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা বিলিখ্যন্তে চতুর্বিধাঃ ।
রত্যাভাসভবাস্তে তু সত্ত্বাভাসভবাস্তথা ।

৪। স্বরভেদ, ৫। কম্প (বেপথু)। ৬। বৈবর্ণ,
৭। অশ্রু, ৮। প্রলয় (মুর্ছা),

---ইহাদিগকে সাত্ত্বিক বিকার বলে। ইহাদিগকেও অনুভাব-মধ্যে কেহ কেহ গণনা করিয়াছেন। ভেদ করিবার হেতু এই যে, পূর্বোক্ত তেরটী অনুভাব সমুদয় আঙ্গিক অর্থাৎ এক একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। সাত্ত্বিক বিকারসমূহ সমস্ত সত্ত্বকে অবলম্বন করতঃ বাহ্যে ব্যাপৃত হয়। বাহ্য ক্ষোভই---অনুভাব এবং অন্তরের ক্ষোভই---ভাব। সাত্ত্বিক বিকারগুলিতে দুইপ্রকারই আছে বলিয়া তাহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এই অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব, স্থলবিশেষে ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দিপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। কোন কোন ব্যক্তিতে এই সকল বিকার লক্ষিত হইলেও তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। সেই সেই স্থলে ঐ সকল বিকারকে হেয় রত্যাভাস, সত্ত্বাভাস, নিঃসত্ত্ব বা প্রতীপ বলিতে হইবে।

রত্যাভাস—যে-সকল লোকেরা মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা রত্যাভাস হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়।

সত্ত্বাভাস— সেই আভাস হইতে যে সকল বিকার হয়, সে সমুদয় সত্ত্বাভাসজনিত। যাহাদের অন্তঃকরণ পিচ্ছিল (১) অথবা যাহারা স্তম্ভ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি বিকারসকল অভ্যাস করে।

নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্বমমী বরাঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৩/৬৩,৮২-৮৩)

(১) নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৩/৫২)

নাস্ত্যর্থঃ সাত্ত্বিকাভাসকথনে কোঽপি যদ্যপি।
সাত্ত্বিকানাং বিবেকায় দিক্ তথাপি প্রদর্শিতা ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২/৩/৫৫)

প্রতীপ—তাহাদের পুলকাশ্রু—নিঃসত্তা। ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধভাবক্রমে যাহাদের বিকার প্রকাশ পায়, তাহাদের বিকারকে প্রতীপ কহে। এ সমুদয় তুচ্ছ। সাত্ত্বিক-লোকদিগের সদসৎ পরীক্ষার জন্য এই সত্ত্বাভাসের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দ্বারা আর কোন উপকার নাই।

৩৩টি সঞ্চারিভাব—সঞ্চারি বা ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী আছে (১) যথাঃ— ১। নির্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। শ্রম, ৬। মদ, ৭। গর্ব, ৮। শঙ্কা, ৯। ত্রাস, ১০। আবেগ, ১১। উন্মাদ, ১২। অপস্মার, ১৩। ব্যাধি, ১৪। মোহ, ১৫। মৃতি, ১৬। আলস্য, ১৭। জাড্য, ১৮। ব্রীড়া, ১৯। অবহিত্থা (ভাব -গোপন করা), ২০। স্মৃতি, ২১। বিতর্ক, ২২। চিন্তা, ২৩। মতি, ২৪। ধৃতি, ২৫। হর্ষ, ২৬। ঔৎসুক্য, ২৭। অমর্ষ, ২৮। অসূয়া, ২৯। চাপল্য, ৩০। নিদ্রা, ৩১। বোধ, ৩২। উগ্রতা, ৩৩। সুপ্তি।

---

(১) অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ।।
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ।।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
উর্মিবদ্বর্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে ।।
নির্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।।
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উত্ত্সুকত্বঞ্চ ।।
ঔগ্রামর্ষসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ।
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাগতে।
অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/৪/১০৬,৮৫)

এই সমস্ত ভাব কখনও একা, কখনও অন্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব যে রতি, তাহার সহায়রূপে তাহার রসতাপ্রাপ্তির উপকার করে। ইহারা বাক্য, সত্ত্ব ও অঙ্গকে সূচনা করিয়া গৌণ-রতির ন্যায় মুখ্য-রতিকে পুষ্ট করে।

মহাভাব—জীব ও ভগবান্ উভয়েই রসের আস্বাদক। যখন জীব আস্বাদক হন, তখন ভগবান্ আস্বাদ্য। যখন ভগবান্ আস্বাদক হন, তখন জীব আস্বাদ্য। প্রত্যুত রসই আস্বাদ্য বস্তু। রসের প্রক্রিয়াই আস্বাদন, আর চেতন-বস্তুই ইহার আস্বাদক। রস নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত রস উর্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্যন্ত বিকৃত হয়। শুদ্ধরতির নীচ গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্যন্ত বিকৃত হয়। বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিরাই উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না (১)। যুক্তিদ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।

বিভাব, অনুভব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবচতুষ্টয়ের যথাযোগ্য যোজনাক্রমে রসতত্ত্বের প্রকটাবস্থা। যাঁহারা আস্বাদনের যোগ্য, তাঁহারাই রসতত্ত্ব অবগত হইবেন। জড়রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরম রসের অধিকারী নন।

---

(১) অলৌকিকীত্বিয়ং কৃষ্ণরতিঃ সর্বাদ্ভুতাদ্ভুতা।
যোগে রসবিশেষত্বং গচ্ছন্ত্যেব হরিপ্রিয়ে ।।
বিয়োগে ত্বদ্ভুতানন্দবিবর্তত্বং দধত্যপি ।
তানোত্যেষা প্রগাঢ়ার্তিভরাভাসত্বমূর্জিতা ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১০৮-১০৯)

দ্বিতীয় ধারা

উপাসনামাত্রেরই রসতত্ত্ববিচার

উপাসনা-কার্যটী কি ?— যে সকল লোক ঈশ্বর-উপাসনা করেন, তাঁহাদের বিচার করা উচিত যে, উপাসনা-কার্যটী কি ? ইহা কি জড়ময় কার্য বা চিন্তাময় কার্য অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়াবিশেষ ? যদিও উপাসনাকার্যে অনেকটা জড়ের আশ্রয় লইতে হয়, তথাপি ঐ কার্য কেবল জড়ানুশীলন কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে তাহাই বা কি প্রকার হইতে পারে ? কেননা, চিন্তা জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে চিন্তা বলিলে, কেবল জড়প্রসূত কল্পনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। যদি জড় না হইল এবং চিন্তাও না হইল, তবে উপাসনা কি ? সামান্য মানবসত্তার জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তবে কি নাস্তিক হইতে হইল বা নির্বিশেষবাদ স্বীকার করিতে হইল! জড় ও জড়চিন্তার সাক্ষাৎ বিপরীত অবস্থাকে নির্বিশেষ অবস্থা বলি। তাহা আশ্রয় করিয়া নীরস ব্রহ্মবাদ স্বীকারপূর্ব্বক নাস্তিকতা অপর লক্ষণকে আশ্রয় করিব! উপাসনা রহিল না। যাহার জন্য সকল জীব এত ব্যগ্র, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় হইল। কি দুর্ভাগ্য!

জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিন্তা-রূপ নির্বিশেষভাব—এই তিনটী সামান্যতঃ লক্ষিত তত্ত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধসত্তার অনুসন্ধান কর। ভেদ করিবার অনুসন্ধান করিতে এই জন্য বলিলাম যে, আপততঃ ঐ চিন্তাত্রয় তোমাকে আবদ্ধ করিয়া তোমার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে।

অনর্থ— ভেদ না করিলে তাহাদের হস্ত হইতে কেমনে মুক্ত হইবে? যেমন তোমার চক্ষুর উপর যদি তিনটী ঠুলি দেওয়া যায় এবং তোমার দৃষ্টিরোধ হয়, তখন এই বলা যায় যে, ঐ ঠুলিত্রয় ভেদ করিয়া আপনার চক্ষু বাহির করিয়া পদার্থ দৃষ্ট কর। সেইরূপ তোমার সিদ্ধসত্তার যে স্বীয় চক্ষু আছে, তাহাকে জড়, জড়চিন্তা ও জড়-ভাব চিন্তারূপ তিনটী ঠুলিতে আবৃত করিয়াছে। ঐ ঠুলিত্রয় তোমার অনর্থ।

চিন্ময় উপাসনার নাম রস—তাহা দূর করিয়া নিজের সহজ চক্ষু বাহির কর। জীবের সহজ চক্ষু বাহির হইলে আর জড়ময়, জড়চিন্তাময় ও জড়বিপরীত চিন্তাময় উপাসনা থাকিবে না। তখন চিন্ময়-উপাসনা লক্ষিত হইবে। সেই চিন্ময়-উপাসনার নাম রস। যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা রসেরই (১) অনুশীলন করেন। বস্তুতঃ এই রসের অধিকারী বিরল; অতএব ইহা গোপনীয় (২)।

---

(১) পরমানন্দ-তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি ।।
প্রতীয়মানা অপ্যজ্ঞৈর্গ্রাম্যৈঃ সপদি দুঃখবৎ ।
করুণাদ্যা রসাঃ প্রাজ্ঞে প্রৌঢ়ানন্দময়া মতাঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ২/৫/১১২,১২৩)

(২) ফল্গুরোগ্যনির্দগ্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ ।।
ইত্যেব ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা ।।
সর্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজসর্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ।।
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ।।
ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে ।।
(ভাঃ রঃ সিঃ ২/৫/১২৯-১৩৩)

বিবিধ উপাসক —উপাসকগণ দ্বিবিধ। রসতত্ত্ববিৎ উপাসক ও রসবিচারশূন্য উপাসক। রসবিচারশূন্য হইলেও কার্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞানাভাবে চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, প্রার্থনা, এবাদৎ, পূজা, প্রেয়ার (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে সময়ে উপাসক পূজা (Prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎ-গতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতি কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়ীরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। তাই যে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম না চিন্তার ধর্ম, না জড়বিপরীত ধর্ম? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ-পদার্থ (Electricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব নাই। জড়বিপরীত চিন্তাতে ত কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? গভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্ত্বা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়। উপাসনাকালেই তাহা উপলব্ধি কর, কিন্তু তাহার সত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার কর না। আইস, আমরা বিচার করিয়া দেখি।

সেই অচিন্ত্যভাব একটী বৃত্তিবিশেষ। বৃত্তি আশ্রয় ব্যতীত থাকে না। জড়দেহ ও জড়ীয় চিন্তাময় মন যাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, সেই শুদ্ধ আত্মারূপ জীবই ঐ বৃত্তির আশ্রয়। স্বীয় ক্ষুদ্রতা ও অন্য বৃহত্তত্ত্বের অধীনতারূপ ঐ আলোচনার উদয় হইবামাত্র দেয়াশালাই ঘর্ষণ বা চক্‌মকি ঠোকার পর অগ্নিনির্গমনের ন্যায় ঐ বৃত্তি সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাঁহার প্রতি ধাবিত হয়, তিনিই তাহার একমাত্র বিষয়। উপাসনাকালে সে বিষয়ের সান্নিধ্য হওয়ায়, ঐ বৃত্তি আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। বৃত্তিটী স্থায়ী ভাব। সাধক ও সাধ্য

ইহারা আলম্বন এবং বিষয়ের বিলক্ষিত গুণসমূহ উহার উদ্দীপন, এবম্ভূত বিভাগ তাহাতে লক্ষিত হইতেছে। বৃত্তি আশ্রয় ও বিষয়কে যে ক্ষণে সংযোজিত করিল, তৎক্ষণাৎ আশ্রয় কতকগুলি ক্রিয়ালক্ষণরূপ অনুভাব বিলক্ষিত হইল। পূর্বোক্ত তেরটী অনুভাবের মধ্যে একটী বা কয়েকটী অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। তৎকালেই হয় হর্ষ বা দৈন্য বা নির্বেদ ইত্যাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোন কোন ভাব আসিয়া ঐ বৃত্তির যে ক্রিয়া, তাহার সহায়তা করিবে। পুলক, অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের কেহ না কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, উপাসনা কি? উপাসনার অঙ্গসমূহ আমি পৃথক করিয়া দেখাইলাম।

জড়চিন্তা বা নির্বিশেষ চিন্তা উপাসনা নহে—এখন তুমি বুঝিতে পারিলে যে, যে রসের বিষয় আমি পূর্বে কহিতেছিলাম, তাহাই উপাসনা। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক বা ব্যভিচারী ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা স্থায়ীভাবের আস্বাদ্য অবস্থা-প্রাপ্তিই উপাসনায় লক্ষিত হইল। অতএব উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা বা জড়বিপরীত নির্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়। সেই সকল ক্রিয়া সর্বদা নীরস। বিশেষ কথা এই যে, সমস্ত-উপাসক সম্প্রদায়ই রসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা রসবিজ্ঞান-অভাবে তাঁহাদের ক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিকরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না। পূর্বসঙ্গসংস্কারই এই অনর্থের হেতু।

রস-ভাব-গত-উপাসনা ত্রিবিধ, যথাঃ—

১। কুণ্ঠিত। ২। স্বল্পবিকচিত। ৩। বিকচিত।

রসভাবগত উপাসনা—কুণ্ঠিত উপাসকেরা উপাসনাকালে রসকে অত্যন্ত কুণ্ঠিতরূপে অনুভব করেন। উপাসনাকার্য ত্যাগ করিবামাত্র রসের অপ্রাপ্তি হয়। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল লোক জড় রস সম্ভোগ করেন। রস ব্যতীত জীবন থাকে না। তাঁহাদের জীবন সর্বদা জড়রসময়।

১। **কুণ্ঠিত** —জীবন সর্বদা জড়রসময়। চিদ্রস তাঁহাদের জীবনে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপারবিশেষ। সদ্গুরুলাভক্রমে ও সাধুসঙ্গবলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গ-অভাবে এবং নাস্তিক উপদেশ ও নির্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

২। **স্বল্পবিকচিত** —স্বল্পবিকচিত অবস্থায় উপাসনা জীবনের অনেকটা অংশে ব্যাপৃত থাকে। যেখানে রসকথা শ্রুত হওয়া যায়, সেই খানেই তাহার প্রীতি। সে অবস্থায় নাস্তিক ও নির্বিশেষবাদীর নিতান্ত ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়।

৩। **বিকচিত** —উপাসনার বিকচিত অবস্থায় রস প্রকৃতপ্রস্তাবে পরিজ্ঞাত হয়। পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় কার্য অপ্রতিহতরূপে করিতে থাকে। এই বিকচিত অবস্থায় রস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী আকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী স্বল্পসংখ্যক বহুভাগ্যক্রমে ঐ সকল রসে জীবের রুচি হয়।

তৃতীয়-ধারা

শান্তরসবিচার

শম—উপাস্য-বস্তু নির্বিশেষ (Undistinguishable) নয়, কিন্তু সবিশেষ (Personal), —এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধি বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তরতি' বলি।

শান্তজীব—শান্ত জীবই শান্তরতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবান্‌ই সেই রতির বিষয়। শান্তজীব ভগবত্তত্ত্বে জড় বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনালিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্ব নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ-ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন। নিতান্ত নির্বিশেষ-ব্রহ্মচিন্তায় রতি নাই। উৎপন্নরতি পুরুষে যে ব্রহ্ম, তাহাও সবিশেষপ্রায়। কিন্তু ব্রহ্মের যে নিত্যবিশেষ, তাহাতে সিদ্ধান্ত কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখনও চতুর্ভূজস্বরূপ, কখনও ঐশ্বর্যগত কৃষ্ণস্বরূপ, কখনও আধ্যাত্মিক পরমাত্ম-স্বরূপ তাঁহার চিত্তে উদিত হন। সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ ভক্তের আদর্শ (১)।

---

(১) আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ।
প্রাধান্যাৎ সনকাদীনাং রূপং ভক্তিশ্চ কথ্যতে ।।
তে পঞ্চষাব্দবালাভাশ্চত্বারস্তেজসোজ্জ্বলাঃ ।
গৌরাঙ্গা বাতবসনাঃ প্রায়েণ সহচারিণঃ ।।

শান্তরতির বিষয়—স্বরূপটী ভগবানের নিত্য, তাহা স্থির না হওয়ায় শান্তভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না। মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপনিবন্ধন ভাববিশেষ। অতএব শান্তভক্তের রতি অসম্পর্কতাবশতঃ শুদ্ধ-অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভূ এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট হরিই শান্তরতির আলম্বন অর্থাৎ বিষয়। ঐ রতির আশ্রয় যে জীব তিনি হয় আত্মারাম বা তাপস। সমস্ত গুণবর্জিত, অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ,

---

তেষাং ভক্তিঃ—

সমস্তগুণবর্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখম্ ।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে-
র্মুকুন্দসুখচিদ্ঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ ।।

তেষাং নিষ্ঠা ঃ—

কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিটপিক্রোড়বসতি-
বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ ।
হৃর্দি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহং
চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব বিনেষ্যামি রজনীঃ ।।

উদ্দীপনাঃ—

শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনম্ ।
অন্তবৃত্তিবিশেষস্য স্ফূর্তিস্তত্ত্বদ্বিবেচনম্ ।।
বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্ ।
জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়স্তথা ।
এম্বসাধারণা প্রোক্তা বুধৈরুদ্দীপনা অমী ।।
পাদাব্জতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদো মুরদ্বিষঃ ।
পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং স্বরাপগা ।।
বিষয়াদিক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা ।
ইত্যাদুদ্দীপনাঃ সাধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ ।।

চিদঘন কোন মুকুন্দনামা-বস্তুর সাক্ষাৎকরণশীল রতিই ইহার স্থায়ী ভাব। প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ, বিবিক্তস্থানে স্থিতি, অন্তর্বৃত্তিবিশেষের স্ফূর্তি, তত্ত্ববিচার, বিদ্যাশক্তির প্রভাব, বিশ্বরূপ দর্শন, তত্ত্ববিদ্ভক্তজনের সংসর্গ, ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্যাদিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ বিচার---এই সকল শান্তরসে উদ্দীপন বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। নাসিকাগ্র দর্শন, অবধূতচেষ্টা, গমন-সময়ে চারিহাত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী স্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন, ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিততা, ভক্তগণের সামান্য সম্মান, অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর, লিঙ্গ ও স্থূল শরীরদ্বয়ের অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমানন, নিরপেক্ষতা, নির্মলতা, নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহই শান্তরতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব

তত্র অনুভাবাঃ—

নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতম্ ।
যুগমাত্রেক্ষিতগতির্জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শনম্ ।।
হরের্দ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি ।
সিদ্ধাতায়াস্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা ।।
নৈরপেক্ষ্যং নির্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা ।
মৌনমিত্যাদয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণা ক্রিয়া ।।

সাত্ত্বিকাঃ—

রোমাঞ্চস্বেদকম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা ।

অথ সঞ্চারিণঃ—

সঞ্চারিণোঽত্র নির্বেদা ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ ।
বিষাদোৎসুকতাবেগবিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।।
অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রা চ সা দ্বিধা ।
তৎকারুণ্যশ্লথীভূতজ্ঞানসংস্কারসন্ততিঃ ।
এষ ভক্তিরসানন্দনিপুণঃ স্যাদযথা শুকঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পশ্চিম বিঃ ১ম লহরী)

শান্তভক্তের হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমানশূন্যতাবশতঃ ঐ সকল সাত্তিক ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না। শান্তরসে নির্বেদ, ধৈর্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারিভাবসকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রসমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ব্রজলীলারূপ চিদ্রসবর্ণণে শান্তরস রসমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য। জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেম রূপে পুষ্ট হয়। তখন প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয়।

চতুর্থ ধারা

প্রীতিভক্তিরসবিচার

দাস্যরস—প্রীতি-ভক্তি-রসকে অনেকে দাস্য-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার, সম্ভ্রমগত প্রীতিরস ও গৌরবগত প্রীতিরস (১)। সম্ভ্রমগত প্রীতরসকেই দাস্য বলা যায়। গৌরবগত প্রীতরসকে গৌরব-প্রীতি-ভক্তিরস বলা যায় দাস্য বলা যায় না। সম্ভ্রমশূন্য উপাসনা বা রসপদ্ধতি সাধারণের আলোচনীয় নহে। বহুভাগ্যক্রমে যে সকল জীবের কৃষ্ণরতি সম্ভ্রমশূন্যতা,

---

(১) আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্ ।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভকিত্রসো মতঃ ।।
অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা ।
ভিদ্যতে সংভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যাপি ।।
দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিঃ সম্ভ্রমোত্তরা ।

তত্র আলম্বনাঃ—

হরিশ্চ তস্য দাসশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ।
আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোকুলবাসিষু ।।
অন্যত্র দ্বিভুজঃ কাপি কুত্রাপ্যেষ চতুর্ভূজঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ ।।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবতারাবলীবীজঃ সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্বজ্ঞঃ সদৃঢ়ব্রতঃ ।।
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্বশুভঙ্করঃ ।
প্রতাপী ধার্মিকঃ শাস্ত্রশ্চক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ ।।

বিশ্রম্ভময়তা, অনুকম্পাত্মতা ও কেবল-কামাত্মতা লাভ করে. তাঁহাদের সম্বন্ধে তত্ত্ববিষয়ক অনেক শাস্ত্র আছে। বিশেষতঃ, তদবস্থ লোকেরা শাস্ত্রকে অপেক্ষা করেন না। তাঁহাদের স্বভাবই তাঁহাদের দিব্য শাস্ত্র। যদিও জাতরতি পুরুষমাত্রেই শাস্ত্রকে অপেক্ষা করেন না, তথাপি সাধারণ জনগণকে তাঁহাদের পথ দেখাইবার জন্য যে রসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়, তাহাতে সম্ভ্রমগত-রতি পর্য্যন্তই আলোচনীয়। তদগ্রে গমন করা আমাদের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যানুসারে উচিত বোধ হয় না। অতএব আমরা কেবল দাস্যরস ব্যতীত অধিক দূরে যাইব না।

দ্বিবিধ ভগবত্ত-স্বরূপ—প্রীত ভক্তিরসে নির্দিষ্ট-স্বরূপগত ভগবত্তত্ত্বের বিষয়তা স্বীকার করা যায়। ঐ স্বরূপগত ভগবত্তত্ত্ব (Personality of God) দুই প্রকার, ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময়। এই স্থলে এই পর্যন্ত বলা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ব্যতীত পরমাধুর্যস্বরূপটী বৈজ্ঞানিক-বিচারে অন্যস্বরূপে লক্ষিত হয় না।

ঐশ্বর্য—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য নিহিত আছে। কিন্তু মাধুর্যের প্রবলতাক্রমে ঐশ্বর্য লুক্কায়িতপ্রায় আছে, আবশ্যকমতে মাধুর্য স্বরূপের অবিরোধীরূপে সময়ে সময়ে কার্য করে।

মাধুর্য—এই তত্ত্ব বিশেষরূপে বিচার করিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীজীবগোস্বামীকৃত "ষট্সন্দর্ভ" ও অস্মৎকৃত "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" পাঠ করা আবশ্যক। ব্রজনাথের ভাব যেরূপ মাধুর্যময়, সেইরূপ আর কুত্রাপি নাই। অতএব শুদ্ধ দাস্যে ব্রজগতদাস্যই আমাদের বিচার্য বিষয়। পরমমাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের

বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞ কীর্তিসংশ্রয়ঃ ।
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ ।
যুতশ্চতুর্বিধেম্বেষ দাস্যেষ্বালম্বনো হরি ঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৩-৭, ১১-১৫)

দাস্য ভাব উদিত হইলেই, জীব আপনাকে কৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য বলিয়া অভিমান করেন। তাহাতে কৃষ্ণদাসাভিমানরূপ সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি লক্ষিত হয়। এবম্বিধ দাস্যরসের বিবৃতি যথা ঃ—

দাস্য রসের বিষয় ঃ—

১। বিষয়রূপ আবলম্বন— কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার এক এক লোমকূপে অবস্থিত, যিনি কৃপাসমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি-সম্পন্ন, সর্বপ্রকার সিদ্ধি যাহাকে সেবা করে, যিনি সমস্ত অবতারাবলীর বীজস্বরূপ, যিনি সর্বপ্রকার আত্মারামীগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন, যিনি সকল ঐশ্বরের ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যস্বরূপ, সর্বকর্মদক্ষ, সর্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, শুদ্ধ, ন্যায়শীল, ভক্তসুহৃৎ, বদান্য, সর্বতেজোময়, সর্ববলশালী, পরমকীর্তিমান, কৃতজ্ঞ ও প্রেমবশ্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরাৎপর বস্তু, তিনিই এই রসের বিষয়রূপ আলম্বন।

দাস্যরসের আশ্রয় ঃ—

২। আশ্রয়রূপ আলম্বন—(১) অধিকৃত, (২) আশ্রিত, (৩) পারিষদ ও (৪) অনুগ---এই চারিপ্রকার (১) দাসেরাই এই রসের আশ্রয়রূপ আলম্বন। ইঁহারা সকলেই রসোপযোগী জীব।

---

(১) চতুর্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারসদানুগাঃ।
ব্রহ্মশঙ্করশক্রদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ।।
তে শরণ্যাঃ জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাস্ত্রিধাশ্রিতাঃ।
শরণ্যাঃ কালিয়-জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ।।
যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ।
মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপাঃ।।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে।
উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।।

অধিকৃত দাস—(১) ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণকৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া 'অধিকৃত দাস' হইয়াছেন।

আশ্রিত দাস—(২) শরণ্য, জ্ঞানীচর ও সেবানিষ্ঠ—এই তিনপ্রকার আশ্রিত দাস। কালীয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপসকল ''শরণ্য আশ্রিত দাস''। শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া ''জ্ঞানীচর আশ্রিত দাস'' হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষবাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধি ভজনাসক্ত থাকায়, '' সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাসের'' মধ্যে গণ্য।

পারিষদ দাস—(৩) উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্রক প্রভৃতি ''পারিষদ দাস।''

নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্যদা যদুপত্তনে ।
কৌরবেযু তথা ভীষ্ম-পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ।।
এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ ।।
সর্বদা পরিচর্যাসু প্রভোরাসক্তচেতয়ঃ ।
পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা।।
সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্ভঃ সুতন্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।
এযাং পার্ষদবৎ প্রায়ো রূপালঙ্করণাদয়ঃ ।।
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরকন্দকঃ ।।
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা ।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ ।।
ধুর্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধা পারিষদাদিকঃ ।
এতেযু তস্য দাসেযু ত্রিবিধেষ্বাশ্রিতাদিযু ।।
নিত্যাসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।।
অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তিস্তস্যাঙ্ঘ্রিরজসাং তথা ।
ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্তসঙ্গতিঃ ।
ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেষ্বসাধারণা মতা ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩২)

অনুগ দাস—(৪) অনুগ দাস "পুরস্থ" ও "ব্রজস্থ" ভেদে দুইপ্রকার। ইঁহারা সর্বদা পরিচর্যা করিয়া থাকেন। সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ভ, সুতন্ব প্রভৃতি পুরস্থ দাস। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ, আসন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদাদি ব্রজস্থ অনুগদাস।

সমস্ত দাসগণ প্রশ্রিত, নির্দেশবর্তী, বিশ্বস্ত ও প্রভুতাজ্ঞানদ্বারা নম্রবুদ্ধি। ইঁহারা কেহ ধুর্যদাস, কেহ ধীরদাস, কেহ বীরদাস। পূর্বোক্ত চারিপ্রকার দাসের মধ্যে আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগগণ কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ সিদ্ধ ও কেহ সাধক।

দাস্যরসের উদ্দীপন—

৩। **উদ্দীপন** — (১) কৃষ্ণের মুরলীশব্দ, শৃঙ্গধ্বনি, সহস্যাবলোক, গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ, অঙ্গসৌরভ—ইহারা সাধারণ উদ্দীপন। কৃষ্ণানুগ্রহ, চরণতুলসী, প্রসাদান্ন, চরণামৃত—কৃষ্ণভক্তগণের বিশেষ উদ্দীপন।

অনুভাব—দাস্যরসের বিভাব বর্ণিত হইল। এই রসের অনুভাব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ রসে যে তেরটী অনুভাব লিখিত হইয়াছে,

---

(১) উদ্দীপনাঃ—

মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্বাবলোকনম্ ।
গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্মপদাঙ্কনবনীরদাঃ ।।
তদঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু সর্বৈঃ সাধারণা মতাঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৫৯)

(২) অনুভাবাঃ—

সর্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ ।
ঈর্ষালবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎপ্রণতে জনে ।।
তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেষ্বসাধারণাঃ ক্রিয়া ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৬১)

তদ্ব্যতীত দাসভক্তের নিম্নলিখিত কয়েকটী অনুভাব (২) লক্ষিত হয়; যথা ঃ-১। সর্বতোভাবে আজ্ঞাপালন। ২। ভগবৎপরিচর্যায় ঈর্ষাশূন্যতা। ৩। কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা। ৪। প্রীতিমাত্রনিষ্ঠা।
দাস্যরসে স্তম্ভাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক (১) বিকারই লক্ষিত হয়।

এই রসে হর্ষ, গর্ব, স্মৃতি, নির্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি এবং মৃতি—এই কয়েকটী ব্যভিচারী ভাব (২) কার্য করে।

এই রসে প্রভুতাজ্ঞাননিমিত্ত সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্তমধ্যে আদর; ইহারা প্রেমের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী (৩) ভাবরূপে কার্য করে। আশ্রিতদিগের পক্ষে পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে রতি উৎপন্ন হয়। পারিষদ ও অনুগদিগের পক্ষে সংস্কারই রতির উত্তেজক। এই দাস্যপ্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্যন্ত লক্ষিত হয়। সকল রস উত্তরোত্তর উচচ, উৎকৃষ্ট ও

---

(১) স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ সর্বে প্রীতাদিত্রিতয়ে মতাঃ।

(২) উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাস্য সুহৃদাদয়ঃ।
বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে ।।
হর্ষো গর্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্বেদোহথ বিষণ্ণতা।
দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে।
বিতর্কাবেগহ্রীজাড্যমোহোন্মাদাবহিত্থিকাঃ।
বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধির্মৃতিশ্চ ব্যভিচারিণঃ ।।
ইতরেষাং মদাদীনাং নাতিপোষকতা ভবেৎ।
যোগে ত্রয়ঃ সুর্ধৃত্যন্তা অযোগে তু ক্লমাদয়ঃ।
উভয়ত্র পরে শেষা নির্বেদোদ্যাঃ সতাং মতাঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৬৩, ৬৯-৭১)

স্থায়ী ঃ—

সম্ভ্রমঃ প্রভুতাজ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ।
অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে ।।
এষা রসেহত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ।
আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি ।।

চমৎকার। সাধকের যদি লোভ হয়, তবে সেই সকল রসে অধিকার জন্মে।

রাগাত্মিকা ভক্তি—সাধনসময়ে যাঁহার যে রসে লোভ হয়, সিদ্ধিকালে তাঁহার সেই রসে নিত্য স্থিতি লাভ হয়। রসগত ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। সাধনাঙ্গে যে রাগানুগা ভক্তির পরিচয় আছে, সেই রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুকরণ।

রাগানুগ-সাধক—রাগানুগ ভক্ত রসস্থ সিদ্ধভক্তজনের চরিত্র ও ব্যবহার অনুকরণ করিবেন। যে রস ভক্তের জীবন, এবং তাঁহার উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাঁহার অনুকরণীয়। সিদ্ধসময়ে সেইরূপ জীবন-লাভ করিবেন।

গৌরব-প্রীতি—সম্ভ্রমপ্রীতি এই পর্যন্ত। দেহসম্বন্ধীয় মানদ্বারা গুরুবুদ্ধি তাহারই নাম গৌরব। তন্ময়ী লাল্যপ্রীতিকে গৌরবপ্রীতি বলে। তাহা রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে। আমি সে বিষয়ে অধিক বলিলাম না।

অত্র পারিষদাদেস্তু হেতুঃ সংস্কার এব হি।
সংস্কারোদ্বোধকাস্তস্য দর্শনশ্রবণাদয়ঃ ।।
এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ প্রাপ্নবত্যুত্তরোত্তরাম্।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৭৬-৭৮)

অথ প্রেমা ঃ—

হ্রাসশঙ্কাচ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমেয়মুচ্যতে।
তস্যানুভাবাঃ কথিতাস্ত্রত্র ব্যসনিতাদয়ঃ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৮১)

অথরাগ ঃ—

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্।
তৎসম্বন্ধলবেহপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়েরপি ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/২/৮৭)

(গৌরব-প্রীতিলক্ষণানি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগ দ্বিতীয়লহর্যাং দ্রষ্টব্যানি)

পঞ্চম-ধারা

প্রেমভক্তিরস-সখ্যরস

দ্বিবিধ কৃষ্ণসখা—আস্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা চিত্তে নীত হইয়া সাধুদিগের সম্মত স্থায়ীভাব যেই রসের পুষ্টি করায় তাহা সৌখ্য-নামে কীর্তিত হয় (১) শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বয়স্যগণ এই রসের আলম্বন; দ্বিভূজ ভগবান্ই

---

(১) স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাস্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্যতে ।।

তত্রালম্বনাঃ –

হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ ।

তত্র হরি ঃ—

দ্বিভূজত্বাদিভাগত্র প্রাক্‌বদালম্বনো হরিঃ ।
সুবেশঃ সর্বসল্লক্ষণলক্ষিতো বলিনাম্বরঃ ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিদ্বাবদুকঃ সুপণ্ডিতঃ।।
বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ ।
বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্ ।।
সুখী বরীয়ানিত্যাদ্যা গুণাস্তস্যেন কীর্তিতাঃ ।।

তদ্বয়স্যা ঃ—

রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ ।
বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্তিতাঃ ।
তে পুরব্রজসম্বন্ধাদ্‌দ্বিবিধাঃ প্রায় ঈরিতাঃ ।
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।।
শ্রীদামভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরনংশ্রয়াঃ ।
শ্রেষ্ঠঃ পুরুবয়স্যেষু ভগবান্ বানরধ্বজঃ ।।
ক্ষণাদদর্শনাদ্দীনাঃ সদা সহবিহারিণঃ ।
তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ ।
অতঃ সর্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী।।

বিষয়রূপ আলম্বন। সুবেশ, সমুদায় সল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাবিৎ, বাবদূক, সুপণ্ডিত, অতিশয় প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট,

---

বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ ।।
সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্ধনগোভটাঃ ।
যক্ষেন্দ্রভটভদ্রাঙ্গবীরভদ্রমহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্তিতাঃ ।।
কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা
বিশালবৃষভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরথপাঃ ।।
মরন্দকুসুমাপীড়মণিবন্ধকরন্ধমাঃ ।
ইত্যাদয়ঃ সখ্যায়োঽস্য সেবাসৌখ্যেকরাগিণঃ ।।
সর্বেষু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রস্থোঽয়মীরিতঃ ।
বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ ।।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ ।
কিঙ্কিণীস্তোককৃষ্ণাংশুভদ্রসেনবিলাসিনঃ ।।
পুণ্ডরীকবিটঙ্কাখ্যকলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী ।
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা।।
নিযুদ্ধদন্দ্বযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবম্ ।।
প্রিয়নর্মবয়স্যাস্তু পূর্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ ।।
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ ।।
সুবলার্জুনগন্ধর্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ।
প্রিয়নর্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।।
উজ্জ্বলোঽয়ং বিশেষেণ সদানর্মোক্তিলালসঃ ।
নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরাঃ সাধকাশ্চেতি তে ত্রিধা।।
কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে ।
তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ ।
কেচিদার্জবসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্ ।।
বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মাপয়ন্ত্যলম্ ।
কেচিৎ প্রগল্‌ভাঃকূর্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমম্ ।।

বীরশেখর, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবিশিষ্ট, লোকানুগনিলয়, সমৃদ্ধিমান্, সুখী, বরীয়ান্ ইত্যাদি হরিগুণসকল লক্ষিত হয়। তদীয় বয়স্যগণ রূপবেশগুণাদিতে সকলেই কৃষ্ণের সমান সম্যক্ স্বতন্ত্র, বিশ্রম্ভলক্ষণলক্ষিত। পুরবাসী সখা ব্রজবাসী সখা---এই দুইপ্রকার কৃষ্ণসখা। অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, সুদাম ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পুরসম্বন্ধীয় সখা। তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন। ক্ষণকাল দর্শন না পাইলে যাঁহারা দুঃখিত হন, সর্বদা কৃষ্ণসঙ্গে বিহার করেন, কৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন, এরূপ বয়স্যগণ কৃষ্ণের ব্রজবাসী সখা। সুতরাং কৃষ্ণের সকল বয়স্য অপেক্ষা ব্রজবাসী সখাগণকে প্রধান জানিয়া থাকি।

সুহৃদ্—সুহৃদ্, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্মসখা---এই চতুর্বিধ সখা ব্রজে নিত্য কৃষ্ণসেবা করেন। সুহৃদ্গণের সখ্য বাৎসল্যমিশ্র। তাঁহারা কৃষ্ণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োঽধিক, অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দুষ্টগণ হইতে সর্বদা কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার যত্ন করেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, মহাগুণ, বীরভদ্র, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের সুহৃদ্ বলিয়া কীর্তিত।

সখা—কনিষ্ঠতুল্য, দাস্যমিশ্র সখ্যযুক্ত, কৃষ্ণসখাগণের নাম---বিশাল, বৃষ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্দম—ইঁহারা কৃষ্ণসেবা-সৌখের অনুরাগী।

প্রিয়সখা—এই সখাদের মধ্যে দেবপ্রস্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক—ইত্যাদি প্রিয়সখামধ্যে গণিত। তাঁহারা বিবিধ কেলিদ্বারা,

---

সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তাঃ পরে ।
এবং বিবিধয়া সর্বে প্রকৃত্যা মধুরা অমী ।।
পবিত্রমৈত্রীবৈচিত্রী-চারুতামুপচিন্বতে ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩)

নিযুক্ত-দন্দযুদ্ধাদিদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। প্রিয়নর্ম বয়স্যগণ পূর্ব পূর্ব কথিত বয়স্য হইতে শ্রেষ্ঠ।

প্রিয়নর্মসখা—আত্যন্তিক রহস্যযুক্ত ভাববিশেষদ্বারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা। সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল ইত্যাদি তাঁহাদের নাম। প্রিয়নর্মসখাদিগের মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই অধিক প্রবল। উজ্জ্বলই বিশেষরূপে পরিহাসচতুর। উক্ত সখাসকল নিত্যপ্রিয়, সুরচর ও সাধক ভেদে তিনপ্রকার। কেহ কেহ তন্মধ্যে স্বভাবতঃ মন্ত্রিরূপে কৃষ্ণোপসাক। কেহ কেহ চপলস্বভাব, পরিহাসপরায়ণ এবং কেহ কেহ ঋজু ব্যবহারদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। কেহ কেহ প্রতিকূল বক্রভাবে কৃষ্ণকে বিস্মিত করেন। কোন কোন প্রগল্‌ভ বালক কৃষ্ণের সহিত বাদবিবাদ করেন। কেহ কেহ সুশীল সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। সকল সখাই স্বভাবতঃ মধুর, পবিত্রবন্ধুতাক্রমে নানাকার্যের বিচিত্রতা সম্পাদন করেন।

এই সখ্যরসের উদ্দীপন (১) যথা,—

সখ্যরসের উদ্দীপন—বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ নর্ম, বিক্রম প্রভৃতি গুণ, প্রিয়জন, রাজা, দেবতা অবতারাদির চেষ্টার অনুকরণ ইত্যাদি এই রসের উদ্দীপক। সখ্যরসে কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর-বয়সের নিত্যতা, গোষ্ঠে কৌমার ও পৌগণ্ড এবং কৈশোর পুর ও গোষ্ঠে লক্ষিত হয়। বৎসল-রসের উপযুক্ত কৌমার। আদ্য, মধ্য ও শেষ-ভেদে পৌগণ্ড তিনপ্রকার। মধ্য পৌগণ্ডে ক্রীড়াপর হরি বিরাজ করেন। কৈশোরের অগ্রাংশে মাধুর্যের অদ্ভুত রূপতা দেদীপ্যমান হয়।

---

(১) অথ উদ্দীপনা ঃ—

উদ্দীপনা বয়োরূপশৃঙ্গবেণুধরা হরেঃ।
বিনোদনর্মবিক্রান্তিগুণাঃ প্রেষ্ঠজনাস্তথা ।।
রাজদেবাবতারাদিচেষ্টানুকরণাদয় ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/৫৭)

এই রসের অনুভাব বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যূত, বাহ্যবাহক খেলা, পরস্পর যষ্টিক্রীড়া, যুদ্ধের দ্বারা কৃষ্ণতোষণ, পর্যঙ্ক, আসন, দোলায় একত্র শয়ন, উপবেশন, পরিহাস ও জলাশয়বিহার ইত্যাদি এবং কৃষ্ণের সহিত

---

(১) বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরঞ্চেহ সম্মতম্ ।
গোষ্ঠে কৌমারপৌগণ্ডে কৈশোরং পুরগোষ্ঠয়োঃ ।।
পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/৫৮-৭১)

অথানুভাবাঃ---

নিযুদ্ধকন্দুকদ্যুতবাহ্যবাহাদিকেলিভিঃ ।
লগুড়ালগুড়িক্রীড়াসঙ্গরৈশ্চাস্য তোষণম্ ।।
পর্যঙ্কাসনদোলাসু সহ স্বাপোপবেশনম্ ।
চারুচিত্রপরীহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে ।।
যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ সর্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ।।
যুক্তাযুক্তাদিকথনং হিতকৃত্যে প্রবর্তনম্ ।
প্রায়ঃ পুরঃসরত্বাদ্যাঃ সুহৃদামীরিতাঃ ক্রিয়াঃ ।।
তাম্বুলাদ্যর্পণংবক্ত্রে তিলকস্থাপকক্রিয়া ।
পত্রাঙ্কুরবিলেখাদি সখীনাং কর্ম কীর্তিতম্ ।
নির্জিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্রে ধৃত্বাস্য কর্ষণম্ ।
পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্বপ্রসাধনম্ ।
হস্তাহস্তিপ্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ ।।
দৌত্যং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা ।
তাভিঃ কেলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যুঃ পক্ষপরিগ্রহঃ ।
অসাক্ষাৎ স্বস্বযুথেশাপক্ষস্থাপনচাতুরী ।
কর্ণাকর্ণিকথাদ্যশ্চ প্রিয়নর্মসখক্রিয়াঃ ।।
বন্যরত্নাদ্যলঙ্কারৈর্মাধবস্য প্রসাধনম্ ।
পুরস্তৌর্যত্রিকং তস্য গবাং সম্ভালনক্রিয়াঃ ।
অঙ্গসম্বাহনং মাল্যগুম্ফনং বীজনাদয়ঃ ।
এতাঃ সাধারণা দাসৈর্বয়স্যানাং ক্রিয়া মতাঃ ।।

(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/৮৬-৯৬)

মিলিতভাবে নৃত্যগীতাদি-ক্রিয়া সাধারণ কার্য। কর্তব্যাকর্তব্য উপদেশ, হিতাহিতকার্যপ্রবর্তন, সকল কার্যেই অগ্রসর হওয়া সকল সুহৃদ্‌গণের কার্য। কৃষ্ণমুখে তাম্বুলার্পণ, তিলক-নির্মাণ, চন্দনলেপন, মখমণ্ডলকে চিত্র বিচিত্রকরণ—সকল সখার কর্ম। প্রিয় সখাগণ কৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তদীয় বস্ত্রধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ, হস্ত হইতে পুষ্প কাড়িয়া লওন, কৃষ্ণকর্তৃক অলঙ্কৃত হওয়া, হস্তাহস্তি প্রসঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করেন। ব্রজকিশোরীগণের দৌত্য, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রতি অনুমোদন, কিশোরীদিগের কৃষ্ণের কলহে কৃষ্ণের পক্ষ-সমর্থন। অসাক্ষাতে কিশোরীগণের অনুপস্থিতসময়ে যুথেশ্বরীর পক্ষসমর্থনবিষয়ে চতুরতা, কর্ণাকর্ণিবাক্যকথন- -এই সকল প্রিয়নর্ম সখাদিগের কার্য। বন্যপুষ্পাদি ওরত্নালঙ্কারদ্বারা কৃষ্ণকে মণ্ডিতকরণ, তাঁহার অগ্রে নৃত্য, গীত, গো-শুশ্রুষাদি ক্রিয়া, অঙ্গমর্দন, মালাগাঁথা ও বীজন ইত্যাদি দাসদিগের সহিত বয়স্যগণের সাধারণ কার্য।

এই রসের ব্যভিচারী ভাব ঔগ্র্য, ত্রাস, আলস্য ছাড়া আর সকল সঞ্চারিভাব এবং অযোগে মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা, ধৃতি ব্যতীত আর সব ব্যভিচারিভাব এবং যোগে মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দীনতা ইত্যাদি ভাব ব্যতীত অন্য সকল ভাব প্রকাশ পায়।

বিশ্রম্ভ—এই রসে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাসময়ী রতিই স্থায়ী ভাব। যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায়। তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস (১) বলা হইয়াছে।

প্রণয়ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে।

ঔগ্র্যাং ত্রাসং তথালস্যং বর্জয়িত্বাখিলাঃ পরে।
রসে প্রেয়সি ভাবজ্ঞৈঃ কথিতা ব্যাভিচারিণঃ।
তত্রাযোগে মদং হর্ষং গর্বং নিদ্রাং ধৃতিং বিনা।।
যোগে মৃতিং ক্লমং ব্যাধিং বিনাপস্মৃতিদীনতে।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/১০২-১০৩)

সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রমগন্ধে স্পৃষ্ট না হয়, তখন তাহাকে প্রণয় বলা যায় (২)।

প্রকট লীলার অনুসারে এই রসে বিরহ বর্ণিত হয়; কিন্তু বস্তুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই (৩)।

কৃষ্ণ কৃষ্ণসখায় একজাতীয় ভাব মাধুর্যশালী প্রিয়তম, এই রসে কোন এক অনির্বচনীয় চিত্তচমৎকৃতি সম্পাদন করে। প্রীত ও বৎসলরসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত উভয়ের পরস্পর ভিন্নজাতীয় ভাব আছে। সকল রসের মধ্যে প্রেয়ো-রসই প্রিয়তর হয়, সখ্যরসবিশিষ্ট সাধুগণই ইহা অনুভব করেন (৪)।

---

(১) প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্।
তদগন্ধেনাপাসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/১০৮)

(২) বিমুক্তসম্ভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মা রতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্।।
বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্ঝিতঃ ।
এষা সখ্যরতির্বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী প্রণয়ঃ ক্রমাৎ।
প্রেমা স্নেহস্তথা রাগ ইতি পঞ্চবিধোদিতা ।। (ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/১০৫-১০৬)

(৩) প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্টলীলানুসারতঃ ।
কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাম্ ।। (ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/১২৮)

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তর্গতঃ স সরামো বালকৈর্বৃতঃ ।। (স্কান্দে)

(৪) দ্বয়োরপ্যেকজাতীয়ভাবমাধুর্যভাগসৌ।
প্রেয়ান্ কামপি পুষ্ণাতি রসশ্চিত্তচমৎকৃতিম্ ।।
প্রীতি চ বৎসলে চাপি কৃষ্ণস্তদ্ভক্তয়োঃ পুনঃ ।
দ্বয়োরন্যোন্যভাবস্য ভিন্নজাতীয়তা ভবেৎ।।
প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্বরসেষয়ম্ ।
সখ্যসংপৃক্তহৃদয়ৈ সদ্ভিরেবানুবুধ্যতে ।। (ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/১৩৪-১৩৬)

ষষ্ঠ-ধারা

বৎসল ভক্তিরস

বৎসলরস—বিভাবাদিদ্বারা বাৎসল্য পুষ্ট হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে স্থায়িবৎসল-ভক্তিরস বলিয়া নামকরণ করেন। কৃষ্ণ ও তদীয় গুরুবর্গ এই রসের আলম্বন (১)।

বিভাব—শ্যামাঙ্গ, সুন্দর, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, লজ্জাশীল, বিনয়ী, মান্যমানকৃৎ ও দাতা ইত্যাদি গুণান্বিত কৃষ্ণ এই রসের বিভাব। কৃষ্ণ পুত্রাদিভাবে প্রভাব-শূন্যতা ও অনুগ্রাহ্য ভাব ধারণপূর্বক বিভাবতা লাভ করেন।

---

(১) বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ ।
এব বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ।।

তত্রালম্বনাঃ ---

কৃষ্ণং তস্য গুরুশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ।
শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্বসল্লক্ষণযুতো মৃদুঃ।।
প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ।
দাতেত্যাদিগুণ কৃষ্ণো বিভাবো ইতি কথ্যতে ।।
এবং গুণস্য চাস্যানুগ্রাহ্যত্বাদেব কীর্তিতা ।
প্রভাবনাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবতা।।
অধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাকারিতয়াপি চ।
লালকত্বাদিনাপ্যত্র বিভাবা গুরবো মতাঃ।।
তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ ।।

গুরুগণ লালক, কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক, তাঁহার শিক্ষাকারী এই সকল ভাবে আলম্বনস্বরূপ হন। ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, ব্রহ্মা যে পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ তথা কুন্তী, বাসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ---ইঁহারাই কৃষ্ণের গুরুবর্গ। ইঁহারা পূর্ব-পূর্বক্রমে শ্রেষ্ঠ। ব্রজেশ্বরী ও নন্দ মহারাজ সর্বপ্রধান।

দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ ।
সান্দীপনিমুখ্যশ্চান্যে যথাপূর্বমমী বরাঃ ।।
ব্রজেশ্বরী-ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেম্বিমৌ ।
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৌমারং ত্রিবিধং মতম্ ।।
ঘ্রাণস্য শিখরে মুক্তা নবনীতং করাম্বুজে।
কিঙ্কিণ্যাদি চ কট্যাদৌ প্রসাধনমিহোদিতম্ ।।
অত্র কিঞ্চিৎকৃশং মধ্যমীষৎ প্রথিমভাগুরঃ ।
শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ্যং কৌমারে চরমে সতি।।
বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যার্ণ বয়স্যৈঃ সহ খেলনম্ ।
পাবশৃঙ্গদলাদীনাং বাদনাদ্যত্র চেষ্টিতম্ ।।
অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জনম্ ।
আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্ ।।
হিতোপদেশদানাদ্যাঃ বৎসলে পরিকীর্তিতাঃ ।
চুম্বাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্বকম্ ।।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ।
নবাত্র সাত্ত্বিকাঃ স্তন্যস্রাবঃ স্তম্ভাদয়শ্চ তে।।
অত্রাপস্মারসহিতাঃ প্রীতোক্তা ব্যভিচারিণঃ ।
সম্ভ্রমাদিচ্যুতা যা স্যাদনুকম্পোঽনুকম্পিতুঃ ।।
রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়িভাবো নিগদ্যতে।
যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ ।।
প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ।
বহূনামপি সম্ভাবে বিয়োগেঽত্র তু কেচন।।
চিন্তাবিষাদনির্বেদজাড্যদৈন্যানি চাপলম্ ।
উন্মাদমোহাবিত্যাদ্যা অত্রদ্রেকং ব্রজন্ত্যমী।।
স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ ।

কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, মধুর বাক্য, মন্দহাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি বাৎসল্যরসের উদ্দীপন বলিয়া থাকেন। আদ্য, মধ্য ও শেষ---এই কৌমার বয়সের তিনপ্রকার ভেদ। নাসাগ্রে মুক্তা, হস্তকমলে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ঘুণ্টিকা। শেষ কৌমারে মধ্যদেশ ঈষৎ ক্ষীণ, বক্ষের কিছু বিশালতা এবং মস্তক কাকপক্ষযুক্ত হয়। ব্রজের নিকট বনে বৎসাচরণ, সখাগণের সহিত ক্রীড়া, ক্ষুদ্র বেণু, শৃঙ্গ ও পত্রাদির বাদ্য এই সমস্ত শেষ কৌমারের চেষ্টিত।

অনুভাব—শিরোঘ্রাণ, হস্তের দ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, নির্দেশ, লালন, প্রতিপালন, হিতোপদেশ, দানাদি বৎসলরসের অনুভাব। চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্বক আহ্বান এবং মিত্রের সহিত তিরস্কার বৎসল-রসে এই সকল সাধারণ কার্য

স্তম্ভাদি আটটী এবং স্তন্যস্রাব এই নয়টী বৎসল-রসের সাত্ত্বিক বিকার।

স্থায়ী বৎসলতাস্যেহ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ।।
অপ্রতীতৌ হরিরতেঃ প্রীতস্য স্যাদপুষ্টতা।
প্রেরসস্তু তিরোভাবো বৎসলস্যাস্য ন ক্ষতিঃ ।।
এষা রসত্রয়ী প্রোক্তা প্রীতাদিঃ পরমাদ্ভুতা।
প্রেয়সস্তু তিরোভাবো বৎসলস্যাস্য ন ক্ষতিঃ ।।
এষা রসত্রয়ী প্রোক্তা প্রীতাদিঃ পরমাদ্ভুতা।
তত্র কেষুচিদপাস্যাঃ সঙ্কুলত্বমুদীর্ষতে।।
সঙ্কষণস্য সখ্যন্তু প্রীতির্বাৎসল্যসঙ্গতম্।
যুধিষ্ঠিরস্য বাৎসল্যং প্রীত্যা সখ্যেন চান্বিতম্।।
আহুকপ্রভৃতীনান্তু প্রীতির্বাৎসল্যনিশ্রিতা।
জরদাভীরিকাদীনাং বাৎসল্যং সখ্যমিশ্রিতম্ ।।
মাদ্রেয়নারদাদীনাং সখ্যং প্রীত্যা করান্বিতম্ ।
রুদ্রতার্ক্ষ্যোদ্ধবাদীনাং প্রীতিঃ সখ্যেন মিশ্রিতা।।
অনিরুদ্ধাদিনপ্তৃনামেবং কেচিদ্বভাষিরে।
এবং কেষুচিদন্যেযু বিজ্ঞেয়ং ভাবমিশ্রণম্ ।।
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৫)

প্রীতিরসোক্ত সমুদয় ও অপস্মার এই রসের ব্যভিচারী ভাব।

স্থায়ীভাব—অনুকম্পার পাত্রের প্রতি অনুকম্পাকারীর সম্ভ্রমরাহিত্যই---বাৎসল্য। বাৎসল্যই এই রসের স্থায়ী ভাব। যশোদাদির বাৎসল্যরতি স্বভাবতঃ পৌঢ়। উহা কখন প্রেমতুল্য, কখন স্নেহময়ী, কখন বা রাগের ন্যায় প্রকাশ পায়।

বিয়োগকালে বহু বহু ব্যভিচারী ভাবের সম্ভাবনা থাকিলেও এস্থলে কেবল চিন্তা, বিষাদ, নির্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা, উন্মাদ ও মোহ উদ্দৃক্ত হয়।

পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইয়া বৎসলকে প্রধান রস বলিয়া বর্ণন করেন। এই রসে বৎসলতা---স্থায়ী এবং পুত্রাদি---আলম্বন।

বৎসলরসের উৎকর্ষ—কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতরসের পুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্যরতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটীই বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ। এই তিনটী রস পরমাদ্ভূত বটে, তথাপি কোন কোন স্থলে রস সঙ্কুলত্ব লক্ষিত হয়। বলদেবের সখ্যপ্রীতিও বাৎসল্যরস সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্যদাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য বাৎসল্যমিশ্র ভাব। বৃদ্ধ আভীরদিগের বাৎসল্য সখ্যমিশ্রিত। নকুল সহদেব ও নারদাদির---দাস্যমিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য---সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রিতা লক্ষিত হয়। তত্তদ্রসাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রীত, প্রেয় ও বৎসল রস সর্বোত্তম হইলেও মুখ্য রস যে মধুর রস, তাহার সহায়রূপে ঐ তিন রস কার্য করে, ইহা পরে স্পষ্ট হইবে।

সপ্তম-ধারা

মধুর ভক্তিরস

মধুর রস—অধিকারী জীবের উপকারের জন্য আমরা এখন মধুর রসের তাত্ত্বিক মহিমা বর্ণন করিব। অস্মৎকৃত জৈবধর্মে একত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই রসসম্বন্ধে বিজয় ও শ্রীমদ্গোপালগুরু গোস্বামীর যে কথোপথন বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। সমাহিতভাবে পাঠক মহাত্মাগণ ইহা বিচার করিয়া এই রসে প্রবৃত্ত হউন। বিজয়কুমার কহিতেছেন,—

"প্রভো! মধুর-রসকে মুখ্য রসের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। কেনই না বলা হইবে? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর রসে নিত্য আছে এবং সেই সেই রসে আর যে কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে, তাহাও মধুর রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন যে মধুর রস সর্বোপরি, ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুর রস নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতানিবন্ধন তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর রস যখন জড়ধর্মের শৃঙ্গার-রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য হয় না। এবম্ভূত অপূর্ব রস কিরূপে অত্যন্ত হেয় স্ত্রীপুরুষগত রসের সদৃশ হইয়াছে?"

গুরুগোস্বামী কহিলেন, "বাবা বিজয়, জড়ের যত বিচিত্রতা, সে সমুদয়ই যে চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন, তুমি তাহা ভালরূপে জান" (১)।

জড় ও চিৎ প্রতিফলন—জড়জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। গূঢ় তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্যয়ধর্মপ্রাপ্ত। আদর্শে যাহা সর্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা সর্বোচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিপর্যয়ভাব বিচার করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। পরমবস্তু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। এই পরিণাম তত্ত্বমতে শুদ্ধ, সুতরাং পরম বস্তুর ধর্মগুলি জড়ে বিপর্যস্তভাবে লক্ষিত হয়। পরমবস্তুগত পরম উপাদেয় রস সেইরূপে জড়ের হেয়রসস্বরূপে বিপর্যস্ত ধর্মপ্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অদ্ভুত বিচিত্রাগত সুখ আছে, তাহাই পরম বস্তুর রস।

রস বিচিত্রতা— সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়বদ্ধজীব চিন্তাক্রমে

---

(১) শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়ং পাপ চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোক-মভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি। (ছান্দোগ্য ৮ম প্রপাঠকে)

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাবজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যাদদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ। যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেযোহন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি, ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ এষ আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকোমহঽবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি, যথাহনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি, যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমোবোপজীবন্তি। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কাময়তে, সোহস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ য এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতভয়তমেদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। (ছান্দোগ্যে, ৮ম প্রপাঠকে)

একটি ঔপাধিকত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্বিশেষ ধর্মকেই পরম বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম মনে করতঃ নিরুপাধিক সত্তা ও সত্তাধর্মকে জানিতে পারে না। যাহারা জড়যুক্তিকে আশ্রয় করে, তাহাদের এরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরম বস্তুই রসরূপ তত্ত্ব। তাহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র প্রকার প্রতিফলিত হওয়ায় জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় রসের অনুভব হয়। চিদ্বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে, তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্তধর্মগত শান্তরসরূপ হরধাম বা নির্গুণ ব্রহ্মালোক। তাহার উপরে দাস্যরস বা বৈকুণ্ঠতত্ত্ব। তাহার উপর সখ্যরস বা গোলোকস্থ সখ্যরস। তাহার উপর বাৎসল্য পিত্রালয়রূপ নন্দ-যশোদার রস। সর্বোপরি মধুররস গোপগোপীর স্থান।

কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা—জীব ভোগ্য—"জড়ে দেখ, মধুররস বিপর্যস্ত হইয়া সকলের নীচে। তাহার উপর বাৎসল্য রস, তাহার উপর সখ্যরস, তাহার উপর দাস্যরস, এবং সর্বোপরি শান্তরস। জড়ধর্মের স্বভাব আশ্রয় করিয়া যাহারা ভাবনা করে, তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর রসকে হেয়, লজ্জাকর ও হীন মনে করে। চিজ্জগতে ঐ রস শুদ্ধ, নির্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধশক্তিপরিণত পুরুষপ্রকৃতিগণের সম্মেলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড়জগতে যে জড়প্রত্যায়িত ব্যবহার, তাহাই সমাজের লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্তাগণ ঐ রসের প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্মবিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ববিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নয়। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সুতরাং জীবের নিত্যধর্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? দেখ, আদর্শ প্রতিফলনবিচারে, জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারে এবং নির্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি একটী অত্যন্ত হেয় এবং অপরটী নিতান্তই উপাদেয়।"

বিজয় কহিলেন,---"প্রভো! কৃতার্থ করিলেন। আপনার মধুমাখা সিদ্ধান্ত আমার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়া সংশয় বিনাশ করিল। আমি চিজ্জগতের মধুর রসের স্থিতি বুঝিতে পারিলাম। আহা! মধুর রস! শব্দটি যেরূপ মধুর, ইহার অপ্রাকৃত ভাবও তদ্রূপ পরমানন্দজনক! দুর্ভাগা আর কে আছে? প্রভো! আমি নিগূঢ় মধুর রসের সংস্থাপন বুঝিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। কৃপা করুন।"

শ্রদ্ধার সহিত ব্রজলীলা আলোচনীয়— হে ভক্ত পাঠকমহাশয়! আপনি তত্ত্ববিৎ বিজয়কুমারের ন্যায় অপ্রাকৃত সৌন্দর্য বুঝিয়া ইহাতে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা করুন। সেই শ্রদ্ধার সহিত ব্রজলীলা যত আলোচনা করিবেন, ততই আপনার স্বীয় অপ্রাকৃত ভাব স্পষ্ট উদিত হইবে।

আলম্বন— গোস্বামী বিজয়কে কহিলেন---"বাবা! শুন বলি! কৃষ্ণই মধুর রসের বিষয়রূপ আলম্বন এবং কৃষ্ণবল্লভাগণ আশ্রয়রূপ আলম্বন (১)। নবজলধরবর্ণ, সুরম্য, মধুর, সর্বসল্লক্ষণযুক্ত, বলিষ্ঠ, নবযৌবন, সুবক্তা, প্রিয়ভাষী, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, ধীর, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গম্ভীর, শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান্, রমণীজনমনোহর, নিত্যনূতন, অতুল্যকেলিসৌন্দর্যশালী প্রিয়তম, বংশীবাদনশীল কৃষ্ণ। তাঁহার পদদ্যুতি সন্দর্শনে নিখিল কন্দর্পগরিমা দূর হয়। তাঁহার কটাক্ষ সকলের চিত্ত বিমোহিত করে। তিনিই যুবতীগণের ভাগ্যফলরূপ দিব্যলীলানিধি। অপ্রাকৃত রূপগুণবিশিষ্ট কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক। ভক্তি পূত চিত্তে অহরহঃ কৃষ্ণস্ফূর্তি লাভ হয়। বল দেখি, শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্বে পরস্পর ভেদ কি?"

শুদ্ধজীব শুদ্ধসত্ত্ব—বিজয় প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন,---"যাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়, তাহাই সত্তা। স্থিতিসত্তা, রূপসত্তা, গুণসত্তা ও ক্রিয়াসত্তা বিশিষ্ট বস্তুকে সত্ত্ব বলে। যে সত্ত্ব অনাদি, অনন্ত, নিত্য নূতনরূপে বর্তমান, ভূতভবিষ্যৎরূপ খণ্ডকালের অধীন নন এবং চমৎকারিতায় পরিপূর্ণ, তাহাই

---

(১) অস্মিন্নালম্বনাঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্তস্য চ বল্লভাঃ। (উঃ নীঃ ১/৪)

শুদ্ধসত্ত্ব। তাহা শুদ্ধ চিৎ-শক্তিপ্রকটিত। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়ায় কালের ভূত ভবিষ্যৎ বিকার আছে। সেই মায়াধীন সত্ত্বসমূহ আদিবিশিষ্ট; সুতরাং মায়ার রজস্তমোধর্মাশ্লিষ্ট—অন্তবিশিষ্ট। এইরূপ সত্ত্বকে মিশ্রসত্ত্ব বলি। শুদ্ধজীব শুদ্ধসত্ত্ব (১)। তাঁহার স্বীয় রূপ, গুণ, ক্রিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময়। মায়াবদ্ধজীব রজস্তমোমিশ্রিত।"

গোস্বামী বলিলেন—"বাবা! অতি সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত বলিলে। এখন বল দেখি, জীবের হৃদয় কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা উজ্জ্বলিত হয়?"

হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় শুদ্ধসত্ত্বের উদয়—বিজয় বলিলেন,—"প্রভো! জড়জগতে বদ্ধ থাকা পর্যন্ত জীবের শুদ্ধসত্ত্ব পরিষ্কাররূপে উদিত হয় না। যে পরিমাণে উদয় হয়, সেই পরিমাণে জীবের স্বস্বরূপ লাভ হয়। কোন জড়ীয় জ্ঞানচেষ্টায় বা কর্মচেষ্টায় সে ফল হয় না। অঙ্গে মল লাগিয়াছে, কোন অন্য মলদ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় না। জড়কর্ম নিজে মল, কিরূপে মল পরিষ্কার করিবে? ব্যতিরেক জ্ঞান অগ্নিস্বরূপ, মলদূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মলপরিষ্কার জনিত-সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবের কৃপামূলক ভক্তিতেই শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে। এখন আজ্ঞা করুন, নায়ক কত প্রকার।"

গোস্বামী বলিলেন,—"বিজয়! কৃষ্ণ ধীরোদাত্ত, ধীরললিত ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধতরূপ চারিপ্রকার নায়কত্ব প্রকাশ করেন। সেই চারিপ্রকার নায়কত্বে তিনি পতি ও উপপতিভেদে দুইপ্রকার লীলা করেন (১)।"

বিজয় বলিলেন,—"প্রভো! কৃষ্ণের পতিত্ব ও উপপতিত্ব কি প্রকার?"

পারকীয় রস—গোস্বামী কহিলেন,—"বড় গূঢ় রহস্য। একে চিদ্ব্যাপার একটী রহস্যমণি, তাহাতে পারকীয় মধুর রস সেই মণিগণমধ্যে

---

(১) সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হ্যধক্ষজো মে মনসাভিধীয়তে।।
(ভাঃ ৪/৩/২৩)

কৌস্তুভবিশেষ। পরতত্ত্বে নির্বিশেষ ভাব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে। তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্বিশেষ ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ ভাব যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়। রসকে মুখ্যতত্ত্ব মনে করিবে। নির্বিশেষ ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বর সবিশেষ-ভাবের উৎকর্ষ। শান্তরসের ঈশ্বরভাব অপেক্ষা দাস্যরসের প্রভুভাব শ্রেষ্ঠ। সখ্যভাবে তদপেক্ষা রসের উৎকর্ষ। বাৎসল্যে ততোধিক উৎকর্ষ। মধুর রসে বাৎসল্য অপেক্ষা উৎকর্ষ। যেমত ঐ সকল রসে পর পর উৎকর্ষ দেখা যায়, সেইরূপ স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় মধুর রস অধিক উৎকৃষ্ট। আত্মা ও পর এই দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম হইতে আত্মারামতা, তাহাতে রসের পৃথক্ সহায় না থাকায় রস নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতা ধর্ম নিত্য হইলেও লীলারামতা ধর্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধ ধর্ম সামঞ্জস্যময়, পরম পুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক (১) ধর্ম। কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা। তদ্বিপরীতকেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। নায়ক নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত

---

(১) পূর্বোক্ত ধীরোদাত্তাদিচতুর্ভেদস্য তস্য তু।
পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ ।।

(উঃ নীঃ ১/১০)

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
অকথনো গূঢ়গর্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ।।
বিদগ্ধো নবতারুণ্য পরিহাসবিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ।।
শম প্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্যতে।।
মাৎসর্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ।। ইতি।।

(ভঃ রঃ সিঃ ২/১/২২৬, ২৩০, ২৩৩, ২৩৬)

হন, তখন যে অদ্ভূত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে রসের শুষ্কতা ক্রমশঃ হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যে স্থলে একমাত্র নায়ক, সেস্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না। সামান্য কোন জীব যেখানে নায়ক পদবী প্রাপ্ত হন, সেখানে ধর্মাধর্মের বিচার আসিয়া পড়ে, সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়। পারকীয় পুরুষ ও পরোঢ়া রমণীর পরস্পর সম্ভাষণকেও নিতান্ত হেয় বলিয়া কবিগণ স্থির করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন যে, সামান্য নায়কসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, রসনির্যাস আস্বাদনের জন্য সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধে কথিত হইতে পারেন না।

পুরবনিতাগণ স্বকীয়া—যিনি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি পতি (১)। অনুরাগকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া বিবাহবিধিরূপ ধর্ম যিনি পারকীয় নায়িকা লাভের জন্য উল্লঙ্ঘন করতঃ তদীয় প্রেমসর্বস্ব হন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ উপপতি বলেন (২)। যে স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া বিবাহবিধি হেলনপূর্বক পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি পরকীয়া। কন্যা ও পরোঢ়াভেদে পরকীয়া দুইপ্রকার (৩)। পাণিগ্রহণবিধিদ্বারা সংগৃহীত পতির আদেশ প্রতিপালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্যধর্ম হইতে অবিচলিতা স্ত্রীই স্বকীয়া।

ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই পরকীয়া—কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ প্রায়ই পরকীয়া। বিজয় ও গোপাল-গুরু গোস্বামীর কথোপকথন হইতে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগপূর্বক এ পর্যন্ত গৃহীত হইল।

---

(১) কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ।।
(ভাঃ ১০/৩৩/১৯)

স্বকীয়া ও পরকীয়া কৃষ্ণবনিতাদিগের অপ্রকট লীলার যেরূপ স্থিতি, তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। অপ্রকট লীলা গোলোকে নিত্য; যেরূপ এই ভৌমব্রজে দৈনন্দিন নিত্যলীলা, গোলোকেও তদ্রূপ। গোলোকে যে সকল দ্রষ্টা আছেন, তাঁহারা সেই লীলা যথাযথ দেখিতে পান, কেননা তাঁহারা মায়াতীত, সুতরাং তাঁহাদের গুণাতীত চক্ষু।

গোপীদিগের পারকীয়ত্ব নির্দোষ—প্রপঞ্চে যে নিত্যলীলা, তাহাও সেইরূপ; কিন্তু এখানকার দ্রষ্টৃগণের চক্ষু, কর্ণ মায়াগুণে আচ্ছন্ন থাকায় কিছু দর্শনদোষে একটু মায়াপ্রত্যায়িত ভাব দেখিতে পান। গোলোকে যে পারকীয় নিত্য অভিমান আছে, তাহা প্রপঞ্চে বস্তুতঃ প্রাকৃতের ন্যায় বোধ হয়। কৃষ্ণলীলায় কোনপ্রকার হেয়ত্ব ও জড়ত্ব নাই, কিন্তু গুণময় ইন্দ্রিয়ে হেয়ত্ব ও জড়ত্ব আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এই তত্ত্বটী প্রপঞ্চাগত গোপদিগকে কৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন (১)। গোপীদিগের যে পারকীয়ত্ব তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা ও দোষ নাই, যেহেতু সামান্য পার্থিব আলঙ্কারিকদিগের মতে যে পরোঢ়া বা বেশ্যার নিন্দার কথা শুনা যায়,

---

(১) উক্তঃ পতিঃ স কন্যায়া যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ।
(উঃ নীঃ ১/১১)

(২) রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেমসর্বস্বং বুধৈরূপপতিঃ স্মৃতঃ ।।
অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।
লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ।।
(উঃ নীঃ ১/১৭, ১৯, ২১)

(৩) কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।
ব্রজেশ ব্রজবাসিন্য এতা প্রায়েণ বিশ্রুতা ।।
প্রচ্ছন্নকামতা হ্যত্র গোকুলেন্দ্রস্য সৌখ্যদা ।।
(উঃ নীঃ ৩/১৯)

তাহা এস্থলে খাটে না। গোকুলরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যশক্তি হইয়া গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে? তিনি প্রাকৃত নায়ক নন, ইহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্বোত্তম রসলাভের যোগ্য হইত? গোপী হইয়া কৃষ্ণে মধুর রসদ্বারা সেবাই ভক্তের কর্তব্য। কৃষ্ণ হইয়া এই রস আস্বাদন যিনি করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন। শঠ, ধূর্ত, কুটীনাটীপরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে (২)।

গোলোক-দর্শনের অধিকারী— কোটী কোটী মুক্তগণের মধ্যে একটী ভগবদ্ভক্ত দুর্লভ। যাঁহারা ঐশ্বর্যপর ভক্ত, তাঁহারাও গোলোক দেখিতে পান না। তাঁহারা জড়মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে স্বীয় স্বীয় ভাবানুরূপ ঐশ্বর্যমূর্তি-সেবা করেন। যাঁহারা ব্রজরসে কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অশেষ বন্ধন হইতে উদ্ধার করেন, তিনিই গোলোক দেখিতে পান। বস্তুসিদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণকৃপায় সাক্ষাৎ গোলোকে নীত হন। স্বরূপসিদ্ধগণের ব্রজের ভৌমদেশে গোপী অভিমানে অবস্থিতি। রজোগুণী ব্যক্তি (সাধক) গণ তদপেক্ষা কিছু ভাল দর্শন পান। সত্ত্বগুণী ভক্ত গোকুলে গোলোকাভাস অনুভব করেন। নির্গুণ ব্রজভক্ত অতি শীঘ্রই কৃষ্ণকৃপায়

---

(১) ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ।।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
তদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ।।
(ভাঃ ১০/২৮/১৫)

(২) নেষ্টা যদঙ্গিনিরসে কবিভিঃ পরোঢ়া-
স্তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ ।।

নির্গুণ গোপীদেহে গোলোক লাভ করেন। মায়াপ্রত্যায়িত ভাব যত দূর হয়, গোলোক ততই স্পষ্ট হয়। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকাগৃহ, অভিমন্যু-গোবর্ধনাদির সহিত নিত্যসিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পারকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে ব্রজে লক্ষিত হয়। এসমস্তই যোগমায়াকর্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম মূলতত্ত্বে সংযোজিত। কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কেবল দ্রষ্টৃগণের প্রপঞ্চদৃষ্টিক্রমে ব্রজে স্থূল উদয়। গোলোকে সেই সেই তত্ত্বের রসপোষক অভিমানমাত্র নিত্য বর্তমান। ব্রজরমণী অভিমানে যাঁহারা অষ্টকাললীলাসেবার সাধক, তাঁহারা ভৌমব্রজের প্রতীতি অবলম্বন করিবেন। তাহাতে যে পরিমাণ কৃষ্ণকৃপালাভ হইবে, সেই পরিমাণ সেবার শুদ্ধতা আপনিই আসিবে। যদি বল যে, মহাপ্রলয়ে কি ব্রজলীলা থাকে না? উত্তর এই যে, সে সময় গোলোকেই সর্বলীলা বিরাজমান থাকে। অষ্টকাল সাধনেই দৈনন্দিন নিত্যলীলা লাভ হয়। স্থিতিকালে ব্রজলীলা চক্রবৎ এক এক ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রামিত হইতেছে। মহাপ্রলয়ে সমস্তই গোলোকে গিয়া বিরাজ করিতে থাকে। অপ্রকটলীলাকালে মাথুরধাম জীবের সাধনানুকূল হইয়া তিরোহিত হন না। ভৌমমণ্ডলেই চক্রবৎ ভ্রমণ করেন। একথা এই পর্যন্ত; এখন প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করিব।

কৃষ্ণের নায়কত্ব—আমাদের কৃষ্ণ বৈ আর কোন নায়ক নাই, সেই কৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং ব্রজে পূর্ণতম। কৃষ্ণ পতি ও উপপতি ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া তিনধামে ছয়প্রকার। ধীরোদাত্তাদি চারিপ্রকারভেদে চব্বিশপ্রকার। অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্টভেদে চব্বিশকে চতুর্গুণ করিয়া ছিয়ানব্বই প্রকার নায়ক হন। স্বকীয় রসে চব্বিশপ্রকার এবং পরকীয়-রসে চব্বিশপ্রকার। ব্রজে পরকীয় চব্বিশপ্রকার কৃষ্ণের নায়কত্ব নিত্য বর্তমান (১)। ব্রজনায়কের অবলম্বনত্ব এই পর্যন্ত সংক্ষেপে দেখান গেল।

নায়কেরও পঞ্চবিধ সহায়—নায়কের সহায় পঞ্চপ্রকার (১)। চেট,

বিট, বিদূষক, পীঠমর্দক ও প্রিয়নর্ম সখা। সকলেই নর্মবাক্য প্রয়োগে নিপুণ, গাঢ় অনুরাগী, দেশকালজ্ঞ, দক্ষ গোপীপ্রসন্নকারী ও নিগূঢ়মন্ত্রণাবিৎ। সন্ধানচতুর, গূঢ়কর্মা, প্রগল্ভ-বুদ্ধিবিশিষ্ট ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদি গোকুলে কৃষ্ণের চেটকার্য করেন। বেশরচনাপরিপাটী, ধূর্ত, কথোপকথনে চতুর, বশীকরণাদি ক্রিয়াপটু কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণের বিট। ভোজনপ্রিয়, কলহপ্রিয়, অঙ্গবিকৃতি, বাক্‌চাতুরী ও বেশদ্বারা হাস্যকারী বসন্তাদি গোপ ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিদূষক। নায়কের ন্যায় গুণবান্ হইয়াও নায়কের অনুবৃত্তিকারী শ্রীদামই কৃষ্ণের পীঠমর্দক। আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ সখীভাবাশ্রিত সুবল ও অর্জুনাদি কৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা, অন্যপ্রণয়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দূতী— চেটগণের দাস্য, পীঠমর্দের বীররস, আর অন্য সকলের সখ্যরস। চেটগণ কিঙ্কর, আর চারিপ্রকার সকলেই সখা। দূতীগণ সহায়মধ্যে পরিগণিতা, স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতীভেদে দূতী দুইপ্রকার। কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি

আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ।। (সাহিত্যদর্পণ)

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।। (ভাঃ ১০/৩৩/৩৬)

বর্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যন্য বিনির্ণয়ঃ।। (উঃ নীঃ ৩/২৪)

তথা উদ্ধববাক্যে----

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্ ।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ।। (ভাঃ ১০/৪৭/৬১)

(১) অনুকূলদক্ষিণশঠা ধৃষ্টশ্চেতি দ্বয়োরথোচ্যন্তে ।
প্রত্যেকং চত্বারো ভেদা মুক্তিভিরমী বৃত্যা ।।
(উঃ নীঃ ১/২৩)

স্বয়ং দূতী। প্রগল্‌ভবচনচতুরা বীরা এবং চাটু উক্তিচতুরা বৃন্দা এই দুইজন কৃষ্ণের আপ্তদূতী, লিঙ্গিনী, দৈবজ্ঞা ও শিল্পকারিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের অনেক সাধারণী দূতী আছেন।

গোপীগণ—কৃষ্ণবল্লভা গোপীগণ এ রসের আশ্রয়রূপ আলম্বন। স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে তাঁহারা বিবিধ। ব্রজে স্বকীয়ার পরিচয় অস্পষ্ট। ব্রজে পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভাগণের বিশেষ পরিচয়। ব্রজেন্দ্রনন্দনের ব্রজবাসিনী ললনাগণ প্রায়ই পরকীয়া, কেননা পরকীয়া ব্যতীত মধুর রসের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিকাশ হয় না। সম্বন্ধযোগে পুরবনিতাদিগের রস কুণ্ঠিত। শুদ্ধ কামযোগে ব্রজললনাদিগের রস অকুণ্ঠ এবং কৃষ্ণকে অধিক সুখ বিধান করে। শৃঙ্গাররসজ্ঞ রুদ্র বলেন, স্ত্রীলোকের বাম্যতা ও দুর্লভত্ব-নিবন্ধন যে নিবারণাদি প্রতিবন্ধকতা, তাহাই কন্দর্পের পরম আয়ুধস্বরূপ। বিষ্ণুগুপ্তও তাহাই বলিয়াছেন। পরোঢ়া ব্রজবাসিনীগণ যখন কৃষ্ণভোগ লালসা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ সর্বাতিশায়িনী শোভা ও সদ্‌গুণ বৈভবদ্বারা প্রেমসৌন্দর্যভর ভূষিত হন। রমাদি শক্তির রসমাধুর্যের সেরূপ

উদাত্তাদ্যৈশ্চতুর্ভেদৈস্ত্রিভিঃ পূর্ণতমাদিভিঃ ।
দ্বাদশাত্মা চতুর্বিংশত্যাত্মা পত্যাদিযুগ্মতঃ ।।
নায়কঃ সোঽনুকূলাদ্যৈঃ স্যাৎ ষণ্ণবতিধোদিতঃ ।।
(উঃ নীঃ ১/৪২,৪৩)

অথৈতস্য সহায়াঃ স্যু পঞ্চধা চেটকো বিটঃ ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দঃ প্রিয়নর্মসখস্তথা ।।
নর্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা ।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপী প্রসাদনম্ ।
নিগূঢ়মন্ত্রণেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ।। (২/১,২)
চতুর্বিধাঃ সখায়োঽত্র চেটঃ কিঙ্কর ঈর্যতে ।
পীঠমর্দস্য বীরাদাবপি সাহায্যকারিতা ।।
(উঃ নীঃ ২/১৬)

বৃদ্ধি হয় না। সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়াভেদে ব্রজসুন্দরীগণ তিনপ্রকার। সাধনপরায়ণ যৌথিকী ও অযৌথিকীভেদে দ্বিবিধা। যূথসংযুক্তা বশতঃ মুণিগণ ও উপনিষদগণ ব্রজে গোপী হইয়া যৌথিকী। যে সকল মুণিগণ গোপালোপাসক হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, রামচন্দ্রের সৌন্দর্য দেখিয়া নিজাভীষ্টসাধনে যত্ন করেন, তাঁহারাই লব্ধভাব হইয়া ব্রজে গোপী-জন্মগ্রহণ করেন। সূক্ষ্মদর্শী মহোপনিষদ্‌গণ গোপীজন্মে সাধনপরা হইয়াছিলেন। যে সকল দেবী ব্রহ্মার আজ্ঞায় কৃষ্ণসেবার জন্য ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বর্গে কৃষ্ণ অংশে অবতীর্ণ হইলে যে সকল দেবী তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ব্রজে দেবী বলিয়া বলা যায়।

গায়ত্রী—রাধিকার প্রাণসখীর মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। বেদমাতা গায়ত্রী গোপীজন্মে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া কামগায়ত্রী হন। নিত্যসিদ্ধগণ সম্বন্ধে যে মায়াকল্পিত ব্রজব্যাপার তাহা নির্দোষ। কেন না সে মায়া জড় মায়া নন। যোগমায়া চিচ্ছক্তিই এই ব্রজব্যাপার কৃষ্ণেচ্ছায় বিধান করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধাগণের সহিত সালোক্যলাভ করতঃ ঐ সকল উপনিষৎ গায়ত্রী ও দেবীগণও পরকীয়ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন। রাধা চন্দ্রাবলী যাঁহাদের মধ্যে মুখ্যা, সেই নিত্যপ্রিয়াগণ ব্রজে কৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্যবিদগ্ধাদি গুণের আশ্রয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বের আনন্দাংশ যখন চিদংশকে ক্ষোভিত করেন, তখন তাহাতে পৃথক্‌কৃত হ্লাদিনী প্রতিভা ভাবিতা শ্রীরাধা প্রভৃতি যে সকল ললনা উদিতা হন (১) তাঁহাদের সহিত এবং নিজরূপ

---

(১) আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।

(ব্রহ্মসংহিতা)

অর্থাৎ চিৎস্বরূপ দ্বারা যে চতুঃষষ্টি কলা উদয় হয়, সে সকলের সহিত অখিলাত্মভূত শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলোকধামে লীলা করেন। স্কন্দপুরাণে ও প্রলহাদসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে (২) রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালী প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলীর নামান্তর সোমাভা। রাধিকার নামান্তর গান্ধর্বা।

যূথেশ্বরী—খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী ও কুম্‌কুমাদি ব্রজাঙ্গনাগণও লোকপ্রসিদ্ধ। এই সমস্ত গোপীগণ যূথেশ্বরী। যূথও শত শত। বরাঙ্গনাসকল যূথে যূথে লক্ষ সংখ্যা। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা ও শৈব্যা ইঁহারা অতিশয় শ্রেষ্ঠরূপে কীর্তিতা। যূথেশ্বরীগণমধ্যে রাধা প্রভৃতি অষ্টগোপী সৌভাগ্যাতিশয়প্রযুক্ত প্রধানা। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা শৈব্যা যূথাধিপত্যে বিশেষ যোগ্য হইলেও শ্রীমতী রাধার পরমানন্দময় ভাবে মুগ্ধ হইয়া বিশাখা ও ললিতা রাধার অনুগত সখী এবং পদ্মা ও শৈব্যা চন্দ্রাবলীর অনুগত হইয়া রহিলেন এরূপ শাস্ত্রে কীর্তিত আছে। শ্রীমতী রাধিকা সর্বযূথেশ্বরীর প্রধানা। তাঁহার যূথের অনেকেই ললিতার গণ বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ বিশাখার গণ। বহু ভাগ্যবলে শ্রীমতি ললিতার যূথে প্রবেশলাভ হয়।

শ্রীরাধা সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা—রাধাচন্দ্রাবলীর মধ্যে শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা, সুতরাং সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা। তাপনীশ্রুতি ও ঋক্‌পরিশিষ্টে রাধামাধবের উজ্জ্বলতা বর্ণন করিয়াছেন। রাধিকা হ্লাদিনীশক্তির সারভাব। রাধা সুষ্ঠ

---

(২) তত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা।
বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যাচ ভদ্রিকা ।।
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাদয়ঃ ।
চন্দ্রাবল্যেব সোমাভা গান্ধর্বা রাধিকৈব সা ।।

কান্তস্বরূপা। ষোলপ্রকার শৃঙ্গারে দেদীপ্যমানা এবং দ্বাদশপ্রকার অলঙ্কারে শোভিতা। তাঁহার স্বরূপের শোভা এত যে, শৃঙ্গার ও অলঙ্কার তাহার কাছে লাগে না। সুকুঞ্চিত কেশ, চঞ্চল মুখকমল, দীর্ঘ নেত্র, বক্ষে অপূর্ব কুচদ্বয়, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদ্বয় শোভিত, করে নখরত্ন বিরাজমান। ত্রিজগতে এরূপ রূপোৎসব নাই বলিয়া তাঁহাকে সুষ্ঠকান্তস্বরূপা বলা যায়।

অঙ্গশোভা—স্নান নাশাগ্রে মণির উজ্জলতা, নীলবসন, কটিতটে নীবী, বেণী, কর্ণে উত্তংশ, অঙ্গে চন্দনলেপন, কেশমধ্যে পুষ্পবিন্যাস, গলে মালা, হস্তে পদ্ম, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, কজ্জলাক্ষী, চিত্রিত গণ্ডদেশ, চরণে অলক্তকরাগ, ললাটফলকে তিলক, এই ষোলটি শৃঙ্গার অর্থাৎ দেহশোভা। চূড়ায় অপূর্বমণি, 'কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলে

অনুরাধা তু ললিতা নৈতাস্তেনোদিতাঃ পৃথক্ ।
যূথাধিপতোহপ্যৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ ।।
স্বেষ্টারাধাদিভাবস্য লোভাৎ সখ্যরুচিং দধুঃ ।।

(উঃ নীঃ ৩/৫৬, ৫৭, ৬১)

তত্রাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠে রাধা চন্দ্রাবলীত্যুভে ।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা ।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ।।
গোপালোত্তরতাপন্যাং যদগান্ধর্বেতিবিশ্রুতা ।
রাধেত্যৃক্‌পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা ।।
অতস্তদীয়মাহাত্ম্যং পাদ্মে দেবর্ষিণোদিতম্ ।
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিরবীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।।
সুষ্ঠ কান্তস্বরূপেয়ং সর্বদা বার্ষভানবী ।
ধৃতষোড়শসৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা ।।
(উঃ নীঃ ৪/১,৩-৭)

সুবর্ণপদক, কর্ণোর্ধছিদ্রে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষা; অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী তাহার ভূজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননূপুর এবং পদাঙ্গুলিতে অঙ্গুরী এইরূপ দ্বাদশ আভরণ শ্রীরাধার অঙ্গে শোভা পায়। বৃন্দারনেশ্বরী কৃষ্ণের ন্যায় অসংখ্য গুণবিশিষ্টা। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান; যথা---

পঁচিশ প্রধান গুণ—১। তিনি মধুরা অর্থাৎ চারুদর্শনা। ২। নববয়া অর্থাৎ কিশোরবয়স বিশিষ্টা। ৩। চপলাঙ্গী অর্থাৎ চঞ্চল অপাঙ্গ (দৃষ্টি)। ৪। উজ্জ্বলস্মিতা অর্থাৎ আনন্দময় হাস্যযুক্তা। ৫। চারু সৌভাগ্যের রেখাযুক্ত অর্থাৎ পাদাদিতে চন্দ্ররেখা। ৬। গন্ধে মাধবকে উন্মাদিত করেন। ৭। সঙ্গিতবিস্তারে অভিজ্ঞা। ৮। রম্যবাক্। ৯। নর্মপণ্ডিতা। ১০। বিনীতা। ১১। করুণাপূর্ণা। ১২। বিদগ্ধা, চতুরা। ১৩। পাটবান্বিতা, পটু। ১৪। লজ্জাশীলা। ১৫। সুমর্যাদা অর্থাৎ সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা। ১৬। ধৈর্যশালিনী। ১৭। গাম্ভীর্যশালিনী। ১৮। সুবিলাসা। ১৯। মহাভাব পারমোৎকর্ষতর্ষিণী। ২০। গোকুলপ্রেমবসতি। ২১। জগৎশ্রেণীসদ্‌যশা, যাঁহার যশ অনন্ত জগতে ব্যাপ্ত। ২২। গুর্বর্পিতগুরুস্নেহ, গুরুজনের অত্যন্ত স্নেহাস্পদ। ২৩। সখীগণের প্রণয়াধীন। ২৪। কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা। ২৫। সন্ততাশ্রবকেশবা, কেশব সর্বদা তাঁহার আজ্ঞাধীন।

সৌভাগ্যরেখা—বরাহসংহিতা, জ্যোতিষশাস্ত্র, কাশীখণ্ড ও মৎস্য এবং গরুড়াদিপুরাণে সৌভাগ্যরেখাগুলি বর্ণিত হইয়াছে; যথা ঃ--- ১। বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যবরেখা। ২। তাহার তলে চক্র। ৩। মধ্যমার তলে কমল। ৪। কমলতলে ধ্বজা। ৫। পতাকা। ৬। মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত মধ্যচরণমধ্যে ঊর্ধরেখা। ৭। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। পুনরায় ১। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ। ২। পাষ্ণিতে মৎস্য। ৩। কনিষ্ঠাতলে বেদী। ৪। মৎস্যোপরি রথ। ৫। শৈল। ৬। মণ্ডল। ৭। গদা। ৮। শক্তিচিহ্ন। বাম করে ১। তর্জনী মধ্যমার সন্ধি হইতে কনিষ্ঠার তল পর্যন্ত পরমায়ুরেখা। ২। তাহার তলে কর হইতে আরম্ভ

হইয়া তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশগত অন্য রেখা। ৩। অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বক্রগতিতে মধ্যরেখাতে মিলিত হইয়া তর্জনী অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগগত অন্য রেখা। অঙ্গুলীগুলির মধ্যভাগে নন্দ্যাবর্তরূপ পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন। একত্রে ৮ হইল। ৯। অনামিকাতলে কুঞ্জর। ১০। পরমায়ুরেখাতলে বাজী। ১১। মধ্যরেখাতলে বৃষ। ১২। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। ১৩। ব্যজন। ১৪। শ্রীবৃক্ষ। ১৫। যূপ। ১৬। বাণ। ১৭। তোমর। ১৮। মালা। দক্ষিণহস্তে বাম হস্তের ন্যায় পরমায়ুরেখাদিত্রয়। অঙ্গুলিগুলির অগ্রে শঙ্খ পাঁচটী। ৯। তর্জনীতলে চামর। ১০। কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। ১১। প্রাসাদ। ১২। দুন্দুভি। ১৩। বজ্র। ১৪। শকট। ১৫। কোদণ্ড। ১৬। অসি। ১৭। ভৃঙ্গার। বামচরণে সপ্ত। দক্ষিণ চরণে অষ্ট। বাম করে অষ্টাদশ। দক্ষিণ করে সপ্তদশ। একত্রে পঞ্চাশ চিহ্ন সৌভাগ্যরেখা। জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে এসব গুণ আছে। দেব-প্রভৃতিতে কিছু কিছু অধিক পরিমাণে। শ্রীরাধিকায় সমস্ত পূর্ণরূপে বর্তমান, তাঁহার সমস্ত গুণই অপ্রাকৃত। গৌরী-প্রভৃতিতে এসব গুণের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা নাই। শ্রীরাধাতেই চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা।

শ্রীরাধার যুথই সর্বোত্তম—শ্রীরাধার যূথই সর্বোত্তম। সেই যুথে যে সব ললনা আছেন, তাঁহারা সর্বসদ্‌গুণভূষিতা, তাঁহাদের বিলাসসমূহ মাধবকে সর্বদা আকর্ষণ করে। শ্রীরাধার সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠ সখী, এই পঞ্চপ্রকার সখী (১)। কুসুমিকা, বৃন্দা, ধনিষ্ঠাদি সখীমধ্যে কীর্তিতা।

শ্রীরাধার সখীবৃন্দ—কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি প্রাণসখী, ইহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর স্বরূপতাপ্রাপ্ত। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী,

(১) তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ।। (উঃ নী ৪/৫০)

মাধবী, মালতী, কামলতা, শশীকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন সর্বসখীগণের প্রধান; পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলিয়া উক্ত। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পরকাষ্ঠাপ্রযুক্ত স্থলবিশেষে কখন কৃষ্ণের প্রতি এবং কখন রাধার প্রতি অধিক প্রেম প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক যূথে যে অবান্তর বিভাগ আছে, তাহার নাম গণ।

জড় ও পারকীয় রস—ব্রজলীলায় অতি ক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুললনাদিগের জড়ীয় পারকীয় নিন্দা স্থান পায় না; গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণে কেবল নন্দনন্দনত্ব স্ফূর্তি। সেই নিষ্ঠাক্রমে যে সমস্তভাবমুদ্রার উদয় হয়, তাহা অভক্ত তার্কিকগণ দূরে থাকুক, বৈধভক্তগণের পক্ষেও দুর্গম। গোপীর দর্শনে কৃষ্ণের চতুর্ভূজতা লুপ্ত হয়।

নায়িকার প্রকারভেদ—নায়িকা তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বকীয়া, পরকীয়া ও সামান্যা। চিদ্রসের স্বকীয়া পরকীয়াদিগের কথা বলিয়াছি। জড়ালঙ্কারিক পণ্ডিতগণ বেশ্যাগণকে সামান্য নায়িকা বলেন, তাহারা কেবল অর্থলোভী; গুণহীন নায়কে দ্বেষ এবং গুণবান্ নায়কে অনুরাগ করে না। তাহাদের শৃঙ্গার কেবল শৃঙ্গারাভাসমাত্র। মাথুরী সৈরিন্ধ্রী কুব্জা সামান্যা হইলেও কোনপ্রকার ভাবযোগ্যতাপ্রযুক্ত তাহাকে আমরা পরকীয়া সাধারণী বলিয়া থাকি। কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গে চন্দনদান স্পৃহাই তাহার অপ্রাকৃত প্রিয়ত্ব ভাব। তাঁহার রতি মহিষীগণের রতি অপেক্ষা ন্যূনজাতীয়া।

নায়িকার অবস্থা—স্বকীয়া পারকীয়া উভয়বিধ নায়িকাগণ মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা ভেদে তিনপ্রকার। অন্যান্যপ্রকার ভেদক্রমে কৃষ্ণনায়িকা সাকল্যে পঞ্চদশপ্রকার। নায়িকাদিগের অবস্থাভেদে তাহারা আটপ্রকার অর্থাৎ অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা,

প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা। পূর্বোক্ত পঞ্চদশপ্রকার কৃষ্ণনায়িকারই এই অষ্টপ্রকার অবস্থা আছে।

নায়িকার সংখ্যা ৩৬০— যেস্থলে কৃষ্ণ নায়কপ্রেমবশ্য হইয়া ক্ষণকাল ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, তখন স্বাধীনভর্তৃকাকে মাধবী বলা যায়। অষ্ট নায়িকার মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা বাসকসজ্জা ও অভিসারিকা এই তিন অবস্থার নায়িকা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও কলহান্তরিতা এই পাঁচপ্রকার অবস্থায় নায়িকা ভূষণশূন্য হইয়া বামগণ্ডে হস্তপ্রদান-পূর্বক খেদ ও চিন্তায় সন্তপ্ত হন। কৃষ্ণপ্রেমে সন্তাপাদি চিন্ময় পরমানন্দের বিচিত্রতা। প্রেমতারতম্যক্রমে নায়িকাগণ উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠাদি ভেদে ত্রিবিধ। যে নায়িকার কৃষ্ণে যে পরিমাণ ভাব, কৃষ্ণেরও সেই নায়িকার প্রতি সেই পরিমাণ ভাব। উত্তমা নায়িকা কৃষ্ণের ক্ষণকালের সুখ বিধান করিবার জন্য অখিল কর্ম পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণের ক্লেশসম্বাদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মধ্যমার চিত্ত নায়কের ক্লেশবার্তায় খিন্ন হয়, এই মাত্র। নায়কের সহিত মিলনের প্রতিবন্ধককে যিনি আশঙ্কা করেন, তিনি কনিষ্ঠা। প্রথমে যে পঞ্চদশ প্রকার বলা হইয়াছে, তাহাকে অষ্ট গুণ করিলে একশত বিংশতি হয় তাহাকে শেষোক্ত তিন দিয়া গুণ করিলে তিনশত ষষ্ঠি হয়। কৃষ্ণ নায়িকাদিগের এসমস্ত ভজনভাব।

দূতি—যূথেশ্বরীদিগের সুহৃদাদি ব্যবহার অর্থাৎ স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ ভেদ আছে। কৃষ্ণদর্শনতৃষ্ণাযুক্ত নায়িকাগণের সহায় স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ভেদে দূতী দুইপ্রকার। অনুরাগমোহিতা নায়িকা নায়কের প্রতি স্বয়ং যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহাই স্বয়ংদূতী। অভিযোগ কায়িক, বাচিক, ও চাক্ষুষভেদে তিনপ্রকার। ব্যঙ্গই বাচিক অভিযোগ; তাহা শব্দব্যঙ্গ ও অর্থব্যঙ্গ ভেদে দুইপ্রকার। কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশদ্বারা ব্যঙ্গ দুইপ্রকার।

ত্রিবিধ—স্বার্থ ও পরার্থভেদে যাজ্ঞা দুইপ্রকার। ইহাতে অপদেশ ও ব্যপদেশ আছে। বিশ্বস্তা, স্নেহবতী ও বাগ্মিনী দূতীগণ ব্রজসুন্দরীদিগের আপ্তদূতী। অমিতার্থ, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী ভেদে দূতী তিনপ্রকার। শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদিও দূতী মধ্যে পরিগণিত। চিত্রকারিণী চিত্রদ্বারা ও দৈবজ্ঞা দূতী রাশিফলাদি বলিয়া মিলন করায়। পৌর্ণমাসীর ন্যায় তাপসাদি-বেশধারিণী লিঙ্গিনী দূতী। লবঙ্গমঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি কতিপয় সখী পরিচারিকা দূতী রাধিকার ধাত্রেয়ী দূতী হন। বনদেবী বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সখীগণ শব্দব্যঙ্গ অর্থব্যঙ্গদ্বারা দৌত্য করেন, তাহাতে শব্দমূলক ও অর্থমূলক ব্যপদেশ, প্রশংসা আক্ষেপাদি সর্বপ্রকার অভিযোগ আছে। দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া সখী নির্জনে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। সখী তাহাতে সম্মত হন না। সখীগণের ষোড়শপ্রকার ক্রিয়া আছে; যথাঃ---

ক্রিয়া—১। নায়ক নায়িকার পরস্পরের নিকট পরস্পরের গুণ বর্ণন। ২। পরস্পরের আসক্তি বৃদ্ধি করান। ৩। পরস্পরের অভিসার করান। ৪। কৃষ্ণের নিকট সখী সমর্পণ। ৫। পরিহাস। ৬। আশ্বাস-প্রদান। ৭। নেপথ্যে অর্থাৎ বেশরচনা। ৮। পরস্পরের মনোগত ভাব উদ্‌ঘাটন। ৯। দোষছিদ্র গোপন। ১০। পত্যাদিকে বঞ্চনা করান। ১১। শিক্ষা-প্রদান। উচিতকালে সখীগণের ষোড়শবিধ নায়ক নায়িকাকে মিলিত করান। ১২। চামর ব্যজনাদিদ্বারা সেবন। ১৩। নায়ককে স্থলবিশেষে তিরস্কার। ১৪। নায়িকাকে সেইরূপ তিরস্কার। ১৫। সম্বাদ প্রেরণ। ১৬। নায়িকার প্রাণরক্ষা। সর্ববিষয়ে প্রযত্ন।

চতুর্বিধ সখী— যে সকল সখী রাধা ও কৃষ্ণে তুল্যপরিমাণ প্রেমবহন করিয়াও আমরা রাধিকার নিজ জন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহাদিগকে প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী বলা যায়। স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ তটস্থ ও প্রতিপক্ষ ভেদে সখীগণ চতুর্বিধ। রসপুষ্টি করাই এ

প্রকার ভেদের তাৎপর্য। প্রতিপক্ষ ব্যাপারে যে দর্প, মদ ও ঈর্ষা ইত্যাদির ভাব, সে কেবল রসের পোষকভাব-মাত্র। বস্তুতঃ সকলই অখণ্ডপ্রেম। এসকল বিষয়ে যে বিস্তৃতি আছে, তাহা "শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে বা "জৈবধর্ম্মে" অধিকারী পাঠক মহোদয় দেখিয়া হৃদঙ্গম করিবেন। অনধিকারীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সে সকল এস্থলে আর বলিব না।

মধুর রসে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণবল্লভাদিগের গুণ, নাম, চরিত, মণ্ডন, সম্বন্ধি ও তটস্থ বিষয় সকলই উদ্দীপন। গুণ সমস্ত মানস, বাচিক ও কায়িক।

এই রসে অনুভাব অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিকভেদে তিনপ্রকার। অলঙ্কার বিংশতিপ্রকার, ভাব, হাব প্রভৃতি। হৃদয়ের ভাব শরীরে উদ্ভাসিত হইলে তাহার উদ্ভাস্বর নাম হয়। বাচিক অনুভাব---আলাপ, বিলাপ প্রভৃতি দ্বাদশপ্রকার।

স্তম্ভ স্বেদাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব এ রসে সাত্ত্বিক ভাব হয়।

ঔগ্র্য ও আলস্য ব্যতীত সমস্ত সঞ্চারী ভাব ও রসের ব্যভিচারী ভাব।

স্বভাব—মধুরা রতিই এই রসে স্থায়ী ভাব। অভিযোগ, বিষয়সম্বন্ধে, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমান ও স্বভাব হইতে রতির উদয় হয়। স্বভাব হইতে যে রতির উদয় হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্ম অন্য হেতু অপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই স্বভাব। নিসর্গ ও স্বরূপভেদে স্বভাব দুইপ্রকার। সুদৃঢ় অভ্যাসজন্য সংস্কারকে নিসর্গ বলা যায়। গুণরূপশ্রবণাদি তাহার উদ্বোধনের ঈষৎহেতু মাত্র।

নিসর্গ—জীবের বহুজন্মসিদ্ধ সুদৃঢ় রত্যাভ্যাস হইতে যে সংস্কার হয়, তাহাই নিসর্গ। অজন্য অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ বলা যায়। তাহা কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ ও উভয়নিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। গোকুলললনাদিগের কৃষ্ণরতি স্বভাবজ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ। সাধনসিদ্ধাদিগের রতি নিসর্গসিদ্ধ। সাধকদিগের রতি অভিযোগাদি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। সাধনসিদ্ধ হইলে ললনানিষ্ঠ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

ত্রিবিধ রতি সমর্থা—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে রতি তিন জাতীয়। গোকুলদেবীদিগের রতি সমর্থা। মহিষীদিগের রতি সমঞ্জসা। কুব্জায় সাধারণী রতি। রতি সর্বাতিক্রমী সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থা নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ববিস্মরণকারিণী শক্তিবিশিষ্টা।

সমঞ্জসা—বিরুদ্ধভাবদ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হইলে প্রেমনাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধুর্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। যেমন ইক্ষুদণ্ড, বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড শর্করা, সীতা ও ক্রমশঃ সিতোৎপল হয়; রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব একই বস্তুর ক্রমোন্নতি।

সাধারণ—ভাব শব্দে মহাভাব। ভক্তের যে জাতীয় প্রেম হয়, কৃষ্ণেরও সেইজাতীয় প্রেমোদয় হয়। মধুর রসে যুবক-যুবতীর মধ্যে ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যে ধ্বংসরহিত ভাববন্ধন হয়, তাহাই প্রেম। প্রেম—প্রৌঢ়; মধ্য ও মন্দ ভেদে তিনপ্রকার।

স্নেহ—পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপদীপন লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে দ্রব করেন, সেই প্রেমই স্নেহ। ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ ভেদে স্নেহ দুই প্রকার। অত্যন্ত আদরময় স্নেহই ঘৃতস্নেহ। মদীয়ত্বাতিশয়রূপ স্নেহই মধুস্নেহ। রতির আকার দুইটী অর্থাৎ তাঁহার আমি এই ভাবনাময়ী রতি এবং তিনি আমার এই ভাবনাময়ী রতি। ঘৃতস্নেহ আমি তাঁহার এই ভাবটী চন্দ্রাবলীর স্নেহ। মধুস্নেহে তিনি আমার এই ভাব, মধুস্নেহ শ্রীরাধার।

মান—উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কৌটিল্য প্রকাশপূর্বক মান হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুইপ্রকার। অভেদ-মননরূপ বিশ্রম্ভযুক্ত মানই প্রণয়। কোন স্থলে স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া মান ধর্মপ্রাপ্ত হয়। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়া প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

রাগ—প্রণয়ের উৎকর্ষে অতিশয় দুঃখ ও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই

রাগ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী মধুর ভাব, ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসাদি সপ্ত একত্রে একচত্বারিশৎ ভাবান্তর।

অনুরাগ— যে রাগ স্বয়ং নব নব ভাবে সদা অনুভূত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব নব করিয়া দেয়, তাহাই অনুরাগ।

বিপ্রলম্ভ —ইহাতে বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং অপ্রাণীমধ্যে জন্মলালসাভর হইয়া অনুরাগ উন্নতি ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণস্ফূর্তি করায়। বিপ্রলম্ভই প্রেমবৈচিত্ত্য।

মহাভাব—যাবদাশ্রয় বৃত্তিরূপে অনুরাগ স্বয়ং বেদ্য দশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ভাব বা মহাভাব হন। শ্রীরাধিকায় অনুরাগের আশ্রয় তত্ত্বের ইয়ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান্ শৃঙ্গাররূপে বিষয়তত্ত্বের ইয়ত্তা। সেই অনুরাগরূপ স্থায়ী ভাবের ইয়ত্তা বা চরমসীমায় যাবদাশ্রয় বৃত্তি হয়। বেদ্যদশা অর্থাৎ তৎপ্রেয়সী জনবিশেষের সংবেদ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া যথাবসর সূদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা প্রকাশমান হয় এবং আশ্রয় ও বিষয়কে অভিন্নভাবে সংযোজিত করিয়া মহাসাত্ত্বিক বিকারদ্বারা আর্দ্রীভূত করেন।

দ্বিবিধ মহাভাব—কৃষ্ণের স্বকীয় রসে মহাভাব দুর্লভ। ব্রজদেবীর পক্ষে একমাত্র সংবেদ্য। রূঢ় ও অধিরূঢ়ভেদে মহাভাব দুইপ্রকার। নিমেষ মাত্রেও অসহিষ্ণুতা, উপস্থিত জনগণের হৃদ্বিলোড়ন, কল্পক্ষণত্ব, কৃষ্ণসৌখ্যেপ্যার্তি শঙ্কায় খিন্নত্ব, মোহাদির অভাবে আত্মাদি সর্ববিস্মরণ, ক্ষণকল্পত্ব এই সকল অনুভাব সম্ভোগে ও বিপ্রলম্ভে যথাযথ অনুভূত হয়। অধিরূঢ়ে মোদন ও মাদন দুই প্রকার ভেদ আছে। মোহন হইতে দিব্যোন্মাদ। তাহাতেই উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি। বিপ্রলম্ভে ঐ দুইটী ভাব উদয় হয়। প্রজল্প পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্পভেদে চিত্রজল্পের দশটী অঙ্গ। (ভ্রমর গীতা)।

হ্লাদিনীসারপ্রেমা যখন সর্বভাবোদগমদ্বারা উল্লাসযুক্ত হন, তখনই তিনি পরাৎপরভাবরূপ মাদন নামে শ্রীরাধায় নিত্য।

কৃষ্ণই রস। তিনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। কিছুই তাঁহার অগোচর, অপ্রাপ্য বা অঘটনীয় নাই। তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ ধর্ম-বশতঃ নিত্যই একরস ও বহুরস। একরসে তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া আত্মারাম। তখন আর তাঁহা হইতে কিছু পৃথক্ রসরূপে থাকে না। আবার তিনি যুগপৎ বহুরস। সুতরাং আত্মগত রস ব্যতীত সে অবস্থায় পরগত রস ও আত্মপর যোগগত বিচিত্র রস হয়। শেষ দুই রসের অনুভবেই তাঁহার লীলাসুখ। পরগতরসই চরম-বিস্তৃতি লাভ করিয়া পরকীয় রস। বৃন্দাবনে এই চরম-বিস্তৃতি অত্যন্ত প্রস্ফুটিত। অতএব আত্মগত রসের পরিজ্ঞাত চরমসুখবিশিষ্ট পরকীয় রসেই মাদন-সীমা। ইহা বিশুদ্ধরূপে অপ্রকট-লীলায় গোলোকে বর্তমান। কিঞ্চিৎ মায়িক প্রত্যায়িত হইয়া ব্রজে অবতীর্ণ।

সহজ পরমহংস-ধর্মে সোপান— হে প্রেমারুরুক্ষু সাধক ভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তি দ্বারা লব্ধভাবমার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দশস্তরের ঊর্ধভাগে লিঙ্গ জগতের হরধামরূপ চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধগামী হউন। বিরজারূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী দুইটি স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ স্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর স্তরে গিয়া শ্রীগোপী-দেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় দেহ অবলম্বন করতঃ শ্রীমতী রাধিকার যুথে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশপূর্বক শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় নিজ-হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়ী ভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্যন্ত প্রেমধন অর্জন করতঃ কৃতকৃতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্তমান অধিকার-বিচার ও জড়দেহে যুক্ত বৈরাগ্য এবং নিরন্তর নামরস-পানে সর্বোত্তম অধিকার লাভ করুন। এই মধুররস-বিচারে আমি অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করি নাই। কেন না যাঁহারা

ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন, তাঁহারা এই রসের সকল কথা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে এবং জৈবধর্মে দেখিয়া লইবেন। রসের সমস্ত বিচার অবগত হইয়া অষ্টকালীয় নিত্যকৃষ্ণলীলায় প্রবেশপূর্বক নিজাধিকারের ক্রিয়া, সেবা ও ভাব অবলম্বন করিতে পারিলে অনায়াসে বস্তুসিদ্ধি হইবে। যুক্ত-বৈরাগ্যাবস্থিত হইলেই সহজ পরমহংস-ধর্ম আপনা হইতেই জীবন শেষ পর্যন্ত উদিত হইবে।

যে সকল ব্যক্তি স্থূলদেহগত সুখকে বহুমানন করতঃ চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দবৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এ সব কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচন করিবেন না।

মধুরলীলায় প্রবেশাধিকার কাহার —কেননা, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজীয়ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন। শ্রীজয়দেব লিখিয়াছেন যে,—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।।"

রাসপঞ্চাধ্যায়ে এই কথা আছেঃ—(ভাঃ ১০/৩৩/৩১)

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।"

শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্র অনুশীলন কর, তবেই পরম রস লাভ করিবে। ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর চরম শ্লোকে কথিত আছে ঃ—

(ভাঃ ২/৯/৩৫)

" এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ।।"

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানই প্রেমরূপ প্রয়োজন, তাহা কৃষ্ণচরিত্রে দুইপ্রকারে অঙ্কিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ রসাস্বাদ অন্বয়রূপে দৈনন্দিন নিত্যলীলায় পাইবে। তাহাই অষ্টকালীয় লীলা। অসুরমারণাদিলীলায় ব্যতিরেকরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব জানা যায়। পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংসবধ পর্যন্ত অসুরবধলীলা। সেই সব লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে ও নির্গুণ গোলোকলীলায় অভিমানমাত্র-স্বরূপে আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেকলীলা-পাঠে রসিক শুদ্ধভাব হইয়া অন্বয়লীলা-রস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোকদর্শন পাইবেন। এস্থলে সংক্ষেপতঃ এই পর্যন্ত বলিলাম। বিশেষ যত্নপূর্বক সাধক ও প্রেমারুরুক্ষু পুরুষ ইহা অনুশীলন করিয়া বুঝিয়া লইবেন। শ্রীভাগবতের তৃতীয় শ্লোক এই ঃ--
(ভাঃ ১/১/৩)

" নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ।।"

ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না। ব্যতিরেক অনুশীলনের প্রকৃত ফল উদয় হইলেই গোলোকস্থ নির্গুণরস উদিত হইবে। সেই পর্যন্ত ভাগবতের রস লইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপে অনুশীলন করাই প্রয়োজন। অষ্টকাললীলায় প্রবেশ-পূর্বক রসাস্বদন কর এবং ব্রজের অন্যান্য লীলা আস্বাদনপূর্বক ঐ সাক্ষাৎ রসাস্বাদনের প্রতিকূল বিষয় বিনাশ কর। তবেই ফলকালে গুণাপায়ে গোলোক দর্শন ও প্রাপ্তি অনায়াসে হইবে।

অষ্টম-বৃষ্টি

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন—আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বিচারগ্রন্থ বলিয়া জানিবেন। ইহাকে আস্বাদনগ্রন্থ বলিয়া মনে করিবেন না। আস্বাদনগ্রন্থ হইলে ইহাতে সর্বরসোৎকৃষ্ট মধুররসের শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন লিখিত হইত। লীলারসাস্বাদন বহুলগ্রন্থে লিখিত আছে। (১)। অধিকন্তু যে সমুদায় তত্ত্ব কেবল আস্বাদনের বিষয় বলিয়া এই গ্রন্থখানি কেবল বিশুদ্ধ বিচারপরায়ণ (২)।

বিচারের পঞ্চবিধ অবয়ব—পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিচারের পাঁচটি অবয়ব থাকে (৩) যথাঃ---১। বিষয়। ২। সংশয়। ৩। সঙ্গতি। ৪। পূর্বপক্ষ। ৫। সিদ্ধান্ত। আমাদের বিচারের বিষয় কি? ---এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ; শ্রীজয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দ; শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত; শ্রীললিতমাধব; শ্রীবিদগ্ধমাধব।

(২) বিচারগ্রন্থ-আলোচনার আশ্চর্য ফল শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যথা. ঃ---

সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি' এক মন ।।
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ।।

(চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ)

(৩) খলু বিষয়সংশয়পূর্বপক্ষসিদ্ধান্তসঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি।

(বেদান্ত ভাষ্যকার)

পারে। আমরা উত্তর করি যে, জীবের জীবনই এই বিচারের বিষয়। সংশয় কি? ---এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জীবন কি ও উহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের সঙ্গতি এই যে, জীবের জীবন দ্বিবিধ---১। শুদ্ধ জীবন ও ২। বদ্ধজীবন। শুদ্ধজীবন শুদ্ধচিদ্ধামে আছে। তাহা নিত্য, পবিত্র ও আনন্দময়। তাহাতে অভাব শোক, ভয় ও মৃত্যু নাই। বদ্ধজীবন এই জড়জগতে বর্তমান। তাহাও দুইপ্রকার---১। বহির্মুখ ও ২। অন্তর্মুখ। বহির্মুখ জীবন চিদ্ধামকে লক্ষ্য করে না, তাহার প্রতি সান্মুখ্য নাই। অন্তর্মুখ জীবন বহির্মুখ জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াও চিদ্ধামের প্রতি সান্মুখ্যের আদর করে ও তাহাকেই মুখ্যরূপে সন্ধান করে। বহির্মুখ বদ্ধজীবন চারিপ্রকার, যথাঃ---

চতুর্বিধ বদ্ধজীবন —

১। নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন।
২। নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন।
৩। নৈতিক সেশ্বর বদ্ধজীবন।
৪। নির্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত জীবন।

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন—নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন দুই প্রকার ১। নরেতর জীবন ও ২। নরজীবন। পশুপক্ষী ইত্যাদির জীবন নরেতর জীবন। সে জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্তপ্রায় থাকে। নীতিবুদ্ধিরহিত নরজীবন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত। আদৌ অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় মানবের আদিম বন্যলক্ষণ জীবন। বন্য-লক্ষণ জীবনে পশুদের ন্যায় মানবের ইচ্ছামত ক্রিয়া। ভয় ও আশা দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি চাকচিক্যবিশিষ্ট জড়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে করে। এই অবস্থায় নীতি নাই, বাস্তব ঈশ্বর নাই। জীবের সিদ্ধসত্তাগত ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়াও তাহার সত্তার পরিচয় দেয় এইমাত্র। যিনি দ্রব্য ও দ্রব্যশক্তিজ্ঞান লাভ করতঃ যুক্তির চালনাদ্বারা অনেকপদার্থবিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিয়া ইন্দ্রিয়সুখের পরিচর্যা করেন, অথচ নীতি ও ঈশ্বরকে

মানেন না, তিনি নীতিবুদ্ধিরহিত নরজীবনের দ্বিতীয়ভাগে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর ও নীতির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই।

নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ-জীবন— শেষোক্ত জীবন নীতির আদরযুক্ত হইলেই নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন হয়। তাহাই দ্বিতীয়প্রকার বদ্ধজীবন। শেষোক্ত জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাস সংযুক্ত হইলেই নৈতিক সেশ্বর বদ্ধজীবন হয়। এই জীবনে ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্ম নীতির অধীন থাকায় তদ্দ্বারা বহির্মুখতা দূর হয় না। ইহাই তৃতীয় প্রকার বদ্ধজীবন।

নির্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত জীবন— যে স্থলে ঐ জীবন অত্যন্ত নির্বিশেষচিন্তা আসিয়া স্থল লাভ করে তাহার অধীন জীবনকে গ্রহণ করিয়া নীতির হাত হইতে ছাড়াইয়া লয় এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরবিশ্বাসকে কেবলাদ্বৈতবিশ্বাসে পরিণত করে, সেই স্থলে নির্বিশেষচিন্তা-বিকৃত বহির্মুখজীবন লক্ষিত হয়। ইহাই চতুর্থপ্রকার বহির্মুখ বদ্ধজীবন।

সাধনভক্ত-জীবন—পরমেশ্বরকে জীবনসর্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশভক্তির অধীন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন, বদ্ধ হইলেও অন্তর্মুখ। এই অন্তর্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।

অশেষ জড়-সম্বন্ধ বিনাশপূর্বক প্রোদ্দীপিত নির্মল স্বধর্মের সহিত জীবের চিদ্রসে অবস্থিতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই অন্তর্মুখ জীবনের ফল।

আমাদের এই সঙ্গতি শ্রবণ করতঃ পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বহির্মুখ বদ্ধ জীবনস্থিত কুসংস্কারাপন্ন জীবগণ আপন আপন নিষ্ঠা হইতে একটী একটী পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন। আপন আপন কোষ্ঠে বসিয়া তত্তদবস্থায় জীবগণ যুক্তির সাহায্যে বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্বপক্ষ বিচার করতঃ একটী একটী সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তগুলিই আমাদের নিকট পূর্বপক্ষরূপে

প্রসারিত হয়। ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে জীবনস্থ হইয়া জীব পূর্বপক্ষ করেন, সেই জীবনের অব্যবহিত উচ্চজীবনস্থ জীবই সেই পূর্বপক্ষ নিরাসপূর্বক আপন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই নিম্নস্থ জীবনের সিদ্ধান্ত নিরস্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিম্নে যে জীবনের সিদ্ধান্ত নিরস্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিম্নে যে জীবন লক্ষিত হয়, সেই জীবনস্থ সিদ্ধান্ত নিরসনই আমাদের নিজ কার্য। আমরা সেইরূপ কার্য্য করিব। আমাদের গ্রন্থমধ্যে স্থলে স্থলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সহজ করিবার জন্য সংক্ষেপে তাহাদের পুনরালোচনা করিব।

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বাদীদিগের যুক্তি—নীতিশূন্য বহির্মুখ জীব এইরূপ যুক্তি করিয়া থাকেন—পরমাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগক্রমে এই বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতির অনাদি বিধি অনুসারে, উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহার সৃষ্টিকর্তা নাই। আমরা পরমেশ্বর-সম্বন্ধে যে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে উদ্ভুত। যদি পরমেশ্বর বলিয়া কোন প্রকাণ্ড চৈতন্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চৈতন্যের আর একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাতেও পরমেশ্বর-বিশ্বাস স্থিরতর থাকে না। জড়শরীরে যে জড়ময় মস্তিষ্ক আছে, তাহারই গঠনপ্রণালী হইতে বুদ্ধি উদিত হয়। সেই গঠন ভগ্ন হইলে আর বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা বলিয়া যাহাকে মনে করি, তাহা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। শরীর-পতন হইলে অস্তিত্বের অভাব হইবে, অথবা মূল তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে। এই জীবনে অবস্থিত হইয়া মরণ পর্যন্ত যতদূর সুখভোগ করিতে পার তাহা কর। মনে রাখিবে যে, সুখভোগকার্যে যেন কোন ঐহিক ভাবী অসুখের উদয় না হয়। রাজদণ্ড, প্রাণদণ্ড, প্রাণিবধ, পরের সহিত শত্রুতা, পীড়া, অযশ এই সকল ভাবী ঐহিক অসুখ। দৈহিক সুখই প্রয়োজন যেহেতু তদতিরিক্ত সুখ নাই। জীবনের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান, শিল্প ও কারুকার্য্য

যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার যুক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা কর। জীবনের বন্য অবস্থা দূর করতঃ পরিচ্ছদের, গার্হস্থ্য দ্রব্যসমূহের ও শরীরের চাক্‌চিক্য ও বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি কর। সুখাদ্য, সুগন্ধদ্রব্য, সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র, সুদৃশ্য প্রতিকৃতি ও সুখস্পর্শ শয্যা ইত্যাদি সৃজন করতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর ও ব্যবহার করিতে থাক। সভ্যতাই নরজীবনের পারিপাট্য। জীবনের উপকারের জন্য ইতিহাস সংগ্রহ কর। অনুসন্ধানদ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার কর, সে সমুদয়কে প্রকৃতরূপে সংরক্ষণ কর। অলৌকিক ও অযুক্ত কিছুই বিশ্বাস করিও না। যেখানে সাধারণ সুখ ও নিজ সুখ পরস্পর বিরোধ করে, সেখানে সাধারণ সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজসুখের উন্নতি কর। এই প্রকার প্রবল যুক্তিযুক্ত বাক্যসকল শুনিবামাত্র অসভ্য ও অপ্রাপ্তজ্ঞান বন্যজাতীয় মনুষ্যগণ আপনাদের পূর্ব কার্য সকল পরিত্যাগপূর্বক জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সূর্যচন্দ্রে বিশ্বাস, পশুবধপূর্বক জীবননির্বাহ ও বন্যমধ্যে পশুদিগের ন্যায় কালযাপন প্রভৃতি কার্যসকল দূরীভূত হইয়া যায়। নীতিশূন্য যুক্তিবাদী বহির্মুখ মনুষ্যগণ তাহাতে নিজ গৌরবের দ্বারা স্ফীত হইতে থাকেন। চার্বাক, সরডেনেপ্লাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখবাদীদিগের জীবনই এই জীবনের উদাহরণ।

নৈতিক বহির্মুখের যুক্তি—নৈতিক বহির্মুখ জীব অধিকতর বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া নীতিশূন্য বহির্মুখকে শীঘ্রই পরাজয় করেন। তিনি বলেন,—ভাই! তোমার সকল কথাই মানি, কেবল তোমার স্বেচ্ছাচরকে ভাল বলিয়া স্থির করি না। তুমি জীবনের সুখ অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু নীতি ব্যতীত জীবনের সুখ কিরূপে হইবে? তোমার জীবনকেই কেবল জীবন বলিয়া মনে করিও না। সামাজিক জীবনকে জীবন বল। যে বিধি সামাজিক জীবনের সুখসমৃদ্ধি করিতে সমর্থ, তাহাই শ্রেয়ঃ ও তাহারই নাম নীতি। সেই নীতিক্রমে সুখভোগ মানবের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা। যেখানে আপনার দুঃখদ্বারা সমাজের সুখ হয়, সেখানে আপনার দুঃখ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত পুরুষের কর্তব্য। ইহার নাম নিষ্কাম-নীতি। ইহাই

একমাত্র মানবধর্ম। সামাজিক সুখসমষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাবসকলের অনুশীলন কর। তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষাদি দুষ্টভাবসকল আর মানবচিত্তকে দূষিত করিতে পারিবে না। বিশ্বপ্রেমই বিশ্বসুখ। তাহার সমৃদ্ধি করিবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন কর। এইটি পজিটিবিষ্ট (Positivist) অর্থাৎ নিশ্চয়বাদী কম্‌টি ও মিল এরং সোসিয়ালিষ্ট (Socialist) অর্থাৎ সমাজবাদী হারবাটস্পেন্সর প্রভৃতি এবং সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগের নিগূঢ় মত।

কল্পিত সেশ্বরনৈতিকগণ উক্ত মতের সমস্ত কথাই স্বীকার করতঃ এই মাত্র বলেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাসও একটী প্রধান নীতি। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না কর, সে পর্যন্ত নীতি অসম্পূর্ণ থাকে। পরমেশ্বর বিশ্বাস করার কয়েকটী নৈতিক উপকার স্পষ্ট প্রতীত হয়।

১। নীতিবুদ্ধি প্রবল হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকর্ষণ সময়ে সময়ে বৃহৎ নীতিজ্ঞদিগের পক্ষেও অধিক প্রবল হইয়া থাকে। যদি অলক্ষিত রূপে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংযোগের বিশেষ সুবিধা হয়, তখন ঈশ্বরবিশ্বাসই একমাত্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কোন মনুষ্য যাহা দেখিতে সমর্থ নয়।

কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণের যুক্তি— পরমেশ্বর তাহা দেখিতে পান, এরূপ যাহাদের মনে আছে, তাহারা অত্যন্ত গোপনেও নীতিবিরুদ্ধ কার্যে সমর্থ হইবে না।

২। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে মরণসময়ে বিশ্বাসজনিত সুখদ্বারা অনেক কষ্ট-নিবারণ হয়।

৩। সাধারণতঃ নীতিবুদ্ধি অপেক্ষা ঈশ্বরবিশ্বাস অধিকতর ঐহিক পুণ্যপ্রবৃত্তিজনক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

৪। ঈশ্বরবিশ্বাসে কেবল-নীতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অধিক শান্তি আছে।

৫। যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহার বিশ্বাসদ্বারা প্রচুর লাভ হইবে। যদি না থাকেন, তবুও বিশ্বাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে যদি থাকেন, তবে অবিশ্বাসীদিগের প্রচুর ক্ষতি। অতএব গম্ভীর নীতিজ্ঞদিগের পক্ষে ঈশ্বরবিশ্বাস নিত্যান্ত কর্তব্য।

৬। ঈশ্বর উপাসনাতেও সুখ আছে, সে সুখ অন্যান্য সদোষ সুখ অপেক্ষা নির্মল। ঈশ্বরসুখে উৎপাত নাই, অন্য সমস্ত বিষয়সুখে উৎপাত আছে।

৭। ঈশ্বরবিশ্বাসদ্বারা চিত্তবৃত্তিসকলের সৎপথগমনের প্রবৃত্তি অন্যান্য নীতি অপেক্ষা অতি শীঘ্র পুষ্ট হয়।

৮। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে দয়া ও ক্ষমা অধিক বলপ্রাপ্ত হয়।

৯। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে নিষ্কামকর্মে অধিক উৎসাহ হয়।

১০। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে পরলোক-বুদ্ধি উদিত হয়। পরলোক বুদ্ধি উদিত হইলে কোন সময়েই কোন ঘটনাদ্বারা নৈরাশ্য লাভ করিতে হয় না। ভাই হে! যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তথাপি উপরোক্ত হেতুবশতঃ এবং আর আর কারণবশতঃ একটী ঈশ্বর মানাই উচিত। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নিরীশ্বর ব্যক্তি, কল্পিত সেশ্বরবাদীর নিকটে পরাজিত হন। অবশেষে কম্‌টির ন্যায় একটী কল্পিত উপাসনাতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লন। জৈমিনীর কর্মকাণ্ড, পাতঞ্জলের ঈশ্বরপ্রণিধান, কম্‌টির কল্পিত উপাসনা যদিও কোন কোন বিষয়ে উহাদের ভেদ আছে, তথাপি ইহারা ফলে এক। কম্‌টি নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। জৈমিনী প্রভৃতি কর্মবাদীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক সতর্ক, অতএব হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করেন নাই।

কল্পিত সেশ্বরবাদ প্রবল হইলে বাস্তব তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হয়। বাস্তব সেশ্বরবাদী

বলেন,---ভাই! ঈশ্বরকে কল্পিততত্ত্ব মনে করিবে না। তিনি যথার্থই আছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি নিগূঢ় যুক্তি ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখ।

বাস্তব সেশ্বরনৈতিকগণের যুক্তি—

১। জগতের নিয়ম যেরূপ পরিপাটী, তাহাতে কোন বিভুচৈতন্য কর্তৃক যে এই জগৎ সৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানবের যুক্তিশক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবৃত্তি, সেই সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোন স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে সমর্থ হয় না। যে দুইটী পক্ষ অবলম্বন করতঃ সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিবে, সেই দুইটী পক্ষ আদৌ শুদ্ধ হওয়া চাই। যথা, পর্বত যে বহ্নিমান্, তাহা ধূম-দর্শনে অনুমিত হয়। এস্থলে যেখানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে, এইটী শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দেখিতেছ, সেটি বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি না হয়। দুইটী পক্ষ শুদ্ধ হইলে, সাধ্য (যে পর্বতে অগ্নি আছে) তাহা, অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তিগত অনুমানের এইটী প্রধান প্রক্রিয়া। জগদ্ব্যাপারে যেরূপ সৌন্দর্য ও সুষ্ঠু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম করিয়া অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনাক্রমে যাহা যাহা হয়, তাহাতে এত সুষ্ঠুতা থাকে না; এত সুষ্ঠুতা কেবল বিচারপূর্ণ কোন চৈতন্যকর্তৃক হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষদ্বারা স্থির কর যে, কোন বৃহৎ চৈতন্য-কর্তৃক এই জগৎ নির্মিত হইয়াছে।

২। কর্তা ব্যতীত কোন কর্ম হয় না। যদি বল—কর্তারও কর্তা থাকে, তাহাতে সুযুক্তি এই যে, জড়ীয় কর্তৃমাত্রেরই কর্তার প্রয়োজন। বুদ্ধিশক্তিদ্বারা আকৃতি আদৌ কল্পিত হয়, পরে ঐ আকৃতি কার্যে পরিণত হইলেই একটী জড়ীয় ব্যাপার হয়। চৈতন্যলক্ষণ বস্তুই জড়ের আদি কর্তা। কিন্তু ঐ

বুদ্ধির কর্তা দেখা যায় না। তখন চৈতন্যের কর্তার যে সংস্কার হইয়াছে, তাহার অন্যায়রূপ ব্যাপ্তিদ্বারা তুমি যে চৈতন্যের কর্তার প্রয়োজন হইবে, একথা তোমাকে কে বলে? জড়দৃষ্টি করিয়া তোমার অন্বেষণ কর, তাহা তোমার কুসংস্কার ত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর।

৩। যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণুসংযোগক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, তবে তাহার উৎপত্তির একটা একটা উদাহরণ কোন দেশ না কোন দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিত। মাতৃগর্ভে মানবের উৎপত্তি। অন্য কোন উপায়ে তাহার উৎপত্তি দেখি না। বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়াও কয়েক হাজার বৎসরে কিছু দেখাইতে পারিল না। যদি বল, ঘটনাক্রমে কোন সময় মানব হইয়াছিল, এখন মাতৃ-গর্ভ-জন্ম-রূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। উত্তর এই যে, তাহা হইলে প্রথম ঘটনার ন্যায় অন্য ঘটনা দেখা যাইত। এখনও দুই একটি স্বয়ম্ভূ উদিত হইতে দেখা যাইত। অতএব প্রথম মাতাপিতার সৃষ্টি সেই বিভূচৈতন্য ব্যতীত আর কোন উপায়ে যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৪। যেখানে মানব আছে, সেইখানেই ঈশ্বরবিশ্বাসও আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবপ্রকৃতির সত্তানিষ্ঠ ধর্ম। যদি বল যে, মূর্খতাবশতঃ প্রথম অবস্থায় জাতিনিচয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তিক্রমে তাহা দূরীভূত হয় তাহার উত্তর এই যে, ভ্রম সর্বত্র একপ্রকার হয় না। সত্যই সর্বত্র এক। যথা দশে দশ মিলিত করিলে কুড়ি হইবে। সর্ব দেশেই ঐ মিলনের ফল এক, যেহেতু তাহা সত্য। দশে দশ মিলিত করিলে পঁচিশ হইবে, এরূপ মিথ্যা ফল সার্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস দূরদ্বীপনিবাসীদিগের মধ্যেও লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কুসংস্কার শিক্ষাক্রমে ব্যাপ্তি হওয়ার যে বাদ আছে, তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নয়।

৫। মানবজীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক

স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জীবন কয়েক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় মানবের এতদূর উচ্চ আশা, ভরসা ও দূরলক্ষ্য থাকে। ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত মানবপ্রকৃতি সর্বতোভাবে ক্ষুদ্রাশয় যুক্ত।

৬। যুক্তিদ্বারা স্থাপিত বাস্তব পরমেশ্বরবিশ্বাস ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতারূপ ধর্মালোচনা না করিলে সকল নীতির রাজাস্বরূপ ঈশপূজার অভাব হইয়া পড়ে, তাহাতে জীবন অসম্পূর্ণ ও মূল কর্তব্যাভাবে পাপিষ্ঠ হয়।

এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ কর, এবং সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরবিশ্বাসদ্বারা তোমার জীবনকে উন্নত কর ও জগতের মঙ্গল সাধন কর। তাহা হইলে উহা তোমাকে পরলোকে সুখ শান্তি দান করিবেন। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা করিবে, তদ্দ্বারা তুমি যথেষ্ঠ পারলৌকিক সুখ লাভ করিতে পারিবে না। দেখ ভাই! তুমি কল্পিত ঈশ্বরের নিকট কত আশা করিয়াছিলে, বাস্তব ঈশ্বর তোমাকে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ মঙ্গল অর্পণ করিবেন। বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরজ্ঞান অনুশীলন করাই কর্তব্য, কিন্তু এ সব অনুশীলন দুই প্রকার অর্থাৎ অবৈধ অনুশীলন ও বৈধ অনুশীলন। অবৈধ অনুশীলন তাহাকেই বলি, যাহাকে অধিকার বিচারকে অপেক্ষা না করিয়া অসময়ে ও অযোগ্যরূপে ঐ সব অনুশীলন হয়। যে ব্যক্তি যে অনুশীলনের যতটা যোগ্য, তাহার ততটাই ভাল। অধিক বা অল্প হইলে সুফল হয় না। যোগ্যতা স্বভাব অনুসারেই হয়। স্বভাবও প্রাথমিক স্থিতি, শিক্ষা ও সঙ্গ ক্রমে উদিত হয়। ভ্রান্তঃ তুমি স্বভাব বিচারপূর্বক বর্ণাশ্রমরূপ যে বৈজ্ঞানিক ধর্ম ভারতে উদ্ভুত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিলে তোমার সমস্ত অধিকার অনুরূপ কার্য ও উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে। আরও বলি, তুমি যুক্তিদ্বারা এবং নিজ-সত্তাগত বিশ্বাসদ্বারা আপনার আত্মাকে অমর বলিয়া জান। তাহা হইলে তোমার বৈধ জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আত্মাকে

মাতৃ গর্ভজাত হইতে লক্ষ্য করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দিব্য যুক্তিদ্বারা তাহাকে আরও উন্নত ভাবদ্বারা ভূষিত কর। এই জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে ও এজন্মের পরেও থাকিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস পবিত্র হইবে না। তুমি দেখ, কোন ব্যক্তি সাধুলোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করায়, তাহার সাধুতা গ্রহণ সহজ হইল। কোন ব্যক্তি অসাধু-গৃহে জন্মগ্রহণ করায়, তাহার অসাধুতা-স্বভাব হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল। তাহাদের লভ্য শিক্ষা ও সঙ্গ তাহাদের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে লাগিল। যখন তাহারা প্রাপ্তবুদ্ধি হইল, তখন তাহাদের স্বভাব স্থির হইয়া গিয়াছে। তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া এক জীবনেই যদি অনন্ত ফল পায়, তাহা হইলে একজন অগত্যা স্বর্গ ও একজন অগত্যা নরক লাভ করিবে। ইহা কি সর্ব শক্তিমান্ পরমদয়ালু সর্ববিচারসম্পন্ন ঈশ্বরের উপযুক্ত কার্য হয়? যে সকল ক্ষুদ্রধর্মে এক জীবন-গত কর্মই স্বীকার হইয়াছে, সে সকল ধর্ম নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অযুক্ত। তুমি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের উন্নত ভাব স্বীকার কর এবং বর্ণাশ্রমধর্ম অবলম্বন কর; তোমার যথার্থ সুখ হইবে। কর্মই প্রধান কর্তব্য। কর্ম দুইপ্রকার সকাম ও নিষ্কাম। সকাম-কর্ম কেবল সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পোষক, তাহাতে তোমার রুচি হওয়া উচিত নয়। নিষ্কাম কর্মের নাম কর্তব্যানুষ্ঠান। কর্তব্যানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়সুখ হউক বা না হউক, কাম নাই, যেহেতু স্বার্থপরতাকেই কাম বলা যায়। কর্তব্য উদ্দেশ্যে কৃতকর্মে কাম থাকে না। কর্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা হরিতোষণ সংসিদ্ধ হয়। হরি সন্তুষ্ট হইলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লভ্য হয়।

সম্বন্ধ জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ—এইরূপ যুক্তিদ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম সংস্থাপনপূর্বক সেশ্বরনৈতিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। জীবনের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে নির্ণয় করিতে তাঁহার যত্ন উদিত হইতে থাকে। তখন জীব ও ঈশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার আরম্ভ হয়। এই অবস্থাই

সেশ্বরনৈতিকের নবজীবন। সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। আমি কে? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায়?

১। **স্বসুখ প্রয়োজক কর্মসঙ্গতি** —এই সংশয়গুলির আলোচনা করিতে করিতে তিনপ্রকার সঙ্গতি উপস্থিত হয়, তাহাদের নাম ১। স্বসুখপ্রয়োজক কর্মসঙ্গতি। ২। স্বার্থবিনাশরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতি। ৩। শুদ্ধ ধর্মালোচনরূপ ভক্তিসঙ্গতি।

প্রথম সঙ্গতিক্রমে সেশ্বরনৈতিক বলেন যে, আমি ক্ষুদ্র জীব, ধর্মাধর্মের বশীভূত, সর্বদা সুখাভিলাষী। জগতের সহিত আমার ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধ। আমি ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। জগতের কোন্ অংশ নির্মল ভোগের পীঠস্বরূপ আছে তথায় গমন করিয়া নির্মল সুখ ভোগ করিব। ঈশ্বরের সহিত আমার এ সব সম্বন্ধ। ঈশ্বরস্রষ্টা, আমি সৃষ্ট; ঈশ্বর দাতা, আমি গ্রহিতা; ঈশ্বর পাতা, আমি পালিত, ঈশ্বর রক্ষক, আমি রক্ষিত; ঈশ্বর শক্তিমান্, আমি দুর্বল; ঈশ্বর লয়কর্তা, আমি নষ্ট হইবার যোগ্য; ঈশ্বর বিধাতা আমি বিধির অধীন ;ঈশ্বর বিচারক, আমি বিচারিত হইবার পাত্র। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে চরমে আমার দুঃখহানি ও সুখ প্রাপ্তির যোগ্য স্থান লাভ হইবে। আধ্যাত্মযোগও কিয়দংশে এই সঙ্গতি অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গযোগলভ্য অধ্যাত্মসমাধি তাহার উদাহরণ, যে হেতু যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইহারা কর্মাঙ্গ। প্রত্যাহার ফল লাভের চেষ্টা। সমাধি সেই দুঃখহানি ও সুখব্যাপ্তিরূপ চরম লাভ।

স্বার্থ বিনাশরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতি —দ্বিতীয় সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া সেশ্বরনৈতিক কর্ম ত্যাগপূর্বক নির্বিশেষ চিন্তারূঢ় হন। তখন তিনি বলেন, আমি জ্ঞানময় বস্তু, ব্রহ্ম জ্ঞানময়। আমি তাঁহার অংশবিশেষ। জড়সমুদায় আমার দুর্গতি। জড়ের সাক্ষাৎ বিপরীত পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ আমি

কেবল ভ্রমবশতঃ জীবোপাধি লাভ করিয়াছি। ব্রহ্ম-অতিরিক্ত বস্তু নাই, তবে যে জগৎ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আমার অবিদ্যাকল্পিত আমি ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্ময় জ্ঞান হইলে আমার নির্বাণরূপ লাভ হইবে। নির্বাণই আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শুদ্ধ স্বধর্মালোচন-রূপ ভক্তিসঙ্গতি —তৃতীয়সঙ্গতিক্রমে সেশ্বরনৈতিক বলেন যে, আমি বস্তুতঃ চিৎ, কিন্তু আমি অণু-চৈতন্য এবং ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য। জড়জগৎ মিথ্যা নয়। জড়জগতে যে আমিত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাহাই আমার জ্ঞানদৌর্বল্য। আমি নিত্য ভগবদ্দাস। জড়জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য। সেই সম্বন্ধ ভগবৎ-ইচ্ছা-ক্রমেই ঘটিয়াছে। আমার ভগবদ্বৈমুখ্য যত খর্ব হইবে, আমার ততই জড়সম্বন্ধ শিথিল হইবে এবং চিৎসম্বন্ধ প্রবল হইবে। আমার সত্তায় যে ভগবদ্দাস্যরূপ একটী নিত্য বৃত্তি আছে, তাহাই আমার স্বধর্ম। সেই স্বধর্মের অনুশীলন করিতে করিতে অবান্তরফলস্বরূপ জড় মুক্তি হইবে এবং নিত্যফলস্বরূপ প্রেমলাভ হইবে। ভগবানের সহিত আমার নিত্য-সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

কর্মী— প্রথমসঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কে কর্মাঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দোষ নয়। তাঁহাদের জীবনে ভগবানের স্বাধীন স্ফূর্তি নাই। বিধির অধীনতাই সর্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে কর্মী বলে।

জ্ঞানকাণ্ডী —দ্বিতীয়সঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ্য করিয়া ফল্গু বৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল। কতকগুলি ব্যতিরেকচিন্তা লইয়া তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইঁহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

কর্মীর পূর্বপক্ষ —প্রথমসঙ্গতিতে যাঁহারা আবদ্ধ, তাঁহারা তৃতীয় সঙ্গতির অনুগত জীবনকে এইরূপ পূর্বপক্ষ করিয়া থাকেন। ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি এই জগতের সকল বস্তু ও বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আবার আমাদের আশার স্থল যে স্বসুখপ্রাপ্তির জন্য ভোগপীঠরূপ স্বর্গাদি, তাহাও তুমি হেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ। তোমার যখন সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্যন্ত এতদূর বৈরাগ্য, তখন তুমি জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবে না এবং জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই জগৎই আমাদের কর্মক্ষেত্র। এখানে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন করিয়া আমরা ইহকালে এ পরকালে সুখ লাভ করি। তুমি সে সমুদায় নষ্ট করিয়া সকলের সুখলাভের ব্যাঘাত করিবে।

১। যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ।।
(ভাঃ ১/৬/৩৬)

২। এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ।।
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্ ।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ।।
কুর্বণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ ।
গৃণন্তি গুণীনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ।।
(ভাঃ ১/৫/৩৪-৩৬)

বর্ণাশ্রমধর্মকে যথাযথ পুনঃস্থাপন করিতে হইলে সেই ধর্মে আজকাল যে কলিদোষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি নিম্নলিখিত শাস্ত্রতাৎপর্য চালাইবার যত্ন করিবেন। তাহা না করিলে কেহই স্বদেশ হিতৈষী হইতে পারেন না এবং জগতের বিশেষতঃ ভারতের কোন বিশেষ উপকার বা মঙ্গল হইবে না।

ব্রহ্মচর্য পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মাচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা; অথ পুনরব্রতী বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজ্যেত। (জাবালোপনিষদি)

ভক্তের প্রত্যুত্তর—ভক্তজগৎ হইতে ইহার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যুত্তরস্বরূপে প্রদত্ত হয়। ভাই? এ জগতের উন্নতিতে যদি জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি ভক্তজীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, এ জগতের যে কিছু মঙ্গলসাধন হইবে, তাহা কেবল ভক্তকর্তৃকই হইবে। তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর। তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তি অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে।

যঃ কশ্চিদাত্মানমদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীনং ষড়ুর্মিষড়্ভাবেত্যাদি সর্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্বিকল্পশেষকল্পাধারমশেষভূতান্ত-র্যামিত্বেন বর্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবম্ অপ্রমেয়নুমীভবৈকবেদ্য-মপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষ রহিতঃ শমদমাদিসম্পোহভাবমাৎসর্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্ট-চেতা বর্ততে এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধি র্নাস্ত্যেব।

(বজ্রসূচিকোপনিষদি)

য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

(বৃহদারণ্যকে)

বৃত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্মং শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।

(ভাঃ ৭/১১/৩২, ৩৫)

স্বামিটিকা। ---যদ্‌যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যতে, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।।

মহাভারতে বনপর্বে যুধিষ্ঠির-অজগরসম্বাদে ১৮০ অধ্যায়---

"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
যুধিষ্ঠির উবাচ। সত্যং জ্ঞানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যন্তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।।
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।

আমরা বৈরাগী নই। আমরা অনুরাগী। আমরা এই মাত্র বলি যে, সমস্ত কর্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্মসকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ তাহা দ্বারা কর্মসকল চালিত না হউক। ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশ্যে কর্ম সকল কৃত হউক। কার্য-সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

কর্ম ও ভক্তের পার্থক্য কোথায়— ভেদ এই যে, তুমি কর্তব্যবুদ্ধিদ্বারা কার্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য করিব। কোন সময়ে আমার বিরক্তিক্রমে কর্ম-চেষ্টা খর্বিত হয়। তাহাও তোমার কোন অবস্থায় কর্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ তোমার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে, আমার পক্ষে ভক্তিসাধনক্ষেত্রে। তোমার অনুষ্ঠিত

যত্রেতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ।।
অজগর উবাচ । যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণ প্রসমীক্ষিতঃ ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে ।।
ধর্মরাজ উবাচ। জাতিরত্র মহাসর্প। মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ।।
সর্বে সর্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ ।।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ।।
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি স্বান্বয়ঃ ।।
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিস্বত্ত্বং ন বিদ্যতে ।।
একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ।। (মনুঃ)

জন্ম, বৃত্ত, শীল এই কয়েকটী লক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ণীত না হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম ও তদুত্তর বৈধভক্তজীবন সম্ভব হইবে না।

সমস্ত কর্মকে আমি বহির্মুখ বলিয়া জানি, যেহেতু তুমি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম কর না। তোমার নাম সেশ্বরনৈতিক বা কর্মী, আমার নাম ভক্ত।

সেশ্বরনৈতিক ও ভগবদ্ভক্তের জীবনে কর্মসকল অনেক স্থলেই একই প্রকার, কেবল নিষ্ঠাভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ হইয়াছে। যে সেশ্বরনৈতিক কেবল কর্মজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু লক্ষ্য করে না, সে নিতান্ত হেয়। ঈশ্বর মানিলেও তাঁহার ঈশ্বরের স্বরূপবোধ ও জীবের গতিবোধ নাই। তাহাদের কর্মচক্র হইতে উদ্ধার নাই। যে সকল সেশ্বরনৈতিক জড়জগৎকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া চিজ্জগতের আশা করেন, তাঁহারা জড়কর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটী উপায় স্থির করিয়া থাকেন; যথা ঃ---

১। জড় কর্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিত্তত্ত্বে অবস্থিত হওয়া।

২। চিৎস্বরূপ বিষ্ণুতে কর্মার্পণ করা। সমস্ত কর্ম করিবার সময় বিষ্ণুপ্রীতি সংকল্প করা এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা।

৩। যে কর্ম না করিলে নয়, তাহাতে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে মিশ্রিত করা। যাহা না করিলেও দেহযাত্রানির্বাহ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা।

যাঁহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা তাপস বা যোগী। তাপসেরা অনেক কষ্ট সহকারে কর্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে।

তাপস বা যোগীর চেষ্টা —বৈদিক পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগতাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়াঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষ নাথীযোগ প্রভৃতি অনেকপ্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল-দর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ সর্বপ্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য এই যে, কর্মবদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এইরূপ পাঁচটী যম অভ্যাস করিবে এবং শৌচ, সন্তোষ. তপঃ, স্বাধ্যায় ও

ঈশ্বরপ্রণিধান এইরূপ পাঁচটী নিয়ম অভ্যাস করিবে; তদ্দ্বারা অসৎকর্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম অভ্যাস্ত হইলে, আসন, অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাস হইবে। জিতশ্বাস হইয়া বিষ্ণুমূর্তির ধ্যান পরে ধারণা করিবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্বেই করিবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে সমাধি করিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্মত্যাগ-পূর্বক কর্মশূন্য হইবে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয় (১)।

বহির্মুখ চিত্তে —যাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে বিষয়ে অনুরক্ত, তাহার আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ও শেষে কৃষ্ণার্পণ কর্তব্য। এই ব্যাপারটী স্বভাববিরুদ্ধ কার্য (২)।

বিষ্ণুপ্রীতিকাম সঙ্কল্প অসম্ভব — বিষয়রাগদ্বারা চালিত চিত্ত কি স্বভাবতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকাম সঙ্কল্প করিতে পারে? যদি লোকরক্ষার জন্যই ঐ সঙ্কল্প করে, তবে চিত্তের নিজ কার্য বলিয়া তাহা পরিগণিত হয় না এবং তাহা কেবল মনকে 'চোখঠারা' করা হয়, এই মাত্র। ভাবী জন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে সব স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণা-পূজা করে, তাহাদের বিষ্ণুপ্রীতি কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র। এইরূপ সঙ্কল্পবিধি ও অর্পণবিধি যে কর্মবন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহা বলা বাহুল্য।

অন্তর্মুখ জীবন—তৃতীয় উপায়টী সমীচীন। যেহেতু চিত্তের যে বিষয় প্রতি রাগ, তাহার অনুকূলে কার্য হয়। চিত্ত সুখাদ্যে অনুরক্ত, সুখাদ্যই ভগবৎ-প্রসাদরূপে গৃহীত হইলে ভগবদ্ভাবের প্রভূত অনুশীলন ও বিষয়রাগ এককালেই কার্য করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চরসের আস্বাদনক্রমে নীচ রাগ অতি অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চরসে পর্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গৌণী ভক্তি বলিয়া কর্মকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়।

ফলে কর্ম সত্ত্বেও কর্মের সত্তালোপ ইহাতেই সবভাবতঃ সম্ভব। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য যখন এই প্রবৃত্তিক্রমে কৃত হয়, তখন কর্ম গৌণী-ভক্তিরূপ দাসীত্বে বৃত হইয়া মুখ্যভক্তিকে সর্বতোভাবে সেবা করে। সেশ্বরনৈতিকের মধ্যে যাহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাঁহার জীবন অন্তর্মুখ। অপর সমস্ত সেশ্বর-নৈতিকের জীবন বহির্মুখ (১)।

ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ—এই সমস্ত পূর্বপক্ষ নিরসনপূর্বক ভক্তিই যে জীবের এক মাত্র অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধান্তস্থলে প্রদর্শিত হইল। ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। ইহা জগতের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের অবিরোধী এবং শান্তি ও নির্মলানন্দের দ্বারা জীবের নিত্যত্ব প্রদান করে। ভক্ত-জীবনই যথার্থ নরজীবন। ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময়। ইহাই এই জগতের মধ্যে এক মাত্র বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব (২)।

প্রেমজীবন—ভক্তজীবন সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাবজীবন অতিক্রম করতঃ যখন প্রেমজীবনে পদার্পণ করে, তখন সর্ব মাধুর্য ও ঐশ্বর্যপতি ভগবান্ শ্রীনিবাস তাঁহার পরম রসভাণ্ডার খুলিয়া আহ্বান করিয়া বলেন,—সখে! এই ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মায়া-শক্তির কুহকে পড়িয়াছিলে। তোমার নিমিত্ত আমি অহরহঃ যত্ন প্রকাশ করিয়াছি। তুমি তোমার নিজ-যত্নে এ পর্যন্ত উপস্থিত হইলে,

---

১। আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।।
(নারদপঞ্চরাত্রে)

২। অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।
(ভাঃ ১২/১৩/৪১)

আমি তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমার নিত্য-নূতন প্রীতিময় বিগ্রহ-সেবা করতঃ অপার আনন্দসমুদ্রে আমার সহিত ক্রীড়া কর। তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতিঋণ শোধ করিতে পারিব না। তুমি নিজ কার্যের দ্বারা স্বয়ং সন্তুষ্ট হও।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পরিত্যাগ করিয়া যিনি অন্যশিক্ষা গ্রহণ করেন, ঋষভদেব তাঁহার সম্বন্ধে এই উপদেশটী ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন (১)। ভাই, যত্নপূর্বক ইহা মস্তকে ধারণ কর।

১। গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ।।

(ভাঃ ৫/৫/১৮)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

—ঃ গ্রন্থ সমাপ্ত ঃ—